ধৃতি-বিধায়না

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ধৃতি-বিধায়না

১ম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

শ্রীশ্রীঠাকুর দেওঘরে আসার পর থেকে এ পর্য্যন্ত গদ্যে প্রায় দশ হাজার বাণী দিয়েছেন। তার মধ্যে প্রথম ১৫৫৬টি বাণী নিয়ে 'শাশ্বতী' তিন খণ্ড ও 'সম্বিতী' তিন খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। ১৫৫৭ থেকে ৬৫৩৮ পর্য্যন্ত বাণীগুলিকে বিষয় হিসাবে ভাগ ক'রে আবার কতকগুলি পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা হ'চ্ছে। এই পর্য্যায়ের প্রথম পুস্তক 'ধৃতি-বিধায়না'। 'ধৃতি-বিধায়না'য় উপরোক্ত বাণীগুলির মধ্যে একমাত্র ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বাণীগুলিই স্থান পেয়েছে। 'ধৃতি-বিধায়না' নামকরণ শ্রীশ্রীঠাকুরেরই। ব্যষ্টি ও সমষ্টি-সত্তার ধারণ-পোষণার ব্যবস্থাপনাই যে ধর্ম্মের মধুমর্ম্ম এই সত্যই ঐ নামের ভিতর-দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। [ধৃ (ধারণ)+ক্তিন্ (ভাবে)=ধৃতি—ধারণকর্ম্ম বা ধারণ-সম্বেগ, বি—ধি (পোষণ)+ণিচ্+অনট্+স্ত্রিয়ামাপ্=বিধায়না—বিশেষভাবে পোষণ করান; অর্থাৎ ধৃতি-বিধায়না—ধারণকর্ম্ম বা ধারণ-সম্বেগকে বিশেষভাবে পোষণ করান; আবার ধৃ (ধারণ)+মন্ (কর্ত্তৃ)=ধর্ম্ম—যে বা যা' ধারণ করে।]

এই পুস্তকে ধর্ম্মের সর্ব্বার্থ-পূরণী স্বরূপ নানাভাবে নানাদিক দিয়ে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। ধর্ম্মের সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বানুস্যূত, সর্ব্বতোব্যাপ্ত ব্যাপকতা, গভীরতা ও অপরিহার্য্যতা অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণে, অপূর্ব্ব রসব্যঞ্জনায়, জলদ-মন্দ্রে, ভাস্বর-বিভায় বিলসিত, বিকশিত ও বিঘোষিত হয়েছে এই বিপুল বাণী-বীথির ছত্রে-ছত্রে। সক্রিয় সুকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যুগ-পুরুষোত্তমের প্রতি অচ্যুত, কর্ম্মমুখর শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুরাগ নিয়ে নিজেকে, পরিবেশকে ও যা'-কিছুকে তদনুগ ছন্দে বিন্যস্ত ও বিনায়িত ক'রে চলাই যে সর্ব্বার্থসিদ্ধির অব্যর্থ পরম পথ সেই কথাটিই বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করা হয়েছে এখানে।

পাঠক-সাধারণের সুবিধার জন্য একটি বিষয়-সূচী সংযোজন করা হয়েছে। তা ছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর-কর্ত্তৃক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত ও নবোদ্ভাবিত শব্দগুলির বোধ-সৌকর্য্যার্থে একটি শব্দার্থসূচীও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

শ্রুতলিখন থেকে সুরু ক'রে এই পুস্তক-সংকলনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে

শ্রীমান প্রফুল্লকুমার দাস, নিখিলকুমার ঘোষ, দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও রেবতী-মোহন বিশ্বাস ধারাবাহিকভাবে অকুণ্ঠ শ্রম স্বীকার করেছেন। সর্ব্বোপরি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র হালদার সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে দিয়েছেন। শ্রীমান দেবীপ্রসাদ ধাতুগত অর্থ সহ শব্দার্থ-সূচী প্রণয়ন ক'রে একটি কাজের কাজ করেছেন। শ্রীমান অমূল্যকুমার ঘোষ সৎসঙ্গ-প্রেসের সহকর্ম্মিবৃন্দ-সহ বইটিকে নিখুঁত, নির্ভুল ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এই পুণ্য-প্রয়াসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সুযোগ পেয়ে আমরা সবাই ধন্য হয়েছি।

পরমদয়ালের অমৃতময় অবদান ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে প'ড়ে সবার জীবন সুধাসিক্ত, মধুম্রক্ষিত ও ঊর্জ্জনাদীপ্ত ক'রে তুলুক—এই আমার আকুল প্রার্থনা। তবেই সার্থক হবে এই দিব্য-বাণীর প্রকাশনা। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
২২শে ফাল্গুন, ১৩৬৭

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের ভূমিকা

ধৃতি-বিধায়না ১ম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত হ'ল। গ্রন্থের প্রতিটি বাণীই মূলের সাথে ভালভাবে মিলিয়ে দেখে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ কথা এই যে, বাণীগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পরেও শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং অনেক জায়গায় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন। বর্ত্তমান সংস্করণে প্রতিটি পরিবর্ত্তন ও সংযোজন শ্রীশ্রীঠাকুর-কথিত রকমে বিন্যস্ত ক'রে দেওয়া হ'ল।

তা' ছাড়া, গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ-কালে ১৮৪নং বাণীটি অনবধানতা-বশতঃ বাদ প'ড়ে যায়। সেটা এবার গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হ'ল। আর, বিবিধ-সূক্তে ২য় খণ্ডে প্রকাশিত 'জীবনবাদ' বিভাগের ১৪টি বাণীও বর্ত্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল।

ধৃতি-বিধায়না ১ম খণ্ড সম্বন্ধে আরো একটি কথা। এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ-কালে, অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় বাণীগুলির প্রথম পংক্তির সূচী দেওয়া ছিল না। এখন ঐ সূচীটি পাঠকসাধারণের সুবিধার্থে গ্রন্থশেষে বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত ক'রে দেওয়া হ'ল।

আমরা আশা করি, এই মহাগ্রন্থ ধর্ম্মপথের দিক্-নির্ণয়ী পুস্তকরূপে পরিগণিত হবে, বিভ্রান্ত ব্যতিক্রান্ত মানবজীবনকে করবে ভ্রান্তিমুক্ত ও শুভপন্থী। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
রাস-পূর্ণিমা
২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৯৩
১৫ই নভেম্বর, ১৯৮৬

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আমার কথাগুলি যদি তোমার -
শুধু কথাপ্রিয়তারই খোরাক মাত্র হয় -
করার বা আচরণের ক্ষেত্র দিয়ে
সেগুলিকে যদি -
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার -
তবে -

পাওয়া যে তোমার
অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয় —

তোমারই "আমি"
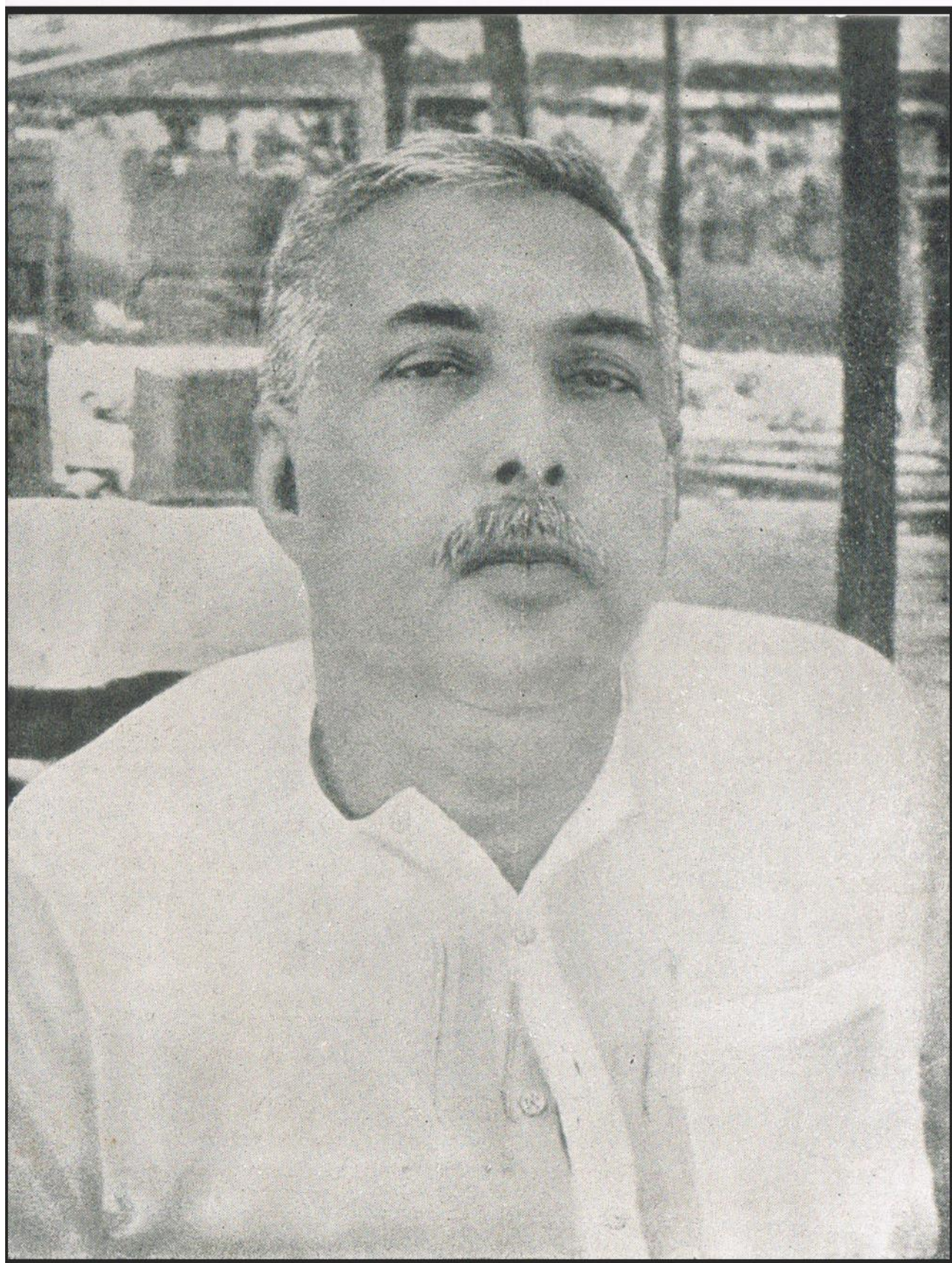
ধর্ম্ম

যা'রা স্বার্থ বা অর্থলোভী হ'য়ে
ধর্ম্মকথা বলে,
মানুষকে উপদেশ দিয়ে
তা'দের অন্তর্নিহিত ঐ স্বার্থ-সন্ধিৎসার
ইন্ধন সংগ্রহ করে,
তা'রা ধর্ম্মকে হারায় ;
আবার, যা'রা ধর্ম্মানুশাসনগুলিকে
কথায়-কাজে মূর্ত্ত ক'রে চলতে থাকে—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,
তা'দের চরিত্রেই
ধর্ম্ম একটা রাগ-বিভা নিয়ে
মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
ব্যক্তিত্বে ঐ ধর্ম্ম সংস্থিতি লাভ করে,
ধর্ম্ম তা'দের অশেষ উপঢৌকনে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
নন্দিতই ক'রে থাকে—
সর্ব্বার্থ-উপচয়ে ;
স্বার্থ-সন্ধিৎসু ভাঁওতাবাজের ধর্ম্মকথা
তা'কে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে না,
তাই, ও যা'রা করে,
ঠ'কেই থাকে তা'রা ;
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে ধার্ম্মিক হও,

ধর্ম্মানুশীলনে তোমার ব্যক্তিত্ব
পরিবার-পারিপার্শ্বিকে ব্যাপ্ত হ'য়ে উঠুক,
বর্দ্ধনার অমোঘ ধৃতি
ব্যাপ্তি-বিনোদনায়
বিভাসিত ক'রে তুলুক তোমাকে। ১।

সত্য মানে সবাই বেঁচে থাক,
আমিও বেঁচে থাকি—
সপরিবেশ সবারই প্রয়োজনে;
ধর্ম্ম মানে ধৃতি-বর্দ্ধনা,
আর, ঐ আচরণই ধর্ম্মের পূজা,
সত্যের পূজা মানে অস্তিত্বের পূজা। ২।

সত্য মানেই হ'চ্ছে অস্তিত্বের ভাব—
বিদ্যমানতা,
আর, তা'র প্রয়োজন মানুষের,
জীবের,
ঐ সত্য বা অস্তিত্বের ভাব
বা বিদ্যমানতার প্রয়োজনে
জীব বা মানুষ নয়কো,
তাই, জীবমাত্রই অস্তিত্বের পূজারী;
অস্তিত্বের পূজায় যা'রা পরাঙ্মুখ
তা'রা সত্তাকে ছেদ-সংক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
বিয়োগ-বিধুর ক'রে তোলে;
ঈশ্বরই সত্তার সাত্বিক প্রেরণা,
অস্তিত্বের পরম উৎস। ৩।

প্রাচীনই হো'ক,
আর নবীনই হো'ক,
যে দেব-দেবীরই উপাসনা কর না কেন,
বা প্রাচীন তথাগতদিগের
যে-কোন কাউকেই উপাসনা কর না কেন,
শ্রদ্ধোষিত আগ্রহ-উৎসারণী
অনুক্রিয় অনুবেদনা নিয়ে
তাঁ'কে বা তাঁ'দিগকে যদি
বর্ত্তমান প্রিয়পরম বা আচার্য্যে
একায়িত ক'রে না তোল—
সার্থক সঙ্গতির অন্বিত তৎপরতায়,—
তোমার উপাসনা মূক ও বধিরের মত
আবছায়া কুয়াশার মত
আজগবী ব্যর্থতায় অর্থান্বিত হ'য়ে
তোমাকে বিদ্রূপই করতে থাকবে। ৪।

তুমি লাখ দেব-দেবীর পূজা কর না কেন,
রোজ হাজারটা ছেড়ে
হাজার বায়নার আমদানী ক'রে চল না কেন,
ভাবালু ভক্তির
স্বার্থ-অনুবেদনা নিয়ে
উচ্ছল লাখো ভঙ্গীতে
তা'র অবতারণা ক'রে চলতে থাক না কেন,
কিছুই হবে না,
পাবেও না কিছু,
তোমার অর্জ্জিত কর্ম্মফলের ভাগ্যযষ্টি
যখন যে-ভাবে

তোমাকে নাচিয়ে তোলে,
করতে হবে তা'ই,
মিলবেও তেমনি,
যতদিন না,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরম—
আচার্য্য যিনি—
ইষ্ট যিনি—
তাঁ'তে সুনিষ্ঠ হ'য়ে
তদ্বিনায়নী অনুরঞ্জনায়
সুনিয়ন্ত্রণে
নিজেকে রঞ্জিত ক'রে না তুলছ—
যা'-কিছু অন্তরায়কে নিরোধ ক'রে,
এড়িয়ে,
বিনায়িত ক'রে,
সুদৃঢ় আত্মিক অনুকম্পায়,
আরতিরাগরঞ্জিত
অনুক্রিয় তৎপরতা নিয়ে,
তদর্থপূরণী সার্থকতাকে আত্মস্বার্থ ক'রে ;
তোমার জীবনের ক্রমাগতি
এমনতর যদি থাকে,
তুমি যেমনতরই হও না কেন,
তদনুগ চলনে
যা'-কিছুকে গুছিয়ে নিয়ে
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
শুভ বোধি ও ব্যক্তিত্বে
নিজেকে বিধৃত ক'রেই চলতে থাকবে—

একটা দ্যুতি-নন্দনার
অমল অনুগতি নিয়ে ;
নয়তো এখনও ফাঁকি,
আখেরেও ফাঁকি । ৫ ।

যা'রা ভাবে—
ধর্ম্ম মানেই কতগুলি সংকথার
ভাবালু অভিব্যক্তিমাত্র,
তা' কইলেই চলে,
সার্থক সুব্যবস্থ অন্বিত সঙ্গতিতে
বুঝতেও হয় না,
করতেও হয় না—
সশ্রদ্ধ সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,
তা'দের ব'লো—
'তোমার জীবনীয় যা'-কিছু
তা' শুধু চাইতে হবে,
কিন্তু পেতে হবে না,
তুমি তা'তেই খুশী থাকতে পারবে তো ?' । ৬ ।

জীবনের পথ একই,
বহু নয় কিন্তু,
সে-পথ সত্তা-সংস্থিতি,
যা' জীবনীয়, বর্দ্ধনী,
তেমনি ক'রে চলাই হ'চ্ছে
সত্তার পথে চলা—
যে-ব্যক্তিত্ব যেমন বৈশিষ্ট্যেই
বিনায়িত হো'ক না কেন ;

ব্যক্ত যা',
বৈশিষ্ট্য নিয়ে যা' উদ্ভিন্ন হ'য়েছে,
তা' প্রত্যেকে পৃথক্ যদিও,—
কিন্তু অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিক সম্বেগ একই,
আর, সত্তার উৎসই ঈশ্বর । ৭ ।

সত্তাপোষণী যা' তা'ই ধর্ম্ম,
সত্তাকে যা' সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে
তা'ই ধর্ম্ম,
বেঁচে বেড়ে চলাই ধর্ম্ম—
বিন্যাস-বিভূতি নিয়ে
সুকেন্দ্রিকতায়,
—তা' নিজের বেলায় যেমন
অন্যের বেলায়ও তেমনি ;
এর ব্যত্যয়ী যা' তা'ই অসৎ । ৮ ।

সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
সপরিবেশ নিজের সত্তাপোষণী
পরিচর্য্যাই
ধর্ম্মানুশীলন । ৯ ।

সুকেন্দ্রিক হও,
সাত্ত্বিক ধৃতি-চলনে চল—
বিহিত সহনশীলতায়,
হৃদ্য আচরণ নিয়ে । ১০ ।

স্বকেন্দ্রিক জীবনীয় চলনায় চল—
তদনুশীলনী তৎপরতায়,
সদাচারী হ'য়ে,
কদাচারকে পরিহার ক'রে,
আর, তা'ই ধর্ম্মচর্য্যা । ১১ ।

নারায়ণই বর্দ্ধনার পথ,
জীবনের পথ,
সেই জন্যই তাঁ'র নাম—
নারায়ণ । ১২ ।

ধর্ম্ম-চর্য্যার,
অর্থাৎ সাত্ত্বিক ধৃতি-চর্য্যার
ভিত্তিই হ'চ্ছে—
আচার্য্যে একমনা একনিষ্ঠতা নিয়ে
সক্রিয় অনুচর্য্যা-সম্পন্ন হ'য়ে
তঁদর্থ বা তঁৎ-স্বার্থ-সম্পোষণে
ঐ চিন্তা ও চলনে
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তোলা—
নিষ্পন্নতার অন্বিত সঙ্গতি-সাধনে
সক্রিয় হ'য়ে
তদনুগ আত্ম-নিয়ন্ত্রণে ;
এতটুকুর ব্যত্যয় যেখানে যেমনতর,
ব্যতিক্রমও সেখানে
তেমনি বিপর্য্যয়ী ;
তাই, ধর্ম্মদৃপ্ত হও,
বিহিত অনুশাসন

ও আচার্য্য-অনুজ্ঞা-পরিপালনে
নিজেকে
সার্থক সঙ্গতিতে
বিনায়িত ক'রে তোল—
ইষ্টার্থ-অনুগতি-সম্পন্ন অনুচর্য্যায়,
তৎ-স্বার্থ-সম্পোষণী সক্রিয়তায়। ১৩।

স্বর্গেই বল,
মর্ত্ত্যেই বল,
মনুষ্য বা দেবতাগণের ভিতরই বল,
সত্ত্ব, রজ, তমের বাইরে
কোন সত্তাই অবস্থিতি লাভ করতে পারে না;
তাই, শম, দম, তপস্যা, আস্তিক্য,
শৌচ, ক্ষান্তি,
—ক্ষান্তি মানেই হ'চ্ছে ক্ষমতার ভাব,
ঋজুতা অর্থাৎ জটিল যা'-কিছুকে
সার্থক সঙ্গতিশালীন্যে
সুবিনায়িত ক'রে
একসূত্র-সঙ্গত ক'রে তোলা,
আর, এই জটিল যা'-কিছুকে
অন্বিত সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে
একসূত্র-সমাহিত ক'রে
যে প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়,
তা'র দ্বারা ব্যক্তিত্বকে প্রভাবান্বিত ক'রে তোলাই
কিন্তু সারল্য,
এ সারল্য মানে কিন্তু
অজ্ঞতা বা বেকুব-বুদ্ধি নয়,

এই সারল্য বা ঋজুতাই আর্জ্জব,—
এইগুলির অনুশীলনে
তপোনিয়মনায়
একনিষ্ঠ সুবিনায়িত তৎপরতায়
জটিল যা'-কিছুকে
সুবিনায়িত একসূত্র-সঙ্গত ক'রে তুলে
তোমার জানাও অর্থাৎ জ্ঞানও
অমনতরই বিনায়িত হ'য়ে উঠবে,
অন্বিত সার্থকতায়
একসূত্র-সঙ্গতি লাভ করবে,
এবং তোমার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে
প্রত্যয়-প্রভাবান্বিত ক'রে
চলনাকেও
অমনতর ক'রে তুলবে,
আর, ঐ জ্ঞানেরই একসূত্র-সঙ্গত
অন্বিত সঙ্গতিই হ'চ্ছে বিজ্ঞান,
এই বিজ্ঞানের দ্বারা
তোমার আস্তিক্যকে উপলব্ধি করতে পারবে,
তাই, আস্তিক্য হ'চ্ছে
অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিক সম্বেদনা ;
—এগুলিই হ'চ্ছে
স্বাভাবিক ব্রহ্মকর্ম্ম
বা ব্রাহ্মী কর্ম্ম,
তাই, এগুলি বিপ্রদের
বৈশিষ্ট্য-বিনায়িত
জৈবী সংস্থিতির অন্তর্নিহিত

স্বাভাবিক দ্যুতি—
তা' কোথাও স্বল্পমাত্রায়ই বিদ্যমান থাকুক,
বা তপোবিনায়িত মহদ্‌গণের
অন্বিত সঙ্গতি-সম্পন্ন
আস্তিক্য-বিজ্ঞান-প্রবুদ্ধ জীবনে
প্রগাঢ়তায় সমাসীনই হো'ক ;
তারপরেই হ'চ্ছে—
ক্ষাত্র-বৈশিষ্ট্য,
শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা
অর্থাৎ পটুতা,
পরাক্রম-প্রদীপনা,
যুদ্ধ-বিগ্রহে অকৃতকার্য্য হ'য়ে
পশ্চাৎপদ না হওয়া,
লোক-নিরাপত্তার অনুচর্য্যা,
ক্ষতত্রাণী ব্যাপৃতি,
অসৎ-প্রতিরোধী পরাক্রম নিয়ে
জীবনকে সুচালিত করার উদ্যম,
দান এবং পালন-পোষণী তৎপরতা
অর্থাৎ ঈশ্বরভাব—
প্রভুত্ব-প্রভব হ'য়ে শাসন-নিয়মন,
—এই হ'চ্ছে তা'দের জৈবী-সংস্থিতির
অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য,
যা' স্বভাবে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
সহজাত সঙ্গতি নিয়ে ;
তারপরেই হ'চ্ছে বৈশ্যকর্ম্ম,
বৈশ্যের জৈবী-সংস্থিতির
অন্তর্নিহিত উদ্যমই হ'চ্ছে—

কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য,
এবং তৎ-সম্বন্ধীয় যা'-কিছুতে
অন্তরাসী হ'য়ে
তদনুগ চলনে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ক'রে
উৎকর্ষে
চলৎশীল হ'য়ে চলা,—
আর, এই হ'চ্ছে তা'দের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ;
জীবনে আবোল-তাবোল যাই থাক্‌ না কেন,
বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সবাই
বৈশিষ্ট্যানুগ কর্ম্মে অন্বিত হ'য়ে
স্বাভাবিকভাবে চলতে চায়,
এবং তা'রই উপাদান, উপকরণ
এবং পারিবেশিক সংস্থিতি
যা' ঐগুলিকে পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে তোলে
তা'তে তা'দের উদ্যম-উদ্দীপ্ত আগ্রহ
কিছু-না-কিছু থেকেই থাকে,
এইগুলিই হ'চ্ছে তা'দের বৈশিষ্ট্য ;
আর, শূদ্র যা'রা,
সত্তার আত্মোৎকর্ষ-আগ্রহ-উদ্দীপ্ত
উদ্যম থাকার দরুণ
তা'রা পরিচর্য্যা-নিরত হ'য়েই চলে
স্বভাবতঃ,
এই পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়েই
তা'রা উৎকর্ষকে আবাহন ক'রে থাকে,
এই-ই তা'দের তপস্যা,
এমনতর তপশ্চর্য্যাই তা'দিগকে
ক্রমশঃ ব্রাহ্মীগুণসম্পন্ন

ক'রে তুলতে পারে—
জ্ঞানবৃদ্ধদের উপসেবনের ভিতর-দিয়ে,
শ্রেয়নিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,
একমনা অনুগতি-সম্পন্ন ক'রে ;
আর, এমনতরভাবেই
বৈশিষ্ট্যানুগ স্ব-স্ব কর্ম্মে
আত্মনিয়োগ ক'রে
মানুষ অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
গুণান্বিত হ'য়ে ওঠে,
এবং সিদ্ধি সহজ হ'য়ে ওঠে তা'দের কাছে—
সব দিক্ দিয়ে
সম্যক্ সঙ্গতির সার্থক শুভ বিনায়নায় ;
বৈশিষ্ট্যানুগ স্বকর্ম্মনিরতি
মানুষকে
তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
উৎকর্ষে চলৎশীল ক'রে তোলে ;
সর্ব্বভূতগণের
দুনিয়ার প্রতিটি ব্যষ্টির
প্রবৃত্তিগুলি
যাঁ' হ'তে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—
ব্যষ্টিকে আপ্লুত ক'রে
সমষ্টিকে আপ্লুত ক'রে,—
স্বকর্ম্মদ্বারা
তাঁ'র অর্চ্চনা ক'রেই
মানুষ সিদ্ধিলাভ ক'রে থাকে,
তোমার বৈশিষ্ট্য যদি
স্বল্পগুণসম্পন্নও হয়,

তবুও সু-অনুষ্ঠিত
অন্য আচরণের চাইতে
ঐ দোষত্রুটিযুক্ত বৈশিষ্ট্যানুগ
স্বাভাবিক কর্ম্মই
তোমার পক্ষে শ্রেয়,
কারণ, সম্বিৎসু অনুচলনে
তত্তপাঃ হ'য়ে
তুমি অল্পগুণগুলিকে বিনায়িত ক'রে
জ্ঞান-প্রভাবান্বিত হ'য়ে
মহৎ-জ্ঞানের
অধিকারীও হ'য়ে উঠতে পারবে ;
আর, তা' যদি না কর,
তবে ক্রমশঃ ক্লিষ্ট হ'য়ে উঠবে,
অপকর্ষের কুটিল আক্রমণে
জর্জ্জরিত হ'য়ে
হীনত্বেই আত্মনিমজ্জন করতে বাধ্য হবে ;
তাই, সহজকর্ম্ম করা ভাল,
যা' তোমার জৈবী-সংস্থিতির
অন্তর্নিহিত উন্মাদনার ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্যের উন্মাদনার ভিতর-দিয়ে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে স্বভাবে,
—তা' যদি দোষযুক্তও হয়,
সাত্ত্বিক সম্পদে স্বল্পও হয়,
তা'ও ভাল ;
তবে যা'ই কর না কেন,
তা' প্রথমে খানিকটা
কুয়াশাচ্ছন্নই থাকে,

ঐ সঙ্গতির সার্থক তৎপরতায়
জ্ঞানদ্যুতির আবির্ভাবে
ঐ কুয়াশাগুলি
ক্রমশঃই অপনোদিত হ'তে থাকবে,
এগিয়ে যাবার আলোক পাবে ক্রমশঃ
আরো-আরোতর রকমে ;
এমনতরভাবেই
এই করার ভিতর-দিয়েই
তুমি আদর্শে,
ঈশ্বরে
সম্যক্-ভাবে ন্যস্ত-সংকল্প হ'য়ে উঠবে,
স্বাভাবিকভাবে
সন্ন্যাসে অধিষ্ঠিত হ'য়ে উঠবে তুমি,
জিতাত্মা হ'য়ে উঠবে তুমি,
তুমি ক্ষুদ্র-ব্যক্তিত্বের শুভ-সম্প্রসারণে
অন্তর্নিহিত কামকামনায়
অনাসক্ত হ'য়ে উঠবে,
এই তপশ্চরণার ভিতর-দিয়ে
ক্রমচলন-তৎপরতায়
ক্রমশঃই
একসূত্র-সঙ্গতিকে
যতই আয়ত্ত করতে থাকবে,
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিও লাভ করবে তুমি ততই,
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি মানে
স্থাবরের মত নয়কো,
কাঠ-পাথরের মত নয়,
নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাকায়

স্থসিদ্ধ হওয়া নয়কো,
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি মানে —
কর্ম্মকে নিশ্চয় ক'রে
নিষ্পাদন করা,
সম্পাদন করা—
ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়,
আচার্য্য-অনুদীপনায়,
আর, তা' হ'তে
স্বাভাবিক সঙ্গতি নিয়ে
যে জ্ঞানের উন্মেষ হয়,
তা'ই আহরণ ক'রে চলা—
একসূত্র-সঙ্গতিতে সার্থক ক'রে ;
ফল কথা, এর তাৎপর্য্য হ'লো—
বিজ্ঞান-প্রণোদিত
অন্বিত একসূত্র-সঙ্গতি-সম্পন্ন
জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করা.

যা'-দিয়ে
সমস্ত বহুদর্শিতাগুলির
অর্থান্বিত সঙ্গতিতে অধিষ্ঠিত থেকে
বীজাকারে
অভিমানহারা সর্ব্বজ্ঞত্ব
তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে থাকবে—
সঙ্কীর্ণ, কুটিল, হীনম্মন্য অহংকে
ব্যাপ্তির ব্রাহ্মী প্রণোদনায়
বিস্তারশীল ব্যক্তিত্ব-বিনায়িত সত্তায়
অনুশায়ী ক'রে ;
এমনতর যতই হ'তে থাকবে,

ব্রাহ্মী প্রজ্ঞাও তোমাতে
অধিষ্ঠিত হ'য়ে উঠবে ততই—
সাম্য-অনুবেদনী শান্তির
তর্পিত আলোক নিয়ে,
—ঈশ্বরের মূর্ত্ত বিগ্রহ
পরমপুরুষে
পরাভক্তি লাভ করবে তেমনি,
ঈশলীলাকে
শান্তির অমল স্রোতের ভিতর-দিয়ে
উপভোগ ক'রে চলবে ;
ঈশ্বর অর্থাৎ ধারণ-পালনী সম্বেগ
সর্ব্বভূতেই অধিষ্ঠিত—
তুনিয়ায় যা'-কিছু দেখ
সমস্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে
আপ্লুত ক'রে,
অস্তিবৃদ্ধির লীলায়িত নন্দনায়
চলবার আকূতি নিয়ে,
ভোগদীপালীর মঞ্জুল মালিকায়
নিজেকে পরিশোভিত ক'রে ;
সেই পরমপুরুষ—যিনি ব্যক্ত ঈশ্বরের
সুদীপ্ত চর্য্যানিরত চরিত্রে অধিষ্ঠিত,
যিনি যা'-কিছু হ'য়েও
ছাপিয়ে আছেন তা'কে,
তাঁ'রই যা'-কিছুকে উপভোগ ক'রে
তুমি কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ কৃতার্থতা
পরিবেশে ব্যাপ্তি লাভ ক'রে

তাঁ'দিগকেও স্বস্তি-নন্দনায়
উদ্যমদীপ্ত ক'রে তুলবে—
দেওয়া-নেওয়ার
সলীল সঙ্গতি নিয়ে,
বর্দ্ধনার অনুপ্রেরণী অর্ঘ্যে
পূত ক'রে সবাইকে ;
তাই বলি—
নিজের স্বভাবজ কর্ম্মের দ্বারা
প্রভাবান্বিত তুমি হ'য়েই আছ,
তোমার বৈশিষ্ট্য-সঙ্গতিহীন অন্য কর্ম্ম যা'
তা'র দ্বারা আবিষ্টও যদি হও,
কিংবা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হ'য়ে
যা-ই কিছু কর না কেন তুমি,
শেষ পর্য্যন্ত
তোমার ঐ জৈবী-সংস্থিতি-সংস্থিত
অন্তর্নিহিত ফুটন্ত উন্মাদনায়
স্বাভাবিকভাবে যা' নিহিত আছে,
সেই চলনায়
চলতেই হবে তোমাকে ;
ঐ পরমপুরুষই
ব্যক্ত ঈশ্বরই
মূর্ত্ত ধারণ-পালনী সম্বেগ,
প্রতিটি ব্যষ্টিরই
অন্তর্নিহিত ধারণ-পালনী সম্বেগের
ব্যক্তপ্রদীপনা তিনিই,
তিনি সবারই আপূরণকারী,

সহজাত বৈশিষ্ট্যের
অনুপ্রেরণার ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকের অস্তিবৃদ্ধির অনুপ্রেরণার
প্রাপণ-সম্বেগ তিনিই,
তুমি তাঁ'রই শরণ লও,
তাঁ'কেই মনন কর,
তাঁ'কেই যজন কর,
যাজন কর,
নমস্কার কর,
তুমি তাঁ'কেই পাবে,
আর, তাঁ'কে পাওয়া মানেই হ'চ্ছে
ঈশ্বরপ্রাপ্তি ;
আর, এই পাওয়ার বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে
নিজেকে তাঁ'তে
একনিষ্ঠ শ্রদ্ধান্বিত ক'রে
তপশ্চর্য্যার অমৃতনন্দনায়
নিজের ব্যক্তিত্বে
তাঁ'রই ব্যক্ত চরিত্রকে
অধিষ্ঠিত ক'রে তোলা,
গ্রথিত ক'রে তোলা,
তিনি যা'তে তোমার চরিত্রের
প্রতিটি বিম্বে
বিকীর্ণ হ'য়ে ওঠেন—
এমনতরভাবে ;
প্রাপ্তির পরম দ্যুতি তাই-ই,
গীতার পরমপুরুষে
অনুগতির আন্তরিক অনুবেদনা নিয়ে

আমি বলছি,
বার-বার বলছি—
সেই গীতারই কথা—
"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা,
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্?"
আবার বলি—
সেই পুরুষোত্তমেরই বাণী—
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ";
যাঁ' হ'তে তোমার প্রবৃত্তি নিঃসৃত হ'য়েছে,
যিনি যা'-কিছুতে
ধারণ-পালনী সম্বেগরূপে অবস্থিত,
যিনি ঈশ্বর,
তোমার যা'-কিছু সব দিয়ে,
অর্থাৎ, তোমার প্রবৃত্তি-সঞ্জাত
যা'-কিছু সব দিয়ে
তাঁ'রই অনুচর্য্যা কর,
তোমার স্ব-এর যা'-কিছু ধর্ম্ম,
প্রবৃত্তির যা'-কিছু কর্ম্ম,
সবগুলি দিয়ে
তাঁ'রই সেবা কর,
সেবা মানে পরিপালন, পরিপূরণ,
পরিপোষণ, পরিরক্ষণ,
তাঁ'কেই অন্তরে-বাহিরে
প্রতিপালন ক'রে চল,
এই-ই হ'লো তোমার সর্ব্বধর্ম্মকে পরিত্যাগ ক'রে
ইষ্টকর্ম্মে নিয়োজিত ক'রে তোলা;

আবার সেই পুরুষোত্তমের বাণী বলছি—
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ,
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" ;
আর, এই বাণীই
পৃথিবীর প্রাচীনতম
প্রত্যেক প্রেরিত-পুরুষোত্তমের বাণী—
তা' যেমন ভাষায়
যেমন কায়দায়ই হো'ক না কেন,
এই বাণীই তোমার দিগ্‌দর্শনী হ'য়ে উঠুক,
এই প্রতিজ্ঞার অনুজ্ঞা
তোমার অন্তরে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
তপানুশীলনী প্রবৃত্তির ভিতর-দিয়ে
তোমাতে জাগ্রত বিভামণ্ডিত হ'য়ে উঠুক ;
তাই বলি—
তুমি তোমার ইষ্ট বা আচার্য্যে
অনুরতিসম্পন্ন আবেগ নিয়ে
তঁদর্থে অর্থাৎ তঁৎ-স্বার্থ-সম্পোষণে
সুক্রিয়-তৎপর হ'য়ে ওঠ—
একনিষ্ঠ উদাত্ত অনুবেদনা নিয়ে
এবং প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
কর্ম্মগুলিকে
তঁদনুচর্য্যায় শুভ-সন্দীপনী ক'রে
বৈশিষ্ট্যানুগ উপচয়ী অনুক্রমণায়
নিষ্পাদন ক'রে চল—
নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রে,
তাঁ'রই অনুশাসনে আত্মনিয়মন ক'রে,

বিনায়িত ক'রে নিজেকে ;
আর, ঠিক জেনো—
এই হ'চ্ছে
সাত্ত্বিক ধৃতির মূল ভিত্তি ;
—এই ভাবে যদি চল,
তোমার যোগাবেগ কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে,
তখন তোমার প্রতিটি প্রবৃত্তি,
বোধি ও ব্যক্তিত্ব
বিনায়িত হ'য়ে উঠবে—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে ;
—প্রবৃত্তি, বোধি ও ব্যক্তিত্বের
এমনতর বিনায়নাই
শান্তি ও আনন্দের পরম পথ। ১৪।

তুমি যখন তোমার ইষ্টে বা আচার্য্যে
ইষ্টার্ঘ্য বা ইষ্টভৃতি নিবেদন কর,
সে নিবেদন-সমাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই
শ্রদ্ধোৎসারিণী অন্তঃকরণে
অন্তর-আবেগ নিয়ে বল—
'হে দেবতা!
হে আমার আচার্য্য!
হে আমার প্রিয়পরম!
আমি আমার শ্রদ্ধাকে
তোমাকে আহুতি দিতেছি।'
—ইহাই অগ্নিহোত্রের তাৎপর্য্য,
কারণ, অগ্নিই হ'চ্ছেন
ইষ্টদেবতা ও ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যের

প্রতীক,
তাঁ'দেরই অগ্নিমুখ বলা হয়,
তাই অগ্নিহোত্র
নিত্য করণীয়,
কখনই কোনক্রমে পরিত্যাজ্য নয়। ১৫।

ত্যাগও তোমার আদর্শ নয়,
ভোগও তোমার আদর্শ নয়,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতিতে
সত্তাপোষণী ইষ্টানুগ চলনাই
তোমার জীবনীয় লক্ষ্য ;
তা' যেখানে যেমনতরভাবে প্রযোজিত হয়,
তাই-ই করণীয়—
সুনিষ্ঠ সদাচারপরায়ণ-তৎপরতায়,
ইষ্টানুগ আত্মনিয়মনী অনুবেদনা নিয়ে ;
আর, এই চলনাই ধর্ম্মাচরণ। ১৬।

তুমি সত্তায় সঞ্জীবিত থাক,
আর সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ ঈশ্বরে—
ধারণ-পালনী ধৃতির বিনায়নী তপশ্চর্য্যায়,
অসৎ বা অশুভকে অতিক্রম ক'রে,
আর, তাই-ই পরমার্থ। ১৭।

তুমি লাখবার
'সত্যং, শিবং, সুন্দরম্'
জপ কর না কেন,

তোমার প্রতিটি কর্ম্মই
যদি ঐ জপমুখর না হয়—
নিবিষ্ট নৈপুণ্যে,
সার্থক স্ফুরণায়,
আর, ঐ স্ফুরণাও যদি আবার
সত্য, শিব, সুন্দরে
উদ্‌গতি লাভ না করে,
ঐ জপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর তাৎপর্য্যে
যদি বিকশিত হ'য়ে না ওঠে—
মূকমুখর কর্ম্মের গতি-গীতিকায়
ঐ শিব-সুন্দরের বাস্তবায়িত স্বাগতম্‌-সঙ্গীতে,
ঐ 'সত্যং, শিবং, সুন্দরম্‌'
তোমার জীবনে
কখনও আবির্ভূত হ'য়ে উঠবে না,
শিব-সিদ্ধ হ'য়ে উঠবে না তুমি। ১৮।

তোমার জপ
অর্থভাবনায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক,
হওয়ায় সার্থক হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ জপ যখনই
অনুশীলনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বাস্তব বিধায়নায়
অর্থান্বিত সঙ্গতিশালীত্বে
হওয়ায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,
তখনই তা'
সিদ্ধিকে নিঃসংশয় ক'রে তুলবে। ১৯।

স্বস্তি-সন্দীপী ইষ্টার্থী চলন—
বাস্তব ব্যাপৃতির অনুশীলন-তৎপরতায়,
যোগ্যতার রাগদীপনী
উপচয়ী আত্মনিয়মনী তাৎপর্য্যে,
—এই হ'চ্ছে স্বস্ত্যয়নের
সক্রিয় পন্থা। ২০।

স্বকে ধারণ কর,
সত্তা-পোষণী হও,
স্বাধীন হও। ২১।

জীবন-চলনায়
যা'রা নিজেদের দোষত্রুটি,
ভুলভ্রান্তি,
কোথায় কেমন ক'রে চললে কী হয়,
ইত্যাদি বুঝে',
ইষ্টানুগ আত্মনিয়মনে তা'র নিরাকরণ ক'রে
শুভ-সম্বেগকে বোধদীপ্ত
ক'রে চলতে পারে না—
সুসঙ্গত অনুনয়নে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে ;—
আবার, ঐ দোষত্রুটি-ভুলভ্রান্তি-গুলিকে
একদম নিরাকৃত না ক'রে
তা'তেই নিজ-চলন-সম্বেগকে
সঙ্কীর্ণ ক'রে রাখতে চায় যা'রা,
তা'রা নিজেদের পরিণতি ও পরিণামকে
অমনতর সঙ্কীর্ণ চলনের মধ্যে

নিবদ্ধ ক'রে
তদনুগ ব্যক্তিত্বেই
নিজেদিগকে বিনায়িত ক'রে তোলে,
তাই, ফলও তদনুরূপই পায় ;
সুকেন্দ্রিক, বিনায়িত
সার্থক সঙ্গতিশীল ব্যাপ্ত চলনে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
তা'রা যথাবিন্যাসী ক'রে
বিস্তারশীল ক'রে তুলতে পারে না ;
তা'দের সংঘাতে
অন্যের যে প্রতিক্রিয়া
তা'দের কাছে তৃপ্তিপ্রদ হয় না,
সেইগুলিকেই তা'রা তা'র
দোষত্রুটি ব'লে মনে করে,
এবং তা'কে দোষারোপও ক'রে থাকে
তেমনি ক'রে—
নিজেকে সংশোধিত না ক'রে ;
তাই, তা'দের বর্দ্ধনা বা ব্যক্তিত্ব
সংক্ষুব্ধ অন্তর নিয়ে
তখন থেকেই
নিরয় উপভোগ ক'রে চলতে আরম্ভ করে ;
তাই, সুকেন্দ্রিক হও,
আত্মনিয়মন-তৎপর হ'য়ে
অন্বিত সার্থক সঙ্গতিশীল অনুনয়নে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী সুসংস্কৃতি নিয়ে চল,

ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত ক'রে তোল
অমনি ক'রে,
স্বস্তি তোমার
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
বিস্তার লাভ ক'রে চলতে থাকবে—
প্রস্বস্তির পরম নন্দনায়। ২২।

ঋত্বিক্-রীতি ঃ

১। সক্রিয় ইষ্টনিষ্ঠা,
২। হৃদ্য বাক্, ব্যবহার ও অসৎ-নিরোধী তৎপরতা,
৩। জীবনীয় চরিত্র,
৪। জীবনীয় বাণী,
৫। জীবনীয় অনুচর্য্যা,
৬। জীবনীয় অনুপ্রেরণা,
৭। জীবনীয় আচার ও আচরণ। ২৩।

অস্তিত্বে বজায় থেকেও
যা'রা নাস্তিক্যের বাহানা নিয়ে চলে,
ছন্ন প্রবৃত্তির গোলক-ধাঁধায়
ভ্রান্ত চলনেই চলতে থাকে তা'রা—
সত্তাপোষণী পরিচর্য্যা
অর্থাৎ ধর্ম্মপালনী অনুদীপনাকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে। ২৪।

ধর্ম্ম চিরদিনই একপর
অর্থাৎ সত্তাপর, ইষ্টপর,
ধর্ম্ম মানে ধৃতিপোষণী কর্ম্ম,
প্রবৃত্তির ধৃতিপোষণী কর্ম্ম প্রবৃত্তিধর্ম্ম,

নিবৃত্তির ধৃতিপোষণী কর্ম্ম নিবৃত্তিধর্ম্ম,
কিন্তু সত্তার ধৃতিপোষণী অনুচলনকে
অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য
যেখানে যেমন প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হ'তে হয়,
তেমনি ক'রে চলাই হ'চ্ছে
সত্তাধর্ম্ম-পরিপালন। ২৫।

ধর্ম্ম-পরিপালনে না আছে প্রবৃত্তি,
না আছে নিবৃত্তি,
আছে সাত্ত্বিক শুভপ্রসূ অনুপোষণা—
ইষ্টানুগ অনুনয়নে—
তা' যে-ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন,
তাই, ধর্ম্ম চিরদিনই ইষ্টীতপা। ২৬।

এক অন্বিত জীবনে
যখন থেকেই সংহত হ'য়ে উঠলে—
কোন উদ্ভেদনী এককে আবৃত ক'রে
পোষণ-পরিচর্য্যা ক'রে,
সত্তায় সংহত ক'রে,
জীবনীয় অনুচর্য্যায়,
তোমার জৈবী-সংস্থিতি
তখন থেকেই সম্ভব হ'য়ে উঠলো ;
ঐ সুকেন্দ্রিক সক্রিয় আবৃতি
নিয়ে এল তোমার
উদ্‌গতির সম্ভাব্য অনুপ্রেরণা—
আকর্ষণ-অনুপাতিক
উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ ক'রে

ও সত্তায় সংহিত ক'রে সেগুলিকে;
তুমি তখন এই তুমিতেই উদ্‌গত হ'য়ে
দেহী হ'য়ে উঠলে,
সাত্ত্বিক সংশ্লেষণী প্রাণন-দীপনা নিয়ে
মানুষ হ'য়ে উঠলে তুমি;
এমনি ক'রেই
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে
দুনিয়ার যা'-কিছু
বাস্তবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে লাগল
এই তোমার মতন—
কোন একে আকৃষ্ট হ'য়ে
অনুপোষণায় উদ্দীপ্ত ক'রে
আত্ম-সংহতির বিনায়িত সংশ্লেষণে
উদ্‌গমী আবেগ নিয়ে
ব্যক্তিত্বে নিজেকে উদ্ভিন্ন করতে-করতে;
তাই, নিজেকে যদি
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে চাও,
উদ্‌গমে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে চাও,
শ্রেয়কেন্দ্রিক অনুধ্যায়িনী
পোষণ-অনুচর্য্যায়
নিজের সত্তাকে সংহত ক'রে তুলে
তদর্থে নিজেকে অর্থান্বিত ক'রে তোল—
বৈশিষ্ট্যের পরিব্যাপনী অনুচর্য্যা নিয়ে
এক-নিবন্ধনী নিরবচ্ছিন্নতায়;
বৈশিষ্ট্যপালী আচার্য্য বা শ্রেয়-অনুধ্যায়িনী
অনুক্রিয় অনুগতি-তৎপরতায়
সংহিতির প্রীতি-অনুদীপনায়

নিজেকে অনুপ্রাণিত ক'রে
উভয়ে এক-অন্বিত সত্তায় সংবদ্ধ হ'য়ে
জীয়ন্ত সার্থকতায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠার
ঐ-ই একমাত্র পথ ;
এই সংহিত চলনই হ'লো
সৎ-ত্ব বা সতীত্ব। ২৭।

স্বাধ্যায়ী গুরু যেখানে
সেখানে গুরু-অন্তর হ'তে পারে,
কিন্তু বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পুরুষোত্তম-উপনিষণ্ণ আচার্য্য যিনি,
তাঁ'র অন্তর হ'তে পারে না কখনই,
কারণ, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমই
পরম আচার্য,
আর তিনিই পরাৎপর,
এবং তৎ-সংশ্রয়ী আচার্য্য
যিনিই হো'ন না কেন,
তিনি তাঁ'রই প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকেন ;
ঐ আচার্য্যের অগ্নি-অবদান
সংরক্ষিত ক'রে
ব্রহ্মচর্য্য হ'তে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত
তাঁ'রই পরিচর্য্যা ক'রে চলতে হয় ;
যে-কোন প্রলোভনেই হো'ক,
তাঁ'কে যে মুহূর্ত্তে ত্যাগ করলে,
তোমার বর্দ্ধনার প্রেরণ-প্রদীপ্তিকে
বানচাল ক'রে দিলে তখনই,

তোমার জীবনের জৈবী জমাটকে—
ঐ জীয়ন্ত দানাকে
অপসৃত ক'রে
বোধি-ব্যক্তিত্বকে
ছন্নতায় আহুতি প্রদান করলে,
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টেই হ'লো তোমার
জীবন-গতির ব্যর্থ-আহুতি ;

মনে রেখো—
উপবীত-ধারণই বল,
আর অগ্নি-সংরক্ষণই বল,
তা' ঐ আচার্য্যেরই স্মারক পরিচর্য্যা,
তাই, আজীবন অব্যাহত রাখতে হ'বে তা'। ২৮।

মনে রেখো—
মানুষের শরীর, অন্তঃকরণ ও আত্মার
সুকেন্দ্রিক সঙ্গতিশীল বিনায়নার অভাব—
যেখানে যেমনতর,
তা'দের জীবন স্থৈর্য্যহারাও তেমনি,
সাম্য বিকৃত হ'য়ে ওঠে সেখানে স্বতঃই। ২৯।

ধর্ম্ম-অনুশীলন তোমার
তখনই হ'লো,—
দুর্দ্দশার দুষ্ট প্রবণতাকে
অবদলিত ক'রে
মানুষকে যখন
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
স্বতঃ-দায়িত্বে

প্রীতি-অনুদীপনায়
ধারণে-পালনে সমৃদ্ধ ক'রে তুললে—
অস্তিবৃদ্ধির অধিকারী ক'রে ;
তোমার নিজের বেলায়ও তাই। ৩০।

দুনিয়ায় যা'-কিছু সবেরই ধর্ম্ম আছে,
ধর্ম্ম আছে মানেই
তা'রা তা'দের সত্তাকে ধ'রে রাখতে পারে,
আর, ধ'রে রাখতে পারে যা'তে
তেমনতর অনুচলনী অনুবর্ত্তনায়ই
তা'রা চলতে চেষ্টা করে
সহজভাবে ;
তেমনি প্রত্যেক গুণেরই ধর্ম্ম আছে,
সে-গুণ কেমন ক'রে
কিসের ভিতর-দিয়ে
সংরক্ষিত হ'তে পারে,
তা'র অনুচর্য্যা আছে ;
প্রবৃত্তির ধর্ম্ম তেমনতর,
আবার নিবৃত্তিরও তাই,
কিন্তু জীবন চায় কী ?
জীবন চায়—
তা'র সত্তা-সংরক্ষণা
আর, তা'র অঢেল সম্বর্দ্ধনা,
এই সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধনার ভিতর-দিয়েই
জীবনের উপভোগ ;
নিবৃত্তির পথই দেখ,
আর প্রবৃত্তির পথই দেখ,

জীবনের পক্ষে যা অপচয়ী
তা'কে আমরা পরিহার না ক'রে পারি না,
আর, উপচয়ী যা' তা'কেও আমরা
আঁকড়ে না ধ'রে পারি না ;
তাই, জীবনধর্ম্মের পরিপোষণী যা',
তা' নিবৃত্তিমূলকই হো'ক
আর প্রবৃত্তিমূলকই হো'ক
তাই-ই তা'র সরাসরি স্বার্থ,
স্বচ্ছন্দ-চলনে সে যা'তে চলতে পারে
এই-ই হ'চ্ছে তা'র আদিম আকাঙ্ক্ষা,
সে মরতে চায় না,
তথাপি মরে—
কি-ক'রে না-মরতে হয়
সে বিষয়ে সে অজ্ঞ ব'লে ;
সেই দুর্ভেদ্য অজ্ঞতাকে ভেদ ক'রে
সে অমৃত উপভোগ করতে চায় ;
জীবন চিরদিনই অমৃতপন্থী,
কেউ যদি দুঃখ পেয়ে মরতে চায়
তা'ও বলে—মরলে বাঁচি,
তা'র মানে বাঁচাটাই ধর্ম্ম ;
এই ধৃতিকে উপেক্ষা ক'রে
যা'ই করতে যাও না কেন,
তা' যতই মনভোলান হো'ক না কেন,
তা' কিন্তু জীবন-ধর্ম্মের কিছু নয়কো ;
এই ধৃতিরই লওয়াজিমা যা',
জীবনের উৎসুক আবেগই হ'চ্ছে
সেগুলিকে অধিগত করা,

আয়ত্তে আনা,
অর্জ্জন করা,
স্বকেন্দ্রিক তৎপরতায়
এই অর্জ্জনতপা হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে তপস্যা ;
জীবনের সব-যা'-কিছু
কোন-কিছুতে সংহত হ'য়ে
নিজের সত্তায় দানা বেঁধে
থাকতে চায়,
তাই, স্বকেন্দ্রিকতার প্রয়োজন অতো,
তাই, যা'ই কিছু কর না কেন,
যেমনই ভাব না কেন,
তোমার ও তোমার পরিবেশের
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী কী—
সেই খতিয়ানে ক'ষে নিয়ে—
তেমনতরভাবে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চল ;
তা'র অনুকূল যা'
প্রবৃত্ত হ'তে হবে তা'তেই,
আর, বিরত বা নিবৃত্ত হ'তে হবে
তা'র প্রতিকূল যা'
তা' হ'তেই ;
তাই, মানুষ প্রবৃত্তিপন্থীও নয়,
নিবৃত্তিপন্থীও নয়,
—সত্তাপন্থী,
যেমন ক'রে যে-পথে
তা'র সত্তা সম্পুষ্ট ও সম্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে ওঠে,

সেই পথে চলাই হ'চ্ছে ধর্ম্মাচরণ,
—এই-ই হ'চ্ছে সহজ কথা,
এই-ই জীবন-ধর্ম্ম,
প্রকৃত বেদ-ধর্ম্মই হ'চ্ছে সত্তা-ধর্ম্ম—
আত্মিক ধর্ম্ম। ৩১।

ধর্ম্মের মানেই হ'চ্ছে—
জীবনকে উপভোগ করা—
ধৃতি-নিয়মনায়,
লীলানন্দে,
বিক্ষেপী ও দুঃখদ যা'-কিছু
তা'দের শুভ-বিনায়নে বা সু-নিরোধে। ৩২।

বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-আচার্য্য-নিষ্ঠাহারা
ঈশ্বর-প্রাপ্তির উদগ্র প্রলোভন,
যা' মানুষকে বাস্তবে
দাঁড়াহারা ক'রে তোলে,
তা' জেনো—
ঈশ্বর-প্রাপ্তির ঘোর অন্তরায় ;
আচার্য্য-অনুধ্যায়িতায় সুক্রিয় তৎপরতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চল--
নিষ্পন্নতায় সমাহিত হ'য়ে,
আচার্য্যনিষ্ঠ সুক্রিয়তায়,—
দেখবে—
ঈশ্বর ওখানেই
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবেন ;
ঈশ্বর-প্রাপ্তির তুকই অমনতর। ৩৩।

আচার্য্য, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বয়ী অর্থনায়
সক্রিয় না থেকে,
তা'কে বর্জ্জন ক'রে
আত্মোন্নয়নের বাহানায়
যে ভেকই অবলম্বন কর না কেন,
তা' তোমার অন্তরে
বঞ্চনাকেই আমন্ত্রণ করবে ;
তা' শুধু তোমার নয়,
ঐ আমন্ত্রণ সংক্রামিত হ'য়ে
পরিবার ও পরিবেশেরও ক্ষতি করবে ;
তাই, তুমি যা'ই হও আর তা'ই হও,
এই ব্যতিক্রম-অনুধ্যায়িনী চলন
তোমাকে তো পাপান্বিত ক'রে তুলবেই,
সে পাপ মানুষের
ঐ সার্থক ধৃতিসম্পন্ন
অন্বয়ী ধৃতি-নিষ্ঠাতেও
আঘাত হানবে ;
পাপকর্ম্মের রূপ যা'ই হো'ক,
তা' পাপেরই হোমমন্ত্র। ৩৪।

যা'দের আচার্য্য-অনুধ্যায়িতা নেই,
তদনুচর্য্যা-বিরত যা'রা—
আচার্য্যকে বর্জ্জন ক'রে,
অধ্যয়নী তৎপরতা হ'তে বিরত হ'য়ে
অন্তর-উপক্রমণায় চলে যা'রা,
তা'রা মুখে যতই

বেদ-বেদান্তের কথা বলুক,
বোধহীন জ্ঞান-গবেষণা যতই করুক,
সব-কিছুই তা'দের ব্যর্থ,
ব্যভিচারগ্রস্ত,
দম্ভী কাপট্য-নিবদ্ধ,
আর, এই-ই তা'দের প্রাপ্তি,
মিথ্যাচারী তা'রা ;
কৃতী আচার্য্য যিনি,
তাঁ'র জীবনই তোমার উপাস্য,
ধ্যান-কেন্দ্র তোমার তিনিই ;
তোমার তাত্ত্বিক গবেষণাদি যা'-কিছুকে
যতক্ষণ তুমি
তাঁ'তে সার্থক ক'রে তুলতে না পারছ,
সেগুলি নিরর্থক ;
তাঁ'কে অতিক্রম ক'রে
যেমনতর সমাধির আগমে
তুমি সমাহিত হ'তে চাও,
তা' অন্ধতমেরই রাজপথ। ৩৫।

শ্রেয়নিষ্ঠ হও—
আত্মস্বার্থে অনাসক্ত থেকে,
শ্রেয়ার্থ-নিষ্পাদনে
সন্ধিৎসু ও সুক্রিয় হ'য়ে চল,
এই চলাগুলি যেন অর্থসঙ্গতি নিয়ে
কর্ম্মসঙ্গতি নিয়ে
সমাধানে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে,
আর, এই অর্থ যেন সার্থক হ'য়ে ওঠে

বাস্তব তৎপরতায়
তোমার ঐ শ্রেয়-পোষণ-বর্দ্ধনায় ;
আর, এই করতে গেলে
তড়িৎ-দীপনা নিয়ে
অপব্যয়কে সঙ্কুচিত ক'রে
উপযুক্ত ব্যয়, উপকরণ ও উপাদান সংগ্রহাদির
বিহিত বিচক্ষণতা অবলম্বন ক'রে
দক্ষকুশল হ'য়ে তা' ক'রে চল—
সর্ব্বতঃ-সঙ্গতি নিয়ে ;
আত্মনিয়মনায় অমনতরভাবেই
শ্রেয়প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের
আবাহন কর,
এমনতর করতে থাক,
চল এমনতরভাবে—
তপোনিরত থেকে,
আগ্রহ-উদ্যমী রাগ-নিরতি নিয়ে,
এই তড়িৎ-সমাধানী নিষ্পন্নতায়
উপনীত হ'য়ে
শ্রেয়-পোষণ-বর্দ্ধনায়
যতই তুমি দক্ষ হ'য়ে উঠতে পারবে,—
যোগ্যতাও তেমনি বেড়ে যাবে,
ব্যক্তিত্বও অন্বিত বোধি নিয়ে
তেমনতরই বিনায়িত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
বাস্তবে তুমি মহৎ মানুষ হ'য়ে উঠবে এমনি ক'রে,
এমনি ক'রেই তুমি বড় লোক হ'য়ে উঠবে,
এই হ'চ্ছে বড় হওয়ার তুক। ৩৬।

তোমার কর্ম্মগুলি যখন
স্থচিন্তন-অভিব্যক্তি নিয়ে
সার্থক-সন্দীপনী-তৎপরতায়
শ্রেয়, প্রেয় বা ঈশ্বরে
স্বতঃ-উৎসারণী সক্রিয়তায়
সম্যক্-ভাবে নীত হ'য়ে উঠবে,
কর্ম্মসন্ন্যাস তখন
সিদ্ধ যোগন-দীপনায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমাতে—
স্থির-তীব্র অনুগতি-সম্পন্ন হ'য়ে। ৩৭।

যদি ভালই চাও,
নিজের তালে আর নাচতে যেও না,
আদর্শ যিনি তোমার,
প্রিয়পরম যিনি তোমার,
শ্রেয় যিনি তোমার,
ঐ তালেই নেচে চল;
আর, ঐ নাচনের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'রই উপচয়ী কর্ম্মে
নিজেকে নিয়োজিত কর—
নিষ্পন্নতায় সমাধান ক'রে তা'কে,
আর, ঐ হ'চ্ছে বিপাক-উত্তারণী আশ্রয়। ৩৮।

তোমার প্রিয়পরমে আরতি-উদ্দীপ্ত
উপচয়ী কর্ম্মদীপনায়
অন্বিত সঙ্গতির
সার্থক বোধ-সংহতির ভিতর-দিয়ে

তাত্ত্বিক তদর্থ-অন্বিত উপলব্ধির অনুগতিতে
যখন ঐ তিনিই
তোমার যা'-কিছু হ'য়ে ওঠেন—
সর্ব্বতোভাবে
বাস্তব সঙ্গতিতে,
তখনই প্রাপ্তি তোমাকে
অভ্যর্থনা ক'রে থাকে,
আর, তাঁ'কে বাদ দিয়ে যখনই তুমি
ঈশ্বর-অন্বেষণে
যা'ই করতে যাও না কেন,
আলোকবিহীন অন্ধতমেরই
বিহ্বল জড়ত্বে
তোমার সাত্ত্বিক অবশায়না
অতি নিশ্চয়,
গূঢ় অন্ধতমই তোমার সংশ্রয়ী রন্ধ্র। ৩৯।

তুমি যে চাহিদায়
যেমন ক'রে যা হ'য়েছ,
বা হ'তে চাও,
তোমার অন্তর্নিহিত ঈশ্বরাশিস্
তাই-ই মঞ্জুর ক'রে থাকেন ;
তাই তিনি বিধি,
আবার, সেই হওয়াটার
ধারয়িতা, পালয়িতাও তিনিই,
তাই তিনি ধাতা,
তোমার চাওয়া যদি সংহার আনে,
সে সংহারেরও ধারয়িতা তিনিই। ৪০।

ঐকান্তিক অনুরতি-সম্পন্ন হ'য়ে
তোমার বরেণ্য যিনি,
একান্ত যিনি,
তাঁ'র অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে চল,
তোমার যা'-কিছু সব দিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়,
দক্ষকুশল তাৎপর্য্য নিয়ে ;
দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক
ফুল্ল দীপনাকে
পরিপোষিত ও পরিবর্দ্ধিত
ক'রে তুলতে চেষ্টা কর—
একান্তই তাঁ'র স্বার্থের উপচয়ী হ'য়ে—
সর্ব্বতোভাবে,
তা'তে উৎসারণী স্নেহল-প্রসাদ-পরিতৃপ্ত হ'য়ে
তোমার প্রতি তিনি
অনুকম্পা-নিরত হ'য়ে উঠবেন—
স্বস্তির স্বভাবসিদ্ধ অবদান নিয়ে ;
দুঃখ-সংঘাতের ভিতরেও
যদি সুখী হ'তে চাও,
এইই তা'র আলোকবর্ত্ম । ৪১ ।

মহাপুরুষ বা মহাজন-কথা
এবং তা'দের শৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন
বিনায়িত চরিত্র—
যা' শুনে তোমার অন্তঃকরণ
হিল্লোল-দোলিত হ'য়ে ওঠে,
তা' যদি তোমার বোধি স্পর্শ ক'রে

ব্যক্তিত্বকে তদনুগ চরিত্রে
উদ্দীপ্ত ক'রে না তোলে—
বাক্যে, ব্যবহারে, চলন-চরিত্রে,
এক কথায়, আচরণ-অভিব্যক্তিতে
দেশ, কাল ও পাত্রানুগ বিহিত উন্মাদনায়,—
তোমার কপট শ্রবণ
অন্তরের বজ্র-কপাট রুদ্ধ ক'রে দিয়ে
একটা ভণ্ড কহুত নেশায়
যদি তা'কে ভাঙ্গিয়ে
নিজের প্রত্যাশা-পূরণী অর্থে
অর্থান্বিত ক'রে ব্যবহার ক'রে,—
তুমি তাঁ'দিগকে তো পেলেই না,
নিজেকেও হারালে—
শাতনী প্ররোচনায় আত্মবিক্রয় ক'রে ;
তাঁ'দের কথা শোনা মানেই হ'চ্ছে
তঁদনুগ বোধি-বিনায়নায়
ব্যক্তিত্বকে ঐ চরিত্রে
উদ্ভাসিত ক'রে তোলা—
তঁদনুগ কর্ম্মে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে
ইষ্টার্থ-সার্থকতায়
সেগুলিকে উপচয়ী ক'রে তোলা—
নিজের ব্যক্তিত্বে ;
তুমি নিজেও তা'ই কর,
তোমার সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজনকেও
ঐভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে তোল—
বাস্তব করণের ভিতর-দিয়ে ;

তুমি তো সার্থক হবেই—
ঐ সার্থকতা দেশ ও পরিবেশকেও
সার্থক ক'রে
অমৃতপ্লাবী ক'রে তুলবে,
তাঁ'দের আগমনই হ'চ্ছে—
ঐ আদর্শে মানুষকে
অনুপ্রাণিত ক'রে তুলে
সুযুক্ত সার্থক বিনায়নায়
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে
তদ্রূপে রূপায়িত ক'রে তোলা ;
এই হ'য়ে ওঠাই হ'চ্ছে
তাঁ'দের প্রতি
তোমাদের অর্ঘ্য-নন্দনা,
ঐ তাঁ'দের প্রতি
তোমাদের জীয়ন্ত পূজা,
যা'র স্বস্তি-অর্ঘ্যই হ'চ্ছে সম্বর্দ্ধনা,—
ক্ষুদ্রত্বের অবসান ক'রে
বিরাটে বিবর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠা বাস্তবে। ৪২ ।

মহাপুরুষ-কথা
অচ্যুত ইষ্টার্থ-অন্বয়ী তৎপরতায়
তোমার অন্তরে যদি
এমনভাবে বেজে না উঠলো,
যা'তে তুমি অমনতর চলনে
না চ'লেই থাকতে পার না,
তাহ'লে তা' কিন্তু নিরর্থক ;
তাঁ'দের সুর,

অনুপ্রেরণী উদ্দীপনায়
তোমার অন্তরে বেজে উঠুক ;
তোমার চলন-চরিত্র
সক্রিয় অনুদীপনায়
ঐ ধ্বনন-প্রতিক্রিয়ায় ধ্বনিত হ'য়ে
সমসূত্রে
তোমার অন্তর-গ্রামের
অনুগ পর্দ্দায়
ধ্বনিত হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ ধ্বনন
তোমার চরিত্রে ফুটন্ত হ'য়ে উঠুক ;
আর, তা' তোমাতে
মহান্ আবির্ভাবে
সঞ্চারিত হ'য়ে উঠুক,
মহান্ হ'য়ে ওঠ তুমি—
ইষ্টার্থ-উপচয়ী মহান্ সার্থকতায় ;
আর, ঐ সার্থকতা
ঈশ্বরে অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে
সর্ব্বার্থ-সমাধানে
সক্রিয় ক'রে তুলুক তোমাকে। ৪৩।

সৎ-অনুশাসন-অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে চল—
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে,—
উপচয়ে এগিয়ে আসবে। ৪৪।

তুমি ঈশ্বরকে যাই ব'লে ডাক না কেন,
বা মৌখিকভাবে

তাঁ'কে স্বীকার কর বা নাই কর,
যদি তোমার সত্তার
ধারণ-পালনী অনুশাসনকে
সুকেন্দ্রিক অনুশীলন-তৎপরতায়
বাস্তবে সেবা করতে থাক,
তা' তাঁ'রই সেবা ;

যেখানে তোমার অজ্ঞতা
ঈশ্বরও মূক সেখানে,
এই অজ্ঞতার আলিঙ্গন থেকে
যতই মুক্ত হ'তে থাকবে তুমি,
তিনি তোমার কাছে
মুখর ও মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবেন ততই—
প্রতিটি ব্যষ্টির অন্তর-মন্দিরের
প্রাণন-প্রভায়
প্রমূর্ত্ত হ'য়ে,
সমষ্টির চেতন-দীপনায়
অবধারণী স্মৃতিচেতনায়
মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে,
ব্রহ্মণ্যদেব হ'য়ে
তোমার ধী-চক্ষুকে বিভাসিত ক'রে—
সার্থক-অন্বিত সঙ্গতির
সুযুক্ত অভিসারে,
কলস্রোতা নিনাদলাস্যে,
শাব্দিক তরঙ্গে,
ক্ষীরী অভিগমনে
নিজেকে অবশায়িত ক'রে ;
তোমার অন্তরাবেগ ব'লে উঠবে—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ"—
তা' যে ভাবেই হো'ক
আর যে ভাষায়ই হো'ক। ৪৫।

স্বস্তিই যদি কাম্য হয়,
অস্তি-বৃদ্ধির শুভ-অনুশাসনে
নিজেকে অনুশীলন-তৎপর ক'রে তোল—
সংস্থিতির সুকেন্দ্রিক যোগাবেগ নিয়ে,
বিনায়িত বর্দ্ধন-অনুচর্য্যায়
ক্রিয়া-তৎপর তপোনিরতিতে ;
আর, ঐ করণই হ'চ্ছে—
হ'য়ে পাওয়ার পন্থা। ৪৬।

তীর্থে, মহাপুরুষ-সান্নিধ্যে
বা পুরুষোত্তম পাদ-পীঠে
স্বস্তি-তীর্থ-যজ্ঞের
মহাপুরশ্চরণ সংসাধিত হ'য়ে থাকে,
পুরুষোত্তমের লীলা-ভূমিই হ'চ্ছে
তীর্থ-শ্রেষ্ঠ ;
আর, পুরুষোত্তমে সুকেন্দ্রিক প্রীতি-তৎপরতায়
আত্ম-বিনায়নী সংস্থিতি লাভ ক'রে
যিনি তঁদনুগ চলনে
অভ্যস্ত হয়েছেন,
তিনিই মহাপুরুষ ;
আর, পুরুষোত্তম হ'চ্ছেন
ঈশ্বর-প্রেরণা-অভিষিক্ত

উদাত্ত-প্রাণন-প্রদীপ্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে
যিনি আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
অস্তি-বৃদ্ধির পরম অনুপ্রেরক যিনি,
আর, ঐ পুরুষোত্তমই যজ্ঞেশ্বর ;
যজ্ঞ হ'চ্ছে লোকের
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার করণ-সমন্বিত
তপশ্চরণ ;
তাই, পুরুষোত্তম-পাদপীঠ ছাড়া
ঐ স্বস্তি-তীর্থ-যজ্ঞ
কোথায়ও সার্থক হ'য়ে ওঠে না ;
ঐ তীর্থ, মহাপুরুষ বা পুরুষোত্তম-সান্নিধ্য ছাড়া
ঐ মহাযজ্ঞ অন্যত্র সুসিদ্ধ হয় না ব'লেই
সাধারণ ক্ষেত্রে
স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের সুক্রিয় নিয়মনাই হ'চ্ছে
মানুষের স্বস্তির ধাতা ও পালয়িতা,
এই তপশ্চর্য্যার সুনিয়মন-তৎপরতায়
মানুষের অস্তি-বৃদ্ধির
ক্রমান্বয়ী উদ্‌গতিই হ'য়ে থাকে ;
তাই, মনে রেখো—
যা'ই কর,
ঐ স্বস্তি সব্যষ্টি সমষ্টির
একমাত্র অবলম্বন ও অনুপালনীয়,
আর, ঐ স্বস্তির পথে
সুক্রিয় হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে
স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের সার্থকতা। ৪৭ ।

অনুতাপ সলীল-সন্দীপনায়
মানুষকে প্রায়শ্চিত্তে অনুপ্রেরিত ক'রে
স্বস্তির পথ উদ্‌ঘাটিত ক'রে তোলে—
বৈধী অনুক্রমায়। ৪৮।

শুধুমাত্র শ্লথ ইষ্টমুখী হ'য়ে থাকলেই
চ'লবে না কিন্তু,
ইষ্টচারী হও,
করায়, বলায়, চলায় ;
আর, এই চর্য্যা তোমার ব্যক্তিত্বকে
রাঙিয়ে তুলুক,
এই রঙিল ব্যক্তিত্ব
কুশল-কৌশলী দক্ষতার সহিত
অন্যের শুভচর্য্যায়
শুভপ্রদ হ'য়ে উঠুক ;
আবার, তোমার ঐ শুভ-সন্দীপনী বিনায়ন
শ্রদ্ধোচ্ছল উল্লাসে
অন্যকেও শুভবর্দ্ধনী ক'রে তুলুক ;
যে চলনে চললে
তোমার ব্যক্তিত্ব
শুভ-অভিষিক্ত ক'রে তোলে মানুষকে,
তাই-ই কিন্তু শ্রেয় পন্থা,
আর, তাইই শুভকে বাস্তবায়িত ক'রে তোলে। ৪৯।

কখন কিসে কা'র কেমন লাগে,
বা কী হয়,
তা' নিরূপণ ক'রতে

প্রযত্নশীল থেকো—
সন্ধিৎসাপূর্ণ সুবীক্ষণী ধী নিয়ে ;
খারাপ যদি কিছু হয়ও
তা'র নিরাকরণও বা
কেমন ক'রে ক'রতে হয়,
তা'ও জেনে রেখো,
আবার, বিহিত স্থলে
সুসমীক্ষু তৎপরতা নিয়ে
সুবিনায়নে
তেমনি ক'রেই তা'র নিরসন ক'রো,
যা'তে তা' শুভ-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে ওঠে
প্রত্যেকের কাছে ;
এই সন্ধিৎসু দীক্ষাই
তোমাকে প্রাজ্ঞ ক'রে তুলবে। ৫০।

আবার বলি !
তোমার উন্নতি-অভিযাত্রার
অপরিহার্য্য উপকরণই হ'চ্ছে—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে
শ্রদ্ধোৎসারিণী আবেগের সহিত
শ্রেয়-নিদেশগুলিকে
অনুশীলনী তৎপরতায়
বিহিত বিন্যাসে
ত্বরিত উপচয়ী অর্থনায়
সুব্যবস্থ-ভাবে
নিষ্পন্ন ক'রে তোলা—
আবেগোচ্ছল প্রসাদ-সন্দীপী

অনুবর্ত্তিতা নিয়ে,
আর, এতে যতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে
ঐ অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে তেমনি,
আর, এই যোগ্যতাই হবে
তোমার বর্দ্ধনার বিন্যাস-বিভব,
এই বিভবই হ'চ্ছে তোমার হওয়া,
আর, হওয়া যেমনতর
প্রাপ্তিও ঘ'টে ওঠে তেমনি,
তাই, পূত আবেগ নিয়ে
আরতি-নন্দনায়
তুমি এমনতর-ভাবেই এগিয়ে যাও,
এই চলনে সার্থক সুব্যবস্থ যোগ্যতার
অধিকারী হ'য়ে ওঠ,
এই হ'য়ে ওঠাই প্রাপ্তিকে আমন্ত্রণ করুক,
আর, এই প্রাপ্তি সার্থক হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে। ৫১।

ঈশিত্ব আশিস্-ধারায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে সেখানেই,
ধারণ-পালনী সম্বেগ
সুকেন্দ্রিক অন্বিত সঙ্গতিতে
সার্থক মূর্ত্তনায়
অভিব্যক্তি লাভ করে যেখানে। ৫২।

অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্ট-অনুজ্ঞায়

ত্বরিত নিষ্পাদন-তৎপর হ'য়ে চল—
বিহিত কুশল-তৎপরতায়,
অনুশীলন-উচ্ছল হও—
আবেগ-উৎসারণী অনুবেদনা নিয়ে
সুসন্ধিৎসু হও,
যোগ্যতাকে আহরণ কর,
সৎ-অর্জ্জী হও—
প্রীতি-উৎসারণী অনুচর্য্যা নিয়ে,
কিন্তু নিজের বেলায়
মিতব্যয়ী চলনে চলতে
কসুর ক'রো না,
সদনুদীপনী মিলন-প্রয়াসী হ'য়ে চল,
যথাসম্ভব পরিবেশের প্রতিটি ব্যষ্টির
হৃদ্য হ'য়ে চলতে প্রয়াসশীল হও,
তোমার ব্যক্তিত্বই যেন
তা'দের আশা-ভরসার
উচ্ছল-প্রদীপ্তি হ'য়ে ওঠে,
অসৎ-নিরোধী হও—
তা' যত পার বিরোধ সৃষ্টি না-ক'রে ;
এমনতর আত্ম-বিনায়না নিয়ে
সর্ব্বসঙ্গত তৎপরতায়
সর্ব্বতোভাবে
ইষ্টার্থ-উপচয়িতায়
তোমার জীবনকে অর্ঘ্যান্বিত ক'রে তোল,
এই অর্ঘ্য-প্রসাদ যেন তোমার
স্বর্গ-শুভে সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বরই পরাৎপর,

ঈশ্বরই পরম স্বর্গ,
আর, তিনিই প্রত্যেকেরই জীবন-ভূমি—
ধারণ-পালনী উৎস,
ধাতা তিনিই। ৫৩।

আত্মপ্রতিষ্ঠার লালসা-সন্দীপ্ত সন্ধিৎসা নিয়ে
ইষ্টপ্রতিষ্ঠার বাহানা ক'রে যা'রা চলে,
ইষ্টপ্রতিষ্ঠার স্মিত-আহ্বান
তা'দিগকে প্রায়শঃই
বিফল-মনোরথ ক'রে থাকে,
ফলে তা'রা ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হ'য়ে ওঠে ;
তাই, একাগ্র আরতি-এষণা নিয়ে
ইষ্ট বা শ্রেয়-প্রতিষ্ঠায়
মুখর-কর্ম্ম-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
ঐ স্বার্থকেই নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে,
তোমার আত্ম-প্রতিষ্ঠা
সোহাগ-নন্দনায়
প্রতিটি হৃদয়কে দোলনদীপ্ত ক'রে
মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত হ'য়ে রইবে ;
যদি চতুর হও,
এই চলনেই চল। ৫৪।

তোমার সত্তার স্বস্তি-অনুশাসনে
নিজেকে পরিশাসিত ক'রে তোল—
শরীর ও চিত্তের
বাস্তব বিনায়নী তৎপরতায়,
আধ্যাত্মিক অনুবেদনার সুসঙ্গত শুভ-শালীন্যে,

প্রবৃত্তিগুলিকে তদনুশাসনে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে ;

আর, এই হ'চ্ছে
সত্তা-সমন্বিত ব্যক্তিত্বের
প্রাকৃতিক অনুশাসন,
তোমার ব্যতিক্রমী চলনায় বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
কেউ তোমাকে শাসিত ক'রে চলবে,
দণ্ডিত ক'রে চলবে,
এতে কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা
ক্ষুণ্ণ হ'য়ে উঠবে,—
যা'র ফলে, তোমাকে প্রকৃতির অঙ্কে
একটা অসহায় গর্ভস্রাবের মতন
পরিস্থিতির ঘূর্ণি-বাত্যায়
ছন্নতার অভিশাপ-গ্রস্ত হ'য়ে চলতে হবে ;

তাই বলি—
তুমি তোমাকে
বিশাসিত ক'রে তোল,
বিনায়িত ক'রে তোল—
পরিবেশের প্রতি অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে,
সুকেন্দ্রিক অর্থনায় সন্দীপিত থেকে ;

আর, তোমার বোধি-বিনায়িত ব্যক্তিত্বকে
এমনি ক'রেই
পৌরুষ-দীপনায়
সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে তোল,
আর, এই হ'চ্ছে
তোমার প্রকৃত স্বাধীনতা। ৫৫।

আদর্শ ও কৃষ্টির
সার্থক-অন্বিত বিধায়নার ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মের অভ্যুত্থান,
তত্ত্ব-দৃষ্টি ও বিজ্ঞান-বোধ
সমীচীন সমীক্ষায়
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতিক্রমে
ধর্ম্মকে ব্যবস্থ ও বিনায়িত ক'রে তোলে,
আর, এই ধর্ম্ম চিরদিনই সক্রিয় ও সত্তা-পোষণী,
অস্তিত্বের ধৃতি-সম্বেগবান্,
অর্থাৎ, ধর্ম্ম তাই
যা' সত্তাকে ধারণ করে সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে,
তাই, সে চির-চক্ষুষ্মান্,
বিবর্ত্তনের সক্রিয় সন্দীপনা,
ধর্ম্মানুবেদনা যেখানে নিষ্ক্রিয়,
তা' ভাবালুতার ভণ্ড অভিব্যক্তি ছাড়া
আর কিছুই নয়। ৫৬।

শান্তিই যদি চাও,
অচ্যুত প্রীতি-দীপনা নিয়ে
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠ,
শ্রেয়-কেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠ,
তদনুক্রিয় অনুগতির সহিত
অনুচর্য্যী অনুশীলনায়
নিজেকে সার্থক সুসঙ্গত ক'রে তোল,
সর্ব্বতঃ-সুসঙ্গত সমীচীনতা নিয়ে
তাঁ'রই পালন, পোষণ, পরিচর্য্যায়
নিজেকে আপ্লবিত ক'রে তোল ;

এই অনুশীলনার ভিতর-দিয়েই
অন্তরে সমত্বের প্রতিষ্ঠা হবে,
আর সমত্বই তোমাকে
শান্তিতে, স্বস্তিতে
অধিষ্ঠিত ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বরই স্বস্তি-উৎস,
ঈশ্বরই শান্তি-স্রোতা—
সমত্বের সাম্য-প্রতিভা । ৫৭ ।

যোগ্য হও—
সুকেন্দ্রিক অনুশীলন-তৎপরতায়
উৎসে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে ;
বাঁচ—
জীবনকে সমীচীন স্বতঃস্রোতা ক'রে ;
যে যেমন যোগ্য,
জীবনও তা'র তেমনি ভোগ্য । ৫৮ ।

ঋত্বিক্‌ই হো'ক,
পুরোহিতই হো'ক,
অধ্বর্য্যু, যাজকই হো'ক,
তা'রা যদি
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
আত্ম-বিনায়ন-তৎপর না-হ'য়ে,
প্রবৃত্তির লুব্ধ দীপনায়
খামখেয়ালী চলনে চলে,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
সৎ-আপূরণী না-হ'য়ে ওঠে,

সংহতিকে বিক্ষুব্ধ ক'রে
বিক্ষুব্ধ গুচ্ছ সৃষ্টি করার
প্রচেষ্টা নিয়ে চলে,
ইষ্ট-প্রতিষ্ঠাকে অবদলিত ক'রে
আত্ম-প্রতিষ্ঠা-লোলুপতায়
সারমেয়-দৃষ্টির অনুসরণ করে,—
এমনতর স্থলে যদি কেউ
তা'দের অনুসরণ ক'রে চলে,
ধুক্ষা-দীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাই তা'দের বেশী ;
অমনতর ঋত্বিক্, পুরোহিত, অধ্বর্য্যু বা যাজক যা'রা
তা'রা যদি প্রায়শ্চিত্ত-বিনায়নে
নিজেদের পরিশুদ্ধ ক'রে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
বিভিন্ন গুচ্ছগুলিকে
পারস্পরিকতায় সদাপূরণী ক'রে
যজমানের উন্নতি-বিধায়ক চলনে চলে,
তা'তেই শুভ-সুন্দরের
প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে ;
খামখেয়ালকে বিদলিত ক'রে
ইষ্ট-সন্দীপী খোশ-খেয়ালেই তা'রা যদি চলে,
সেই চলনই সবাইকে উদ্বর্দ্ধন-অনুদীপনায়
পূরণ-প্রদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে ;
তাই, যদি কোথাও
অমনতর সংহতি-বিরোধী চলন দেখ,
ঐ হ্যাপায় প'ড়ে
সদনুচলনকে ব্যর্থ ক'রে তুলো না,
অর্থাৎ, ইষ্টার্থ-অনুচলনকে ব্যাহত ক'রো না ;

তোমাদের অন্তঃস্থ ঈশী দীপনা
শাতনকে নিরস্ত ক'রে তুলুক,
অধোমুখ ক'রে তুলুক,
আর, তোমাদের প্রতি-প্রত্যেকের হৃদয়
সবিতোজ্জ্বল ধৃতি নিয়ে
শুভ-বিকিরণী হ'য়ে উঠুক ;
ঈশ্বরই শুভ-সুন্দর। ৫৯।

তোমার চলন, বলন, ব্যবহার
সর্ব্বতোভাবেই যেন
আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি,
তাঁ'রই স্বার্থ বা অর্থনাকে
আপূরিত ক'রে তোলে,
আপোষিত ক'রে তোলে,
আপালিত ক'রে তোলে—
সুসঙ্গত অন্বিত-তৎপরতায় ;
নিজেকে অমনতরই বিনায়িত
ক'রে তোল,
ঠকবে কমই,
নিঃশ্রেয়-পোষণার মাধ্যমে
তুমিও আপোষিত হবে। ৬০।

ঈশ্বর সবারই ধৃতি—
তা' প্রতিটি বৈশিষ্ট্যে
বিশেষ রকম হ'য়েও,
তাই, ধর্ম্মও এক, অদ্বিতীয়—
ব্যষ্টিগতভাবে বৈশিষ্ট্যে বিশেষ হ'য়েও

সমষ্টিতে সার্ব্বজনীন সুসঙ্গত সার্থকতায়,
এর ব্যতিক্রম যেখানে যেমন,
শাতনী অনুদীপনার প্রভুত্বও
সেখানে তেমন। ৬১।

স্বকেন্দ্রিক হও,
স্বস্তি-প্রসূ অনুচর্য্যা নিয়ে চল,
কাউকে অশান্ত ক'রে তুলো না,
ধুক্ষাপীড়িত ক'রতে যেও না,
আর, এই হ'চ্ছে—
স্বস্তি বা শান্তির সুগম পন্থা। ৬২।

যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
অনুগতিসম্পন্ন না হ'য়ে
ঈশ্বর-অনুসরণ ক'রে থাকে,
তা'রা ঈশ্বরকে তো ভালবাসেই না,
তা'ছাড়া পুরুষোত্তমে
সুকেন্দ্রিক না হওয়ায়
তা'দের পুরশ্চরণও ব্যর্থ হয়,
অভিশপ্ত কাপট্য তা'দের সাথীয়া হ'য়ে
তা'দিগকে শাতন-সৌধের দিকেই
পরিচালিত ক'রে থাকে। ৬৩।

যে ঐশী নিদেশ বা প্রেরণা
ধারণ-পালনী অনুকম্পায়

শীলন-বিন্যাসে
সত্তায় সংস্থিত হ'য়ে
যে রূপে সংগঠিত হ'য়ে উঠেছে—
জীবন-চলনার উপযোগী হ'য়ে,
যে বিনায়ন-ব্যবস্থায়
পালন-পোষণ-পরিপূরণায়
প্রয়োজন-মাফিক তা'কে
যেখানে যেমনতর ক'রে
সত্তা-সঙ্গত ও সত্তা-সন্দীপী ক'রে তুলেছ,
তা'র ব্যবচ্ছেদ, ব্যভিচার বা বিকার
সংঘটিত যতই করবে,
তা'তে তোমার সত্তাও
তদনুপাতিক প্রাণন-প্রসাদ হ'তে
বঞ্চিত হ'য়ে উঠবে,
তাই, তা'কে পরিরক্ষণী, পরিপোষণী,
পরিপূরণী অনুচর্য্যা নিয়ে
আত্মবিনায়নী অনুচর্য্যায়
বিহিতভাবে বিধায়িত ক'রে রাখ—
চিৎ-চেতনার প্রাণন-প্রদীপনায়,
স্বস্তি, স্বধা ও শান্তির
অন্বিত সুক্রিয়ায়,
সুসন্ধিৎসু অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে ;
তা'তে তুমি জীবন-বর্দ্ধনায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে—
পরিবেশ ও পরিস্থিতির
অন্বয়ী তর্পণা নিয়ে ;
ঈশ্বরই পরম দৈবত,

ঈশ্বরই ধারণ-পালনা সম্বেগ,—
ঈশ্বরই দৃপ্ত প্রাণন-প্রদীপনা। ৬৪।

এগিয়ে চল—
অনুশীলন-সন্ধিৎসা, উদ্যম
ও উপযুক্ততায়
নাছোড়বান্দা থেকে। ৬৫।

অনুশাসন-অনুচর্য্যায়
নিজেকে উপযুক্ত ক'রে তোল,
আশীর্ব্বাদের অধিকারী হবে। ৬৬।

যে-ই অনুশাসন মেনে চলে,
সে-ই আশীর্ব্বাদের অধিকারী হয়। ৬৭।

তুমি তোমার ধারণা-মাফিক,
কিংবা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ন'ন—
এমনতর উপলব্ধিবিহীন তথাকথিত আচার্য্যের
নির্দ্দেশ-অনুক্রমণায়
ঈশ্বরচিন্তা-পরায়ণ হ'য়ে চলছ,
আর, মনেও ভাবছ যে তুমি ঈশ্বরপরায়ণ,
কিন্তু যখনই
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত পুরুষোত্তমে
কিংবা মহাপুরুষে
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
তদনুচর্য্যায়

তদর্থে আত্মনিয়মন ক'রে
তৎকর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
কৃতি-উৎসারণায়
তাঁ'কে উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী সেবায়
সুপ্রসন্ন ক'রে তোলবার
চিন্তা এসে পড়লো,
বা কেউ বললো,
তখনই যদি তোমার প্রবৃত্তি-নিহিত অহং
হীনদীপনায় বিমুখ ও বিরক্ত হ'য়ে ওঠে,
কিংবা
'ঈশ্বর-লাভের জন্য আবার গুরু লাগবে কেন ?
সোজাসুজিই তো তাঁ'কে ডাকা যায়,
অন্তরে ভক্তি থাকলেই হ'লো,'
অথবা
'সব গুরুই তো সদ্‌গুরু'—
ইত্যাদি কথার অবতারণা ক'রে
এড়িয়ে যেতে চাও.
তখনই বুঝো—
তোমার ঐ ঈশ্বর-চাহিদা
বা ঈশ্বর-অনুসেবনী প্রবৃত্তি
একটা ভুয়োবাজী ছাড়া কিছুই নয়কো,
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
সুযুক্ত অনুদীপনা নিয়ে
ইচ্ছার উদ্‌গতি-আবেগে
আপূরক কাউকে গ্রহণ ক'রতে চায় না,
তা'র মানে হ'চ্ছে—
তোমার প্রবৃত্তির অনুজ্ঞা

যা' তোমার সত্তাকে উপভোগ ক'রে
ভ্রান্তি-বিঘূর্ণিত ক'রে তুলে,
নানা-রকমে বিনায়িত ক'রে চলছে,
তা'র হাত এড়িয়ে
ঐ প্রবৃত্তিকে শ্রেয়-অনুসেবক ক'রে তোলাই
তোমার পক্ষে সর্ব্বনাশ ব'লেই মনে হয়,
—তোমার শক্তি শ্লথ,
স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ তোমার চলন,
প্রবৃত্তি অনিয়ন্ত্রিত,
বোধি অবিনায়িত, বিকেন্দ্রিক,
শ্রেয়ানুশ্রয়ে পরাঙ্মুখ ;
আর, অস্বীকারই ব'লে দেয়—
তুমি পারবে না, ভুগবে,
সে-ভোগ আত্মপ্রসাদরিক্ত হ'য়ে
ভালুক-নাচাবে তোমাকে,
আর, তুমি তা'তেই মসগুল হ'য়ে আছ,
তাই, লাখ উন্মাদনায় ছুটেও
এক উন্মাদনায়
বহুকে অর্থনায় একাগ্র করা
তোমার ধাতে জুটে আসেনি এখনও ;
তাই বলি—
তুমি পণ্ডিত হ'লেও মূর্খ,
সরল হ'লেও বেকুব,
কৃতী হ'লেও ছন্ন,
ধীমান্ হ'লেও বধির,
নিজেকে নিরখ-পরখ ক'রে দেখ,
যা' ভাল বোঝ তাই কর। ৬৮।

তোমার হবেই বা কী ?

পাবেই বা কী ?—

তুমি যদি সুকেন্দ্রিক সুক্রিয়-তৎপরতায়

কেন্দ্রানুগ অনুচলনে

আত্মনিয়ন্ত্রণ না ক'রে চল,

তোমার পালয়িতা যিনি,

কেন্দ্র যিনি,

তাঁ'র পরিপোষণ যদি তোমার

মুখ্যই হ'য়ে না উঠে থাকে—

তদুপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী

কর্ম্ম-নিষ্পাদনার ভিতর-দিয়ে,

তাঁ'কে যদি পরিচর্য্যী অনুক্রিয়তায়

পরিপালনই না কর,

তোমার সত্তা-সম্বেগকে

কৃতি-দীপনায় উচ্ছল ক'রে না তোল,

অনুশীলনী কর্ম্মনিরতির ভিতর-দিয়ে

তুমি যদি যোগ্যতাকে আহরণ না কর,

তোমার অনুচর্য্যা

তোমার পরিবার-পরিবেশকে যদি

স্বস্থ-সম্বর্দ্ধনী প্রেরণায়

বাস্তবভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে না তোলে,

তোমার অভিব্যক্তির অনুক্রিয়তাকে

সুকেন্দ্রিক লোক-প্রীতিব্যঞ্জক

যদি নাই ক'রে তুলতে পার,

তোমার সম্বর্দ্ধনী সম্বেগকে

ফুল্ল-সন্দীপনায়

চলৎশীল ক'রে যদি না রেখে থাক—

স্বস্তি ও উদ্বর্দ্ধনায়
সদাচার-সুনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে ?—
আবার বলি—
এমনতরই যদি চ'লতে থাক,
তবে তুমি হবেই বা কি ?
আর পাবেই বা কি ? ৬৯ ।

মানুষের চ্যুতিবিহীন সুকেন্দ্রিক সুক্রিয়তা
উপচয়ী আবেগ নিয়ে
সুসন্ধিৎসু অনুধ্যায়িতায়
তৎ-তপী অনুচর্য্যায়
যতই চলতে থাকে,
অজ্ঞতার আবরণও
উন্মোচিত হ'য়ে ওঠে ততই,
বোধদৃষ্টি ঝলক-দীপনায়
লহমায় ঝম্ ক'রে দেখে ফেলে—
অন্তর্নিহিত বাস্তবতার বৈধী বিনায়ন যা'
একটা কৃতী-দীপনী অনুপ্রেরণা নিয়ে,
সুকেন্দ্রিক সম্বেগশালী
শুভ-প্রয়াসী
ঈশ্বরের বৈধী ধারণ-পালনী
বৈধী রচনার সার্থক চয়ন হ'তে
তা' আবির্ভূত হ'য়ে থাকে ;
আমি বুঝি—
ওকেই প্রত্যাদেশ ব'লে থাকে,
এই প্রত্যাদেশ সত্তার ধৃতিকে
বিধায়নী পোষণায়

পরিপুষ্ট ক'রে তুলে থাকে,
যা' শুভ-সন্দীপী আকূতিপ্রবল
অজ্ঞতা-অপসারী চমক-ভাঙ্গা দর্শন-রূপে
হাজির হয়,
তা'র মরকোচগুলি-সহ
যে-বাণীর আবির্ভাব হয় প্রেরণাপ্রদীপ্ত হ'য়ে,
আমরা তা'কেই ঈশ্বরের বাণী ব'লে থাকি ;
মানুষের ভিতর যিনি প্রেরিতপুরুষ,
ক্ষেমতপা যিনি,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুধ্যায়িতায়
ধায়ন-তৎপর যিনি,
অন্বিত সঙ্গতির সার্থক অর্থনা নিয়ে
ঐ বাণী তাঁ'দের হ'তেই
নিঃসৃত হ'য়ে থাকে—
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের
পুষ্টি-পরিপোষণী প্রভাবরূপে—
প্রাচীনের সঙ্গতি-সূত্রে সংগ্রথিত হ'য়ে,
আর, তা'কেই আমরা ব'লে থাকি
আপ্তবাক্য, ঋষিবাক্য বা ঋষি-দর্শন,
যা' অজ্ঞতার আবরণকে উন্মোচিত ক'রে
বর্দ্ধনপ্রেরণার উদাত্ত ঋক্ নিয়ে
আবির্ভূত হয় প্রেরিতের কাছে ;
সেই প্রেরিতই হ'চ্ছেন—
ঈশ্বরের বরণীয়-তীর্থ,
তাই ধর্ম্মের প্রাণই হ'চ্ছে—
ঐ প্রেরিত,
ও ঐ প্রত্যাদিস্ট বাণী ;

আর, কৃষ্টি হ'চ্ছে—
তাঁ'র অনুজ্ঞাবাহী অনুশীলন,
যে, অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
জীবন ও যোগ্যতা যোগন-অর্থনায়
প্রদীপ্ত হ'য়ে চলে,
তাই, সেগুলি শাশ্বত হ'য়েও চির-নবীন,
কারণ, সত্তার অভিব্যক্তি ও বিন্যাসের
আহুতির সাথেই
এগুলি সংগ্রথিত হ'য়ে চলে—
জীবনে, যোগ্যতায়—
তা' তুমি জান বা না জান ;
এই হ'চ্ছে বাস্তব বিজ্ঞান,
যা' ঋষির ভিতর-দিয়েই
সার্থক-সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
আবির্ভূত হ'য়ে থাকে ;
ঈশ্বরই পরম আরাধ্য,
ঈশ্বরই পরম তপ ;
তাঁ'র প্রেরণাই প্রদীপ্ত-প্রবুদ্ধ ধর্ম্মবাণী,
তিনিই বাক্-ব্রহ্ম। ৭০।

ঈশ্বর বা পুরুষোত্তমে
অনুরতিসম্পন্ন হ'লেই যে
অন্যের প্রতি ঘৃণাপ্রবণ হ'তে হবে,
বা অরাতি-বুদ্ধিসম্পন্ন হ'তে হবে—
তা' কিন্তু একেবারেই অলীক কথা ;
সৃজন-প্রগতি

বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমণায়
ব্যষ্টি-বিনায়নী সিসৃক্ষু উদ্‌গমে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে
প্রতিটি ব্যষ্টিতেই
জীবন-প্রবাহ-প্রদীপনা নিয়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়েছে
বা হ'তে চলেছে—
তুমি যা'কে সৎ মনে করছ তা'তেও,
তোমার পক্ষে অসৎ যা' তা'তেও ;
তাই, তোমার পক্ষে অসৎ যেগুলি
সেগুলিকেও বিনায়ন-তৎপরতায়,
নিরোধ বা নিয়মন-তৎপরতায়
যতই তোমার সত্তাপোষণী ক'রে তুলতে পারবে,
তোমার বোধিও
সক্রিয় অনুদীপনায়
ঐ তাৎপর্য্যে
অর্থন-সন্ধিৎসু হ'য়ে
পুষ্টি লাভ ক'রতে থাকবে ততই,
ব্যক্তিত্বও
ওরই অনুক্রিয় হ'য়ে চলতে থাকবে ;
ঐ নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ-কুশলতা
যতই সলীল হ'য়ে উঠবে তোমাতে,
ঘৃণ্য ব'লে কাউকে বা কিছুকে
বিসর্জ্জন দেওয়ার
প্রয়োজনও হবে তত কম ;
তবে যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তম,
যিনি তোমার পরম আচার্য্য,

প্রিয়পরম যিনি,
তোমার মুখ্য জীবন-জ্যোতিষ্ক তিনিই ;
দুনিয়ায় যা'-কিছু করবে,
যা'-কিছু ভাববে,
যেমন চলনে চলবে,
যা'-কিছু আহরণ করবে—
উপচয়-তৎপর বিবর্দ্ধনী
অনুসন্ধিৎসা নিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়,
—ব্যয়-বিনায়নে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার অনুবর্ত্তনায়
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
আরোতে যে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে,
—তা' কিন্তু ঐ
প্রিয়পরমের স্বার্থে অর্থান্বিত হ'য়েই,
অনুক্রিয় হ'য়েই
আরতি-অনুদীপনা নিয়ে ;
তোমার পিতাকে ভালবাস,
মাতাকে ভালবাস,
ভাই-বন্ধুকে ভালবাস,
গুরু-গরীয়ান্ যাঁ'রা তাঁ'দিগকে ভালবাস—
ঐ অন্বিত অর্থনার সার্থক-সঙ্গতি-শালীন্যে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে,
প্রিয়-প্রতিষ্ঠার সক্রিয় প্রবোধনা নিয়ে
সপরিবেশ নিজেকে
ঐ একায়ন-অনুবন্ধনী
উপচয়ী আলিঙ্গন-অনুবেদনায়

সম্বন্ধান্বিত ক'রে
সম্বর্দ্ধনী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ক'রে ;
এমনি ক'রে চলতে থাক,
তোমার সব বৃত্তি
তাঁ'তেই সার্থক হ'য়ে উঠুক,
সব সত্তাই তাঁ'তে অর্থান্বিত হ'য়ে উঠুক,
সব ব্যষ্টি, সব বৈশিষ্ট্যই
শিষ্ট-আচার-অনুশীলনে
সার্থক-সংহিত-অনুদীপনায়
তাঁ'তেই উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
সপরিবেশ তুমি অমৃতপন্থী হ'য়ে ওঠ ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তম যিনি,
তিনিই ঈশ্বরের মূর্ত্ত-অভিব্যক্তি,
তিনিই পরাৎপর,
সর্ব্বার্থের সার্থক সমাধি তিনিই,
তিনিই পরম মুখ্য,
তাই, ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তমকে
যে জীবনে মুখ্য ক'রে তোলেনি,
সে তাঁ'র শিষ্যত্বের
যোগ্য হ'য়ে ওঠেনি তখনও। ৭১।

যদি ধর্ম্মাচরণই করতে চাও,
বা তত্ত্বদ্রষ্টা ও জ্ঞানী হ'তে চাও.
তাহ'লে প্রথমেই হ'তে হবে তোমাকে
সুনিষ্ঠ আদর্শ বা ইষ্ট-পরায়ণ—
সুক্রিয় রাগ-আবেগ-অন্তরাসী হ'য়ে,

সুসন্ধিৎসু অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
বীক্ষণ-উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি ও চিন্তায় অধিস্থিত থেকে ;
তোমার পক্ষে বা সত্তার পক্ষে
যা' শুভদ
সম্বর্দ্ধনী
তা'কে তো দেখতেই হবে,
বুঝতেই হবে,
জানতেই হবে—
সার্থক-অর্থন-সঙ্গতি নিয়ে,
আবার, অশুভ যা',
দুঃখের যা',
যা' তোমার সত্তাকে দীর্ণ
ও ছিন্নভিন্ন ক'রে তোলে,
ঐ অমনতর দৃষ্টি নিয়ে
তা'কেও দেখতে হবে,
বুঝতে হবে,
জানতে হবে,
আর, এই দেখা, বোঝা, জানার
বিনায়িত ধীয়ের অনুচর্য্যী চর্চ্চায়
কোথায় কি-ক'রে তা'কে
নিরোধ করা যায়,
কোথায়-বা নিয়ন্ত্রিত করাই সমীচীন
কিংবা নিয়ন্ত্রণ বা বিনায়নে
শুভদ ক'রে তুলতে পারা যায়—
তা'ও সুবীক্ষণী তৎপরতায়
বোধগম্য ক'রে তুলতে হবে ;
বাস্তবে সেগুলির যথাপ্রয়োজন

নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে
শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বকে বিনায়িত ক'রে
বা মিটিয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
ধী-বিনায়িত জ্যোতিষ্মান ক'রে তুলে
অমৃত-আহরণে চলতে হবে,
এগিয়ে যেতে হবে—
এই অস্তিত্বকে নিয়ে
অনন্তের পথে,
অসীমের আলিঙ্গনে,
সচ্চিদানন্দের শুভ হোম-আহুতিতে
নিজেকে উৎসর্গ ক'রে ;
—আর এইই হ'চ্ছে
জীবনের পরম সার্থকতা ;
ঈশ্বরই পরমার্থ,
ঈশ্বরই অন্বিত সঙ্গতির পরম অর্থনা,
ঈশ্বরই পরাৎপর। ৭২।

শুধু দার্শনিকতার বিতণ্ডা বা আলোচনা
নিয়ে থাকলেই
কিন্তু ধর্ম্মাচরণ হয় না
বা ধার্ম্মিক হওয়া যায় না,
ধর্ম্মের ভিত্তিই হ'চ্ছে
সুক্রিয় ইষ্টানুধ্যায়িতা বা সুক্রিয় আদর্শানুরাগ,
যে-অনুরাগের ভিতর-দিয়ে
অন্বিত সঙ্গতির সহিত
আত্মনিয়মন বা আত্মবিনায়ন

জীবনের মুখ্য-সম্বেগ হ'য়ে ওঠে,
আর, তা' করতে গেলেই
কৃষ্টির প্রয়োজন
বা আত্মকর্ষণের প্রয়োজন
সংস্কৃতির প্রয়োজন ;
ঐ কর্ষণ বা সংস্কৃতির ভিতর-দিয়ে
মানুষ নিজের ব্যক্তিত্বকে
বোধ-বিনায়নী তৎপরতায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সার্থক অর্থনা নিয়ে
বর্দ্ধনার দিকে এগিয়ে চলতে থাকে ;
তাই, আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক-অন্বিত সঙ্গতির
সক্রিয় অনুচর্য্যাতপা হ'য়ে
মানুষ যে অমৃত-আহরণের দিকে চলতে থাকে—
অবিদ্যা যা'-কিছুকে জেনে
সেই বিদ্যা দিয়ে অমৃতস্পর্শী হ'তে,
অমৃত-উপভোগ করতে,
বাস্তব বিভূতির ধারণ-পালনক্ষম হ'য়ে
সত্তার ধৃতি-কর্ষণায়—
তা'ই হ'চ্ছে আসল ধর্ম্মাচরণের রূপ,
আর, অমনতর যাঁ'রা
তাঁ'রাই ধার্ম্মিক বা ধর্ম্মাত্মা ব'লে
অভিহিত হ'য়ে থাকেন ;
তুমি লাখ বিতণ্ডা নিয়ে থাক,
যদি আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
অন্বিত চলনে চ'লে
জীবনকে বা সত্তাকে

ঐ অমনতর ব্যক্তিত্বে
উদ্ভিন্ন ক'রে না-তোল,
সে ধর্ম্ম-পরিচর্য্যা
একটা বাত্‌কে বাত্‌ ছাড়া কিছুই নয়কো ;
তাই বলি—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ-আদর্শ-পরায়ণ হও,
কৃষ্টিপথে সত্তার ধৃতিকে নির্দ্ধারণ কর,
ব্যক্তিত্বকে অমনতর নিয়ন্ত্রণে বিনায়িত ক'রে
ধীমান্‌ ক'রে তোল,
ধীর ক'রে তোল,
বর্দ্ধনার পথে সার্থক হ'য়ে ওঠ—
অমৃত-আহরণে ;
আর বল—
"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ !
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" ৭৩।

যাঁ'রা সুকেন্দ্রিক, সক্রিয়, সৎ-অনুধ্যায়ী সাধু,
তাঁ'রা ঐ সুকেন্দ্রিক সক্রিয়তায়
আত্মনিয়মনী কুশল-নিষ্পন্নতার ভিতর-দিয়ে
বোধদক্ষ, সার্থক-সঙ্গতি-পরায়ণ
সম্বেগশালী চলনে
স্বতঃই শুভ-সুন্দরের
অনুচর্য্যা-পরায়ণ হ'য়ে থাকেন,

আরাধনা-তৎপর হ'য়ে থাকেন,
তাই দুষ্ট যা',
অপরাধপ্রসূ যা',
শাতন-অনুচর্য্যী যা',
বোধদৃষ্টির সমীক্ষু সন্দীপনায়
সেগুলি দেখতে পারেন,
বুঝতে পারেন,
উপযুক্ত স্থলে বিনায়িতও ক'রে তুলতে পারেন—
সতে, শুভে, সুন্দরে ;

মোক্‌থা কথায়, সাধু যাঁ'রা
তাঁ'রা স্বভাবতঃই
ধী-দীপ্ত সক্রিয়তায়
শুভ-সুন্দরের উপাসক ;
কিন্তু বিকেন্দ্রিক, বিক্রিয়
ভাবালু সাধুনামধেয় যা'রা,
যা'রা কেন্দ্রায়ণী অনুচর্য্যায়
আত্মনিয়মন-তৎপর নয়কো,
তা'রা প্রায়ই অপরাধপ্রবণ হ'য়ে থাকে,
আর, এমনতর মানুষই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ
দম্ভী, নির্ব্বোধ, দুঃশীল-সাহস-সম্পন্ন,
ক্রূরকর্ম্মা, দুর্ব্বিনীত,
পরার্থ-উপেক্ষী সঙ্কীর্ণ-প্রবৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণ,
হৃদয়হীন, সহানুভূতিহারা,
মূঢ়মতি, সন্দিগ্ধমনা ;
সক্রিয়, শ্রেয়কেন্দ্রিক, আত্মবিনায়নী অনুশীলন
মূঢ়-অবশ হৃদয়কেও

নিরাময়ী উদ্দীপনায়
স্বস্তি-প্রসাদ-তর্পিত ক'রে তুলতে পারে ;
ঈশ্বরই স্বস্তির পরম প্রসাদ,
দুষ্কৃতির শোধন-বহ্নি। ৭৪।

স্বকেন্দ্রিক হও,
অনুশীলন-অনুচর্য্যা-পরায়ণ হও,
যোগ্য হ'য়ে ওঠ,
উপার্জ্জন কর,
উপচয়ী হ'য়ে চল,
এমনি-ক'রেই সার্থক-সঙ্গতিশীল হ'য়ে
এগিয়ে চল। ৭৫।

তোমার সত্তা
স্বকেন্দ্রিক তৎপরতায়
সক্রিয় অনুচর্য্যা নিয়ে
যেমনতর বিস্তার-বর্দ্ধনায়
তোমার পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে
উপলব্ধি ও উপভোগ ক'রতে পারবে—
তোমারই রকমে,
অর্থাৎ, তুমি নিজের বেলায় যেমনতর চাও,
তেমনি ক'রে,
তোমার সহানুভূতি, সহৃদয়তা,
অনুকম্পী অনুবেদনা
উৎসারণী আবেগও
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে তেমনি—
ঐ সত্তার অন্তর্নিহিত যোগাবেগের

যোগদীপনায় অনুরঞ্জিত হ'য়ে ;
দেখতে পাবে—
আরাধনাপ্রবণতা তোমার ভিতরে
ক্রমশঃ স্ফুটতর হ'য়ে উঠছে,
আর, তা' যতই স্ফুটতর হ'য়ে উঠছে—
অপরাধপ্রবণতাও ততই শ্লথ হ'য়ে উঠছে,
খাঁকৃতিতে আত্মনিবেদন ক'রে
অবসন্ন হ'য়ে উঠছে ;
কারণ, তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
সুকেন্দ্রিকতা লাভ ক'রে
শ্রেয়ানুদীপনায় অনুপ্রেরিত হ'য়ে,
যে-চর্য্যায়
তাঁ'র নিরাপত্তা, স্বস্তি ও সম্পোষণায়
আত্মনিয়োগ করেছে,
ঐ নিয়োজনই ভূমায়িত হ'য়ে
অর্থাৎ বর্দ্ধনে বিস্তারলাভ ক'রে
অন্যকেও ঐ অমনতরভাবে অনুভব ক'রে
অনুচর্য্যী অনুবেদনার বিভূতি-বিভবে
তোমাকে ঐ আরাধনাপ্রবণই ক'রে তুলবে,
তুমি বোধ করতে পারবে—তোমার সত্তা চায় শুভ,
সক্রিয়-অনুচর্য্যী শুভরোলে
পরিবেশকে মুখরিত ক'রে
তদনুগ অনুশীলনায়
তা'দিগকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলাই
হ'য়ে উঠবে তোমার জীবনের পরম যজ্ঞ,
আর, তুমি হ'য়ে উঠবে তা'র হোতা,
ঈশ্বরই পরম হোতা। ৭৬ ।

ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান যা'কে বলে,
তা'র দ্বারা যখন তোমার চরিত্র
বিনায়িত হ'য়ে উঠবে—
স্বতঃ-সন্দীপনী তৎপরতায়,
ভক্তিকেও তখন-থেকে তেমনি
উপভোগ করতে থাকবে,
আর, ভক্তিই হ'চ্ছে ঐশ্বরিক জ্ঞানের
ভোগদীপনী উপলব্ধি। ৭৭।

যদি এমনতর কোন নবীন অনুশাসন
দেখতে পাও,
যা' প্রাচীন-অনুশাসন-উদ্দেশ্যকে
আপূরিত ক'রে
জীবনকে আরো অগ্রগতিতে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে—
প্রাচীনের যুগোপযোগী রদবদলের ভিতর-দিয়ে,
বুঝে নিও—
ঐ অনুশাসন
প্রাচীনেরই আপূরয়মাণ নবীন অবতারণা ;
ঐ নবীন অনুশাসনের মানে কিন্তু এ নয়কো,
যে, প্রাচীন অনুশাসনের সাথে
তা'র দ্বন্দ্ব বা ভেদ আছে,
বরং তা' প্রাচীনেরই নবীন প্রেরণা—
আরোত্তরের দিকে,
যা'তে ঐ অনুশাসন-অনুগতি
প্রাচীনকে আপূরিত ক'রে
নবীন দীপনায়

জীবনকে আরোতরে উদ্বুদ্ধ ক'রে
এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ;
তাই, যে অনুশাসনই হো'ক না কেন,
খতিয়ে দেখো—
তা' প্রাচীনের আপূরণী কিনা,
বৈশিষ্ট্যপালী কিনা,
সত্তাপোষণী কিনা,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী কিনা—
মুখ্যতঃ ও গৌণতঃ,
ঐ প্রাচীন সূত্রে সংগ্রথিত হ'য়ে ;
তা' যদি দেখ,
তবে ঐ অনুশাসনে অনুশাসিত না হওয়াই
কিন্তু অপরাধের,
যে-অপরাধ
তোমার সত্তাকে,
রাগানুদীপ্ত প্রাণন-প্রবুদ্ধ জীবনকে
আরোতর প্রগতি হ'তে
বঞ্চিত ক'রে তুলবে ;
সাবধান !
বিহিত ধী নিয়ে
বোঝ, দেখ, চল । ৭৮ ।

দীক্ষিত যা'রা,
তা'দের প্রত্যেকের পক্ষে
ইষ্টভৃতি যেমন অবশ্য-করণীয়,
তেমনি তাদের দৈনন্দিন জীবনে
ইষ্টার্থ-উপচয়ী কর্ম্মও

অবশ্য-করণীয় ;
এমনতর অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে
প্রবৃত্তিগুলির সার্থক-বিন্যাসে
নিজের ব্যক্তিত্ব
আত্মনিয়ন্ত্রণী বোধবিনায়নায়
ক্রমবিন্যস্ত হ'য়ে
ঐ বোধানুগ কর্ম্ম-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
সার্থক-শুভদ বিনায়নায়
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে ;
আর, ঐ অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতা গজিয়ে ওঠে—
নিষ্পন্নতার সার্থক-সমাবেশী
বিন্যাস সৃষ্টি করতে-করতে ;
তাই, যেমনই যাই কর না কেন,
বিহিতভাবে ওদিকে নজর রেখে চ'লো,
তোমার বর্দ্ধনাও
শুভ-সম্বর্দ্ধনায় শুভপ্রসূ হ'য়ে উঠবে। ৭৯।

তুমি পুরোহিতই হও,
ঋত্বিক্ই হও,
অধ্বর্য্যু বা যাজকই হও না কেন,
যে বর্ণে ও বৈশিষ্ট্যে তোমার জন্ম হো'ক না কেন,
তুমি আভিজাত্য-অনুধ্যায়িনী আবেগ নিয়ে
বিহিত প্রেরণ-দীপনায় প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে
সম্মানে আপ্যায়িত করতে ভুলে যেও না,
তোমার অনুপ্রেরণা ও কর্ম্ম-তৎপরতা
যেন প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে

অর্থাৎ অভিজাত-নিঃসৃত বৈশিষ্ট্যকে
ফুল্ল ক'রে তোলে,
স্ফীত ক'রে তোলে,
তোমার অনুচর্য্যা
সেবাপরায়ণ তৎপরতায়
নন্দিত হ'য়ে
প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যেন
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক-অন্বিত অনুশীলনে
প্রত্যেকেই যেন নিজের
যোগ্যতাকে সন্দীপ্ত ক'রে তুলে
যোগ্যতার যোগদীপনায়
নিজেকে সামর্থ্যবান্ ক'রে তুলতে পারে ;
অন্যের বৈশিষ্ট্যকে যদি
পরিচর্য্যা না কর,
তোমার বৈশিষ্ট্যও পরিপূরিত হবে না,
আবার, যে অনুচর্য্যা-গ্রহণ
তোমার পক্ষে অশোভন ও অশুভদ,
লোকে হাজার শোভন ও শুভদ ব'লে
তোমার প্রতি
তেমনতর করতে চাইলেও
তুমি তা' গ্রহণ ক'রো না ;
তুমি শ্রদ্ধানুগ অনুচর্য্যায়
যে-বৈশিষ্ট্যকে যেমনতর আপ্যায়িত করতে হয়,
তা' ক'রে চল,
তখন প্রতিটি বৈশিষ্ট্য

অনুরাগ-উদ্দীপনায়
তোমাকে অভ্যর্থনা করবে,
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনী হোম-আহুতি বহন ক'রে
ধন্য ক'রে তুলবে তোমাকে। ৮০।

ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে যে তুমি
কিস্তিমাৎ করবে—
তা' কিন্তু ভেবো না,
তদনুগ আত্ম-বিনায়নায়
তাঁ'রই অনুজ্ঞা-অনুগতির ভিতর-দিয়ে
সুসঙ্গত, অন্বয়ী কৃতী-চলনে
সপারিপার্শ্বিক নিজেকে
বর্দ্ধনায় বিনায়িত ক'রে,
প্রীতি-অনুদীপনা নিয়ে
আচারে, ব্যবহারে, কথায়-বার্ত্তায়
যতখানি তেমন চলতে পারবে—
তাঁ'রই সার্থকতায়
নিজেকে অর্থান্বিত ক'রে,—
দোহাই আশিস্-নির্ঝরে
দ্যুতি-বিভবে
বিভবান্বিত ক'রে তুলবে তোমাকে তেমনি ;
নচেৎ ফাঁকিবাজী দোহাই
তোমাকে ফাঁকিরই অধিকারী ক'রে তুলবে—
প্রবৃত্তির দ্যুতক্রীড়ায়
নিঃস্ব ক'রে তোমাকে ;
তাই, কৃতিমুখর দোহাই
কৃতী-আশিসেরই পরম হোতা। ৮১।

তুমি যে জৈবী-কোষের আশ্রয়ী অনুরণনে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছ,
যে-কোষ তোমার সাত্ত্বিক সংশ্রয়ী আধান,
যা' হ'তে বৈধী বিনায়নে
তোমার শরীর উদ্‌গতি লাভ করেছে,

বহু-কৌষিক জীবনের
সুকেন্দ্রিক সংহত-অন্বিত সঙ্গতিতে
তোমার দেহ
বিভিন্ন তাৎপর্য্যের সমাবেশী অনুনয়নে
বিনায়িত হ'য়ে
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে,
তা'র প্রত্যেকটি কোষ
সুকেন্দ্রিক, সংস্থ,
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত তৎপরতায় ;
তা'দের প্রত্যেকের ঐ কেন্দ্রিক দেহ
কেন্দ্রায়িত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে,
স্থাস্নু-চরিষ্ণুর সলীল লাস্যে
প্রাণন-তারকায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে,
মূর্ত্ত হ'য়ে,
বহুতে বিবর্ত্তিত হ'য়ে,
অনুনয়নী বিনায়নায়,
সমীচীন সার্থক-অনুদীপনায়,
যন্ত্রণ-তৎপরতায়
যেখানে যা' হ'য়ে
যা' করতে হয়—
এই জীবনকে চলন্ত রাখতে

যা'-কিছু সব নিয়ে,
পরিবেশের সাথে শালীন্য-সঙ্গতিতে
নেওয়া-দেওয়ার সাম্যসম্বর্দ্ধনার ভিতর-দিয়ে
তাই হ'য়ে, তাই ক'রে
জীবনকে প্রবাহশীল ক'রে চলেছে ;
এই চলনার অনুপ্রেরণাই হ'চ্ছে
ঐ প্রাণন-তারকার অনুপ্রেরণী স্পন্দন-বিনায়না,
সমীচীন স্বকেন্দ্রিক বর্দ্ধন-তৎপরতা,
—যা' প্রত্যেকটি কোষে সুসংস্থ থেকে
সমীচীন ধৃতির ভিতর-দিয়ে
পারস্পরিক সঙ্গতি লাভ ক'রে
ঐ অনুবেদনার বিহিত বিধায়না সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে তুমি রেখে চলেছে,
—যা'দের ভেতরে একটু ব্যতিক্রম হ'লেই
ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে ওঠ তুমি ;
আর, যে-কোষের কেন্দ্রতারকা অস্ফুট,
তা' বিভাজিত,
বিবর্দ্ধিত বা গুণিত হয় না ;

তাই, তোমাকে
তোমার এই ধৃতি বজায় রাখতে হ'লেই
চাই পরিমার্জ্জিত সদাচার,
অর্থাৎ থাকার আচরণ,
যেমন ক'রে তুমি এই থাকায়
অবাধ হ'য়ে চলতে পার
তাই কিন্তু সদাচার ;
এই সদাচারের মূলেই আছে স্বকেন্দ্রিকতা,
যা' তোমার প্রত্যেকটি কোষেই নিহিত আছে,

কোষের ঐ কেন্দ্র-দেহকে
আবৃত ক'রে রেখেছে
যে প্রাণন-তারকার প্রাণন-স্পন্দন,
—দেহের দেহী-প্রেরণা যা',
সেই হ'চ্ছে কিন্তু তোমার
অন্তর্নিহিত প্রাণন-সম্বেগের
পরম প্রবর্ত্তক ;
ঐ কেন্দ্রানুবেদনার প্রেরণ-দীপনাই কিন্তু
প্রত্যেকটি কোষের উপাদান
ও ঔপকরণিক বিনায়নাগুলিকে
গুচ্ছে বিনায়িত ক'রে
সক্রিয় তৎপরতায়
নিজত্বে সুস্থিত রেখে চলেছে,
নইলে, কোষের ঐ কোষত্বই
বজায় থাকতো না ;
তাই, ভেবে দেখ—
তোমার অন্তর্নিহিত সম্বেগই হ'চ্ছে
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় তৎপরতা,
তদর্থ-তাপনী অনুশ্রয়ী অনুবেদনায়
অস্তিত্বের তপন-আকূতি নিয়ে
স্ফোটনদীপনায়
জীবনকে বর্দ্ধনশীল ক'রে তোলাই
তোমার আদিম এষণা,
যা'র ফলে ঐ কোষের কেন্দ্রদেহের
অন্বিত-প্রাণন-তারকার
প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে ;
তা' যদি উদ্ভিন্ন হ'য়ে না-উঠতো,

অর্থাৎ ঐ কেন্দ্র-দেহ-অন্বিত তারকা
যদি না-থাকতো,—
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
তোমার সত্তার সম্ভাবনা যেমন
অলীক হ'য়ে উঠতো,
তেমনি, তোমার জীবনে যদি
এমন কোন কেন্দ্র-পুরুষ না-থাকেন,
যাঁ'র প্রাণন-প্রবাহ
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
জীবনবর্দ্ধনার প্রাণন-কেন্দ্র ব'লে
যদি কিছু না-থাকে তোমার,
প্রিয়পরম ব'লে কেউ না-থাকেন,
এবং তাঁ'তে তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ—
যা' কিনা তোমার প্রতিটি কোষ
ও সমগ্র সত্তার প্রাণন-তারকারূপে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—
তা' নিহিত-নিবদ্ধ না হয়,—
লাখ-উপকরণ থাক্ না কেন,
তোমাকে ছন্নছাড়া হ'তেই হবে
ঐ বিকেন্দ্রিক কোষেরই মত,
সার্থক বিনায়নায় সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ হ'য়ে
বিভাজিত, বিবর্দ্ধিত গুণনে
একায়িত সমষ্টি-ব্যক্তিত্বে
পরিস্ফুরিতই হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
তাই, যদি বাঁচতে চাও,
বাড়তে চাও,
জীবনস্রোতা হ'য়ে চলতে চাও,

অন্বিত-সঙ্গতির সুঠাম সঙ্গতি নিয়ে
ব্যক্তিত্বকে উপভোগ করতে চাও,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
শ্রেয়-কেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠ,
তোমার প্রিয়পরম যিনি,
মূর্ত্ত বৃহস্পতি যিনি,
অর্থাৎ বৃহৎ পতি যিনি,
সম্বর্দ্ধনার ধাতা ও পালয়িতা যিনি,
তাঁ'তে প্রীতি-আলম্বিত হ'য়ে
প্রত্যেকটি মনন
প্রত্যেকটি চলন
প্রত্যেকটি আচরণ
ঐ কেন্দ্রার্থে বিনায়িত ক'রে
সার্থক সঙ্গতিতে
সাম-সামঞ্জস্যে বিনায়িত ক'রে তোল,
একটা প্রাণবন্ত যান্ত্রিক অনুনয়নে
তন্ত্রণ-পরিবেদনা নিয়ে
ব্যক্তিত্ব সুঠাম ক'রে তোল,
এই বিনায়িত বোধি-সত্তার
ধী-কুশল তৎপরতায়
সার্থক অন্বয়ে
ধারণ-পালনী সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
ধৃতিকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোল,
ধর্ম্মকে প্রতিপালিত কর জীবনে,
কৃষ্টির অনুশীলনে
সব যা'-কিছুর
মূর্ত্তন-অভিদীপনায়

অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে ওঠ,
যোগ্যতাকে আহরণ কর,
আত্মনির্ভরশীল হও—
বিকার ও ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে,
ব্যাধির অপসারণ ক'রে ;
আর, তোমার সব যা'-কিছু
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
ঐ পরম প্রেরণা প্রাণন-তারকার
প্রদীপ্ত কিরণচ্ছটার উৎস যিনি—
তাঁ'তে—
ঈশ্বরে ;
ঈশ্বরই সব যা'-কিছুরই পরম অর্থ,
তিনিই পরমার্থ,
তিনি প্রতিটি কোষে যেমন জীবন-তারকা,
জীবনেও তাই,
তিনিই প্রিয়পরম,
ঈশ্বরই প্রাণন-প্রস্রবণ,
তিনিই সত্তার পরম সাত্ত্বিক আস্তরণ,
তিনিই জীবন-প্রভার পরম উৎস। ৮২।

মনে রেখো—
তোমার জীবনে মুখ্য সংখ্যাই হ'চ্ছে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরম,
বা তদনুগতি-সম্পন্ন তদর্থী আত্ম-বিনায়ন-তৎপর
মহাপুরুষ যিনি,
তোমার জীবন-বৃদ্ধির অনুপ্রেরক
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি,

তিনিই তোমার কাছে মুখ্য—
এক—অদ্বিতীয় ;
আর, তাঁ'কে কেন্দ্র ক'রে
তদনুগ চলনে
বোধি-দৃষ্টির সুবীক্ষণী বিবেচনায়,
যা' তাঁ'র অনুপোষণী, অনুপালনী বা আপূরণী,
সমীচীন সার্থক-অন্বয়ে
তা'তেই নিয়োজিত থেকে
সুবিনায়নী তৎপরতায়
প্রতিটি বিষয় বা ব্যাপারকে
নিয়োজিত করতে হবে তা'তেই ;
এই নিয়োজনে
তুমি গুণিত হ'য়ে
তোমার ধী-অন্বিত ব্যক্তিত্বকে
আপূরিত ক'রে তুলতে পারবে—
নিষ্পন্নতার বাস্তব সংঘটনের ভিতর-দিয়ে ;
আর, তা'র বিপরীত যেগুলি
তা'কে সুদক্ষ কুশল-কৌশলী তৎপরতা নিয়ে
নিয়োজিত করতে হবে,
এই বিয়োজনের অর্থ হ'চ্ছে—
তাঁ'র সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনাকে
ব্যাহত করে যা',
তাঁ'র পালন, পোষণ, পূরণ ও দীপ্তিকে
বিচ্ছিন্নতায় ব্যর্থ ক'রে তোলে যা',
বা ঐ তাঁ'রই প্রবর্দ্ধনাকে নিরুদ্ধ করে যা',
তা'র নিরসন ক'রে তোলা ;
এমনতরভাবে

বাস্তব ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
যতই গুণিতজ্ঞ হ'য়ে উঠবে,
ভরণ-প্রতিভায় কৃতার্থ হ'য়ে
তোমার ঐ যোগ-দীপনা ততই
প্রতিভাময় হ'য়ে উঠবে ;

অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
বাস্তব বিনায়নে
তা'কে গুণিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
যোগ-দীপনা ও বিয়োজনী প্রতিভার
সাত্ত্বিক বর্দ্ধনা ;

তাঁ'তে যুক্ত হও,
প্রীতি-সন্দীপনায়
তদনুগ চলনে চল,
তৎযুক্ততায় ব্যক্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে
প্রকৃতি-সংশ্রয়ে সার্থক-আত্মবিভাজনে
বহুতে বিস্তার লাভ কর ;

তপোনিরত তৎপরতায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ তাঁ'তে—
অসৎ যা'-কিছুকে বিয়োজিত ক'রে,
গুণিত হ'য়ে ওঠ তুমি অমনি ক'রেই
অদম্য উদ্যোগী তৎপরতায়,
সঙ্গতিশীল একায়নী অন্বিত সূত্রে ;

আর, যা'-কিছু তোমার
সব সার্থক হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে,
ঈশ্বরই পরম যোগদীপনা,
গুণন-প্রতিভা তিনি। ৮৩।

যা'রই বাঁচবার চাহিদা আছে
সংহিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে,
সম্বর্দ্ধনার আকূতি আছে—
শ্রেয়কেন্দ্রিক সমাহিতি নিয়ে,
ঐ সমাহিতির ভিতর-দিয়ে
অজানা যা'-কিছুকে জেনে
বিবর্ত্তনী পদক্ষেপে
তা'র উৎস ঈশ্বরকে
জানবার চাহিদাও আছে তা'র,
জীবনে ঐ সাত্ত্বিক
অর্থাৎ সত্তাপোষণী ধর্ম্মকে
পরিপালন করবার অধিকারও আছে তা'র,
ঐ অধিকার প্রকৃতিরই স্বতঃ-অবদান—
তা'দেরই—
যা'রাই অস্তিত্ব নিয়ে বসবাস করে। ৮৪।

শ্রদ্ধোষিত সমীচীন সদাচার,
কর্ম্মপ্রাণতা,
অনুশীলন-সিদ্ধ যোগ্যতা
সার্থক অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
যতই সুকেন্দ্রিক সন্দীপনায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে,
আয়ু, শক্তি ও স্বস্তির অস্তিত্বে
মানুষ তেমনি ততই
সম্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে উঠতে থাকবে,
তাই, এই ত্রয়ী-সঙ্গতির

সার্থক সন্নিবেশের ভিতর-দিয়ে
ব্যক্তিত্বকে সুঠাম ক'রে তোল,
ব্যভিচার-বিড়ম্বনায় তোমাকে
লাঞ্ছিত হ'তে হবে না। ৮৫।

তোমার আদর্শ যিনি,
প্রিয়পরম যিনি,
যিনি তোমার জীবন-বর্দ্ধনার
পরম অনুপ্রেরক,
বর্দ্ধনার হোতা যিনি,
তোমার সত্তার প্রীতি-সম্বেগ যেমন আছে,
তা'ই নিয়েই তাঁ'কে ভালবাস,
আর, ভালবাসলে যেমন করে,
তেমনি ক'রে চল—
সেবা-সন্ধিৎসু আপূরণী তৎপরতায় ;
তোমার পরাবৃত্তি তাঁ'তেই ন্যস্ত কর,
তাঁ'কেই তোমার পরাবৃত্তি ক'রে তোল,
ঐ পরাবৃত্তিই তোমার জীবনে মুখ্য হ'য়ে উঠুক,
আর, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে
তা' স্বতন্ত্রভাবেই হো'ক
বা সমবেতভাবেই হো'ক
তাঁ'রই পরিসেবনাতেই
নিয়োজিত কর ;
এই নিয়োজনার ভিতর-দিয়ে
তোমার ও পরিবেশের
স্বার্থসঙ্গতির অন্বয়ী সার্থকতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চলতে থাক—

শুভ-সন্দীপনী সত্তাপোষণী অনুচর্য্যায়,
নিজেকে ও পরিবেশের প্রতিটি ব্যষ্টিকে
তালিমী ছন্দে
বাঁচাবাড়ার উদ্যোগে উদ্বুদ্ধ ক'রে ;
এই এমনতরই চলনা
তোমার ব্যক্তিত্বকে
সুগঠিত ক'রে তুলবে,
ধী-বিনায়িত হ'য়ে উঠবে তুমি—
সার্থক-অন্বয়ী সম্বেদনায়,
তোমার জীবনও
তোমার ঐ প্রিয়পরমে সার্থক হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ সার্থকতায় সমাহিত হ'য়ে
ঐশী-আশিস্ তোমার অন্তরে
বিভাসিত হ'য়ে উঠবে ;
মনে রেখো—
ঈশ্বরই পরম বিভব,
ঈশ্বরই পরম হোতা,
—অস্তি-বৃদ্ধির অনুদীপনা,
পরম ধাতা তিনিই। ৮৬।

তুমি যে দলভুক্ত হও-না কেন,
যে দলভুক্ত হ'য়ে যা'ই কর-না কেন,
মনে রেখো—
তোমার ব্যক্তিত্বের চেতন বেদীই হ'চ্ছে
তোমার সত্তা,
ঐ সত্তাতেই নিহিত থাকে বোধি ;
সত্তা চায়—স্বস্তি,

স্বচ্ছন্দ চলনে চলতে,
বোধি বিধিকে নির্দ্ধারিত ক'রে
এই পথে চলতে সাহায্য করে,
এই চলার ভিতর-দিয়েই
সে চায়—
বিবর্ত্তন-সম্বৃদ্ধ হ'তে ;
সত্তাপোষণী অনুদীপনার
এষণী-আগ্রহের ভিতর-দিয়ে
এই সম্বর্দ্ধনার আকূতি নিয়ে
সে উপভোগ করতে চায়—
ভাল-মন্দকে বেছে নিয়ে
তা'র বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলার পরিপোষণী যা'
তা'কে ;
ঐ সাত্ত্বিক আকূতির
সম্বেদনী উন্নয়নার ভিতর-দিয়ে
তা'কে উপভোগ ক'রে
অস্তিত্বকে বজায় রেখে
সে নিজেকে বিবর্দ্ধনে
বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে চায় ;
এই প্রত্যেকটি থাকা
ও বেড়ে চলার ভিতরে
প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ছন্দে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
ধারণ-পালনী প্রবর্ত্তনার ভিতর-দিয়ে
বিধৃত হ'য়ে
পরিপালিত হ'য়ে চলতে চায়—
আরো, আরোর পথে ;

তাই, সে সব সময়ই
স্বকেন্দ্রিক তৎপরতায়
সন্ধিৎসু চক্ষুতে
খোঁজ করতে চায়—
ঐ ধারণ-পালনী উৎস কোথায়—
যদি সে মূঢ় প্রবৃত্তি-অভিভূত না হয় ;
ঐ খোঁজার ভিতর-দিয়ে
মানুষ নিজের সত্তাকে বিনায়িত ক'রে
বর্দ্ধনায় বিচরণশীল হ'য়ে
সর্ব্বতোভাবে নিজেকে বিন্যস্ত ক'রে
সত্তার অধিস্থিতিকে
বজায় রেখে চলতে চায় ;
এই চলন তা'র অফুরন্ত,
সে হয়, চলে—
আরো আরো ক'রে
দুনিয়ার যা'-কিছুকে নিয়ে
অন্বিত-সঙ্গতির সার্থক অনুনয়নার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে বিবর্ত্তিত ক'রে
বর্দ্ধনার ক্রম-পদক্ষেপে ;
ঈশিত্বে আছে ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগ,
চেতন-দীপনী উৎসারণা,
সত্তা তাই বোধিসত্ত্বে অধিষ্ঠিত,
ঈশ্বরই ঐ সাত্বিক বোধ-বিনায়নী
ধারণ-পালনী সম্বেগের
পরম উৎস ;
মানুষ তা'র বুঝ-মোতাবেক
যা'ই ভাবুক,

যা'ই বলুক,
আর যা'ই করুক,
ঐ ধারণ-পালনের উৎস যেখানে বা যে,
সেই তা'র ঈশ্বর—
তা'র অজ্ঞ বিবেচনা
মুখে তা' স্বীকার করুক বা নাই করুক ;
তাই, তুমি যা'ই কর না কেন,
ঐ ঈশ্বরই তোমার ধারণ-পালনী উৎস,
সত্তার বোধি-সত্ত্ব ;
ঐ সত্তা যা'তে পরিপোষিত হয়,
পরিপালিত হয়,
আপূরিত হ'য়ে ওঠে,
বোধি-বীক্ষণী সন্ধিৎসার ভিতর-দিয়ে
খুঁজে-পেতে
সার্থক অন্বয়ী সমাধানে
তা'কেই সে তা'র আধান ক'রে নিতে চায় ;
যাই কর, আর তাই কর,
এই চাহিদাকে যদি
আপূরিত ক'রে না তুলতে পার—
তোমার সত্তা ও তা'র সম্বর্দ্ধনা
ক্রমশঃই খিন্ন হ'তে থাকবে ;
তাহ'লেই আদর্শ
অর্থাৎ যাঁ'র ভিতর-দিয়ে
তুমি দেখতে পারবে ঐ মরকোচ—
যিনি তোমার লক্ষ্য,
ধর্ম্ম অর্থাৎ ঐ ধৃতি,
কৃষ্টি—

অর্থাৎ ঐ চলনে চলার রীতি,—
এই তিনের অন্বিত সঙ্গতিতে
সুনিষ্ঠ থেকে
বিধি-বিনায়নায়
ঐ চলনে চ'লে
তোমাকে বিবর্ত্তনের পথে এগুতে হবে ;
সত্তা যা'তে ফাঁকিতে পড়ে,
তুমিও ফাঁকিতে পড়বে তা'তে,
তাই, এমন ক'রে চ'লো না—
যা'তে তোমার ঐ সত্তার
সম্পূরণী, সম্পোষণী সন্দীপনা
ব্যাহত হ'য়ে ওঠে ;
তা'তে তোমার কোন সার্থকতা নেই,
তা'তে সম্পুষ্ট হ'তে পারবে না,
পরিপালিত হ'তে পারবে না,
আপূরিত হ'তে পারবে না কিছুতেই ;
ঐ সার্থক অন্বিত-সঙ্গতিশীল চলনই হ'চ্ছে
তোমার জীবন-চলনা,
তা'র ব্যতিক্রমই হ'চ্ছে তা'র অপলাপী,
তাই, ব্যতিক্রমের পথে চ'লো না,
অপলাপের পথে চ'লো না ;
সুনিষ্ঠ সন্দীপনায়,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তুমি আপূরিত হও,
আপোষিত হও,
পরিপালিত হও,
আর, এই পালন, পোষণ, পূরণের

অন্বিত-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
তুমি সম্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে চল,
স্বকেন্দ্রিক অন্বিত-সঙ্গতিশীল আরতিচর্য্যায়
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠ তুমি
তোমার যা'-কিছু নিয়ে। ৮৭।

তুমি যদি
আচরণের ভিতর-দিয়ে
নিষ্ঠাকে প্রতিপালন করতে না পার—
স্বকেন্দ্রিক সক্রিয় অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
নিষ্ঠা তোমাতে স্থিতি লাভ করবে কমই,
আর, নিষ্ঠা যদি তোমাতে
সংস্থিত না হয়,—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচলনে,
সতর্ক সন্ধিৎসায়,
বিহিত বিন্যাসে
কোন-কিছুকে
কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারবে না ;
নিষ্ঠা না থাকলে
ধারণ-পালনী অনুবেদনার
স্থিতি-চলনে চলাই
দুরূহ হ'য়ে ওঠে,
অন্বিত-সঙ্গতি নিয়ে
বোধিও সার্থক বিভবে
পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে না,
তাই, ধীও সেখানে তেমনতরই দ্যুতিহারা। ৮৮।

রাজনীতিই বল,
কূটনীতিই বল,
ভেদনীতিই বল,
আর, যে নীতিই বল-না কেন,
তা' যদি সুকেন্দ্রিক লোকহিতী
সত্তাপোষণী অনুপ্রেরণায়
শুভদ কৃতি-কৌশলে ব্যবহার ক'রে
যোগ্য নিষ্পন্নতায়
মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারা যায়—
অসৎ-নিরোধী বিনায়নায়,—
তা' কিন্তু ধর্ম্মনীতিই,
তা' কিন্তু সত্যেরই পরিচর্য্যা। ৮৯।

যাই কর আর তাই কর,
সুকেন্দ্রিক আলম্বনে আত্মবিনায়ন ক'রে
চলতে থাক—
বোধায়নী অস্তবিমুখ পরিচলনায়.
সত্তার জীবন-বর্দ্ধনী অনুচর্য্যী
আবেগোচ্ছল কৃতি-উৎসারণায়
সপরিবেশ নিজেকে
উদ্যোগ-পরাক্রমী ক'রে,
যোগ্যতার অশেষ অনুশীলনে
ইষ্টার্থ-উপচয়ী অনুদীপনা নিয়ে,
প্রীতি-উচ্ছল অসৎ-নিরোধী হৃদ্য সন্ধিৎসায়,
সুব্যবস্থ প্রস্তুতির সঞ্চয়ী শীল-অভিনিবেশ নিয়ে ;
তোমার অন্তঃকরণকে

এতটুকু আবেগ-উদ্যোগী ক'রে রাখ,
সার্থক হবে। ৯০।

তোমার সুকেন্দ্রিক আদর্শ-অনুধ্যায়ী অনুচলন
ও সৎ-সন্দীপী অনুপ্রাণতা
যা'রা আদর্শহীন,
যা'রা অসৎ-অনুচারী
হৃদ্য সত্তাপোষণী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে তোমাতে শ্রদ্ধান্বিত ক'রে
তা'দের অন্তরে
ইষ্ট বা আদর্শ-নিষ্ঠা,
সৎকর্ম্ম-সন্দীপনা
ও ইষ্টানুগ সংহতির সম্বেগ যদি
সঞ্চারিত করতে না পারলো,

বুঝে রেখো—
ঐ অনুধ্যায়ী সংপ্রাণতা
তোমার ধীকে বিনায়িত ক'রে
ব্যক্তিত্বের অনুরঞ্জনায়
চরিত্রে বিকীর্ণই হ'য়ে ওঠেনি তখনও;

তুমি প্রযত্নপরায়ণ থাক—
বোধিবীক্ষণা নিয়ে—
কা'র কোন্ প্রবৃত্তিকে
কেমন ক'রে
কী সম্বেগ-সন্দীপনায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তুললে,
তা'রা তাতেই অল্পবিস্তর সক্রিয় হ'য়ে ওঠে—
সদনুদীপনায়,

বুঝে-স্থঝে তদনুগ প্রবোধনায়
আত্মপ্রসাদে ফুল্ল ক'রে তোল তা'দিগকে ;
আর, এমনতর যতই পারবে,
কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে তুমিও—
সার্থক-নন্দিত আত্মপ্রসাদে ;
অসৎকে নিরোধ করা ভাল,
বিরোধকে যতই এড়িয়ে তা' পারা যায়,
তাই-ই শ্রেয়,
আবার, সেই নিরোধও প্রত্যেকের কাছে
যেন হৃদ্য হ'য়ে ওঠে,
তা'কে যেন শ্রদ্ধাদীপ্ত ফুল্ল ক'রে—
স্থকেন্দ্রিক তৎপরতায়
সদনুশীলন-সম্বেগী ক'রে
যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে তোলে ;
যতই তুমি সার্থক হ'য়ে উঠবে এতে,
কৃতী হ'য়ে উঠবে তুমি ততই,
বরেণ্যের বর-প্রসাদও
তোমাকে বিভব-মণ্ডিত ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বরই পরাৎপর,
ঈশ্বরই বরেণ্য,
তিনিই আরাধ্য,
তাঁ'তে যা' সার্থক হ'য়ে ওঠে—
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে,
তাই-ই পরমার্থ। ৯১।

তুমি লাখ দেবদেবীর পূজা কর-না কেন—
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,

কালী, দুর্গা, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি—
বহুনৈষ্ঠিক তৎপরতায়
ঐ দেবদেবীর পূজার্চ্চনায়
তোমার শ্রদ্ধা বহুধা বর্ষিত হ'য়ে
যতই প্লাবন সৃষ্টি করুক-না কেন,
তুমি যতক্ষণ না
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরমে
ইষ্টে অর্থাৎ সদ্‌গুরুতে
চিত্ত সমাহিত ক'রে
তাঁরই মন্ত্রতপা হ'য়ে
তদনুগ অন্বিত সঙ্গতির সহিত
তপোনিরত অনুচর্য্যায়
তাঁ'তেই সার্থক হ'য়ে উঠছ—
তাত্ত্বিক অনুধায়নী কৃতি-দীপনা নিয়ে,—
তুমি কিছুতেই সার্থকতার বাস্তব বিনায়নে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
প্রসাদ-মণ্ডিত ক'রে তুলতে পারবে না—
তোমার বোধিসত্তার
সক্রিয় সার্থক ছন্দায়িত বিভূতি নিয়ে;
তাই, প্রাচীনের সুরে
সুর মিলিয়ে বলছি—
তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রিয়পরমে,
আচার্য্যে
অর্থাৎ সদ্‌গুরুতে
সমাহিতচিত্ত হও,
সিদ্ধি স্বতঃ-প্রণোদনায়

তোমাকে অমৃতস্পর্শী ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়,
তিনিই অমৃতস্বরূপ,
যা'-কিছু সব সার্থক হ'য়ে ওঠে তাঁ'তেই,
তিনি সবারই উৎস। ৯২।

স্বকেন্দ্রিক হও,
তদনুগ আত্মনিয়মন-তৎপরতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চল—
প্রগতির পরম-চলনে,
উপচয়ী তৎপরতায়,
প্রীতি-উচ্ছল আগ্রহ-উন্মাদনা নিয়ে,
আশীর্ব্বাদের অধিকারী হও,
আর, এই হ'চ্ছে জীবনের সোমরস,
যা' তোমাকে অমৃতস্পর্শী করে তুলবে। ৯৩।

ঈশ্বর এক,
ধর্ম্মও এক,
তা'র পোষণ-পরিচর্য্যা
অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যানুক্রমিক হ'তে পারে—
দেশ-কাল-পাত্রানুগ সাত্ত্বিক চলনের ভিতর-দিয়ে। ৯৪।

নাস্তিকই হও আর অজ্ঞেয়বাদীই হও,
বাদ-মদগর্ব্বী যদি না থাক তুমি,
যিনি সবাইকে ভালবাসেন—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী অনুপ্রেরণা, নিয়ে
তাঁ'কে ভালবাস,

প্রীতি-অনুচর্য্যা-পরায়ণ হও,
তোমার অন্তরের সহিত তাঁকে ধর,
কর,
এই করার ভিতর-দিয়ে তুমি হও,
এই হওয়া যা' পায়
তা'ই তোমার প্রাপ্তি। ৯৫।

তুমি ঈশ্বর বলতে
কিছু বোঝ আর নাই বোঝ,
কিন্তু মনে রেখো—
সত্তার অন্তঃস্থ ধারণ-পালনী সম্বেগ
যা' বোধিবিস্রবা হ'য়ে
বিভাসিত হ'য়ে উঠেছে,
ঐই হ'চ্ছে ঈশী সম্বেগ,
তাই, তিনি ধাতা ও পাতা,
এই ধারণ-পালনী সম্বেগ
যেখানে যতখানি উদ্‌গতি লাভ করে,
ঈশিত্বও সেখানে তেমনি ;
সত্তা পরিবেশের
প্রতিটি ব্যষ্টির সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
তা'র ধৃতিপোষণী যা'-কিছুকে সংগ্রহ ক'রে
ঐশ্বর্য্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে থাকে—
সুকেন্দ্রিক সুনিষ্ঠ শ্রেয়ানুগ আলম্বনে
নিজের ব্যক্তিত্বকে সুসংহত ক'রে
অন্তরে এবং বাহিরে,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আত্মবিনায়নী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে

তা'র পরিবেশকে বিনায়িত ক'রে,
আর, তাই-ই ঈশিত্ব ;
"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি,
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া,
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত !
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।"
স্বকেন্দ্রিক না হ'লে
ঐ ঈশী-সম্বেগ
ছন্নতায় ছিন্ন হ'য়ে
নিরর্থকতায় বিশ্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু তুমি শ্রেয়কেন্দ্রিক সক্রিয়
আরতি-সম্পন্ন হ'য়ে
আত্ম-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তত্ত্বতঃ ঐ ঈশিত্বকে উপলব্ধি করতে পার ;
গীতায় ভগবান আরো বলেছেন—
"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।" ৯৬ ।

তুমি যতক্ষণ
সত্তায় জীয়ন্ত হ'য়ে রয়েছ,
ঐ জীয়ন্ত থাকবার আবেগী অনুচলন
তোমাতে তেমনি জীয়ন্ত হ'য়েই রয়েছে,
আর, ঐ জীয়ন্ত থাকবার করণ-কারণ যেগুলি
তা'কেও তুমি বিদায় দিতে পারছ না,
কারণ, তা'কে যেমন করেই হো'ক,
যতই অবজ্ঞা করবে,
তোমার জীবন-প্রতিভাও

ম্লান হ'তে থাকবে ততই ;
তুমি মুখে যা'ই বল-না কেন
বা কাজে যাই কর না কেন,
ঐ জীবন-স্পন্দনই তোমার প্রাণন-স্পন্দন,
তা'কে অবজ্ঞা করা
অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয় ;
লাখ অবজ্ঞা কর,
তোমার থাকবার,
জীয়ন্ত চলনে চলবার
অন্তর-আবেগকে
কিছুতেই স্তব্ধ ক'রে তুলতে পারছ না,
যখন পারবে,
তখন তুমি আর
এই জীবনে জীয়ন্ত থাকতে পারবে না ;
আর, যে অন্বয়ী সঙ্গতিশীল অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
সত্তা পালন-পোষণায়
বিধৃত হ'য়ে থাকে—
তা'কেই ধর্ম্ম বলে ;
তাই, তুমি ধর্ম্মকে ছাড়লেও
ধর্ম্ম তা'র রীতিনীতি নিয়ে
তোমাকে ছাড়তে চাইবে না কিছুতেই ;
এ ছাড়া মানেই হ'চ্ছে
তোমার না-থাকা,
এই জীবন নিয়ে বসবাস না-করা ;
তাই, ধর্ম্ম বহুতে বিশিষ্টতায় বিধৃত হ'য়ে থাকলেও
চিরদিনই ধর্ম্ম,
এবং তা' একই,

তাই, ধর্ম্মের কোন দল নেই—
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যে তা' বিশেষভাবে
বিভাসিত হ'য়ে উঠলেও ;
তবেই বুঝে দেখ—
বেঁচে থেকে ধর্ম্মানুচলন হ'তে বিদায় নেওয়া—
একটা অনন্বিত সঙ্গতিহারা
পাগলামী চলন ও চিন্তা ছাড়া কিছুই নয়কো ;
তাই, বেঁচে থাকতে চাইলেই
তুমি লাখ ধর্ম্মকে ছাড়তে চাও না কেন,
ঐ বাঁচার করণ-কারণকে
ছাড়তে পারবে না,
তাহ'লে দাঁড়ালো—
ধর্ম্মও তোমাকে ছাড়বে না—
তা' তুমি যে বাদ, রীতি-নীতি নিয়েই
চল না কেন ;
ঈশ্বরই পরম ধর্ম্ম,
প্রতি ব্যষ্টিতে বিভাত হ'য়েও
তিনি এক, অদ্বিতীয়,
তিনি বৈশিষ্ট্যানুগ গুচ্ছে
গোষ্ঠীপরিভুক্ত হ'য়েও
ব্যষ্টিতে যেমন এক,
সমষ্টিতেও তেমনি এক,
বিশেষ হ'য়েও নির্ব্বিশেষ তিনি,
তাই তিনি চির-অপরিত্যাজ্য
ও অপরিহার্য্য,
তিনিই সবারই পরম ধৃতি,

মূর্ত্ত পুরুষোত্তমই তাঁ'র ব্যক্ত প্রতিভা,
আর, প্রতিটি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত পুরুষোত্তমই
তাঁ'র মূর্ত্ত প্রতীক—
পর্য্যায়ী অবতরণ—
জগন্নাথের নব কলেবর,
যা'রা ভেদনীতিতে বিচ্ছিন্ন করে তাঁ'দিগকে,
তা'রা জীবন-শৌর্য্য হ'তে বঞ্চিত হয়,
বর্দ্ধনা-বিড়ম্বিত হ'য়ে ওঠে। ৯৭।

তোমার ভাবানুকম্পিতার দৃঢ় নিবন্ধনে
অনুকম্পী শ্রেয়ানুধ্যায়ী আলম্বন-তৎপর থেকে
প্রাণন-স্পন্দনকে কেন্দ্রায়িত ক'রে
তন্নিদেশী অনুশাসন-অনুবর্ত্তনায়
জীবন ও বর্দ্ধনী আত্মনিয়মন-সৌকর্য্যে
সত্তার পালন-পোষণী ধৃতিকে
বজায় রাখতে
যেখানে যেমন ক'রে চললে
তা'কে বাস্তবভাবে শুভদ-সুন্দরে
বিনায়িত ক'রে তুলতে পারা যায়—
অন্যের প্রতি অপঘাত সৃষ্টি না-ক'রে,
অসৎ-নিরোধী নিয়ন্ত্রণে,—
তা' যাই হো'ক,
আর যেমনই হো'ক,
এবং যে বাদ, নীতি বা আচারের
প্রবর্ত্তনার ভিতর-দিয়েই
তা' সংসাধিত হো'ক,

ধর্ম্ম কিন্তু সেখানে ;
ঈশ্বরই পরম ধৃতি,
তিনিই পরম ধর্ম্ম,
তিনিই তপস্যার তপঃসম্বেগ,
সাধনার সিদ্ধি তিনিই। ৯৮।

নিষ্পেষিত, ক্লিষ্ট, আর্ত্ত, অনুতপ্ত যে,
তা'কে যখনই ধ'রে তুললে,
সাহসে, ভরসায় ও উপযুক্ত অনুচর্য্যায়
স্বস্তি-অন্বিত ক'রে তুললে,
জীবনের যোগ-সম্বেগকে শ্রেয়নিষ্ঠ ক'রে
সুকেন্দ্রিক অনুশীলন-তৎপরতায়
তা'কে যোগ্যতায় যুত ক'রে তুললে যেই,
তোমার শিবপূজা সার্থক হ'লো সেখানেই,
ঈশ্বরই পরম শিব,
তাঁ'র পূজাই হ'চ্ছে—
জীবনকে মঙ্গল-প্রদীপ্ত ক'রে তোলা,
আর, তাই-ই সত্য,
তাই-ই সুন্দর। ৯৯।

তোমার দৈনন্দিন জীবনেই হো'ক
বা সমগ্র জীবনেই হো'ক,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি তোমার,
যিনি তোমার কেন্দ্রপুরুষ,
তাঁ'র নিদেশ যখনই অবজ্ঞা ক'রে চলেছ,
অর্থাৎ তাঁ'র পালন-চলনে চলনিকো,
তখনই জেনো—
তাঁ'কেই অবজ্ঞা করেছ,

এবং তোমার ব্যক্তিত্বকেও খিন্ন ক'রে তুলেছ
তা'র ভিতর-দিয়ে ;
কিন্তু তোমার অন্তর-আবেগ
যদি আরতিস্রোতা হয়,
ঐ ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর-দিয়ে
তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে
ক্রমশঃই সমর্থ হ'য়ে উঠবে—
বিনায়িত সার্থক-বিন্যাস-বিভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে,
তুমি যে স্বর্গ-সুষমা উপভোগ করবে
তা'র সম্ভাব্যতাই বেশী। ১০০।

সুকেন্দ্রায়ণী অনুপ্রেরণ-সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
যে যত যা'দের
সত্তার পোষণ, পূরণ ও পালন-পরিচর্য্যায় নিরত,
সে ততই তা'দের প্রিয় হ'য়ে উঠে থাকে,
শ্রদ্ধাস্পদ হ'য়ে উঠে থাকে,
আর, মর্য্যাদাতেও প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ওঠে
তা'দের অন্তরে—
স্বস্তিপন্থীদের কাছে তো বটেই ;
বিচ্ছিন্ন বিকেন্দ্রিক অনুচলনার ভিতর-দিয়ে
যা'রা মানুষকে অমনতর অনুদীপনায়
উদ্দীপ্ত করতে চায়,
ব্যর্থ সঙ্গতি তা'দিগকে
বিদ্রূপই ক'রে থাকে ;—
কারণ, সুকেন্দ্রিক সংহিত-অভিযানই সত্তা,
আর, ঐ সাত্ত্বিক সুকেন্দ্রিক অনুচলনই হ'চ্ছে
জীবন

আর, তা'র সার্থক সম্পোষণী
কেন্দ্রায়িত বিনায়নাই হ'চ্ছে বন্ধন। ১০১।

তোমার প্রয়োজন,
তোমার অভাব,—
এ-কথা মনে আসার সঙ্গে-সঙ্গে
তুমি কি ভেবে দেখেছ
তুমি কোথাও প্রযুক্ত হয়েছ কিনা?
প্রযুক্ত কথার মানেই হ'চ্ছে
বিশেষভাবে কোথাও তোমাকে
নিয়োজিত বা নিযুক্ত করেছ কিনা—
তা'র যা'-কিছু অনুবেদনী অনুচর্য্যী দায়িত্ব নিয়ে,
যদি ক'রে থাক,
তিনি তোমার পক্ষে
জীবনবর্দ্ধনী শ্রেয় কিনা,
অর্থাৎ তিনি তোমার বাঁচাবাড়ার
শুভানুধ্যায়ী অনুপ্রেরক কিনা,
বাস্তবভাবে তিনি যদি তা' হ'য়ে থাকেন,
ঐ অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তুমি যোগ্যতা লাভ করেছ,
ঐ যোগ্যতাই তোমার প্রয়োজন-আপূরণে
সিদ্ধহস্ত হবে,
অভাবের বেলায়ও তাই কিন্তু;
ঐ শ্রেয়তে ভাবনিবদ্ধ যদি হ'য়ে থাক—
বাস্তবভাবে,
দায়িত্বশীল অনুবেদনী অনুচর্য্যায়,—
ঐ অন্তবাসী ভাব

তোমাকে
তোমার আগ্রহের ভিতর-দিয়ে
অমনতর ভাবেই নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলবে,
তুমি অভাবধুক্ষিত হবে না
এ-কথা ঠিকই,
এক কথায়, তোমার প্রীতি-উৎসারণা
যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে—
সঙ্গতিশীল অন্বিত-তৎপরতায়,
ঐ শ্রেয়ে অর্থান্বিত উপচয়ী অনুচর্য্যায় ;
আর, তোমার ঐ বোধোদ্দীপ্ত সক্রিয়
অনুচর্য্যী আবেগ
তোমাকে যোগ্যতায় অধিষ্ঠিত ক'রে
তোমার প্রয়োজন বা অভাবের
নিরাকরণ তো করবেই,
আর, ঐ অনুদীপনায়
যা'তেই তুমি অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
তোমার ঐ অভ্যস্ত স্বভাব
তা'তেই তোমাকে কৃতী ক'রে তুলবে—
অনুশীলনার অন্বিত-তৎপরতায়,
এই তোলার ভিতর-দিয়ে
তোমার পাওয়া হ'য়ে উঠবে
স্বতঃ ও স্বাভাবিক ;
আর, প্রযুক্তি বা নিযুক্তির কেন্দ্র যদি তোমার
অসৎ হ'য়ে থাকে,
ঐ অভ্যস্তরাসিতা
তোমার জন্ম ও জীবনকেও
অমনতর দুস্তরতায় নিমজ্জিত ক'রেই

অপলাপের কলুষকন্দরে
তোমার সমাধি রচনা করবে ;
তা'হলেই বুঝলে,
তোমার প্রয়োজন বা অভাবমোচনের
গোড়ার কথাই হ'চ্ছে—
তুমি কেমনতর সুকেন্দ্রিক,
তুমি কেমনতর শ্রেয়ানুচর্য্যী,
তুমি কেমনতর যোগ্যতাসন্দীপী,
অর্জ্জন-সম্বেগী—
প্রীতি-উৎসারণী হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে,
যা'র ফলে, তোমার সংস্পর্শে
তোমার আবির্ভাবে
মানুষ অনুপ্রেরিত হ'য়ে
যোগ্যতার অনুশীলনে নিজেকে সচ্ছল ক'রে
তুলতে পারে,
তোমাকে পেয়ে
তোমাকে দিয়ে
সুখী হয়,
আত্মপ্রসাদ লাভ করে ;
ঈশ্বর চির-সচ্ছল,
ঈশ্বর-কেন্দ্রিকতা মানুষকে উচ্ছলই ক'রে তোলে—
যোগ্যতার অনুদীপনী উদ্বর্দ্ধনার হোমপ্রেরণায়,
ঈশ্বর সবারই প্রাণনবীর্য্য। ১০২।

নিযুক্ত হও প্রবল আগ্রহ নিয়ে,
অচ্যুত শ্রেয়কেন্দ্রিক অনমনীয় উদ্যম-উদ্যোগে,
ঐ অন্তরাসী আগ্রহ

তোমাকে বিনায়িত ক'রে তুলুক,
আর, এমনি ক'রেই যোগ্যতায় উপযুক্ত হ'য়ে
বাঁচ,
আরো বেঁচেই চল। ১০৩।

তোমরা যে যেখানেই থাক,
যে যা'তেই নিযুক্ত থাক,
যে যে-ব্যাপারেই নিবদ্ধ থাক না কেন,
ধর্ম্মের ডাক,
কৃষ্টির ডাক,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সঙ্গতিসম্পন্ন
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তমের ডাক
যখন যে অবস্থায়ই
তোমার কাছে উপস্থিত হো'ক না কেন,
অনতিবিলম্বেই
সেখানে উপস্থিত হবেই কি হবে—
নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে
ভাল-মন্দের তোয়াক্কা না-রেখে ;
কারণ, এ ব্যাপারে কোন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব,
প্রতিকূল চিন্তা, শৈথিল্য
বা দীর্ঘসূত্রতার প্রশ্রয় যদি দাও,
সত্তাসংঘাতী, অদূরদর্শী,
সঙ্কীর্ণ প্রবৃত্তি-অভিভূতিই
পেয়ে বসবে তোমাকে ;
তোমার ব্যক্তিত্বের বর্দ্ধন-বিধৃতি
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
অনুশীলন-আবেগোচ্ছল দৃঢ় উদ্যমে

উদ্যোগী হ'য়ে উঠবে না,
তোমার ব্যক্তিত্ব শৈথিল্যে শ্লথ হ'য়ে
ক্লীব মনোবৃত্তিতে উপনীত হ'তে থাকবে,
বৰ্দ্ধনার যোগ্য জীবন হ'তে
বঞ্চিত হবে তুমি ;
আদর্শ, ধৰ্ম্ম ও কৃষ্টি-যাজ্ঞিকতায়
জাগ্রত প্রস্তুতিই হ'চ্ছে—
প্রীতির প্রাণন-আলিঙ্গন,
সংহতির শীল-সার্থকতা,
উন্নতির নতি-নিয়মন,
পরাক্রমের তাপন-বিক্রম,
এমনি ক'রেই জীবনকে
আহব-আহুতি ক'রে তোল। ১০৪।

তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়ী
সক্রিয় হ'য়ে উঠুক ;
তোমার প্রবৃত্তিগুলি
ঐ যোগাবেগ-বিনায়িত
শ্রেয়সন্দীপী ইষ্টার্থ-উপচয়ী বলশালী
সুতৎপর হ'য়ে উঠুক ;
তোমার চক্ষু প্রীতি-উচ্ছল
খর-মধুর দৃষ্টি-সম্পন্ন হ'য়ে উঠুক—
অন্তর্ভেদী দূরদর্শিতা নিয়ে ;
বোধি তোমার
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়

সার্থক অন্বিত-সঙ্গতিতে
স্ববিনায়িত হ'য়ে
প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠুক ;
বাক্য তোমার হৃদ্য অনুবেদনাপ্রবণ
লোক-হৃদয়স্পর্শী হ'য়ে উঠুক,
ব্যবহার তোমার সত্তাসন্দীপী
সুপোষণী হ'য়ে উঠুক ;
আর, এইগুলির অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্ব
অন্বয়ী বন্ধনে
সুবিন্যাসিত হ'য়ে গ'ড়ে উঠুক ;
আর, তোমার যা'-কিছু-সব
আভিজাত্যের উচ্ছল অনুবেদনী উদ্বোধনায়
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠুক —
ঐশী বিভূতি নিয়ে ;
তুমি বল, বীর্য্য, আয়ুর অধিকারী হ'য়ে
সুখসাফল্যে
ব্রাহ্মণ্য-অনুবেদনায়
অমৃত-স্পর্শী হ'য়ে চল,
তোমার অস্তিত্ব
ঈশিত্বের জয় ঘোষণা করুক,
ঈশ্বর চিরকরুণাপ্রদীপ্ত,
ঈশ্বর প্রীতি-উচ্ছল অমৃত-স্বরূপ,
ঈশ্বর সবারই জীবন-বিভব। ১০৫।

মনে রেখো—
গোড়ার কথাই হ'চ্ছে শ্রেয়কেন্দ্রিকতা,

উৎসব-অনুশীলনায়
বোধি-বিনায়িত সক্রিয় তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
নিজের জীবনে
শ্রেয়ার্থকেই উপচয়ী ক'রে তোলা,
এই উপচয়ী করার ভিতর-দিয়েই
আসে অনুশীলন-স্পৃহা,
ঐ অনুশীলনী সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
আসে যোগ্যতার শ্রেয়-অভিসার,
এই যোগ্যতা-আহরণ-স্পৃহার ভিতর-দিয়েই
আসে আত্মনিয়ন্ত্রণ,
যে-নিয়ন্ত্রণ বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
ঐ শ্রেয়ার্থ-অনুদীপনী উৎসারণ-অনুবেদনা নিয়ে ;
তা'তেই গ'ড়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব—
সুকেন্দ্রিক আত্ম-বিনায়িত
বোধিকুশল সার্থক অন্বিত-সঙ্গতি নিয়ে,
আর, এমনি ক'রেই
সুবিনায়িত ব্যক্তিত্ব
বৈশিষ্ট্যপালী স্বাতন্ত্র্যে
সুসংরক্ষিত ও সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
ব্রাহ্মণ্যদেবের পূজারী হ'য়ে ওঠে,
অর্থাৎ মহৎ বা বৃহৎ ব্যক্তিত্বের
পূজারী হ'য়ে ওঠে,
এই পূজারী-সংখ্যা
সংখ্যায়িত হ'য়ে
সম্বর্দ্ধিত যত হ'য়ে ওঠে—
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অন্বিত সঙ্গতিতে,
অনুশীলন-তৎপরতায় আত্মবিনায়িত ক'রে,—

দেশের ভিতর,
জাতির ভিতর
দ্রষ্টাপুরুষেরও আবির্ভাব হ'য়ে ওঠে
তেমনি ততই ;
তাই, যেমন ক'রেই হো'ক,
যে পন্থায়ই হো'ক,
তুমি যদি
সুকেন্দ্রিক যোগ্যতার অনুশীলনে
ব্রাহ্মণ্যদেবের অর্থাৎ বর্দ্ধন-দীপ্তির
পূজারী না হ'য়ে
অর্থগৃধ্নুতায়
চাকুরী-মনোভাবাপন্ন হ'য়ে ওঠ,
চাকুরী-জীবনে সম্বর্দ্ধনাকেই
তুমি যদি সম্বর্দ্ধনা ব'লে মনে কর,
তুমি সব হারাবে,
তোমার স্বাতন্ত্র্য-বর্দ্ধনা
মূক ও বধিরের মত
হারা ও ঠসা হ'য়ে চলবে ;
শুধু সত্তাপোষণ ক'রে চললেই চলবে না,
সত্তাকে সম্বর্দ্ধিতও করতে হবে—
ব্যক্তিত্বকে বোধ-বিনায়িত ক'রে,
উচ্ছল শ্রেয়চর্য্যী নর্ত্তন-ছন্দে,
সার্থক বোধ-বিনায়িত অন্বিত-সঙ্গতি-সম্পন্ন
ব্যক্তিত্বে অধিষ্ঠিত থেকে ;
তবেই তো তোমার এই
জীবন্ত মানুষী-দেহের সার্থক চলন,
নয়তো, ওখানেই তুমি

গৰ্ব্বপ্স্থ স্তিমিত বোধি নিয়ে
শ্লথ-মন্থরতায়
নিজেকে বিলিয়ে বিলোল ক'রে দিতে থাকবে—
ব্যর্থ প্রহেলিকার পটভূমিতে
ব্যর্থতার অভিনিবেশে
জীবনকে লোললুব্ধ ক্রীতদাস ক'রে ;
তাই, জীবন তোমার চাকরীলোভী হ'তে চায় না,
চায় জীবন-চৰ্য্যা
চায়—
অনুশীলনায়,
উপচয়ী যোগ্যতায়
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
বৰ্দ্ধনায় বিকশিত হ'তে ;
আদর্শ, ধৰ্ম্ম, কৃষ্টির অন্বিত-সঙ্গতিসম্পন্ন
এই সাবলীল ব্রাহ্মী-চলন
যা'তেই ব্যাহত হ'য়ে উঠবে,
সুকেন্দ্রিকতা শ্লথ, সন্দিগ্ধ ও সংক্ষুব্ধ
হ'য়ে উঠবে যা'তেই,
তাই-ই কিন্তু তোমার সাত্ত্বিক চলনের
অপঘাত-বিধায়ক ;
ঈশ্বর বৰ্দ্ধনার বিপুল বৰ্ম্ম,
ব্যক্তিত্বের জীবন-স্থণ্ডিল,
প্রজ্ঞার প্রাণন-স্পন্দন। ১০৬।

সুকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যানুগ যোগ্যতা ও চরিত্রে
সার্থক-নিষ্পাদনী তৎপরতায়
কৃতি-উচ্ছল আশিসে

যে যেমন বরেণ্য হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বর পুরস্কৃত করেন তা'কে তেমনি। ১০৭।

যথাসম্ভব নিজেকে
সার্থক স্বাবলম্বী ক'রে তোল,
তাই ব'লে অন্যের অবলম্বন হ'তে
কৃপণ হ'য়ো না,
যে যত লোকের অবলম্বন হ'য়ে
তা'দিগকে উপযোগিতার সহিত
স্বাবলম্বী ক'রে তুলতে পারে—
সুকেন্দ্রিক সার্থকতায়,—
জীবনের আত্মপ্রসাদ তা'র তেমনি ততই,
শক্তিমত্তার পরিচয়ই ওখানে ;
ঈশ্বর সবারই পরম অবলম্বন,
তাঁ'তে নির্ভরশীল যে যতই,
অর্থাৎ তাঁ'তে যে যত আত্মবিনায়িত হ'য়ে
নিজেকে তদ্‌ভরণশীল ক'রে তোলে,
তা'র ব্যক্তিত্ব ততই ধারণ-পালনক্ষম হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বরই পরম ধাতা। ১০৮।

মহৎ বা সাধু-সঙ্গ করতে গিয়ে
যদি তোমার সুকেন্দ্রিকতা
প্রবুদ্ধ, বিনায়িত ও সম্বেগশালী না হ'য়ে
বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠে,
শ্লথ ও সন্দিগ্ধ হ'য়ে ওঠে,
সে মহৎ বা সাধু-সঙ্গ তোমার পক্ষে

জীবনীয় তো নয়ই,

বরং সত্তা-সংক্ষোভী। ১০৯।

তুমি যদি সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ হও,

শ্রেয়-নিদেশপালী সম্বেগ-সম্বুদ্ধ ধী

ও তদনুগ ক্রিয়া-তৎপর হ'য়ে ওঠ—

ত্বরিত-নিষ্পাদনী আবেগ নিয়ে,

ধৃতি-বিনায়িত আত্মনিয়মন-তৎপর থেকে,

বিহিত পারিবেশিক বিন্যাসে,—

অনেক গ্রহদোষ এড়িয়ে

ক্রমশঃ স্বস্তির দিকেই এগুতে থাকবে,

এই হ'চ্ছে স্বস্ত্যয়নীর স্বস্তি-তুক—

গ্রহশান্তির সহজ পথ,

কারণ, এতে তোমার

গ্রহ-অভিভূতিকে বিষণ্ন ক'রে

শ্রেয়-অভিনিবেশ মুখ্যই হ'য়ে চলবে ;

নচেৎ শ্লথ-সম্বেগ সহজেই

প্রবৃত্তি-অভিভূত ক'রে তোলে। ১১০।

ধর্ম্মদীক্ষায় নিজেকে

সুকেন্দ্রিক ধৃতিনিয়মনশীল ক'রে তুলো,

অন্যের স্বস্তি ও সুবিধাকে উপেক্ষা ক'রে

নিজের স্বার্থসিদ্ধি নিয়ে

ব্যস্ত থেকো না,

বরং অন্যের স্বস্তি ও সুবিধা-বিধানে

আত্মপ্রসাদের ভিতর-দিয়ে

নিজের স্বস্তি ও সুবিধাকে

সলীল ক'রে তু'লতে চেষ্টা ক'রো ;
এতটুকুও যদি কর,
দুঃখ-কষ্টের ধান্ধা থেকে
অনেকখানিই রেহাই পাবে। ১১১ ।

ধৃতি যা'র প্রীতি-প্রসন্ন
সর্ব্বসঙ্গতি-সম্পন্ন শুভদ হ'য়ে ওঠেনি,
ধর্ম্মও তা'র সলীল-স্রোতা নয়কো। ১১২ ।

শ্রেয়কেন্দ্রিক তদর্থ-পরায়ণ অন্বিত সঙ্গতিসহ
সত্তার পোষণ-বর্দ্ধনী ব্যাপারে
সক্রিয় তৎপরতায় অগ্রণী হ'য়ে
মানুষকে যে অনুশীলনী উদ্দীপনায়
যোগ্যতার পথে পরিচালিত করতে না পারে—
সাধ্যানুপাতিক,—
সে মানুষের ঋত্বিক্ হ'তে পারে না ;
ঋত্বিক্ মানে—
সত্তানুপোষণী, ইষ্টার্থ-অনুনয়ী
ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-সন্দীপী,
উপযোগী কর্ম্মানুগ
প্রেরণ-প্রবোধনযজ্ঞে
অগ্রণী যে,—
তা'র বিক্ষোভ ও ব্যভিচারে
ব্যতিক্রমী পথে বিচরণ করে যে
সে নয়কো ;
ঈশ্বরই পরম ঋত্বিক্,

জীবন-বর্দ্ধনার পরম হোতা,
ঈশ্বরই সত্তা-সংক্ষরণী পুরোহিত। ১১৩।

প্রেরিত-পুরুষোত্তম যিনি,
তাঁ'রই মন্ত্র জপা—
অর্থ-ভাবনার সঙ্গতি-শালীত্বে,—
সমাধানে ধৃতি-সঙ্গতি লাভ ক'রে
তাঁ'তে সার্থক হওয়াই প্রজ্ঞা ;
তিনিই পরিধ্যেয়,
তাঁ'কেই কেন্দ্র ক'রে অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
জীবন-চলনা তাঁ'তেই সার্থক ক'রে তোলা,—
তদনুগ আত্মনিয়মনে
শ্রমমুখর তপশ্চর্য্যায়— আত্মনিয়োগে,
অনুশীলন-তৎপরতায়
যা'-কিছুর সুসঙ্গতি সহ
ব্যক্তিত্বের বোধিরূপকে প্রকট ক'রে তুলে
তাঁ'তেই কৃতার্থ হ'য়ে ওঠা—
এই হ'চ্ছে মানুষের পরম সম্পদ্,
যে-সম্পদ্
স্বতঃ-নিষ্যন্দী অনুরাগের ভিতর-দিয়ে
ঈশ্বরে উৎকীর্ণ হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বরের পরম প্রেরণাই প্রেরিত-পুরুষোত্তম,
তাঁ'রই অবতরণী আবির্ভাব সেই নর-নারায়ণ,
পরমপুরুষ প্রেরিত-পুরুষোত্তম—
ঈশী প্রেরণার সাকার মূর্ত্তি তিনি। ১১৪।

তুমি তোমার ঠাকুরকে
তাঁ'র নিদেশ-নিয়মনা সহ
যেমনতরভাবে সক্রিয় সন্দীপনা নিয়ে
চারিত্রিক অভিব্যক্তি দিয়ে
যতই পরিপালন ক'রে চলবে,
তোমার ঠাকুরও তোমাকে
তেমনি প্রতিপালন করবেন
বা রাখবেন ;
'যাদৃশী ভাবনা যস্য
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী',
আর, ভাবনা মানেই ক'রে হওয়া,
ঈশ্বরই ভাববিভু। ১১৫।

তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ, ধর্ম্ম
ও কৃষ্টি-সম্বুদ্ধ রক্ত-সংশ্রব বা আত্মিক-সমবেদনা
যেখানে যা'দের সাথে আছে,
তা'দের সাথেই তুমি সম্বন্ধান্বিত মুখ্যতঃ—
তা'রা তোমার রাষ্ট্র-পরিধির
অন্তর্ভুক্তই হো'ক
বা বহির্ভূতই হো'ক। ১১৬।

যত ঐশ্বর্য্যই উপার্জ্জন কর না কেন,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তৎপর অনুচলন নিয়ে
তোমার বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যার
অনুকম্পী অনুনয়নে
সৎ-সন্দীপনায়
মানুষের অন্তরে তৃপ্তির আনন্দকে

যতই উচ্ছল ক'রে তুলতে পারবে,
—যা' দিয়ে মানুষ তোমাকে
নেহাৎ আপনার ব'লে না-ভেবেই পারবে না,
—তেমনতর অর্জ্জনাই প্রাণস্পর্শী,
প্রাণ-প্রদীপী,
জীবনের 'জাগৃহি'-মন্ত্র, বর্দ্ধনার অমৃত-পথ ;
তাই-ই অর্জ্জন কর,
আর যা'-কিছু সবই পাবে,
সুবিনায়িত সার্থকতায় অন্বিত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই মানুষের চরম তর্পণানন্দ,
ঈশ্বরই জীবনপ্রভা,
ঈশ্বরই প্রাণন-দীপ। ১১৭।

ধর্ম্মকে যে বাক্যে, ব্যবহারে,
অনুচর্য্যী অনুশীলনে
পরিপালন না করে,
পোষণ-পূরণী তৎপরতায়
পরিবর্দ্ধন না ক'রে,
অভ্যাসে আয়ত্ত না ক'রে তোলে,
শুধুমাত্র ধর্ম্মের দোহাই দিলেই
ধর্ম্ম তা'কে ধারণ করে না,
পালন করে না,
পোষণ-পূরণ করে না ;
ঈশ্বরই পরম ধর্ম্ম। ১১৮।

শ্রেয়, যা'তে তুমি সম্বন্ধ-সঙ্গতি লাভ করেছ,
তাঁ'র প্রীতি-অনুচর্য্যাই

সত্তা-সম্পোষণী-সংরক্ষণী-সম্পূরণী অনুচর্য্যাই
তোমার অন্তর্নিহিত জৈবী যোগাবেগ
হওয়া উচিত ;
এমনতরই দৃঢ়চেতা হ'য়ে থেকো—
কোন সংঘাতেই যেন তোমাকে
অভিশপ্ত ক'রে
তাঁ' হ'তে বিচ্ছিন্ন না করে,
তঁদ্রূপা আত্ম-বিনায়নই
তোমার জীবন-তপস্যা হ'য়ে উঠুক ;
আর, এই-ই শান্তি-উৎস। ১১৯।

মনে রেখো—
তুমি যে-মুহূর্ত্তে
মাতৃগর্ভে উপ্ত হ'য়েছ,
এমন-কি, তোমার প্রাক্-জীবন
যখন সুরু হ'য়েছে,
তখন থেকেই
এবং তারপর ভূমিষ্ঠ হ'য়ে
বর্দ্ধনার পথে যতই চলন্ত হ'য়ে চলেছ,
তা'র প্রতিটি মুহূর্ত্তই কেটে গেছে
দ্বন্দ্বকে অতিক্রম ক'রে
সমীচীনতাকে অবলম্বন ক'রে চলতে-চলতে
সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠা-অন্বিত তৎপরতা নিয়ে ;
ঐ সুকেন্দ্রিক চলনা থেকে ছিন্ন হয়েছ
যেখানে যতখানি,
ব্যর্থও হ'য়েছ সেখানে তেমনি,
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে হ'য়ে উঠতে পারনি—

আদর্শাপূরণী উদ্দেশ্যে ভ্রষ্ট হ'য়ে,
জীবনের সাথে মরণের অবিরাম আহব,
চলতে হবে তাই
তোমার সত্তা নিয়ে,
চিত্ত নিয়ে,
সুকেন্দ্রিক সম্বেগ নিয়ে—
বিজয়-নন্দনায়,
অমৃতের ডাকে ;
তোমার তুমিই হ'চ্ছে—
তোমার সুকেন্দ্রিক, অনুশাসিত
প্রবৃত্তিমণ্ডলী-বেষ্টিত সত্তা,
যা'র ভিতর-দিয়ে
পরিবার ও পারিপার্শ্বিককে
বিন্যস্ত ক'রে,
বিনিয়ন্ত্রিত ক'রে
সমৃদ্ধ ক'রে,
সম্বর্দ্ধিত ক'রে
অমৃতের স্পর্শ-লাভে
নিরন্তর উধাও ছোটায় চলছ ;
এই দ্বন্দ্ব বা আহবকে দেখে
যদি ভীত হও,
ব্যক্তিত্বকে যদি সঙ্কুচিত কর,
যেখানে যেমন বিহিত—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে যদি না চল,
খিন্ন হবে,
দমিত হবে,
দলিতও হবে ;

তোমার ব্যক্তিত্বকে বৈশিষ্ট্য-বিনায়িত ক'রে
স্বকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে
নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানের ভিতর-দিয়ে,
সমীচীন যা'-কিছুকে সংগ্রহ ক'রে
অমৃত-পরিপন্থী যা'
সেগুলিকে ত্যাগ ক'রে
অন্বিত সঙ্গতিতে
সার্থকতায় যত চলতে পারবে,
তোমার জ্যোতিষ্মান সত্তা
বোধিচক্ষুকে প্রদীপ্ত ক'রে
প্রবৃত্তির দিগ্বলয়কে অতিক্রম ক'রে
বিন্যাস-বিভূতির প্রভাবে প্রবুদ্ধ হ'য়ে,
জীবন, যশ ও বৃদ্ধির
আহুতি-সম্পুষ্ট হ'য়ে উঠবে ততই ;
যিনি যজ্ঞেশ্বর,
যিনি নারায়ণ,
তাঁ'তেই আত্মোৎসর্গ কর,
সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হবে তোমার পরিবার, পরিবেশ পরিস্থিতি,
আর, সব সার্থকতা
সমর্থন-সন্দীপনায়
দীপ্ত অর্থে
অর্থান্বিত হ'য়ে উঠবে ঈশ্বরে ;
ঈশ্বরই স্বস্তি,
ঈশ্বরই শান্তি,
ঈশ্বরই লোক-অন্তরে সামসঙ্গীত। ১২০ ।

অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
যাঁ'তে যে-গুণ
মুখ্য হ'য়ে উঠেছে,
তিনিই সেই দেবতা নামে অভিহিত,—
তা' তিনি ব্যক্তি-প্রতীকই হউন,
বা ভাব-প্রতীকই হউন,
বা বস্তু-প্রতীকই হউন,
যেমন—
সৃজন-সঙ্গতি যাঁ'তে বা যেখানে অন্বিত হ'য়ে উঠেছে—
সর্ব্বার্থ অন্বয়ে,
বর্দ্ধন-অনুক্রমণায়,
তিনিই ব্রহ্মা,
তিনি বিষ্ণু—
পালন-প্রদীপী ব্যাপিত্ব যাঁ'তে অন্বিত হ'য়ে উঠেছে,
তিনিই শিব—
সর্ব্বার্থ-অন্বিত শুভ যেখানে
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে মুখ্যতঃ ;
—এমনি আরো-আরো অন্যান্য দেবতা,
তাঁ'দের নাম বা গুণ-ব্যঞ্জনী প্রতিভার সাথেই
তাঁ'দের বিশেষত্ব নিহিত আছে :
ঐ দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা
ও তদনুগ আত্ম-নিয়মন
মানুষকে সেই-সেই গুণে
অন্বিত ক'রে তোলে,
প্রকৃতি-সঙ্গত চরিত্রে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে তা'ই :
কিন্তু তুমি যদি পুরুষোত্তমে,

ইষ্টে বা সদ্‌গুরুতে
স্বকেন্দ্রিক হ'য়ে না ওঠ,
আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে
যা'-কিছুকে সার্থক অন্বয়ে
সুসঙ্গত ক'রে তুলে
চরিত্রকে যদি বাস্তবতায়
ঐ চলনশীল ক'রে না তোল ;
তোমার দেব-আরাধনা বৃথা,
গুরু-আরাধনা বৃথা,
গুরু-উপাসনাও বৃথা ;
তুমি যে দেবতারই
আরাধনা কর না কেন,
তোমার গুরুতে
অন্বিত অভিনিবেশে
তাঁ'র প্রভাবকে যদি না-দেখতে পার,
মূর্ত্তরূপকে না-দেখতে পার—
বিনায়িত সুশৃঙ্খল-অন্বয়ী তৎপরতায়,
তোমার কিন্তু কিছুই হ'য়ে উঠবে না,
ব্যক্তিত্ব তোমার ছন্নছাড়া হ'য়েই চলবে—
তা' তুমি যত বড় পাণ্ডিত্যের অধিকারীই হও,
আর, যত সাধারণ মানুষই হও ;
তাই, আচার্য্য, সদ্‌গুরু বা প্রেরিত-পুরুষোত্তম
আমাদের পরম আরাধ্য—
উপাসনার জীয়ন্ত বেদী ;
তাঁ'তে উপনীত হ'য়ে
বিহিত বিনায়নায়

বিশুদ্ধ রাগদীপনা নিয়ে
ভক্তি ও ভজন-নন্দনায়
সদাচার-অন্বিত চলনে,
যে-দেবতারই উপাসনা করি না কেন,
তা' আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে
প্রকৃতি-সঞ্জাত বৈশিষ্ট্যানুগ হ'য়ে
সেই-সেই গুণরাজির অন্বিত সংশ্রয়ে
ব্যক্তিত্বে বিকীর্ণ হ'তে থাকে—
অবগুণগুলিকে অবজ্ঞা ক'রে ;
আর, ঐ বিকিরণাই হ'চ্ছে
ব্যক্তিত্বের চরিত্র,
বোধি-বিনায়িত আত্ম-নিয়ন্ত্রণী
রাগ-দীপনী একভক্তি-সমন্বিত
অনুশ্রয়ী অনুদীপনায়
যা' প্রকট হ'তে থাকে ;

তা'ছাড়া
তুমি যদি লাখো দেবতার উপাসনা কর,
লাখো দেবতার আবির্ভাবও যদি হ'য়ে ওঠে তোমাতে—
আলেয়ার মতন,
কিছুই হবে না তা'তে,
দেবতার বোধনও হ'য়ে উঠবে না তোমাতে ;
দেবতার ভাবে
নিজেকে উদ্বোধিত, উদ্দীপিত
ও প্রবোধন-সম্বুদ্ধ ক'রে
অন্তরে তাঁ'কে জাগ্রত ক'রে তোলাই
বোধনের তাৎপর্য্য,

দেবতার পূজা করতে প্রথমে লাগে
গুরু-পূজা,
তাঁ'র ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে
নিজের মধ্যে ঐ গুণের প্রতিষ্ঠা করাই
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা,
বিধি-মাফিক দেব-পূজায়
অন্তরে ঐ দীপ্ত ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়—
ব্যক্তিত্বের সুবিনায়নে,
ঐ ব্যক্তিত্বই চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
বিকীর্ণ হয়,
দেব-পূজায় আবাহন আছে,
কিন্তু বিসর্জ্জন বলতে
আমরা যা' বুঝি তা' নেই,
বিসর্জ্জন মানে বিসৃষ্টি,
দেবতার আত্মিক-সম্বেগ-অনুপ্রাণনায়
নিজ আত্মিক অনুবেদনাকে অনুরঞ্জিত ক'রে
চরিত্রকে যখন আমরা
তদ্দীপনায় উৎসৃষ্ট ক'রে তুলি,
বিসৃষ্ট ক'রে তুলি—
ঐ গুণকে আত্মীকৃত ক'রে,
আপ্তীকৃত ক'রে,
তখনই হয় প্রকৃত বিসর্জ্জন,
তখন ঐ দেবতা প্রাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ;
বাহ্য প্রতীককে অবলম্বন ক'রে
অন্তরে যখন ঐ বিশেষ
বিসৃষ্টি হয়,
তখন আমরা বাহ্যতঃ

ঐ প্রতীককে জলে নিমজ্জিত ক'রে থাকি,
আর, লোকে তা'কেই
বিসর্জ্জন ব'লে মনে করে ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমে
অচ্যুত শ্রদ্ধোৎসারিণী অনুবেদনা নিয়ে
একভক্তিপরায়ণ হ'য়ে
তুমি যদি নিজেকে
তদনুগ নিয়ন্ত্রণে
অন্বিত ক'রে তোল,
তাঁ'তে তুমি সর্ব্বদেবতারই আবির্ভাব
প্রত্যক্ষ করতে পারবে,
ফল কথা, তোমার চরিত্রই
নানা দৈবীগুণসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে—
অন্বিত সঙ্গতিতে,
তোমার প্রভাবও হ'য়ে উঠবে তেমনি,
প্রভাব মানে প্রকৃষ্টভাবে হওয়া,—
ঐ সাত্ত্বিক চলনে
তোমার প্রকৃতি-সঞ্জাত স্বভাবে
যেমনটি হ'য়ে ওঠা সম্ভব,—
তাই বলে, 'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ' ;
সদ্‌গুরু বা পুরুষোত্তমকে বাদ দিয়ে
যে দেবতারই পূজা কর,
ঐ উপলব্ধি তোমার কিছুতেই হবে না,
তুমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত
কেন্দ্রায়িত না হ'চ্ছ,
গুণগুলি তোমার ব্যক্তিত্বে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে না—

বোধি-বিনায়িত
প্রাজ্ঞ-পরিবেষণ-অন্বিত সার্থকতায় ;
অমনতর-ভাবে মহাবীরের পূজা ক'রে
তাঁ'র মত পরাক্রমী চরিত্র
একভক্তিপরায়ণ অনুধ্যায়ী অনুচলন
অনেকেরই হ'য়ে ওঠেনি কিন্তু ;
তাই, তদনুগ অর্থাৎ ইষ্টানুগ অনুধ্যায়িতা নিয়ে
বৈশিষ্ট্যানুগ চলনে
আত্ম-নিয়মনী অনুশীলনায়
যেমনতর হ'য়ে উঠবে,
তুমি পাবেও তেমনতরই ব্যক্তিত্ব—
ঐ অমনতর প্রসাদ-মণ্ডিত
হৃদয়প্লাবী পরাক্রম নিয়ে ;
তাই, ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
শ্রদ্ধোষিত অনুদীপনায়
অনুচর্য্যী অনুশীলনায়
তদনুগ উপচয়ী তৎপরতায় চলতে থাক,
ঐ চলনই তোমাকে হইয়ে তুলবে,
প্রাপ্তিও ঘ'টে উঠবে তেমনতর,
আর, সব প্রাপ্তিই সার্থক হ'য়ে উঠবে ঈশ্বরে ;
ঈশ্বরই পরম সার্থকতা,
ঈশ্বরই প্রতিভা,
ঈশ্বরই পরাক্রম—
আধিপত্যের উদাত্ত সম্বেগ । ১২১ ।

অধিমাত্রিক আস্তিকতাই হ'চ্ছে আধ্যাত্মিকতা—
যা' যেখানে যেমন, তেমন ক'রে

ঐ আত্মিক-সম্বেগকে
অর্থাৎ বোধ-বিনায়নী গতিসম্বেগকে
ধ'রে আছে বা ধারণ ক'রে আছে,—
অধি-র মাঝে আছে মুখ্যতঃ ধরণ-ধারণ,
অধিমাত্রিকতা হ'লো—
যে ধরণ-ধারণের ভিতর-দিয়ে
আত্মিক সম্বেগ বিধৃত হ'য়ে আছে
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে,—
আর, সেই ধরণ বা ধারণের ভিতর-দিয়ে
যে-গতি ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে,
তত্তপা হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে—
আধ্যাত্মিকতা বা অধিমাত্রিক আত্মিকতা;
ঐ গতি-সম্বেগ যেখানে যেমন—
সংঘাত-সংশ্রয়ী চলনের ভিতর-দিয়ে,—
বোধি-স্ফুরণাও সেখানে তেমনি;
তুমি বাস্তব জগতে
সুনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
সার্থক বোধি-সঙ্গতি নিয়ে
অনুশীলন-তৎপর উদাত্ত অনুগতিতে
বর্দ্ধনের পথে চলেছ
বা উন্নতির পথে চলেছ যতখানি—
সর্ব্বতোভাবে—
অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক
ও বোধিদীপনার সার্থক-সঙ্গতি-তাৎপর্য্যে,—
তুমি ততখানি
অধিমাত্রিকতায় বা আধ্যাত্মিকতায়
উন্নতি লাভ করেছ;

আবার, এই বাস্তব উন্নতির সহিত
অন্তঃকরণের বা অন্তরের উন্নতির
সুসঙ্গতি যদি না থাকে—
প্রতিটি চলনে
আচরণে,
ব্যবহারে,
কথায়,
যা'-কিছু বল না কেন,
তখনও তুমি আধ্যাত্মিকতাতেই
সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠনি,
অধিমাত্রিক আত্মিকতার ভূমিতেই দাঁড়াওনি ;
তোমার আত্মিক উন্নতি হয়েছে,
অথচ বাহ্যতঃ
পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদির কোন-কিছুই
সঙ্গতি-শালীন্যে
ঐ আত্মিক অনুবেদনায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠছে না,
গজিয়ে উঠছে না—
সুঠাম সন্দীপনায়,
বাস্তব সঙ্গতি-সম্পদে,—
তা'র মানে—
আধ্যাত্মিকতায় তখনও তুমি পৌঁছাওনি,
এই সঙ্গতিশীল উন্নতি
বা তন্মুখী পদবিক্ষেপই হ'চ্ছে—
তোমার আধ্যাত্মিক জীবন ;
যে বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তোমার ঐ গতি

তোমাকে বা কোন-কিছুকে
চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে
তাই হ'চ্ছে—
অধি-আত্মিক সম্বেগ,
বা অধি-মাত্রিক আত্মিকতা ;
বাহ্যজগৎ বা পদার্থজগৎই বল,
বা অন্তর্জগৎই বল,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
যতই তা' বর্দ্ধন-বিনায়নায়
পদবিক্ষেপ ক'রে চলতে থাকবে—
বোধি-দীপনী সার্থক-সঙ্গতি-শালীন্যে
চেতন-দীপনায়,—
তুমি আধ্যাত্মিক জীবনও
লাভ করবে তেমনি,
তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হ'লো,
তুমি বড় মহাত্মা হ'য়ে উঠলে,
কিন্তু এই বর্দ্ধন-সঙ্গতিহারা যেই হয়েছ,
তুমি ছিন্ন বা ছন্ন তখন ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেয়-পুরুষোত্তমে
আত্মনিবেদন কর,
নৈবেদ্য হ'য়ে ওঠ তাঁ'র—
আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিনায়নার ভিতর-দিয়ে,
প্রতিটি ব্যষ্টি নিয়ে সমষ্টির অন্তঃকরণকে
স্পর্শ করুক
তোমার চারিত্রিক বিকিরণা,
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলুক তা'দিগকে
ঐ চারিত্রিক অনুদীপনা,—

তা'দের মর্ম্মকে উস্কে তুলুক—
অস্তিত্বের সচ্চিদানন্দময় সাত্ত্বিক সঙ্গতির
সামছন্দে,
জীবন-বৃদ্ধির রাগদীপ্ত অনুবেদ্য মৌলিক চলনে,
সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে ;
তখনই তুমি মহৎ,
লোকস্বার্থ তুমি,
লোকপূজ্য তুমি,
তোমার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ
প্রতিপ্রত্যেকের
জীবন-নিয়ন্তা হ'য়ে উঠবে,
আচার্য্য-অনুদীপ্ত,
পুরুষোত্তম-বিভা-মণ্ডিত
জীবনভাতি তোমার
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠবে ;—
তুমি তত্ত্বদৃষ্টির
সাম্য-সঙ্গতির
স্থূল-সূক্ষ্ম-সমঞ্জসা
সমবায়ী, সম্বেদনী খর-মধুর দৃষ্টি নিয়ে
দেখতে পাবে—
ঐ বাস্তিত প্রিয়পরম
প্রেয়-পুরুষোত্তম যিনি,
তিনিই ঐ ঈশ্বরের বাস্তব মূর্ত্তি—
বিরাটের বিনায়িত সসীম অভিব্যক্তি,
অভেদ্য যা'-কিছুর
ভেদন-সঙ্গতি-সম্পন্ন
প্রীতিনন্দিত, জ্ঞানদীপ্ত নরবিগ্রহ ;

তুমি প্রণাম কর,

বল 'বন্দে পুরুষোত্তমম্'। ১২২।

গ্রহদোষ খণ্ডনের শ্রেষ্ঠ উপায়ই হ'চ্ছে

ইষ্টানুরতি-নিষ্যন্দী, মন্ত্রতপা

সদাচারসম্বুদ্ধ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ,

যা'র ফলে, গ্রহদুষ্ট যা'রা,

তা'রা ক্রমশঃই

স্বস্ত্যয়ন-অভিদীপনায় চ'লে

উৎসর্গ-অভিধায়িনী স্বস্তির

অধিকারী হ'তে থাকে ;

ঈশ্বরই পরম পুণ্য,

যা'-কিছুরই পরম গ্রহীতা,

স্বস্তির সৎ-সম্বর্দ্ধনা। ১২৩।

পার্বী অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে

মানুষের সুকেন্দ্রিক অনুভাবিতার

উদ্বোধন হ'য়ে ওঠে,

আপ্তীকরণ হ'য়ে ওঠে,

আপ্ত-বোধও সুজাগ্রত হ'য়ে ওঠে,

ঐ কেন্দ্রার্থ-অনুসন্ধিৎসা

অন্তরে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে,

ফলে, চেষ্টা, যত্ন, তৎস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা

স্বতঃস্বেচ্ছ অনুক্রমণায়

সজাগ হ'তে থাকে,

আর, তা' অন্বিত সঙ্গতিতে

বিনায়িত হওয়ার প্রবণতা
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
যতই শ্রদ্ধা-সম্বেগ
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকে,
ঐ কেন্দ্রানুগ আরতি
যতই সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
বোধ ও অনুভাবিতার
অনুদীপনী অন্বয়ে
সঙ্গতিশীল সম্বর্দ্ধনায় সুদৃঢ় হ'য়ে উঠতে থাকে,
ততই অন্তরে
স্বস্তি-অনুদীপনাও
স্ফূর্ত্ত সক্রিয়তায় প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
ফলে, নানা বিক্ষোভের ভিতর-দিয়েও
তা'র শান্তি অবিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা
প্রশস্তই হ'য়ে চলে ;
ঈশ্বরই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত নর-বিগ্রহ,
ঈশ্বরই সব যা'-কিছুরই কেন্দ্রপুরুষ,
ঈশ্বর-অনুক্রমণাই মানুষের পাবী অনুষ্ঠান,
ঈশ্বরই যা'-কিছুর সার্থক সঙ্গতি। ১২৪।

চিন্তায়, বাক্যে আচারে, ব্যবহারে
সুনিষ্ঠ তৎপর সম্বেগ নিয়ে
তুমি নিজেকে যেমন ক'রে তুলবে,
ঈশ্বর তাই-ই মঞ্জুর করবেন,
তুমি হবেও তেমনি। ১২৫।

যা'রা শ্রেয়চর্য্যা-বিরত,
শ্রেয়-সাধনে অপটু—
অর্থাৎ পারে না,
তা'রা পড়ে অর্থাৎ পতিত হয়,
অদৃষ্ট তা'দের শ্রেয়-লাভে
বঞ্চিতই ক'রে থাকে ;
তাই, শ্রেয়ই যদি চাও,
কর,
নিষ্পন্ন ক'রে তোল তা'কে ;—
যোগ্যতা লাভ করবে,
হবে,
পাবে,
শ্রেয়-প্রসাদ-মণ্ডিত হ'য়ে থাকবে। ১১৬।

মোদ্দাকথা কথাই হ'চ্ছে এই—
তুমি বাঁচ, বাড়—
সবৈশিষ্ট্য সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব নিয়ে
সুখ-স্বচ্ছন্দ চলনে,—
আয়ুতে, বলে, বিক্রমে,
শুভ-প্রজননের অধিকারী হ'য়ে,
ইষ্টতপা আত্মবিনায়নী তৎপরতা নিয়ে,
পরিবার-পারিপার্শ্বিককে
অস্তি-বৃদ্ধির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত ক'রে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের সহিত
অচ্ছেদ্য মৈত্রী-বিভায়
নিজেকে উদ্ভাসিত ক'রে ;
আর, এই তপস্যা তোমার

সার্থক হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে,—
ধারণ-পালন-নিরত এই তোমার অন্তঃকরণে
বিভা বিকিরণ ক'রে ;
অমৃত-পন্থাই ঐ,
ভক্তি-উচ্ছল বিভূতি যেখানে
ঐশী বিভবও সেইখানেই,
ঈশ্বরই পরম প্রভু,
ঈশ্বরই অন্বিত সর্ব্বার্থ-সার্থক কেন্দ্র,
ঈশ্বরই জীবন-দীপনা,
বর্দ্ধনার ক্ষেম-দ্যুতি। ১২৭।

সুস্থ-সক্ষম শরীর,
সৎ-অন্তঃকরণ,
দক্ষ-কুশল ধী,
অচ্যুত সক্রিয় ইষ্টানুরাগ—
এই কয়টির সঙ্গতি-শালীন্য
প্রকৃতির পুণ্য-আশীর্ব্বাদ। ১২৮।

যা'রা স্বার্থপ্রত্যাশালুব্ধ হ'য়ে
ঈশ্বরোপাসনা করে,
পেলেও তা' হারায় তা'রা,
আর, যা'রা শ্রদ্ধোৎসারিত আত্মোৎসর্গ-অভিযান নিয়ে
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায় আত্মনিয়মন ক'রে
প্রীণন-পরিচর্য্যা-সহ
প্রতি ব্যষ্টিতে তাঁকে প্রতিষ্ঠা ক'রে
উল্লাসের প্রসাদ-নন্দনায়
একভক্তিতে সার্থক ক'রে তোলে

তাঁদের যা'-কিছু সব—
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে,—
তা'রা কিছু না-চাইলেও
পায়—
অঢেল উৎসারিত নন্দনার অমৃত সম্পদ-শালীন্যে ;
তা'রা হারায় না,
ঐশ্বর্য্যই তাঁদের সেবা করে ;
ঈশ্বরই ধারণ-পালনী আত্মিক-সম্বেগ –
ঐশ্বর্য্যের পরম হোতা। ১২৯।

আদর্শে,
ধৃতি-অভিধায়িনী কৃষ্টিতে
অর্থাৎ ধর্ম্মে,
মানুষকে সক্রিয় অনুশীলনী-তৎপরতায়
উদ্দাম ক'রে তুলতে পারাতেই হ'চ্ছে
উৎসবের সার্থকতা,
আর, যোগ্যতার অধিবেদনী উৎসারণাই হ'চ্ছে উৎসব। ১৩০।

ধর্ম্ম কথার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে ধৃতি, ধারণ, পোষণ,
অর্থাৎ যা' যেমন ক'রে
যে নিয়মনার ভিতর-দিয়ে
সত্তাকে ধারণ করে, পোষণ করে ;
এই ধৃতি আবার নির্ভর করছে—
কেন্দ্রানুগ সার্থক অনুচলনের উপর,
তুমি যদি সুকেন্দ্রিক হ'য়ে না ওঠ,
কা'রও প্রতি শ্রদ্ধোচ্ছল অনুচর্য্যী না হ'য়ে ওঠ,
তবে এই সত্তাকে

অর্থাৎ তোমার সত্তাকে
বা যে-কোন সত্তাকে
যা' ধারণ-পোষণ করবে,
তা'কে ব্যাহতই ক'রে তুলবে :
তাই, ধর্ম্মের প্রাণই হ'চ্ছে
সুকেন্দ্রিক রাগদীপনা,
আর তদনুগ আত্ম-বিনায়ন,
জীবনকে কেন্দ্রানুগ ক'রে পরিচালিত করা—
আরতি-উদ্দীপনা নিয়ে,
অন্বিত সঙ্গতি-শালীন্যে
নিজেকে তদনুযায়ী বিনায়িত করা—
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে
ঐ সুকেন্দ্রিক অনুশীলন-তৎপর অনুচলনই হ'চ্ছে
কৃষ্টি,
তাই, ধর্ম্ম ক'রতে হলেই
কৃষ্টিতপা হ'তে হবে,
আবার কৃষ্টিতপা হ'তে হ'লেই,
এতে দক্ষ হ'তে হ'লেই
চাই দীক্ষা—
আচরণ-অভিজ্ঞ আচার্য্য-সান্নিধ্যে ;
আরতি-দীপনা নিয়ে
তাঁতেই হতে হবে সুনিষ্ঠ, সুকেন্দ্রিক,
তদনুবেদনী অনুজ্ঞায়
নিজেকে পরিচালিত ক'রতে হবে,
এই পরিচালনার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে বোধ করতে হবে—
কেন কী করছ

এবং কেমন ক'রে তা' ক'রতে হয়—
তা'র বিশ্লেষণাত্মক বোধ নিয়ে ;
এই বস্তুদর্শী বোধ হ'তেই আসে জ্ঞান,
আবার, বিষয় বা বস্তুকে
এমন ক'রে জানাই হচ্ছে—
বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান,
আর, তত্ত্বজ্ঞান মানে তাহাত্মজ্ঞান,
আর, তা'কেই বিজ্ঞান বলে ;
এই আরতিরাগ-মণ্ডিত বোধিদীপনা
যাঁর স্বভাবে বা চরিত্রে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
তিনিই হ'চ্ছেন মূর্ত্তিমান বোধিসত্ত্ব,
আর, ঐ সর্ব্বসার্থক অন্বিত জ্ঞান বা জানাই হ'চ্ছে বেদ—
আচার্য্য-সান্নিধ্যে উপনিষণ্ণ হ'য়ে
জীবনকে কৃষ্টিতপাঃ ক'রে
যা' উপলব্ধি করা যায়—
যা' হ'তে উপনিষদের আবির্ভাব হয়েছে,
তাই, আচার্য্যই হ'চ্ছেন
তোমার উপনিষণ্ণ হওয়ার জীবন্ত বেদী,
আর, তদনুধ্যায়ী কর্ম্ম,
যা' অন্বিত সঙ্গতিতে
তোমাতে সার্থক হ'য়ে উঠেছে,
সেই হ'চ্ছে আপ্তি বা প্রাপ্তির পথ ;
এই ধর্ম্মই হ'চ্ছে শিক্ষার ধৃতি,
এই ধর্ম্মই হ'চ্ছে বর্দ্ধনার মন্ত্র,
এই ধর্ম্মই হ'চ্ছে সম্পদের শুভ-ধারয়িতা,
এই ধর্ম্মই হ'চ্ছে যোগ্যতার পরম উদ্গাতা,
এই ধর্ম্মই হ'চ্ছে অর্থনীতির সার্থক তীর্থ,

এই ধর্ম্মই হ'চ্ছে সব্যষ্টি সমষ্টির পরম পালন-দীপনা,
এই ধর্ম্মই হ'চ্ছে বিবর্ত্তনের অনুশীলনী বিভূতি ;
এ-ই হ'চ্ছে ঈশ্বরের ভূমি,
ঈশ্বরই পরম বোধিসত্ত্ব,
ঈশ্বরই পরাজ্ঞান,
ঈশ্বরই শ্রদ্ধোষিত আত্মিক-সম্বেগ,
আর, ভক্তিই হ'চ্ছে ঈশ্বরের লীলাভূমি । ১৩১ ।

তীর্থের প্রাণন-ছন্দই হ'চ্ছে—
সুকেন্দ্রিক শালীনতা,
সদাচার,
সমবায়ী সুসঙ্গত সম্বর্দ্ধনী সংস্কৃতি,
নৈষ্ঠিক অনুশীলন,
তীর্থগুরু ও পুরোহিতদের
শ্রদ্ধোষিত প্রাজ্ঞ লোকানুচর্য্যা
ও তা'দের আদর্শ-বিকিরণী চরিত্র ;
এর বিকৃতি যেখানে যেমনতর,
তীর্থের ত্রাণ-দীপনাও
মলিন-বিহ্বল সেখানে তেমনতরই ;
আর, এই আদর্শ-বিকিরণী চরিত্র,
শীলন-সন্দীপী সংস্কৃতি
ও অনুকম্পী প্রাজ্ঞ-পরিবেদনায়
লোকজীবন যেমন অনুপ্রেরিত হ'য়ে ওঠে,
দেশও তেমনি আদর্শে সংহত হ'য়ে
আত্মবিন্যাসিত, প্রীতি-সন্দীপনী,
পারস্পরিক অনুবেদনা নিয়ে
বর্দ্ধনায় বিবর্দ্ধিত হ'য়ে চলতে থাকে ;

তাই, তীর্থ সেখানে—
পুরুষোত্তমের প্রীতি-প্রতিষ্ঠা যেখানে,
আবার, ঐ তীর্থগুলিই তাই
স্বাভাবিক বিশ্ব-বিদ্যালয়। ১৩২।

যদি কোন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
মহৎ-সংশ্রয়ে যাও,
শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যী মনোবৃত্তি নিয়েই যেও,
আর, তাঁ'র কাছ থেকে কোন সমাধান
বা অশুভ-নিরাকরণী অনুশাসন-অনুজ্ঞা
যদি কিছু পাও,
বাস্তব সক্রিয়তায়
ঐ অনুশাসন-মাফিক
তোমার নিজেকে, পরিবার ও পরিস্থিতিকে
তন্নিয়মনায় বিনায়িত ক'রেই চ'লো—
অনুশীলনী তৎপরতা নিয়ে;
তাঁ'র নিদেশ যদি
বাস্তব তৎপরতায়
পরিপালন না কর—
বিহিতভাবে,
উপযুক্ত অবস্থায়,
তাহ'লে ঐ সমাধান তোমাকে
কল্যাণের অধিকারী ক'রে তুলতে পারবে না;
নিষ্ক্রিয় ভাবালুতা
ভ্রান্তিকেই আবাহন করে,
ভ্রান্তি আনে ব্যতিক্রম,

ব্যতিক্রম হ'তেই আসে বিপর্য্যয়,
আর, বিপর্য্যয় শুভবর্ত্তনাতে
অধিষ্ঠিত হ'তে দেয় না কাউকে,
তাই, তাঁ'কে ধর,
কর,
আর, চলও তেমনি ;
ঈশ্বরই ক্ষেম-বর্ত্তনার আরতি-সম্বেগ। ১৩৩।

তুমি হীনজন্মা হ'তে পার,
প্রতারিত প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধির ফল-স্বরূপ
তোমার জন্ম হ'তে পারে,
দুষ্কর্ম্মা হ'তে পার তুমি,
পতিত হ'তে পার তুমি,
কিন্তু বিবর্ত্তন-অভিলাষী অস্তিবৃদ্ধির
উপাসক তুমি স্বতঃই,
তুমিও বেঁচে থাকতে চাও,
জীবনে উন্নতি ক'রতে চাও
বাড়তে চাও ;
তাই, যদি চাও,
তবে প্ররোচিত প্রবৃত্তির লুব্ধ শাসনে
দুষ্কৃতির দুঃস্থ ব্যভিচারে
পাতিত্যের বিকট প্ররোচনায়
দিশেহারা হ'য়ে
তোমার দেবতা যিনি,
তোমার উদ্ধাতা যিনি,
তোমার সত্তার স্নখদীপনা যিনি,
মঙ্গলের জীয়ন্ত প্রতীক যিনি তোমার—

তুমি তাঁ'কে কেন অপবিত্র ক'রে তুলবে ?
বরং, অন্তরের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিয়ে
তোমার বৈশিষ্ট্যানুগ সেবায়
তাঁ'তেই অনুগতি-সম্পন্ন হও ;
উদ্গাতার আকুল আলিঙ্গনে
বিনয়াবনত অনুগতি-সম্পন্ন হ'য়ে
আগ্রহ-আতুর দীপনায়
তাঁ'কেই অনুসরণ কর—
তোমার সত্তার পবিত্রতম অর্ঘ্যাঞ্জলি নিয়ে ;
যিনি তোমার জীবনের পথ,
যিনি তোমার জীবনের আলো,
অন্বিত অনুচর্য্যায়
সঙ্গতিশীল আত্মবিনায়নায়
তাঁ'রই অনুবর্ত্তনে
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠ ;
সব মলিনতা তোমার
জ্ব'লে-পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাক্,
শ্রদ্ধার অবিরল-বর্ষণে ধুয়ে-মুছে যাক,
স্খলিত-পাপ হ'য়ে ওঠ তুমি,
দৃপ্ত হ'য়ে ওঠ তুমি ;
দুষ্কর্ম্মকে প্রশ্রয় দিও না,
পাতিত্যে প্রলুব্ধ হ'য়ো না,
পবিত্রতাকে মলিন ক'রে তুলো না,
সুস্থিতে সংঘাত হেনো না,
উৎকর্ষে উৎসর্গীকৃত হও,
সুকেন্দ্রিক আরতি-অভিসারে
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত কর,

সেবা-সম্বর্দ্ধনায় আত্মবিনিয়োগ কর ;
ঐ জীয়ন্ত পথের অনুসরণে
শ্রদ্ধানুকম্পী যে-জীবনে বিনায়িত হ'য়ে উঠবে তুমি—
তা'রই রণন-ঝঙ্কারে তুমিও আবার
ভরদুনিয়ার আলো হ'য়ে উঠতে পারবে,
তাই, তোমার জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করতে যেও না,
তোমার প্রবৃত্তি-পঙ্কিলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে
প্রশস্ত ও প্রতুল ক'রে তুলে
নিজের জীবনের পথকে
সঙ্কীর্ণ ও রুদ্ধ ক'রে ফেলো না ;
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যী অনুচরদের লোভানি
যেন তোমাকে ভুলাতে না পারে ;
তুমি অটল থাক,
স্থির থাক,
অটল অস্তিত্ব নিয়ে
ঐ পথ বেয়ে
অনন্তের অভিসারে চলতে থাক ;
তুমি যেই হও,
যা'ই হও,
মুক্ত হও,
বুদ্ধ হও,
পবিত্র হ'য়ে ওঠ,
মনে রেখো—
"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ" ;
ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন,
স্বস্তি তোমাকে সুস্থ রাখুক,
ঋদ্ধি তোমাকে

বিবর্দ্ধনের সৌষ্ঠব-নিয়ন্ত্রণে
সুসঙ্গত ব্যক্তিত্বের
বিনায়িত প্রভব-দীপনায়
আয়ুষ্মান্ ক'রে তুলুক,
তুমি চিরায়ু হও—
তোমার যা'-কিছু নিয়ে
সত্যে, সুন্দরে, শিবে ;
তোমার প্রাণন-স্পন্দন
দীপক রাগে ব'লে উঠুক—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্'। ১৩৪।

তোমার বা তোমাদের
যদি কোন দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকেন
বা প্রতিষ্ঠা করতে চাও,
ঐ দেবতার আসনের চারিদিকে
একটি কুণ্ড রচনা ক'রো
এবং ঐ কুণ্ডের ভিতরে
উচ্চ বেদীপরে দেবতার আসন
স্থাপনা ক'রো,
ঐ কুণ্ড হ'তে কিছু দূরেই যেন
পুরোহিতের আসনের বহির্ভাগে
একটি সুষ্ঠু তাম্রবেষ্টনী থাকে,
সর্ব্বসাধারণের পক্ষে
যে বেষ্টনী ভেদ ক'রে
ঐ কুণ্ডকে সহজে
অপবিত্র ও ব্যাধি-সংক্রমণ-দুষ্ট ক'রে তোলা
সম্ভব না হয়,

আর, ঐ কুণ্ডের তলদেশ হ'তে
বাহির পর্য্যন্ত
দুদিকে দু'টি কিংবা ততোধিক
তাম্র-নলিকা সংযোজিত ক'রে রেখো,
দেবতার পূজার জন্য
যে ফুলজল ইত্যাদি অর্ঘ্য-অবদান দেওয়া হয়,
তা' যেন ঐ কুণ্ডের ভিতরই হয়,
আর, এই পূজা-অর্ঘ্য বা স্নানজল ইত্যাদি
তোমার বা তোমাদের প্রতিনিধিস্বরূপ
পুরোহিতই যেন অর্পণ করেন,
ঐ অর্ঘ্যাদি সিক্ত হ'য়ে
ঐ জল ইত্যাদি যা'-কিছু
ঐ কুণ্ডের ভিতর থেকে
ঐ তাম্রনলিকার ভিতর-দিয়ে
যেন নির্গত হ'য়ে যায়,
ঐ অমনতর নির্গমনের ফলে
পূজার অর্ঘ্যাদি-অভিষিক্ত জল
সংক্রমণ-দুষ্ট কমই হ'তে পারবে
কারণ, তাম্র স্বভাবতঃই সংক্রমণ-প্রতিষেধক,
ব্যাধিবীজাণুধ্বংসী,
তাই, স্নানজলাদি পান হেতু
তোমাদের অন্তরস্থ জীবনদেবতার
অর্থাৎ এই দেব-মন্দির
ব্যাধিসংক্রামিত হ'য়ে
বিকারগ্রস্ত হ'তে পারবে কমই,
ঐ দেবতার প্রতিফলন
জল বা প্রসাদ-অভিষিক্ত হ'য়ে

তোমাদের শরীর-বিধানকেও
পরিশুদ্ধ ক'রে তুলবে বেশীর ভাগ,
তোমরা পরিশুদ্ধি-পরিক্রমণায়
সুস্থি-সম্বর্দ্ধনায়
নন্দিতই হ'য়ে উঠবে,—
যদি কিনা বিশেষ ব্যভিচার-বিকৃতি
বা কদাচার কিছু না ঘটে ;
আবার, পুরোহিতের সদ্বংশজ
সুষ্ঠু জৈবী-সংস্থিতিসম্পন্ন যট্‌কর্ম্মশীল
তপানুচর্য্যী হওয়া
নেহাৎই প্রয়োজন,
পুরোহিত যদি অমনতর না হন,
তিনি তাঁ'র বাক্য, ব্যবহার,
আচরণ, অনুষ্ঠান ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে
মানুষকে প্রেরণাপ্রবুদ্ধ করতে পারেন কমই ;
তাই, পূত অভিদীপনা নিয়ে
যাই করতে যাও,
তা' যেন পূত-বিনায়িতই হ'য়ে ওঠে,
অসুষ্ঠু যা' তার নিবিড় ও নিরন্তর সংশ্রবে
সুষ্ঠুও কিন্তু অসুষ্ঠু হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ,
যদি অস্তি-বৃদ্ধির উপাসকই হও,
তবে সৎ যা' তা'কেই ধারণ কর,
পালন কর ;
আর, ঈশিত্বেই আছে
ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগ,
ঈশিত্বেই আছে

বর্দ্ধনার পূত পরাক্রম,
ঈশ্বরই পবিত্রতার পূত সঙ্গম। ১৩৫।

দেবমূর্ত্তি যদি ঐশী-প্রেরণা-প্রদীপ্ত
ক'রে না তোলে,
মানুষের অন্তরতম অস্তি-বৃদ্ধির অনুবেদনাকে
সুকেন্দ্রিকতায় জাগ্রত ক'রে না তোলে,
সে দেবতা কিন্তু নিরর্থক;
তীর্থ যদি কৃষ্টি-প্রতিভাকে প্রদীপ্ত
ক'রে না তোলে,
কৃষ্টিকে অন্বিত সঙ্গতিতে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
শ্রেয়-সম্বুদ্ধ ক'রে
বাস্তব যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে না তোলে,
শ্রদ্ধোষিত কৃষ্টিপ্লবনের তরণ-দীপনায়
মানুষকে প্লাবিত ক'রে না তোলে,
পর্য্যাপ্ত যোগ্যতায় যদি
অধিরূঢ় ক'রে না তোলে তা'কে—
বিবর্ত্তনী প্রবর্ত্তনাকে প্রদীপ্ত ক'রে,
জীবনে সার্থক ক'রে,—
সে তীর্থ কিন্তু নির্জ্জীব;
তীর্থের মহিমাই কিন্তু
সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়িত লোকানুচর্য্যী
যোগ্যতার যোগজীবনবাহী তীর্থগুরু,
ঐ তীর্থগুরু যাঁ'রা,
তীর্থের মূর্ত্তপ্রতীকই তাঁ'রা—

ঐতিহ্যের সুসন্দীপ্ত অনুচর ;
তাঁ'রাই পুরুষোত্তমের পরম অনুচর,
যাঁ'দের চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
ঐ পুরুষোত্তম বিকীর্ণ হ'য়ে
মানুষের জীবনকে
যোগ্যতার অভিদীপনায়
ধৃতির পথে
ধর্ম্মের পথে
সংহত ও সার্থক ক'রে
তা'দের ত্রাতা হ'য়ে ওঠেন,
যে-তীর্থের পুরোহিত,
যে-তীর্থের গুরু ঐ অমনতর,
তীর্থ সেখানে জাগ্রত ;
নয়তো, তা' ধৃতি ও কৃষ্টির মশান ছাড়া
কিছুই নয়কো। ১৩৬।

দেবতা কিন্তু ঈশ্বর নন,
ঈশ্বরের ঐশী মূর্চ্ছনার ভিতর-দিয়েই
দেবতার আবির্ভাব হ'য়ে থাকে,
দেবতা বহু থাকতে পারেন—
বিশেষ-বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে,
কিন্তু ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়,
অমৃতস্রোতা—
সবিশেষ হ'য়েও নির্ব্বিশেষ। ১৩৭।

তোমার চরিত্রে যদি
তোমার দেবতা জাগ্রত না থাকেন—
শ্রদ্ধোষিত ইষ্ট বা আচার্য্য-অনুবর্ত্তিতার ভিতর-দিয়ে,
তবে প্রতিষ্ঠিত দেবতার প্রেরণা কে জোগাবে ?
তোমার জীবনে যদি
ইষ্ট বা আচার্য্য
জাগ্রত না থাকেন,
তোমার চরিত্রে, বাক্যে,
ব্যবহারে, আচরণে
যদি বিচ্ছুরিত হ'য়ে না ওঠেন তিনি,
তোমার দেবতা
কাষ্ঠ-দেবতাই হউন,
আর মৃন্ময় দেবতাই হউন,
তোমার জীবনের উৎসারিত উদিত তর্পণায়
তিনি জাগ্রত হ'য়ে উঠবেন না কিছুতেই,
আর, ঐ দেবতার মূর্ত্তি যা'তে নির্ম্মিত
তা'তেই তিনি পর্য্যবসিত হ'য়ে রইবেন ;
ভক্তি-উৎসারণী প্রাণন-স্পন্দনে
ঈশ্বর সবেতেই জাগ্রত,
তিনি সবারই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। ১৩৮।

মনে রেখো—
তোমার দেবতা সবারই দেবতা,
বিশেষতঃ যা'রা শ্রদ্ধা-সম্পন্ন তা'দের ;
দেবতা তাঁ'রাই—
প্রাচীনই হন,
অধুনাতনই হন,

যাঁ'দের ব্যক্তিত্বে ঈশ্বরের বিভা
উৎকীর্ণ হ'য়ে উঠেছে—
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে,
বিশেষ বিভায় ;
তাই, তোমার অন্তরের উৎসারণী শ্রদ্ধা
দেবতায় স্পর্শলাভ করুক,
কিন্তু উপযুক্ত, ষট্‌কর্ম্মশীল, সদাচারসম্পন্ন,
স্বাস্থ্যবান্, পুরোহিত ছাড়া
তোমরা সাধারণে
দেবতাকে স্পর্শ করতে যেও না ;
যদি মূর্ত্তি ভালবাস,
তাঁ'র অনুরূপ মূর্ত্তি বা বিগ্রহ স্থাপনে
তাঁ'র জীয়ন্ত ব্যক্তিত্বকে স্মরণ ক'রে
ঐ স্মারক অনুবেদনা নিয়ে
তাঁ'র পূজা কর,
তবে বাহ্যতঃ স্পর্শ করতে যেও না
ঐ মূর্ত্তি বা বিগ্রহকে ;
দেবপ্রেরণা-প্রদীপ্ত যিনি,
ঐ আচার-অন্বিত যিনি,
ঐ দেব-প্রেরণা তোমাদের মধ্যে
অনুপ্রেরিত করতে পারেন যিনি,
তিনিই স্বাভাবিক পুরোহিত,
বিহিত জৈবী-সংস্থিতি-সম্পন্ন
সংসঞ্জাত বিপ্রই
সাধারণতঃ পৌরোহিত্যে বরণীয়,
তিনিই তাঁ'কে স্পর্শ করুন,
আপামর সাধারণ

তাঁ'কে সম্মুখে রেখে
উপাসনা-তৎপর হও,
সর্ব্বসাধারণে তাঁ'কে স্পর্শ ক'রে
নানাপ্রকার সংক্রামকতার আবর্ত্তন
সৃষ্টি করতে যেও না,
তা'তে দেবতার পূজা হবে না,
হবে দুরত্যয় অনাচারেরই
ব্যভিচার-বিকৃত পূজা বা সম্বর্দ্ধনা ;
তোমাদের পুরোহিত
তোমাদের প্রত্যেকেরই প্রতিনিধি,
ঐ প্রতিনিধির হাতেই
তাঁ'র ঐ হৃদয়স্থ শ্রদ্ধাস্থগুলিলেই
দেবতার আহুতি-অর্ঘ্য প্রদান কর,
ঐ উপযুক্ত পুরুষের
সম্বেদনী অনুপ্রেরণা
তোমাদের অন্তরকে
ঐ দেবপ্রেরণা-প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে,
পূত-দীপ্ত ক'রে তুলবে ;
সাধারণের প্রত্যেকেই
ঐ পূজা বা অর্ঘ্যে
তাঁ'কে যদি অর্চ্চিত করতে চায়,
সে-অর্চ্চনার ভিতর-দিয়ে
সংক্রামকতাই বিস্তার লাভ করবে,
বিকৃত-অনুপ্রেরণাই অপ্রতিহত হ'য়ে উঠবে,
কারণ, ব্যাধিদুষ্ট তো আছেই,
এমন-কি ব্যাধিবিষবাহী সুস্থ লোকও
বহু দেখা যায়,

যা'রা নিজেরা ভাল থেকেও
অন্যকে অজানিতে সংক্রামিত
ক'রে তোলে ;
তাই বুঝে দেখ—
কোন্‌টাই বা জীবনীয়,
আর কীই বা অপলাপের,
কীই বা গ্রহণীয়
আর কীই বা বর্জ্জনীয়,
দেবতার আশিস্‌-অভিষিক্ত হ'য়ে
যদি চলতে চাও,
সেই স্নুষ্ঠু প্রথার ভিতর-দিয়ে
তা' পাও,
তা'কেই সঞ্জীবিত ক'রে চল ;
ঈশ্বরই দেব-বিভা,
ঈশ্বরই আত্মিক প্রেরণা,
ঈশ্বরই আচার্য্য,
তিনিই পুরোহিতের হৃদয়-স্থণ্ডিল। ১৩৯।

তোমার জীবন-চলনার প্রীতি-চৌম্বক-সূচি-সঙ্কেত—
যা'-দিয়ে তোমার গন্তব্য নির্ণয় করতে পার,
তা' হ'চ্ছে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা,
ঐ ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা
যেখানে যা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে
তা'ই তোমার করণীয় ;
তোমার সত্তা
ঐ অমনতর বিনায়িত চলনায়
যতই চলন্ত হ'য়ে চলবে,

বিবর্ত্তনী সৌষ্ঠব-দীপনা
তোমার চলবার পথকে
বোধি-দীপ্তির পুলক আলোকে
প্রদীপ্ত ক'রে রাখবে ততই,—
তুমি ঠেকবে কম। ১৪০।

জীবন
সুকেন্দ্রিক, অন্বিত আত্মবিনায়নার ভিতর-দিয়ে
যোগ্য হ'য়ে ওঠে,
যোগ্যতাই উৎপাদন করে,
যোগ্যতাই আহরণ করে,
যোগ্যতার ভিতর-দিয়েই
জীবন বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে,
যোগ্যতা জীবনের হোমবহ্নি ;
ঈশ্বর
যোগ্য যুত অনুশীলনী আবেগের ভিতর-দিয়ে
আত্মিক অভিগমনে জীবন-স্রোতা। ১৪১।

অস্তি-বৃদ্ধির বরেণ্য অনুশাসন
যদি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ না হয়,
তা' সব্যষ্টি সমষ্টিতে সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
তা'দের ছিন্নভিন্ন ক'রে দিতে পারে,
তাই "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" ১৪২।

তুমি যতই ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ হও না কেন,
লাখ ধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞ হও না কেন,

সাধন-উপলব্ধি যতই থাক না কেন তোমার,
কিংবা অজচ্ছল বহুবিদ্য হও না কেন,
দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে
কোথায় কী কায়দায়
কী প্রয়োগে
মানুষের অস্তি-বৃদ্ধিকে ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত ক'রে
জীবনীয় ক'রে
অন্বিত সঙ্গতিতে
জীয়ন্ত তৎপরতায়
সব্যষ্টি সমষ্টিকে
আয়ুতে, বলে, বীর্য্যে, স্বস্তি-শালীন্যে
নিরাপত্তায়, স্বাস্থ্যে,
সম্বর্দ্ধনার সামছন্দে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে হয়,
তা' না জান যদি,
তবে ওগুলি তত্ত্ববেত্তার প্রহসন ছাড়া
কিছুই নয়কো ;
ঐ বিদ্যা বা উপলব্ধি
তোমার যতই থাক্ না কেন,
তা' যদি সক্রিয় শ্রদ্ধাবান অনুবর্ত্তী যা'রা
তা'দের জীবনে
ধর্ম্মের ধৃতিই না এনে দিতে পারলো,
রাষ্ট্র বা সমাজের
সংরক্ষণী, সম্পোষণী ও সম্পূরণী
না-হ'য়ে উঠতে পারলো,
তা' কিন্তু বাস্তবতার সংশ্রয়বিহীন
আজগবী কল্পনার

হকুচকানি ছাড়া কিছুই নয়কো ;
ঈশ্বর সর্ব্বতোসঙ্গত বাস্তব জীবন-সঙ্গতির
সার্থক নন্দনা,
আর, তিনিই বর্দ্ধনার হোমবহ্নি। ১৪৩।

তীর্থেই যাও
বা মন্দিরেই যাও
বা যাগ-যজ্ঞ পার্ব্বণাদিতেই যাও
কিংবা কোন শ্রেয়-সংশ্রয়েই যাও না কেন,
কোথাও যদি প্রণাম করতে হয়,
তা'র অন্তঃস্থ ভর্গপুরুষকে
অর্থাৎ ঐশী তেজকে
এক-কথায় যে তেজ-সম্বেগ সব্যষ্টি সমষ্টিতে
জীবনীয় অভিস্রোতা হ'য়ে
চির-বহমান,
তা'কে স্মরণ ক'রেই বা চিন্তা ক'রেই
তদ্‌ভাবদীপনা নিয়েই প্রণাম ক'রো ;
ঐ প্রণাম সার্থক হ'য়ে উঠুক তোমার অন্তরে,
অন্বিত সঙ্গতিতে তোমাতে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠুক
ঐ জপে,
ঐ অর্থ-ভাবনার ভিতর-দিয়ে
আত্ম-বিনায়নী সংশুদ্ধি-অনুবেদনায় :
ঐ ঐশী-দীপনার বা ভর্গপুরুষের
বাস্তব অভিব্যক্তি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়-পুরুষোত্তম,
যাঁ'তে তাঁ'র বিভূতি অবতীর্ণ হ'য়ে
বাস্তব অভিব্যক্তিতে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে ;

প্রণাম কর,
আর বল—'বন্দে পুরুষোত্তমম্'—
আকুল উৎসারণী অনুরাগ নিয়ে,
অচ্যুত আরতির উদাত্ত অনুদীপনায় ;
ঈশ্বর মহিমাময়। ১৪৪।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি,
এক কথায়, গণ-জীবনের অস্তি-বৃদ্ধির জন্য—
গণ-স্বস্তির জন্য
স্বস্তি-আমন্ত্রক দক্ষ-কুশল তৎপরতায়
কূট-তৎপর সন্ধিৎসাপূর্ণ সমীক্ষা নিয়ে
যেখানে যেমন করলে সুফলপ্রসূ হয়,
তা' করা কোথাও বাহ্যতঃ অধর্ম্ম হ'লেও
তা' ধর্ম্মদ,
আপাতদৃষ্টিতে কৃষ্টিপরাঙ্মুখতা ব'লে
প্রতীয়মান হ'লেও তা' কৃষ্টিদ ;
তাই, যেমন ক'রে
যেখানে যা' প্রয়োজন,
বিচিত্র বিনিয়োগে তা' নিষ্পন্ন করাই
ঔচিত্যের অর্ঘ্যাঞ্জলি,
কিন্তু নজর যেন থাকে
অস্তিবৃদ্ধির অনুসেবনী যেন তা' হয়,
স্বচ্ছন্দতাকে ব্যাহত যেন তা' না করে,
অন্বিত সঙ্গতিতে
সার্থকতার নিষ্পাদনী বিভূতির
বিভব-ভূষিত যেন হয়ে ওঠে তা',

তা' যদি না হয়,
তবে তা' ঔদ্ধত্য ও ক্রূর-দীপনা ছাড়া
আর কিছুই নয় ;
মনে রেখো, যা'র নিষ্পাদনী উপায় সৎ,
সমাধানও সৎ,
তা' কিন্তু উৎকৃষ্ট ;
আর, যেখানে সমাধানী উপায় অশিষ্ট,
কিন্তু সমাধান উৎকৃষ্ট—
তা' কিন্তু উৎকৃষ্ট হ'লেও মধ্যম ;
আর, যা'র নিষ্পাদনী উপায় অসৎ,
সমাধানও অসৎফলপ্রসূ,
মুখ্যতঃই হো'ক
আর গৌণতঃই হো'ক,
তা' কিন্তু অপকৃষ্টই ;
তুমি যা'ই কর না কেন,
সব সময় যেন নজর থাকে
ঐ উৎকৃষ্ট সমাধান-তৎপরতার উপর। ১৪৫।

অনুশাসন-চক্ষুতে যা' অসৎ,
যদি কখনও এমনতর কিছু ক'রেও ফেল,
আর, তা' যদি তোমার সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ধর্ম্মকৃষ্টির
অনুপোষক হয়,
সমাজের পঙ্কিলতার অপসারক হয়,
অঘমর্ষণী হয়,
দৃশ্যতঃ অসৎ হ'লেও
তা' কিন্তু সত্তাই—
সৎ-ধর্ম্মী। ১৪৬।

যা'রা সমস্যাবিক্ষুব্ধ,
তা'রা স্বস্তি-হারা,
প্রস্বস্তি-বঞ্চিত,
যাঁ'রা সমাধানে ব্যস্ত,
যাঁ'রা সমাধান-দ্রষ্টা,
তাঁ'রাই তা'দের জীবনীয় পথ,
অনুগতির আরতি-মন্দির। ১৪৭।

ধর্ম্ম নিজেই পরাক্রমী,
কারণ, সে অসৎ-নিরোধী,
অস্তিবৃদ্ধির রক্ষণশীল ধৃতি-সম্পন্ন,
প্রীতিপ্রবুদ্ধ সংহতিপ্রবণ,
সত্তা-সংরক্ষণী প্রস্তুতি-প্রদীপনা-দীপ্ত। ১৪৮।

তুমি যেই হও না কেন,
যতদিন সত্তায় সংস্থ আছ,
যজ্ঞ অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে,
ঋষি বা মহৎদের কাছে,
দেবতার কাছে,
আচরণ-অনুশীলনে
প্রার্থনা করতে ভুলো না,
চাইতে অর্থাৎ যাচ্ঞা করতে ভুলো না;
ইষ্টানুগ সুকেন্দ্রিক লোকবর্দ্ধনী আত্মবর্দ্ধনা যা'
তা'ই কিন্তু যজ্ঞ,
এই যজ্ঞ, দান তপঃ দিয়ে
অনুশীলনী তপস্যায়
ঐ বর্দ্ধনাকে বিবৃদ্ধ করতে

কখনই পশ্চাৎপদ থেকো না,
এই যজ্ঞ, দান, তপস্যাই
মানুষের জীবন-স্রোতকে
হওয়ার পরিক্রমী উৎক্রমণার ভিতর-দিয়ে
ব্যক্তিত্বে মূর্ত্ত ক'রে তোলে,
মানুষ দেবপ্রভ হ'য়ে ওঠে—
বর্দ্ধনার জীবন্ত মূর্ত্তি হ'য়ে। ১৪৯।

মানুষের সত্তার সমিধ হ'য়ে ওঠ,
তা'কে দীপ্তি-প্রসন্ন ক'রে তোল,
তা'দের সম্বর্দ্ধনাই
তোমার ভজনানন্দ হ'য়ে উঠুক—
ইষ্টানুগ পুরশ্চরণ-পদক্ষেপে,
আর, ঐ ভজন-বিনায়িত ভিক্ষাই
তোমার জীবনের উপজীবিকা হো'ক,
তুমি লোকপ্রসাদ-ভূক হও—
তা'দের অন্তরে নারায়ণ-প্রতিষ্ঠা ক'রে,
তা'দিগকে পুরুষোত্তম-যাগ-সন্দীপ্ত ক'রে। ১৫০।

আগে অন্যের সত্তার আধান হও—
এমনতর যোগজৃম্ভী নিবন্ধনায়,
যা'তে তোমার পুষ্টি ঐ সত্তাকে পরিপুষ্ট করে;
তোমার ঐ যোগ-নিবদ্ধ সত্তা
তা'র নিজ ব্যক্তিত্বে স্বাধীন। ১৫১।

যে প্রাকৃতিক অনুশাসন
অস্তি-বৃদ্ধির অনুপোষক,

যে অনুনয়নে বা বিনায়নায়
বা নিয়মনায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
অভ্যাসে অভ্যস্ত হ'য়ে
স্বভাবসিদ্ধ ক'রে তুললে—
সঙ্গতি-শালীন্যে,
সুকেন্দ্রিক সার্থক অন্বয়ে
বোধি-মর্ম্মকে উদ্‌ভাসিত ক'রে,
চারিত্রিক যোগ-বিকিরণী তৎপরতায়
সংহত ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনে
ধৃতি ও ভৃতিকে
উচ্ছল-উৎক্রমণী ক'রে তোলা যায়—
দেশ, কাল, পাত্র ও বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক,
আয়ুতে, বলে, বীর্য্যে
অবাঞ্ছিত ও অনিরোধ্য প্রতিক্রিয়াকে এড়িয়ে,
এক-কথায়, যা'র অনুপালন ও অনুসরণে
জৈবী-সংস্থিতিকে
বৈশিষ্ট্যমাফিক উপযুক্ত বিনায়নায়
বিনায়িত ক'রে
উপযুক্ত বল, বীর্য্য ও আয়ুর অধিকারী হওয়া যায়,
—তা'ই শাস্ত্র, তা'ই বিধি,
তাই-ই প্রাকৃতিক অনুশাসন,—
যা' ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ও আপ্তগণ
এবং তাঁ'দের বাণীর সশ্রদ্ধ তাৎপর্য্যানুসরণী
অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে পরিজ্ঞাত হ'য়ে
মানুষ তদনুচলনে নিজেকে পরিচালিত ক'রে
চলতে পারে—

সার্থক আপূরণী সঙ্গতি-সম্পন্ন
যুগপর্য্যায়ী অনুক্রমণায় ;
আবার যে অনুশাসন বা নিয়মনার
বৈধী নিয়ন্ত্রণে চ'লে
কোন কিছু নিষ্পন্ন করা যায়—
অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়াকে নিরোধ ক'রে—
তাই-ই তদ্বিষয়ক শাস্ত্র ;
ঈশ্বরই শাস্ত্র-যোনি। ১৫২।

তোমার চলা, বলা ও করা
উদ্দেশ্যে অর্থান্বিত হ'য়ে
নিষ্পন্নতাকে নিখুঁত ক'রে
বাস্তবতায় মূর্ত্ত ক'রেই যদি না-তুললো—
সঙ্গতি-শালীন্যে,—
তোমার বাক্-ব্যঞ্জনী কল্পনা
প্রার্থনাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারলো না কিন্তু। ১৫৩।

কৌমার্য্যই যে ধর্ম্মাচরণের মানদণ্ড—
তা' কিন্তু নয়,
সাত্ত্বিক আহার, সৎ-আচার
ও সক্রিয় সুকেন্দ্রিক সৎ-অনুরাগই হ'চ্ছে—
ধর্ম্মাচরণী সংশ্রয়,
কৌমার্য্য তা'র একটা ব্যঞ্জনা মাত্র। ১৫৪।

ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ বৈধী কামাচরণ
ধর্ম্মলাভের পরিপন্থী তো নয়ই,
বরং তা'র সুষ্ঠু পন্থা। ১৫৫।

তোমার ধর্ম্মপ্রবচন যদি
অন্যের অস্তিবৃদ্ধিতে উদাসীন থেকে
কেবল নিজের স্বার্থপুষ্টির ফন্দীরূপেই
ব্যবহৃত হয়,
যদি তা' অন্যের সত্তার উৎক্রমণী চলনে
অর্থান্বিত হ'য়ে
তা'দিগকেও আপূরিত ক'রে না তোলে—
সক্রিয় অনুপ্রেরণায়,
যোগ্যতার বাস্তব কর্ম্মানুচর্য্যায় —
তা' কিন্তু তোমাকেও বঞ্চিত করবে,
আর, সে প্রবচনে
জীবন-প্রেরণাও জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে না ;
ফলে, ঐ ধর্ম্মপ্রবচন
অন্যের যোগ্যতাকেও
জীয়ন্ত ক'রে তুলবে না ;
তোমার ঐ স্বার্থ-সন্ধিৎসুতা
ব্যর্থতার বিপন্ন আহুতিতে
আত্ম-বিলয় করতে বাধ্য হবে ;
তাই, তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ-ইষ্টপ্রতিষ্ঠ
ধর্ম্ম-প্রবচন,
ধর্ম্মানুসরণ,
ধর্ম্মানুচরণ
ও ধর্ম্মতপ
যদি প্রকৃত হয়,
তা' যেমন তোমাকেও
সম্বর্দ্ধনার সাত্ত্বিক অভিদীপনায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে,

তেমনি তা' অন্যকেও
তা'র বৈশিষ্ট্যমাফিক
বিহিত প্রেরণায়
তৃপণ-আতিশয্যে
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তুলে থাকে ;—
ঐ ধর্ম্মপ্রবচন ধন্য ক'রে তোলে সবাইকে। ১৫৬।

তুমি তোমার নিজের,
নিজ পরিবার ও পরিজনের ভরণপোষণের জন্য
ধুঁকে ধুঁকে
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
যা'তে তা'র সুরাহা করতে পার,
যেমন ক'রেই হো'ক,
তা' করতে নাছোড়বান্দা হ'য়ে চলছ—
এটা তোমার কর্ত্তব্য ;
কিন্তু, যিনি তোমার আদর্শ, ইষ্ট—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি তোমার,
যিনি শুভ-সন্দীপনী অনুপ্রেরণায়
তোমার যোগ্যতাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলছেন,
যাঁ'কে গ্রহণ ক'রে
যাঁ'র দীক্ষার অনুশীলনায়
তোমার দক্ষতাকে দীপ্ত ক'রে তুলে
অস্তি-বৃদ্ধির বিবর্ত্তনী বিনায়নায়
যোগ্যতাকে যোগার্থ-অনুক্রমণায়
ক্রমানুগতিতে গতিশীল ক'রে চলছ ;—
তোমার এমনতর জীবনদেবতা যিনি
তাঁ'র পরিপালন, পরিপোষণ ও আপূরণী অনুচর্য্যা

এক-কথায়, তাঁর ভরণ-পোষণ
তোমার কর্ত্তব্যের বাহিরে ;
যাঁ'তে তুমি সংহত হ'য়ে
আত্ম-বিনায়নায় সুসঙ্গতি লাভ করতে যাচ্ছ—
বোধি ও যোগ্যতায়,
যাঁ'র অন্বিত অনুক্রমণায়
ধারণ-পালনী আধিপত্যের ভিতর-দিয়ে
বিভব-বিভূতি-বিধৃত হ'তে চলছ,—
তাঁ'র আপূরণী ও আপোষণী অনুচর্য্যা
তোমার কর্ত্তব্যের বাহিরে ;—
তুমি তখনই হয়তো
জিজ্ঞাসা-ব্যঞ্জক অভিব্যক্তি নিয়ে ব'লে উঠবে—
ভগবানের জন্য,
ঈশ্বরের জন্য
অমনতর অনুচর্য্যার প্রয়োজন কী ?
আর, প্রয়োজন বিবেচনা করাও
অশোভনীয় বা স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক নয় কি ?
একটা মোটা দৃষ্টি নিয়েও দেখে নিও—
তুমি কতখানি কপট,
তুমি কতখানি কৃপণ,
অর্থাৎ দুর্ব্বলমনা, সঙ্কীর্ণ-স্বার্থী ;
তুমি ভজনবিহীন হ'য়েও
ভক্ত হ'য়ে উঠবে,
ঈশ্বরকে ধোঁকা দিয়ে
কিস্তিমাৎ করবে—
তা'ও কি হয় ?

যে-অনুচর্য্যায় তুমি নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
উদ্বর্দ্ধনায় এগিয়ে চলবে,
সেটাতেই তোমার ফাঁকিবাজী !
—এমনতর ফাঁকিবাজীতে
ফাঁকি ছাড়া আর কীই বা পেতে পার ?
যা'রা নিজের জন্য পাক ক'রে বা রন্ধন ক'রে
নিজেরাই খায়,
দেবতাকে দূরে রাখে,
তা'রা পাপ-অন্নই ভক্ষণ করে,
যা'রা আত্মনিয়মনী দেবানুগ্রহে
যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রে
দেবতাকে না দিয়ে
নিজেরাই উপভোগ করে,
তা'রা চোর ;
ভগবান গীতায় গীতছন্দে
এখনও তাই ঘোষণা করছেন—
"ইষ্টান্ ভোগান হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥"
—একটা নিষ্ঠুর আত্মঘাতী কর্ত্তব্য
তোমার নিজকেই কি আঘাত করবে না? ১৫৭।

তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি
তাঁ'তে অচ্যুত শ্রেয়নিষ্ঠ
সৎ-সন্দীপী সদাচার-পরায়ণ থেকেও,
যা'রা তা' নয়,

তা'দের প্রতি আপ্যায়না ও অনুচর্য্যা-পরায়ণ থেকো,
তা'দিগকে ঘৃণা ক'রো না ;
তোমাতে তা'রা শ্রদ্ধাকৃষ্ট হ'য়ে
অন্তর্নিহিত অনুরাগ-দীপনায়
যতই বিনায়িত হ'য়ে উঠবে—
শ্রেয়নিষ্ঠ তৎপরতা নিয়ে
সৎ-সন্দীপনী সদাচারে,—
তা'দের বিকৃতজীবনও ততই
সুকর্ম্ম-অনুদীপনায়
সুকৃতিতে সম্বুদ্ধ হ'য়ে
ভাবসঙ্গতি ও আচার-বিনায়নায়
বহুজীবনের দীপন-প্রেরণা হ'য়ে উঠতে পারে ;
তাই, নিজে শ্রেয়-অন্বিত জীবন নিয়ে চল,
আর, অসৎ-এর বিকৃত অভিশাপ-গ্রস্ত যা'রা
তা'রা যা'তে বিনায়িত হ'য়ে ওঠে,
তা'ই কর—
আপ্যায়নী অনুবেদনা নিয়ে ;
কাউকে ঘৃণা ক'রো না,
ঘৃণা কর তা'ই—
যা' অসৎ,
নিরোধ কর তা'ই—
যা' অসৎ,
—কিন্তু ব্যক্তিকে নয়। ১৫৮।

মনে রেখো—
সত্তা-সম্পোষণার ক্ষুধাকে
প্রশমিত করতে হবে প্রথমে,

মানুষের অস্তি-বৃদ্ধির ক্ষুধাকে
সব সময় প্রধান ব'লে গণ্য ক'রো,
তারপর ভোগ-প্রলুব্ধ প্রবৃত্তির দাবী,
তা'কে যা'তে যথাসম্ভব
অস্তি-বৃদ্ধির অনুপোষণায় বিনায়িত ক'রে
তা'র আপূরণী ক'রে তুলতে পার,
তা'ই কিন্তু শ্রেয় ;
এই সত্তার ক্ষুধাকে অবজ্ঞা ক'রে
প্রবৃত্তির দাবীকে যদি প্রশ্রয় দাও
তাহ'লে তুমিও ঠকবে,
গণজীবনও ঠকায় আত্মবিলয় করতে বাধ্য হবে ;
প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জিত অহমিকা
যতই তা'র লেলিহান যুক্তিজাল নিয়ে
বিক্ষোভ সৃষ্টি করুক না কেন,
তা' যদি অস্তি-বৃদ্ধির অপচয়ী হয়,
অনুপোষক না হয়,
তা'কে কখনই মুখ্য ক'রে তুলো না,
প্রশ্রয় দিও না,
সুসমীক্ষ বোধ ও বিবেচনা নিয়ে
অস্তি-বৃদ্ধির অনুপোষণী বিনায়নায়
বৈধী-সঙ্গতির সার্থক সামঞ্জস্যে
যেখানে যেমন করতে হয়,
তাই-ই ক'রো,—
এই হ'চ্ছে আমার মুখ্য কথা ;
ঈশ্বর সাত্ত্বিক অনুদীপনা,
সঙ্গতিশীল, অন্বিত, সমঞ্জস সমাহারের ভিতর-দিয়ে
তিনি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে

স্ফুরিত হ'য়ে ওঠেন—
সত্তার জীবন-দ্যুতিতে ;
ঈশ্বর পরম দ্যোতনা। ১৫৯।

অবসন্ন যখন তুমি,
উদাত্ত আবেগে বল—
'আমার অন্তরস্থ যোগদীপনা!
রাগশৌর্য্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠ,
ব্যস্ত-মস্তিষ্ক আমার!
বিনায়িত হ'য়ে ওঠ,
ফুল্লদীপনায় উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
শ্রেয়ার্থ-পরিচর্য্যানিরত হ'য়ে ওঠ—
তীব্র ধীয়ের সঙ্গতিশীল
দক্ষকুশল তৎপরতা নিয়ে ;
জাগ্রত হও!
ওঠ!
বরেণ্যনিবুদ্ধ হ'য়ে চল—
উচ্ছল সক্রিয় উদাত্ত ভঙ্গীতে' ;—
এমনতর স্বতঃ-অনুজ্ঞা উদ্দীপনা
ভাবরঞ্জনার ওজোদীপ্তিতে
তোমাকে প্রভান্বিত ক'রে তুলবে। ১৬০।

সব সময়ই নজর রেখো
কল্যাণ কখনই যেন অবরুদ্ধ না হয়,
আবার এও নজর রেখো—
আপাত-কল্যাণ ভবিষ্যতের সত্তা-সম্বর্দ্ধনার
অন্তরায় হ'য়ে না ওঠে ;

এমনি ক'রে কল্যাণ
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে
অস্তি-বৃদ্ধির পোষণ-বর্দ্ধনাকে
বিনায়িতই ক'রে যেন চলে ;
তোমাদের কল্যাণ
কলস্রোতা হ'য়ে উঠুক। ১৬১।

তোমার মাতা-পিতার
বিশেষ বৈশিষ্ট্য-সঙ্গতির আশীর্ব্বাদী মুহূর্ত্ত
তোমার সম্ভাব্যতাকে
সুচারু স্ফুরণায়
উদ্ভিন্ন ক'রে তুলেছে,
ঐ বৈশিষ্ট্যের বিশেষ সঙ্গতির
বিশেষ মুহূর্ত্তে ছাড়া
তোমার সম্ভাব্যতার কোন সম্ভাবনাই ছিল না ;
তাই, তুমি তা'দের কাছে চির-কৃতজ্ঞ,
তোমার জীবন-বর্দ্ধন ও স্ফুরণা
তা'দেরই অনুশাসনী অবদান,
তুমি উদ্দীপ্ত আগ্রহে
ইষ্টার্থ অনুদীপনায়
ঈশ্বরে লক্ষ্য রেখে বল—
"পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ, পিতাহি পরমন্তপঃ,
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ"
বল—
গভীর উদাত্ত কণ্ঠে আবার বল—
"ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমা গুরুঃ"। ১৬২।

ইষ্টার্থকে লক্ষ্য রেখে
জ্ঞানের আলোকে
যেখানে যা' কর্ত্তব্য ব'লে দেখবে,
তাই-ই ক'রে যাও,—
তাই-ই ধর্ম্ম,
তাই-ই পুণ্য,
তাই-ই শুভ তোমার জীবনে—
ভাল-মন্দ যা'ই হো'ক। ১৬৩।

তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ,
তোমার ধর্ম্ম,
ঐ ধর্ম্মানুচারিণী কৃষ্টি—
এই তিনেরই সুসঙ্গত, অন্বয়ী, বিনায়নী,
তৎপর, সক্রিয় চিন্তন ও চলন,
এক-কথায়, ঐ তিনের সুসঙ্গত সত্তার
রক্ষণ, পোষণ ও আপূরণ-তৎপর-করণই হ'চ্ছে
তোমার ব্যক্তিগত জীবনেরই হো'ক
আর গুচ্ছ বা সঙ্ঘজীবনেরই হো'ক
সাত্ত্বিক অভিদীপনা বা জীবন-প্রকাশ,
তোমার ব্যষ্টিজীবনে, গুচ্ছ বা সঙ্ঘজীবনেই হো'ক,—
এর ভিতরে নিজের ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে
তোমার ব্যষ্টিজীবন, গুচ্ছজীবন বা সঙ্ঘজীবনের সাহায্যে
আত্মপোষণী সংগ্রহ ক'রে
তোমার ঐ জীবন-সান্নিধ্যে থেকেও
ভিন্নমনা হ'য়ে
তোমাদের আচরণের সঙ্গে
বাহ্যিক আচরণে খানিকটা খাপ খাইয়ে নিয়ে

চলতে থাকে—

এমনতর কেউ যদি হয়,

অথচ ঐ ত্রয়ীর সুসঙ্গত

অন্বিত জীবনের ব্যতিক্রমী চলনে

চলতে থাকে

ঐ জীবনের রক্ষণ, পূরণ, পোষণার ধার না ধেরে,

আত্মরক্ষণী শোষণাকে

সন্ধিক্ষু তৎপরতায়

সক্রিয় ক'রে তুলে—

বাক্যে, ব্যবহারে, আচরণে,

কুটিল, স্বার্থ-খতিয়ানী তৎপরতা নিয়ে,—

তা' কিন্তু সর্ব্বনাশা ;

ব্যষ্টিজীবনেই হো'ক

গুচ্ছজীবনেই হো'ক

আর সঙ্ঘজীবনেই হো'ক—

এই কূট দ্বৈধ বিচ্ছিন্ন চলন-অভিচারে

জীর্ণ হ'য়ে উঠতে পার তোমরা,

আবার সংক্রমণী শোষণ-অভিচার-তৎপর

পোষণ-বিরোধী উৎক্ষেপ

তোমাদের বোধিমর্ম্মে লুক্কায়িত হ'য়ে

অজ্ঞাতসারে বিছিন্ন ও বিধ্বস্ত ক'রে তুলতে পারে

তোমাদিগকে

বিক্ষেপী বিনায়নে,

অন্তঃস্যূত বিচ্ছেদী আক্রমণে ;

তাই সাবধান থেকো

ঐ অন্বিত জীবনের ব্যতিক্রম যাতে ঘটায়

এমনতর কোন-কিছুকে—

সন্ধিৎসু বোধির পরিবীক্ষণী বিবেচনার
আওতায় এলেই—
গ্রহণও ক'রো না,
তা'তে সায়ও দিও না,
মূক বা বধির হ'য়েও থেকো না,
এতে নষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক ;
ভেদ বা বিচ্ছেদী যা'-কিছু,
স্বার্থ-সম্পোষণী প্রক্ষিপ্ত অভিযান যা'-কিছু,
যা' ঐ সঙ্গত সত্তাকে
দুষ্ট ক'রে তোলে,
সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে,
তা'তে ভেদ সৃষ্টি করে,
হয় তা'কে তোমার ঐ জীবন-মন্ত্রে
এমনভাবে দীক্ষিত ক'রে তোল
যা'তে ঐ অনুধ্যায়িতা
তা'র অনুধায়িনী সম্বেগ হ'য়ে ওঠে,
কিংবা তা'কে উপযুক্তভাবে নিরোধ কর ;
সাবধানী সমীক্ষায় চলতে থাক,
সংহতিতে কুঠারাঘাত কিছুতেই করতে দিও না,
ঐ অসৎ-নিরোধী তৎপরতা ও পরাক্রম
যেখানে যেমন হৃদ্য বা কঠোর করা উচিত
তাই ক'রেই চ'লো ;
ঈশ্বর আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সুসঙ্গত অভিধায়না,
ঈশ্বরই
সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন সাত্ত্বিক অভিব্যক্তি। ১৬৪।

অস্বস্তির কারণ যা'-কিছু
তা'কে অপনোদন ক'রে
স্বস্তিতে সংস্থ হওয়াই শান্তি ;
অবশ্য যে অস্বস্তি মানুষের ঈপ্সিত,
তা' স্বস্তি ও শান্তি-পন্থীই। ১৬৫।

যে যেমন ইষ্টতপা,
ইষ্টার্থ-পরায়ণ,
ইষ্টানুগ আত্ম-নিয়মনশীল—
অসৎ-নিরোধী অনুবেদনা নিয়ে,—
সে তেমনই শ্রেয়,
অগ্রণীও সে তেমনি
অর্থাৎ এগুনো মানুষ ;
অনুচর্য্যাকে অবজ্ঞা ক'রে
প্রীণন-প্রদীপনাকে অগ্রাহ্য ক'রে,
ধারণ ও পালন-প্রবর্দ্ধনাকে নির্য্যাতিত ক'রে,
ভেদ ও বিরোধের ইন্ধন হ'য়ে
আত্ম-প্রতিষ্ঠার দাবীতে
দৃপ্ত হ'য়ে যে চলে,
লোক-মান্য হ'তে চায়,—
এ তপোবিহীন দাবী
স্বতঃই দমিত ক'রে তোলে তা'কে,
ধিক্কারের ধুক্ষিত আঘাতে
তা'কে বীর্য্য-বিহীন ক'রে তোলে ;
ইষ্টার্থকে প্রতিষ্ঠা কর,
ইষ্টার্থই স্বার্থ হ'য়ে উঠুক তোমার,
হৃদ্য হ'য়ে ওঠ তুমি সবারই,

অপকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট হওয়ার প্রেরণায়
প্রদীপ্ত ক'রে তোল ;
অস্তি-বৃদ্ধির কল্যাণ-কল্লোলী হও,
মান, অভিমান ও আত্মশ্লাঘাকে বিদায় দিয়ে
সক্রিয় অনুচর্য্যা-নিরত
ইষ্টার্থ-পোষণ-প্রবৃত্তি-পরিপূরণী হ'য়ে ওঠ তুমি ;
লোক-অন্তর সামকণ্ঠে
আনত অভিবাদনে
তোমার জয়গান করুক,
আর, তাই-ই তোমার আত্মপ্রসাদ হো'ক,
আত্মপোষণীয় হো'ক ;
তাঁ'তেই তুমি উৎসর্গীকৃত হও—
আত্ম-নিয়মন-অভিসারে ;
ঈশ্বর চির-বরণীয়,
তোমার অন্তরাত্মা
তাঁ'কেই বরণ করুক,
আর, এই বরণ-অভিযাত্রার ভিতর-দিয়ে
ঈশ্বরের বরেণ্য-আশীর্ব্বাদ
তোমাকে বরেণ্য ক'রে তুলুক। ১৬৬।

ঋত্বিকের তকমা নিলেই
ঋত্বিক্ হ'য়ে ওঠে না,
সর্ব্বতো-সন্দীপনায়
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টস্বার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
তুমি ঋতি-তপা হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টার্থ-অনুবেদনা নিয়ে

আত্ম-বিনায়ন কর,
তোমার বাক্, ব্যবহার এবং চাল-চলন
বাস্তব অভিব্যক্তি নিয়ে
সুসংহত ইষ্টার্থ-সঙ্গতিশীল হ'য়ে
বোধিমর্ম্মকে উচ্ছল ক'রে
চরিত্রে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক ;
তোমার নিজের তো বটেই,
তা' ছাড়া প্রতিটি ব্যষ্টির,
তথা গণজীবনের
সম্বর্দ্ধনার অগ্রদূত হ'য়ে ওঠ—
হৃদ্য আচরণ-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে ;
ব্যষ্টিগত অস্তিত্বকে
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
সক্রিয় সঙ্গতিশীল ক'রে
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে তোল,
মানুষের স্বস্তিবাহী হও,
কল্যাণ-কলনিনাদী হ'য়ে ওঠ ;
ইষ্টার্থ-অপহারী হ'য়ে ব'সো না কিছুতেই,
ও' কিন্তু মহাপাপ,
লোক-শোষক হ'য়ে উঠো না কিছুতেই,
ও' কিন্তু নিরয়ের মর্ম্মর-খচিত পন্থা,
বরং লোক-প্রীতি-অবদান-ভুক হ'য়ে
নিজেকে প্রসাদ-প্রদীপ্ত ক'রে তোল ;—
তবে তো তুমি ঋত্বিক্,
ঐ ঋত্বিক্-দেবতার জাগ্রত মূর্ত্তি ;
যতক্ষণ পর্য্যন্ত মোটামুটি
এমনতর হ'য়ে না-উঠতে পারছ,

ততক্ষণ তুমি প্রযত্নশীল ঋত্বিক্-নামধেয়
অস্তি-বৃদ্ধির কৃষ্টি-বার্ত্তাবাহী ছাড়া
আর-কিছুই নও,
আবার, ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যাকে
তোমার জীবনে মুখ্য ক'রে না তুলে
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যায় যদি
ইষ্ট, ইষ্টানুগ কৃষ্টি ও ধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়ে
আত্মোপভোগ-উপকরণ-সংগ্রহ-তৎপর হ'য়ে চল —
তবে, তুমি নারকীয় অভিসন্ধি-সম্পন্ন
ঋত্বিক্-ছদ্মবেশী ধাপ্পাবাজ ছাড়া
আর কিছুই নও ;
তাই, প্রথম তুমি শ্রদ্ধোষিত অনুদীপনা নিয়ে
ইষ্টীতপা হ'য়ে
ঐ তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
আত্মনিয়মন ক'রে,
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরকে
অস্তি-বৃদ্ধির অনুপ্রেরণায়
উৎসাহ-উদ্দীপ্ত ক'রে, যথাযথ বিনায়নায়
তা'দিগকে যোগ্য-জীবনের অধিকারী ক'রে তোল,
আর, তা'দের শ্রদ্ধা-উৎসারিত অবদানই
তোমার আজীব হ'য়ে উঠুক,
লোক-অন্তর-উৎসারণী ইষ্টপ্রতিষ্ঠাই
তোমাকে অমৃত-প্রসাদী ক'রে তুলুক ;
ঈশ্বর অমৃত-স্বরূপ। ১৬৭।

তুমি সর্ব্বতোভাবে ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টস্বার্থী হ'য়ে ওঠ,

ইষ্টার্থই তোমার জীবন-ধান্ধা হ'য়ে উঠুক,—
এমনতর আবেগ নিয়েই চলতে থাক ;
যে দায়িত্বই নাও না কেন,
সব সময়ই যেন নজর থাকে
তা' যেন ইষ্টার্থকেই উপচয়ী ক'রে তোলে,
ভবিষ্যতে কী হবে না হবে—
এমনতর অলস খতিয়ানী বুদ্ধি না ক'রে
তুমি যে দায়িত্ব নিয়েছ,
বা ইষ্টার্থ মনস্থ ক'রে
বিবেচনার সঙ্গতি-অনুক্রমণায়
যা'কে উপচয়ে সুসম্পন্ন করবে ব'লে
নির্দ্ধারণ ক'রে ফেলেছ,
বোধ-বিনায়নী অনুবীক্ষণায়
দেখে-শুনে ভেবে-চিন্তে
সঙ্গতিশীল সার্থক অন্বয়ে
তা'কেই উপচয়ী ক'রে
নিষ্পন্ন ক'রে তোল,
চলও তেমনি পরিবীক্ষণী তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গত হ'য়ে
যা'তে সেটা উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
নিষ্পন্ন হ'য়ে ওঠেই কি ওঠে ;
ফল কথা—
তুমি যা'ই কর,
ইষ্টার্থী উপচয়ী ক'রে
সবগুলিকে নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে হবে—
এমনতরভাবেই তোমার বিবেচনা, বিচার,
সন্ধিৎসা, পরিবীক্ষণা

ও কর্ম্মানুচর্য্যাকে
হৃদ্য অনুদীপনায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
যা'তে শীঘ্র সুসার হ'য়ে
যা'-কিছু বাস্তবে শুভদ হ'য়ে ওঠে,
উপচয়ী হ'য়ে ওঠে,
তাই ক'রে চল,
এলোধাবাড়ি করা
কখনও সঙ্গতিশীল নিষ্পন্নতায় উপচয়ী হ'য়ে
বাস্তব বিনায়নে
তোমাকে আত্মপ্রসাদে অভিনন্দিত ক'রে তুলবে না,
তাই, কোন কাজ ধরতে গেলেই
এগুলিকে বেশ ক'রে বোধে বিনায়িত ক'রে
উপস্থিত বুদ্ধিতে অভিধায়িত ক'রে
সার্থক উপচয়ে
সঙ্গতি-সজ্জায় সুনিয়ন্ত্রিত সংগঠনে
সংগঠিত ক'রে তোল—
বাস্তব-ফলপ্রসূ ক'রে ;
এতে তোমার অন্তর্নিহিত আত্মিক-সম্বেগ,
চেতন-অনুদীপনা,
ও দৈহিক সংহতি অন্বিত হ'য়ে
তোমাকে দক্ষ-কুশল ক'রে তুলবে—
সুকেন্দ্রিক অচ্যুত অন্বয়ী অনুনয়নায়,—
তৃপ্তি লাভ করবে,
অন্যেও পরিতৃপ্ত হবে ;
ঈশ্বরই আত্মিক-সম্বেগ,
ঈশ্বরই বোধি-মর্ম্ম,
ঈশ্বরই দৈহিক বিকাশ,

এর সুসঙ্গত অন্বিত গঠন-বৈচিত্র্যের ভিতর-দিয়েই
তাঁ'র বিকাশ-ভঙ্গী,
ঈশ্বরই পরম-বিকাশ। ১৬৮।

প্রবৃত্তির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে
আসক্ত বা আকৃষ্ট হ'য়ে,
সঙ্কীর্ণতার পরিচর্য্যায়
নিজেকে নিবদ্ধ ক'রে
যা' শুভ, যা' সম্বর্দ্ধনী
যা' অস্তি-বৃদ্ধির হোম-আহুতি—
এমনতর বৈধী বর্ত্তনা হ'তে
কিছুতেই তোমরা বিরত থেকো না—
শুভ-সন্দীপনার স্বর্ণ-জ্যোতিঃকে
অবহেলা ক'রে;
সার্থক হও,
সন্দীপ্ত হও,
সমুন্নত হও,
যোগ্য হ'য়ে ওঠ,
পরাক্রমী হ'য়ে ওঠ—
অধিগতির অর্থান্বিত বিপুল ব্যঞ্জনায়
ব্যক্তিত্বকে প্রাণন-প্রদীপ্ত বিবর্ত্তন-লাস্যে
উচ্ছল ক'রে;
ঈশ্বর বহু বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন হ'য়েও
এক — অদ্বিতীয়,
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনার আত্মিক-সম্বেগ,
ঈশ্বরই অর্থ-সঙ্গতি,
ঈশ্বরই বোধি-সত্ত্ব,

ঈশ্বরই আত্মা,
ঈশ্বরই প্রকৃতির পূরণ-প্রভা। ১৬৯।

ঈশ্বরের কাছে
বা ঈশ্বর-প্রেরিত বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমের কাছে
মহৎ বা শ্রেয়-সন্নিকটে
প্রার্থনা করতে পার,
আর, প্রার্থনা মানেই হ'চ্ছে
তদনুগ নিয়মনে
চাহিদানুপাতিক চলনে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা;
আবার, তুমি আশীর্ব্বাদও ভিক্ষা করতে পার,
আর, আশীর্ব্বাদ-ভিক্ষা মানেই হ'চ্ছে
যে-বিষয়ে আশীর্ব্বাদ চা'চ্ছ
তা' নিষ্পন্ন করবার অনুশাসন-বাক্য
বা বিধি ভিক্ষা করা;
কিন্তু চাহিদালুব্ধ, অলস-কর্ম্মা
তথাকথিত নির্ভরশীল হ'য়ে,
'তোমার অমুকটা হো'ক
বা অমুকটা পাও'—
এমনতর নিদেশ বা অনুজ্ঞা ভিক্ষা করতে যেও না,
বা কথার কারসাজিতে
ঈশ্বর বা ইষ্টকে প্রলুব্ধ ক'রে
অলস নিষ্ক্রিয় হ'য়েও
কাজ হাঁসিল করবার ভাঁওতা নিয়ে

তাঁ'র কাছে উপস্থিত হ'য়ো না,
তোমার অন্তর্দীপ্তি বা অন্তর্দেবতা
তাঁ'রই অনুরাগরঞ্জনায় রঞ্জিত হ'য়ে
সুসঙ্গত সক্রিয় তৎপরতায়
তা' নিষ্পন্ন করুক ;
এই যথাবিহিত নিষ্পন্নতা-ক্ষরিত
সুনিয়মনী বোধি ও যোগ্যতাই কিন্তু
ঐ আশিস্-উৎসারিত তাঁ'রই অবদান,
যা' সুকেন্দ্রিক আত্ম-নিয়মনার ভিতর-দিয়ে
তোমার সক্রিয় সঙ্গতিশীল বিনায়নায়
নিষ্পন্নতায় কৃতার্থ হ'য়ে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলেছে তোমাকে ;
তুমি ইষ্টীতপা অনুচলন নিয়ে
অমনতরই ক'রে চ'লো,
জীবন সার্থক হ'য়ে উঠবে ;
বোধি ও শক্তির সমঞ্জস চলনে
বিন্যাস-বিভূতি লাভ ক'রে
তুমি সমর্থ হ'য়ে উঠবে,
নয়তো অলস চাহিদা,
লুব্ধ প্ররোচনা
তোমাকে যা' করবার তা'ই ক'রেই চলবে,
বঞ্চিত হবে তুমি ;
ঈশ্বর বা ইষ্ট-অনুধ্যায়িতা
জীবনের অন্তর্নিহিত বিবর্ত্তনী সম্বেগকে
উদ্দীপ্ত ক'রে
সক্রিয় অনুদীপনায় নিষ্পন্নতায় প্রবুদ্ধ ক'রে
হওয়া বা পাওয়ায় প্রবর্ত্তিত ক'রে তোলে ;

ঈশ্বরই অন্তর্দেবতা,
ঈশ্বরই যোগাবেগ,
ঈশ্বরই শক্তি,
ঈশ্বরই সামর্থ্য,
ঈশ্বরই ধারক,
ঈশ্বরই পালক,
ঈশ্বরই নিষ্পন্ন-প্রতিভা। ১৭০।

যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
শ্রদ্ধোষিত সুনিষ্ঠ আনতিপ্রবণ অনুদীপনা নিয়ে
তত্ত্বপা আত্মবিনায়নী তাৎপর্য্যে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
বিনায়নী সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
তদর্থেই নিজেকে স্বার্থান্বিত ক'রে
তদনুগ পন্থায়
জীব-কল্যাণ-আরতি-সম্পন্ন হ'য়ে
শুভ-সংহতি-সম্পাদনায় জীয়ন্ত মূর্ত্তি হ'য়ে
অস্তিবৃদ্ধির অনুচর্য্যায়
নিজের জীবনকে তদভিজীবী ক'রে
জীবন-অভিযানকে
উচ্ছল-সম্বেগী ক'রে তুলেছেন—
ইষ্টার্থ-প্রব্রজ্যার অনুপ্রেরণায়,
অসৎ-নিরোধী বজ্র-নির্ঘোষে,—
তাই-ই যাঁ'র জীবন-উৎসৃজনী ইষ্টার্ঘ্য,
জীবনের পূজা-প্রদীপনা,
গণ-পালী জীবন-বিকিরণা,—
তিনিই এই দুনিয়ার বুকে গণপতি

অর্থাৎ গণপাল,
তিনিই গণ-দেবতা, গণেশ,
গণের ধারয়িতা, পালয়িতা,
তিনিই প্রকৃত নেতা,
তিনিই মানুষের জীবনের কল্যাণ-আহ্বান,
তিনিই জীবন-বর্দ্ধনী উদাত্ত বাণী,
তিনিই অস্তি-বৃদ্ধির অনুচর্য্যা-নিরত
প্রেরণাপ্রবুদ্ধ যোগ-বাণী ;
আবার, ঐ পুরুষোত্তম ইষ্টদেবতায়
অচ্যুত আনতি-দীপনা নিয়ে
তাঁ'রই নিদেশ-বাণী বহন ক'রে
তাঁ'রই ভরণ-পোষণের ধান্ধায় লাগোয়া থেকে
জীবকল্যাণ-অনুধ্যায়ী অনুচর্য্যায়
আত্মনিয়োগ-নিরত হ'য়ে
তন্নিয়মনে আত্মনিয়োগ ক'রে
জীব-জীবনকে কল্যাণ-অনুপ্রেরণায়
বর্দ্ধন-বিবর্ত্তনে পরিচালন-প্রয়াসী হ'য়ে
যাঁ'রা নিজের জীবনে ঐ জীবিকাকেই
আজীব ক'রে তুলেছেন—
অশিব-যমনী-তৎপর সন্ধিৎসায়,—
তাঁ'রাই ঋত্বিক্,
তাঁ'রাই পুরোহিত—
গণ-বর্দ্ধনার অগ্রদূত ;
এরা প্রত্যেকেই লোক-পাল্য,
গণ যদি এদের
জীবন-চর্য্যার ভার বহন না করে—
স্বতঃ-স্বচ্ছন্দ অবদান-মুখর অনুপ্রাণনায়,—

ঐ কল্যাণবাহী স্বর্গদূত
জীর্ণ-বিক্ষোভে
স্বচ্ছন্দতায় বঞ্চিত হ'য়ে
দুর্ব্বল শ্লথ হ'য়ে ওঠেন,
ফলে, গণ-আত্মার পরিচর্য্যা সংক্ষুব্ধ হ'য়ে
গণ-জীবনও ক্ষোভান্বিত হ'য়ে ওঠে,
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে,
বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠে—
বোধ-বিনায়নী বিন্যাসকে ব্যাহত ক'রে,
ব্যতিক্রমকে অবলম্বন ক'রে,—
নষ্ট অর্থাৎ নাশ প্রেতনৃত্যে
স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতার দৃঢ়-প্রাচীর সৃষ্টি ক'রে
পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে,
নৃশংস লোপ-লোলুপ লেলিহান লুব্ধতা
ইতস্ততঃ বিচরণ ক'রেই চলতে থাকে
তখন থেকে ;
তাই, এই কল্যাণ-বাহী স্বর্গদূতদিগের
জীবন-পরিচর্য্যায়
কেউ যেন বিরত না হয়,
বিক্ষোভকে কিছুতেই কেউ যেন আবাহন না করে,
অবজ্ঞার ভ্রূকুটী-পরিহাসে
কেউ যেন এদিগকে বিদায় না করে ;
তাই, গণ-জীবনের মর্ম্মোচ্ছ্বাস
গায়ত্রী-কণ্ঠে ব'লে উঠুক—
'আমাদের জৈবী-জীবনের অন্তরতম মর্ম্ম-আসনে
তোমরা অধিষ্ঠিত হও,
আমাদের অনুচর্য্যা তোমাদিগকে তৃপ্ত করুক,

নন্দিত করুক,
পুষ্ট করুক,
বর্দ্ধনার উদ্গায়ত্রী-মন্ত্রে পরিপ্লুত থাক তোমরা,
তোমরা সার্থক হও,
আমরা ধন্য হই,
বর্দ্ধনার আরতি-আলিঙ্গনে
সোহাগ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠি আমরা,
আমাদের নিয়ে
তোমাদের যোগ্যতাও
সার্থকতায় সুমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক ';
আবার, এরা যদি চাকুরীজীবী হ'য়ে
কিম্বা রাজকোষ হ'তে অর্থগ্রহণ ক'রে
নিজের জীবিকা পরিপালন করে—
তা'তে এদের পাতিত্যই সংঘটিত হ'য়ে ওঠে,
সত্তার সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থী অনুদীপনা
ব্যাহত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, এদের পক্ষে তা' পাপের,
তাই, গণজীবনের অর্ঘ্য-অবদান
এদের পক্ষে পূত-জীবিকা ;
এদের পরিপালন
প্রত্যেক মানুষের পক্ষে
পুণ্য-পরিপালন ;
কিন্তু এরা যখনই
ঐ পুরুষোত্তম-অনুবেদনা হারিয়ে ফেলে
নিষ্ঠাকে চ্যুতি-বিহ্বল ক'রে তোলে,
ইষ্টার্থকে অবজ্ঞা করে,

প্রবৃত্তি-সত্তার অনুপোষক হ'য়ে
স্বার্থান্ধ তৎপরতায়
ইষ্টার্থকেই অপহরণ করে,
ঈশ্বর-আশীর্ব্বাদকে ব্যাহত ক'রে
শাতনের অনুশাসন-অভিশাপ-গ্রস্ত হ'য়ে চলে,
তখনই তা'রা আর পুণ্যমূর্ত্তি থাকে না,
পুণ্যের বনামে পাপ-মূর্ত্তি হ'য়ে ওঠে,
বর্দ্ধনার ক্রমকে ব্যতিক্রমে বিক্ষুব্ধ ক'রে
ব্যাহতিকেই আমন্ত্রণ ক'রে চলে,
সুর-দীপনার ছদ্মবেশে
অসুর-প্রবৃত্তির অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়েই চলে,
তখনও তা'দিগকে পরিপালন করার মানেই হ'চ্ছে
পাপ্ পরিপালন করা ;
যদি অমনতর কেউ থাকে,
আর, গণজীবন তদনুধ্যায়িতা নিয়ে
তা'রই পরিপালন ক'রে চলে,
সে হবে তখন মরণের পরম সাথীয়া,
ঐ অনুচর্য্যা-নিরত গণদীপনাই হ'য়ে উঠবে
অবলোপের অভিযাত্রী ;
তাই সাবধান !
ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়িতা,
ইষ্টার্থ-পরিসেবন,
ইষ্টানুগ চলন,—
এই যেন তোমাদের জীবনে
দিগ্-দর্শনী ধ্রুবতারা হ'য়ে ওঠে,
ঠকবে কমই,
আর, ঠকলেও

তা'কে সংশুদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে সহজেই ;
ঈশ্বর কল্যাণ-স্বরূপ,
ঈশ্বরই শুভ-ব্যক্তিত্ব,
ঈশ্বরই সদনুদীপনা,
ঈশ্বরই অসৎ-নিরোধী আত্মিক-সম্বেগ। ১৭১।

দক্ষতা কথার মানেই হ'চ্ছে
বৃদ্ধির পথে গতিবেগ,
ত্বরিত-চলন,
আর, একে যা' ব্যাহত করে
তা'কে নিরোধ করা, হিংসা করা,
অপসৃত করা ;
এই দক্ষ হবার উৎসুকী-আবেগ থেকেই আসে
দীক্ষার প্রয়োজন,
আর, দীক্ষা মানেই হ'চ্ছে
কেন্দ্রানুগ অনুধ্যায়িতা নিয়ে
আচরণসিদ্ধ দক্ষ সৎ-আচার্য্যের কাছে
ঐ দক্ষ হবার তুক-গ্রহণ,
মন্ত্র-গ্রহণ,
তা'রই উপদেশ ও নিয়ম-গ্রহণ ;
দক্ষ ও ক্ষম হ'তে গেলে
ঐ কেন্দ্রানুগ অনুরাগ-নিবন্ধনায়
নিজেকে নিবদ্ধ ক'রে তুলতেই হবে,
নচেৎ, বিকেন্দ্রিকতায় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
ক্ষামত্বে আত্মবিলয় অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে ;
আবার, ঐ দীক্ষা যা'তে দক্ষ হ'য়ে ওঠে,
তদনুবেদনী অনুশীলনাই হ'চ্ছে দক্ষিণা,

যা'র অনুষ্ঠান থেকেই আসে
তদনুগ অনুনয়নী আবেগের সক্রিয় সন্দীপনা,
দক্ষতার প্রাথমিক প্রেরণা ;
তাই, দীক্ষা নিয়ে
আত্মপ্রসাদী অনুবেদনায়—
যা' হ'তে দীক্ষা নিচ্ছ,
তাঁ'র প্রতি যে আনতি-অবদান-অর্ঘ্য
তাই-ই দক্ষিণা,
কারণ, ঐ দক্ষিণাই
সেই চলন-সঞ্চারিণী আচরণ,
যা'র ভিতর-দিয়ে
এই দক্ষতার সম্বেগ
ক্রম-অনুশীলনে জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে—
অবদান-অর্ঘ্য-তৎপরতায়,
আত্ম-নিয়মনী অনুশাসন-অনুধ্যায়ী চলনার ভিতর-দিয়ে ;
তাই, এর ভূমিই হ'চ্ছে দাক্ষিণ্য,
অর্থাৎ ইষ্টানুকূল সৌজন্য
ও ঔদার্য্যপূর্ণ সরল অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
বর্দ্ধন-সম্বেগী অনুদীপনায়
উৎসর্গ-অবদানে নিজেকে
যোগ্য ক'রে তোলা,
তৎপর ক'রে তোলা,
বিনায়িত ক'রে তোলা,—
বাস্তব সক্রিয়-সন্দীপনী তৎপরতায় ;
এই দাক্ষিণ্য-দক্ষিণায়
নিরত না হ'য়ে

যে যেমন বিরত,
তা'র গতিবেগও তেমনি মন্থর বা বিরত ;
তাই, যদি দক্ষই হ'তে চাও,
তোমার জীবনে দীক্ষাকে সার্থক ক'রে তোল—
সক্রিয় অনুশীলন-তৎপরতায়,
দৈনন্দিন আত্মনিয়মন-অবদান-দক্ষিণায়,
দাক্ষিণ্যের হোম-হবিঃ প্রক্ষিপ্ত ক'রে,—
সিদ্ধি স্বাগতম্-অভিনন্দনায়
তোমাদের সার্থক ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বরই দক্ষ-সম্বেগ,
ঈশ্বরই বিধি-বিস্রোতা নিয়মন-অনুশাসন,
ঈশ্বরই সঙ্গতি,
ঈশ্বরই সিদ্ধি,
ঈশ্বরই পরম সিদ্ধিদাতা। ১৭২।

তোমার পূর্ব্ব-অনুবন্ধ যতক্ষণ না
পরবর্ত্তীতে সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত হ'য়ে উঠছে,—
পরবর্ত্তীতে সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠায়ও
তেমনি ততটুকু
ফাঁক সৃষ্টি ক'রেই চ'লেছে তা' ;
আবার, যখনই ঐ সঙ্গতি
সার্থক অন্বয়ে
সর্ব্বতঃপূরণী হ'য়ে
আরোতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তোমার বোধ-বিনায়নী মর্ম্মে
সমাধান-সমাবেশ নিয়ে

সুদীপ্ত হ'য়ে উঠবে,
তখনই স্বতঃ-সন্দীপনায়
তুমি উৎসর্গীকৃত হ'য়ে উঠবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব বিনীত হ'য়ে উঠবে—
তাঁ'তেই,
অর্থাৎ ঐ পরবর্ত্তীতেই,
যিনি কিনা ঐ পূর্ব্বতনেরই
আরোতর পরিণতি,
তাই, তুমি আরো ক'রে তাঁ'রই হবে,
তোমার স্বভাবও সেই বিভবেই
বিভূতি লাভ ক'রবে। ১৭৩।

শান্তি সবাই চায়,
হয়তো তুমিও চাও,
তাই, আগে বুঝে নাও—
কী ক'রে শান্তি আয়ত্ত ক'রতে পার,
শান্তি সহজ হ'য়ে ওঠে তোমার অন্তরে,
আর, করও তেমনি ;
মনে রেখো গীতার সেই মহাবাণী—
"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য
ন চাযুক্তস্য ভাবনা,
ন চাভাবয়তঃ শান্তিঃ,
অশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ?"
এই শান্তির মুখ্য ভূমিই হ'চ্ছে—
ঈশ্বর ও ইষ্ট-প্রণিধান,
আর, প্রণিধান মানেই হচ্ছে
সর্ব্বতঃসক্রিয় নিশ্চয়ীভাবে

তাঁ'কে ধারণ করা,
তাঁ'কে ধারণ ক'রে
তাঁ'রই প্রীণন-পরিচর্য্যায়
সক্রিয় তৎপরতায়
আত্মনিয়মন করা,
এই সক্রিয়, অনুধ্যায়ী আত্মনিয়মনের ভিতর-দিয়ে
আসে প্রবৃত্তিগুলির
বিচ্ছিন্ন ছন্ন-চলনার উপশম,
আর, আত্মবীক্ষণী আলোচনার ভিতর-দিয়ে
আত্মবিনায়নী উদ্দীপনী সম্বেগে
আসে তা'র নিবৃত্তি,
অর্থাৎ, প্রবৃত্তিগুলি আর অমনতর ছন্ন-চলনায়
চলন্ত হ'য়ে চলে না,
সেগুলি ইষ্টার্থ-পরিবেদনায়
সুসঙ্গত ও সার্থক অন্বয়ে চলতেই
তৎপর হ'য়ে ওঠে;
তা'র ফলে আসে কল্যাণ,
আসে মঙ্গল,
আসে সুখ,
আসে শমত্ব-ভাব,
আর, এই শমত্বভাবই শান্তি;
এই শমত্ব সুকেন্দ্রিক তৎস্বার্থী অনুধ্যায়িতা নিয়ে
যতই প্রতিষ্ঠিত হবে—
সক্রিয় দক্ষকুশল দক্ষিণায়,
অচ্যুত নিষ্ঠায়,—
বোধিমর্ম্মও সুসঙ্গত-অন্বয়ী সমাবেশে
ততই জীয়ন্ত ও খরপ্রভ হ'য়ে উঠবে,

তোমার জীবন-অভিযানও তেমনি
খর-দীপনায় উদ্ভাসিত হ'য়ে চলতে থাকবে,
তুমি হ'য়ে উঠবে একটা মূর্ত্ত কল্যাণ
বা শুভের অভিব্যক্তি,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুপ্রেরণী অনুদীপনা,
শুভ-সন্দীপনী বিবর্ত্তনা,
অস্তি-বৃদ্ধির যাগদীপ্ত অংশুপ্রভা;
শান্তি মানে নিথর হওয়া নয়কো,
কাঠ-পাথরের মতন
অনুবেদনাবিহীন প্রেরণাবিরত
ব্যক্তমূর্ত্তি হওয়া নয়কো,
বরং অস্তিবৃদ্ধির জাজ্বল্যমান হোমদীপনার
অনুপ্রেরণী বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ জীবন-উদ্গাতা—
সহজ-বিনায়িত বিনীত সংশ্রয়ী উত্তম-পুরুষে
সক্রিয়ভাবে অনুরক্ত হ'য়ে শমত্ব লাভ করা,
তাই, তা' ঝঞ্ঝায় দামিনীর খরপ্রভা,
তমসায় মেরুজ্যোতিঃ;

তুমি সর্ব্বতোভাবে
সর্ব্বতঃ সক্রিয়তায়
নিশ্চয়ী নিষ্ঠায়
ইষ্টীতপা হ'য়ে ওঠ,
তোমার ঐ ইষ্ট-অনুধ্যায়িতা
চরিত্রে বিকীর্ণ হ'য়ে
পরিস্থিতি ও পরিবেশে বিভা বিকিরণ করুক;
তোমার অস্তিত্ব নন্দনলাস্যে
মানুষকে শান্তি-বিভায়
বিভান্বিত ক'রে তুলুক,

অস্তি-বৃদ্ধিকে স্বস্তি-নিয়মনায়
অনন্তস্পর্শী ক'রে তুলুক,
নিজে প্রসাদ লাভ কর,
প্রসাদ-বিভবে অন্যকেও
বিভূতিবান ক'রে তোল ;
ঈশ্বর পরম বিভু,
ঈশ্বরই অস্তি-বৃদ্ধির বিবর্ত্তনী সত্তা,
ঈশ্বরই শমত্ব,
ঈশ্বরই শান্তি। ১৭৪।

তোমার ইষ্টার্থ-পরায়ণ সম্বেগ
যেন অলস না হয় কখনও,
সক্রিয় তৎপরতা নিয়ে
উদাত্ত উদয়নী আগ্রহেই
চলতে থাকে যেন,
যাই কর, যেখানেই থাক,
যে-ভাবেই ভাবান্বিত হও না কেন,
তা' যেন ইষ্টার্থ-সম্বেগী হয়,
যত পার হামেশাই
ঐ ইষ্ট-বেদীমূলে
উপস্থিত হ'য়োই কি হ'য়ো—
তা' যেমন ক'রেই পার,
আর, এর পুনরাবৃত্তির সম্ভাব্যতা যত দ্রুত হয়,
তাই-ই ভাল ;
এর ফলে, তোমার আগ্রহ, বোধসঙ্গতি.
রাগদীপনী ভজনাবেগ প্রবর্দ্ধিত হ'য়ে
তোমাকে ত্রুটিশূন্য করতে

ত্রুটি করবে না—
স্থসঙ্গত নবীন ক্রম-ক্রমণায়,
তা' তোমার বোধসঙ্গতিকে
অনুপ্রেরিত ক'রে
কর্ম্মদীপনাকে সক্রিয় ক'রে তুলে,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে
পোষণ-পুষ্ট ক'রে
স্থসঙ্গত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ক'রে তুলবে তোমাকে,
অনেক আপদ্-বিপদ্ তোমার কাছে
ভোগ্য প্রমোদ-ক্রীড়নকের মতন হ'য়ে উঠবে,
সেগুলিকে অতিক্রম ক'রে
সার্থকতায় পৌঁছান
ও আত্মপ্রসাদ লাভ করা
তোমার খেলাধূলা হ'য়ে উঠবে ;
যতই ভক্তিমান হও,
ভজনশীল হও,
তা' যদি না কর,
তুমি বঞ্চিত হবে অনেকখানি,
আর, প্রবৃত্তি-অবষ্টব্ধ সে বঞ্চনা
তোমার জীবন-চলনাকেও
বঞ্চিত ক'রে তুলতে পারে,
অলস ইষ্টার্থ-পরিসেবা
যামঘোষেরই যামিনী-ঘোষণা ;
তাই বলি সাবধান !
স্থনিষ্ঠ অনুদীপনা নিয়ে
ক্রিয়মাণ তপশ্চর্য্যায় আত্মনিয়মন ক'রে
তাঁ'রই অভিসারে চলতে থাক ;

ঈশ্বরই অভিসারের
উপভোগ-উদ্দীপনা,
ঈশ্বরই যোগ্যতার ধাতা ও পাতা,
ঈশ্বরই জীবন-ধর্ম্ম। ১৭৫।

সুনিষ্ঠ ইষ্টার্থ-পরায়ণ হও,
ইষ্টার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
ঐ সক্রিয় স্বার্থ-অনুদীপনাই
তোমাকে ইষ্টতপা ক'রে তুলুক,
অর্থাৎ তোমার সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি
অনুরাগ-দীপনায় প্রদীপ্ত হ'য়ে
উপচয়ী ইষ্টার্থ-পরিসেবায়
নিয়োজিত হ'য়ে উঠুক,
এই নিয়োজনের সার্থক বিন্যাসে
বিন্যাসিত হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্ব
তোমার অন্তঃস্থ যোগাবেগ-নিবন্ধনে সম্বদ্ধ হ'য়ে
সুসংহত সার্থকতায় অন্বিত হ'য়ে উঠুক,
ঐ সুকেন্দ্রিক সক্রিয় ইষ্টার্থ-নিবদ্ধ ব্যক্তিত্ব
চরিত্রে প্রকাশ-প্রদীপ্ত হ'য়ে
আচরণে, বাক্যে, ব্যবহারে
অস্তি-বৃদ্ধির সুসংহত বিভা বিকিরণ ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বের মর্ম্ম-বিকশিত কিরণ-মালায়
পরিবেশকে আলোকিত ক'রে তুলুক,
এই বিকিরণী বিভাই হ'চ্ছে
লোকদীক্ষার দক্ষ প্রতিভা ;
তোমার সংস্পর্শে বা সংশ্রব-আয়তনে এলেই

ঐ মর্ম্ম-বিকিরণায় বিভান্বিত হ'য়ে
মানুষ অন্বিত হ'য়ে উঠবে তোমাতে—
একটা অন্বয়ী আবেগ নিয়ে,
আকুল শ্রদ্ধোষিত প্রীতি-উৎসারণায় ;
তুমি তোমার সেই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টে
সুনিষ্ঠ অনুবেদনায়,
তাঁ'রই বিকাশ-প্রতীক হ'য়ে
তাঁ'রই মন্ত্রে
তাঁ'রই দীক্ষায়,
মন্ত্রবীজ মানুষের অন্তরে রোপণ ক'রলে
তোমার অন্তর-অনুপ্রেরিত ইষ্টদীপনা
ইষ্টার্থী সুকেন্দ্রিক অনুচর্য্যাতপা হ'য়ে
শ্রদ্ধোষিত প্রীতি-অভিনিস্যন্দী তর্পণায়
তা'দের অন্তরেও
ঐ মন্ত্রবীজ অঙ্কুরিত ক'রে তুলতে পারে ;
এতে তা'রাও সার্থক হবে,
তুমিও সার্থক হবে,
যেমন এতটুকু একটা শিশিরবিন্দু
সবিতার উন্মুখ-অনুদীপনায়
তা'র মর্ম্ম হ'তে জ্যোতিঃ-বিকিরণ ক'রে থাকে,
তোমার ঐ অন্তর্নিহিত বিভা
তা'দের অন্তরেও তেমনি
ইষ্টবিভা বিকিরণ ক'রে
তোমার দীক্ষা ও দীক্ষিতকে
বিভান্বিত ক'রে তুলবে ;
আর, যতই তুমি অমনতর হ'য়ে উঠবে,

তোমার দীক্ষার উপযুক্ততাও
যোগ্যতার অভিসারে
গুরু-গৌরব-বিকিরণায়
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে ততই,
এই হ'চ্ছে মানুষকে দীক্ষিত করার
আত্মনিয়ন্ত্রণী ব্যক্তিত্ব-বিকাশী মানদণ্ড ;
এমনতর সুনিষ্ঠ সংহত
ইষ্টার্থপরায়ণ ব্যক্তিত্বই হ'চ্ছে
দীক্ষার প্রযোক্তা,
যেখানে এমন নেই,
তেমনতর অবিন্যাসী ব্যক্তিত্ব
দীক্ষা দেবার উপযুক্তই নয়,
তা'র দীক্ষা মানুষকে
বিভ্রান্ত, বিচ্ছিন্ন, বিমূঢ়ই ক'রে তোলে ;
ঈশ্বরই অস্তি-বৃদ্ধির আত্মিক সম্বেগ,
ঈশ্বরই বীজ,
ঈশ্বরই মন্ত্র,
ইষ্টার্থ-অন্বিত ব্যক্তিত্বই মন্ত্র-উদ্‌গাতা,
আর, ঐ মন্ত্রই আত্মিক অভিগমনের
অনুপ্রেরণা,—
বর্দ্ধনের বিবর্ত্তনী বিভা,
মন্ত্রের সার্থকতাই ঈশ্বর। ১৭৬।

তোমার ধরা, ভাবা, করা
সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়ী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সার্থক-অন্বয়ে
সত্তায় সঙ্গতি লাভ ক'রে

স্বতঃ-উৎসারিত আচরণে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
চরিত্রকে রঞ্জিত ক'রে তুলবে যেমন—
দক্ষ বোধি-কুশল বিন্যাসে,—
তোমার জীবন ফুটন্তও হবে তেমনি ;
কিন্তু ঐ ধরা, ভাবা বা করা
যদি সুকেন্দ্রিক না হ'য়ে
বিকেন্দ্রিক ব্যভিচার-পরায়ণ হয়—
তা' বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমে
ব্যর্থ ছন্নতার গঞ্জনায়
তোমাকে গঞ্জিত ক'রে তুলবেই,
তা'-ছাড়া ঐ ছন্ন বোধি
উচ্ছন্ন অধিগমনে
বিদাহী দক্ষ-অনুপ্রেরণায়
ঘূর্ণি-বাত্যার মতন
তোমাকে কোথায় নিয়ে কেমনতর করবে,
তা' অননুমেয় ;
ঈশ্বর সার্থক সঙ্গতির অভিজ্ঞান—
মূর্ত্ত-দীপনা। ১৭৭।

অসৎ যা',
অসুষ্ঠু যা',
অস্তি-বৃদ্ধির অন্তরায় যা',
দৃশ্যতঃ সৎ হ'য়েও
ভবিষ্যতের পক্ষে বিষাক্ত অকল্যাণপ্রসূ যা',
বৈশিষ্ট্য-সংঘাতী জাঁকজমকশীল যা',
তা' লাখ সাধু আখ্যায়
আখ্যায়িত হো'ক না কেন,

সেদিকে আনত হ'তে যেও না কিছুতেই,
এমন-কি, সমর্থনী সমালোচনাও
ক'রো না তা'র ;
তোমার অসৎ-নিরোধী পরাক্রম
খিন্নই হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃ তা'তে,
তুমি আদর্শহীন ব্যক্তিত্বহারা
কুৎসিত সংক্রমণ-বাহী হ'য়ে চলবে ;
বরং দৃশ্যতঃ অসৎ হ'লেও
ভবিষ্যৎ যা'র শুভ-সন্দীপী,
আনত অভিবাদনে
তা'র ধন্যবাদ-মুখর হ'য়ো,
কিন্তু মানুষের অস্তি-বৃদ্ধিতে
যা' সংঘাত হানে
এমনতর অসতের প্রশ্রয়ী হ'তে যেও না,
ঈশ্বরই সৎ,
ঈশ্বরই চিৎ,
ঈশ্বরই আনন্দ,
ঈশ্বরই শুভদ যা'-কিছুরই সৎ-সন্দীপনা। ১৭৮।

তোমরা ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ঐ ইষ্ট
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
অনুকম্পী অনুবেদনা-প্রভ
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যেন হন ;
ঐ ইষ্টার্থপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
তোমরা প্রত্যেকে
তদর্থ-অনুধ্যায়ী স্বার্থ নিয়ে

তোমাদের সত্তাসঙ্গত প্রবৃত্তিগুলিকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তদর্থে অন্বিত ক'রে তোল ;
এই আত্মানুবীক্ষণাকে
এই আত্মবিনায়নাকে
কখনই ত্যাগ ক'রো না,
বাক্যে, ব্যবহারে, চাল-চলনে,
এক-কথায়, তোমাদের চরিত্রে
ঐ বিনায়িত শ্রদ্ধোষিত
ইষ্টার্থপ্রাণ প্রীতি-অনুদীপনা
দীপনোচ্ছল বিকিরণা নিয়ে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক,
এমনি তৎপর হ'য়ে
তোমরা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গুচ্ছে বিন্যস্ত হ'য়ে
তুনিয়ায় সবার ভিতরে ছিটিয়ে পড় ;
ধনিক, শ্রমিক
যা'র যেমন বৈশিষ্ট্য
তদনুপাতিক উচ্ছল প্রেরণাপ্রবুদ্ধ ক'রে—
সবাইকেই শ্রমকুশল অনুদীপনায়
শ্রমসুখপ্রিয় ক'রে তোল,
নজর রেখো—
সবাই যেন সবার স্বার্থ হ'য়ে পড়ে,
প্রত্যেকে যেন ঐ সুকর্ম্মা-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
বুঝতে পারে—
তা'র স্বার্থ সবাই,
আর, সবার স্বার্থকে
ইষ্টার্থ-অনুপ্রাণনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে

সবাইকেই উন্নত-অভিযান-মত্ততায়
সলীল ক'রে তোল,
প্রত্যেকেই যেন
তোমাদেরই স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
সবাই যেন বুঝতে পারে
তোমরা তা'দের প্রত্যেকেরই স্বার্থ,
এমনি ক'রেই
প্রত্যেককে যোগ্যতায় উচ্ছল ক'রে তোল,
প্রত্যেকেই যেন যোগ্যতার জীবন-প্রবাহ হয়,
এমনতর ক'রে প্রত্যেককেই,
প্রত্যেক পরিবারকেই,
প্রত্যেক পরিবেশকেই,
উচ্ছল-বিভবে বিভবান্বিত ক'রে তোল,
তা'দের বৈশিষ্ট্যমাফিক
প্রতিপ্রত্যেকের উৎপাদন যেন
এমন বিপুল ও প্রচুর হ'য়ে ওঠে,
যা'তে ঐ প্রাচুর্য্যের প্রভাবই
তাদের অন্তরগুলিকে সঙ্কীর্ণ হ'তে না দেয়,
মিতব্যয়ী সংযমী ক'রে তোল,
প্রভুত ইষ্টার্থ-অনুসেবী
সুবিন্যস্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ক'রে তোল ;
তা'রা প্রত্যেকেই যেন বুঝতে পারে
এই বিভব তা'দের সত্তা নয়কো,
অস্তি-বৃদ্ধির অনুসেবাই তা'দের ধর্ম্ম—
সুকেন্দ্রিক ইষ্টীতপা অনুবেদনা নিয়ে ;
আর, ইষ্ট মানেই হ'চ্ছে—
এমনতর একজন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ

শুভ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ
যে-মানুষ প্রত্যেক অন্তরের জীবন-প্রদীপ ;
তাঁ'র সার্থকতাই
তা'দের যেন জীবনস্বার্থ হ'য়ে ওঠে—
অস্তি-বৃদ্ধির মহান অভিযান নিয়ে,
ঈশ্বরে আত্মনিবেদন-যাগ-তৎপরতায়,
আর, তোমরা যেন অনুভব করতে পার—
তা'দের সব্যষ্টি সামগ্রিক উন্নতি-অভিযানই হ'চ্ছে
তোমাদের আত্ম-বিনায়নী ধৃতির
উৎসারণী অনুস্মৃতি ;
তোমরা ঐ স্মৃতি-বিনায়িত ব্যক্তিত্ব নিয়ে
তোমাদের অস্তি-বৃদ্ধিকে অমনি ক'রেই
তোমাদের ইষ্টে
তোমাদের ঈশ্বরে
উদ্ভাসিত স্বস্তি-অভিনন্দনায়
আত্মোৎসর্গ ক'রে
যা'তে ধন্য হ'য়ে উঠতে পার—
জীবনকে এমনই কলস্রোতা ক'রে পরিচালিত কর ;
তোমাদের অনুচর্য্যায়
প্রত্যেকটি উদ্‌গত জীবন
যা'রা নন্দনাপ্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে
তোমাদের অন্তর্দীপনী আকূতি-সম্বেগে
সুনিবদ্ধ থেকে,
তা'রাও যেন ঐ উৎসর্জ্জনায়
নিজের জীবনকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে—
স্বস্তির প্রস্বস্ত সামগানে,
উদ্গাতার গীতগম্ভীর উন্মাদনা নিয়ে ;

এমনি ক'রেই তোমরা সবাই
আপূরিত হ'য়ে ওঠ,
আপোষিত হ'য়ে ওঠ,
সুসংরক্ষিত হ'য়ে ওঠ;
ঈশ্বর সবারই পূরণ-দীপনা,
সবারই পোষণ-প্রসিদ্ধি,
সবারই সংরক্ষণী সম্বেদনা,
সুসংহত শক্তি-উচ্ছল সামসঙ্গীত,
পরাক্রমের পরম প্রব্রজ্যা। ১৭৯।

যেখানে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রিয়পরম প্রেরিত-পুরুষোত্তম
মানুষের ধর্ম্মযন্তা হ'য়ে
জীয়ন্ত বিগ্রহ হ'য়ে অবতীর্ণ হ'য়ে ওঠেন,
তিনিই ঈশ্বরের সাকার মূর্ত্তি,
তিনিই ধর্ম্ম,
তিনিই মানুষের কৃষ্টি-অনুপ্রেরক,
তিনিই মানুষের অর্থ,
তিনিই মানুষের কামনা,
তিনিই মোক্ষের প্রদীপ্ত প্রতীক,
তিনিই জগতের আলো;
তিনি কোন সম্প্রদায়-নিবদ্ধ থাকেন না,
বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আসেন না,
বরং তাঁ'তেই আত্মনিবেদন ক'রে
প্রীত হ'য়ে ওঠেনি যে-সব সম্প্রদায়
সেইগুলিই অহংদীপ্ত, আত্মম্ভরিতায় নিমজ্জিত
সঙ্কীর্ণ-সংহতি,

এক-কথায়, যে সম্প্রদায়ে তিনি নাই,
ঈশ্বরের ঐ জীয়ন্ত নরবিগ্রহ যেখানে
উপাসিত হন না,
অনুচর্য্যাপুষ্ট হন না,
অনুদীপনী পরিক্রমায়
উদ্গতিশীল হ'য়ে ওঠেনি যা'রা,
সাম্প্রদায়িকতা আছে সেখানেই ;
তিনি লোকধাতা,
তাঁ'তে ধৃতিমান যাঁ'রা তাঁরাও লোক-উদ্ধাতা,
তা' তাঁ'রা সম্প্রদায়েরই হউন,
আর অসম্প্রদায়েরই হউন ;
ভ্রান্ত তা'রাই,
উদ্ধত আহাম্মক তা'রাই,
তাঁ'কে যা'রা সম্প্রদায়ভুক্ত ক'রে
গণ্ডীবদ্ধ ক'রে
প্রবৃত্তিতান্ত্রিক নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
একটা গণ্ডী সৃষ্টি করে ;
তাঁ'কে গণ্ডীবদ্ধ মনে ক'রে
তা'রাই যে অপোগণ্ড গণ্ডীতে নিবদ্ধ হয়,—
তা'দের অন্তর্নিহিত মূঢ় বোধির
অনুমেয়ও তা' নয়কো,
তাই, হতভাগ্য তা'রা,
ভাগ্যহীন, আত্মপ্রবঞ্চক, ক্লেদক্লিন্ন তা'রা ;
ঈশ্বর সর্ব্বাপূরক,
ঈশ্বর জীবন-উদ্ধাতা,
ঈশ্বর অমৃত-স্বরূপ। ১৮০ ।

যা'দের যত ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হ'য়ে ওঠেনি,
যা'রা জীবনে সুকেন্দ্রিক কেন্দ্রানুধ্যায়িতা নিয়ে
আত্মনিয়মনায়
বোধসঙ্গতি-বিভবে
বোধিমর্ম্মকে সুসংস্থ ক'রে তুলতে পারেনি,
যা'দের জীবন যেমন বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত,
ভোগলুব্ধ অনুবেদনাই যা'দের চালক হ'য়ে ওঠে,
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট ব্যক্তিত্ব নিয়ে
যা'রা তৎচলন-অনুদীপনায় চলৎশীল,
যা'দের আয়ুষ্কাল কম,
সত্তা-সংরক্ষণী অনুবেদনা
সুকেন্দ্রিক বিনায়নায় অন্বিত হ'য়ে
পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠেনি,—
এমনতর যে-কোন জীবই হো'ক না কেন,
তা'রা শিশ্নোদর-পরায়ণ প্রবৃত্তি-অবষ্টব্ধ হ'য়ে
দুনিয়ায় আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন-জাতীয়
উপভোগ-তৎপরতায়
যে-জীবনকে পরিচালিত করে,
তা'দের সন্তান-সন্ততিও তেমনতর হ'য়েই জন্মে,
আবার, তা'রা স্বাবলম্বী হ'য়ে ওঠে সত্বরই,
জীবনকে জীবন-দীপনায়
বোধিপ্রেক্ষায় বিন্যাসবিনায়িত ক'রে
স্ফুরিত করবার সংস্কার তা'দের জৈবী-সংস্থিতিতে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে কম;
যে-কোন জীবেরই হো'ক না কেন,
পুরুষ ও নারী পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক—
যেমনতর দেহে, মনেও তেমনি;

কিন্তু মানবেতর জীব যা'রা,
তা'দের বিশেষত্বই এই যে
তা'রা পিতা-মাতার উপর বেশী দিন
নির্ভরশীল না হ'য়ে
সহজেই স্বাবলম্বী হ'য়ে উঠতে পারে ;
কিন্তু মানব-শিশুর বেলায়
তা' হ'তে
অনেকখানি তফাৎই দেখতে পাওয়া যায়,
পিতা-মাতার অন্বিত চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
পালন-পোষণায় প্রদীপ্ত ক'রে তুলে
তা'দের বোধিবিন্যাসকে
বিনায়িত ক'রে তুলতে হয়—
অনুবেদনী কর্ম্ম-তৎপরতায় ;
নয়তো, তা'দের শরীর ও বোধিমর্ম্ম
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠে থাকে,
মানব হ'য়েও মানবেতর জীবের মতই
অনেকখানি বোধিহারা হ'য়ে পড়ে তা'রা,
তাই, ঐ পালন-পোষণার ভিতর-দিয়ে
পরিবেশের সংঘাত
ও আত্মিক বিনায়নী সঙ্গতিতে
বোধদীপনী তাৎপর্য্যে
তা'দিগকে
মনুষ্যত্বে স্ফুরিত ক'রে তুলতে হয় ;
তাই, সুসঙ্গত পারিবারিক জীবনেরও
প্রয়োজন হ'য়ে ওঠে—
ঐ শিশুর পালন-বর্দ্ধনী
পারিবেশিক উপকরণ-হিসাবে,

পারিবারিক জীবন ও পারিবারিক সংহতিও
তাই অতীব প্রয়োজনীয়,
এই অচ্যুত যোগনিবদ্ধতা
যেখানে যত ভঙ্গুর—
সন্তানের বোধিমর্ম্মও সেখানে তত
ফাটল-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
সঙ্গতিহারা বিভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে ;
আবার, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ-বিচ্ছিন্ন হ'লে
তা'দের জীবন যেমন ভঙ্গুর হ'য়ে ওঠে—
জাতকের বেলায় সেটা আরও তীব্র হ'য়ে ওঠে,
সেই জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদ
ব্যভিচারী অনুক্রমণে
মানব-শিশুর পক্ষে
সাংঘাতিক সর্ব্বনাশা হ'য়ে দাঁড়ায়,
আর, এতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সবাই
এমনতর বিকট বিকৃত চলৎশীল হ'য়ে চলে,
যা'র ফলে, সেই দেশ, সমাজ বা পরিবারকে
জন্তুশালা ব'লে আখ্যায়িত করলে
ভ্রান্তি কমই হবে ;
তাই সাবধান !
যদি ভাল চাও,
নিজেরাও ভাল থাকতে চাও,—
অমন সর্ব্বনাশা ব্যভিচার নিয়ে
জীবন-যাপন করা অপেক্ষা
গর্হিত আর কী আছে—
তা' বলাই কঠিন,
তা' করতে যেও না কখনও ;

নিজেরাও সুখী হও,
সন্তান-সন্ততিও শুভ-সন্দীপী জীবন নিয়ে
পরিস্ফুরিত হ'য়ে উঠুক—
ইষ্টার্থ-অনুবেদনী অনুকম্পার পরিস্রুতিতে
পবিত্র হ'য়ে;
ঈশ্বর অচ্যুত,
ঈশ্বরই জীবন ও যোগদীপনা। ১৮১।

ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে,
তা'র সপরিবেশ আবেষ্টনের
প্রতিপ্রত্যেকের পক্ষে,
বিজ্ঞানই বল, সাহিত্যই বল,
আর দর্শনই বল,
তা'র প্রয়োজন যত হো'ক বা না হো'ক,
নৈতিক নিয়মনে
ব্যক্তিত্ব-গঠনের প্রয়োজনীয়তাই বেশী,
এই প্রয়োজনীয়তার মূল কেন্দ্রই হ'চ্ছে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ জীয়ন্ত আদর্শ,
বা আদর্শের জীয়ন্ত প্রভাব,
যা' স্বস্থ, সাবলীল চলনে এখনও চলছে;
তাই, যত বিজ্ঞতাই অর্জ্জন কর না কেন,
শিল্পকলার পারদর্শিতার অভিযানে
যতই আন্দোলন সৃষ্টি কর না কেন,
প্রথমেই চাই আদর্শ,
ঐ আদর্শে অনুধ্যায়িতাপূর্ণ, আবেগ-সম্বুদ্ধ
আত্মবিনায়নী নৈতিক অনুশীলনী অনুচলন,
যা' সার্থক সঙ্গতিতে

আত্মনিয়মন-তৎপরতায়
ব্যক্তিত্বকে সংগঠিত ক'রে তোলে—
সত্তাপোষণী সংস্থিতিতে অটল রেখে,—
যা'র ফলে, প্রবৃত্তির লুব্ধ কলুষ হাতছানিতে
সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
কেউ কিছুতেই হেলাদোলা না খায় ;
যা' কর,
গোড়ার এ-টুকুতে নজর রেখে ক'রো,
নয়তো, কোন অনুশীলনাই
সার্থকতাকে আবাহন করতে পারবে না ;
ঈশ্বরই ব্যক্তিত্বের পরম কেন্দ্র,
ঈশ্বরই নৈতিক নিয়মনী ধাতা,
ঈশ্বরই পূর্ণতার পরম সম্বেগ। ১৮২।

যিনি তোমার প্রিয়পরম,
তোমার প্রভু যিনি,
তাঁ'র প্রতি যদি কেউ
অনুরাগ-সন্দীপ্ত, সৎ-দীপনী-অনুচর্য্যা-পরায়ণ,
উপচয়ী কর্ম্মকুশল,
স্মিতগম্ভীর সোহাগ-প্রদীপ্ত,
ভৃতি-প্রবণ, সুকর্ম্মা, স্বতঃ-দায়িত্বশীল হ'য়ে চলে,
তাঁ'র সর্ব্বতোমুখী স্বার্থই যা'র জীবন,
এক-কথায়, তঁৎ-তপই জীবন যা'র,—
এমনতর যা'কে যত দেখতে পাবে,
তা'রই সঙ্গ ক'রো,
সেই সঙ্গ-সংশ্রয় তোমাকে
অন্বয়-প্রদীপ্ত, আত্মনিয়মন-তৎপর ক'রে তুলবে,

তা'র সংশ্রবে তুমি স্বর্গসুখ উপভোগ করবে,
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
প্রিয়পরমে প্রীতি-উচ্ছল দ্যোতনাদীপ্ত হ'য়ে
বিভামণ্ডিত ক'রে তুলবে তোমাকে—
চাল-চলন, বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্রে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে পরিবেশে ;
অমনতর সঙ্গ যদি না পাও,
কিংবা বিরুদ্ধ পরিবেশে থাক—
তৎ-বিনায়ন-তৎপর না হ'য়ে,
তবে ঐ পরিবেশের পরিপন্থী প্রভাব
তোমাকে ঐ প্রিয়পরমের প্রতি
অনুচর্য্যা-অনুবেদনাহীন
অসঙ্গত প্রগল্‌ভ বা নির্ব্বাক্,
অথবা নিষ্কর্ম্মা প্রীতি-কথা-সর্ব্বস্ব
ভাবের ঘুঘু্ ক'রে তুলে
জাহান্নমের ভাবালু বর্ত্তনাকেই
মর্ম্মর-খচিত ক'রে তুলবে,
তাই, সাবধানে সঙ্গ-নির্ব্বাচন ক'রো,
ঈশ্বর সুসঙ্গত কর্ম্মস্রোতা জীবন-প্রসাধন,
সুকেন্দ্রিক যোগাবেগোচ্ছল
অনুক্রিয়তার ভিতর-দিয়েই
তিনি তপোদীপ্ত হ'য়ে ওঠেন। ১৮৩।

পুরুষ ও নারী উভয়েরই অন্তরে
যোগাবেগ উৎকীর্ণ হয়েই আছে,
এই যোগাবেগ
বিপরীতের প্রতি সহজ-সম্বেগশালী,

পুরুষের যোগাবেগ নারীতে
সহজ-উচ্ছল যেমন,
নারীর অন্তঃস্থিত যোগাবেগও
পুরুষে তেমনি সচ্ছল-সম্বেগী ;
পুরুষ-সম্বেগ স্থাস্নু, স্থিতিশীল,
নারী-সম্বেগ চরিষ্ণু, চলৎশীল,
সম্বর্দ্ধনাকে যদি স্থৈর্য্য-সম্বেগী করে তুলতে চাও,
স্থির-প্রদীপ্ত করে তুলতে চাও,—
তবে স্থাস্নু সুসন্দীপ্ত প্রিয়পরমে অনুধ্যায়িতা নিয়ে
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগকে
তাঁতেই নিবদ্ধ করে তোল ;
ঐ স্থাস্নু প্রিয়পরম-অনুগ আত্মনিয়মনে
নিজেকে বিভব-সন্দীপ্ত করে তোলার ভিতর দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্ব
সুসঙ্গত সার্থক অন্বয়ে প্রমিত হ'য়ে
পরিপুষ্টি লাভ করবে,
গৌরব-গরীয়ান হ'য়ে উঠবে ;
স্থাস্নুতে অনুপ্রেরিত করে তোলে না
এমনতর চরিষ্ণু যদি
তোমার জীবনে মুখ্য হ'য়ে ওঠে,
বিচ্ছিন্ন ছন্নতা
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে তোমাকে—
পৌরুষ-বিভব বা রজস্-বিভবকে ব্যাহত ক'রে ;
অমনতর অনুরাগ সাংঘাতিক হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে শ্লথ ক'রে
ক্লিন্নতার পঙ্কে নিপাতিত ক'রে ফেলবে—
এ অতিনিশ্চয় ;

চরিষ্ণু যা'
তা' দূর হতেই মনোরম,
নিকটে উল্লম্ফী আবর্ত্তন-সঙ্কুল,—
যদি সে স্বাস্থ্-অনুপ্রাণনায়
আত্মনিয়মনতৎপর না হ'য়ে
ছিন্না স্বৈরিণীর মত
বিচ্ছিন্ন অনুধ্যায়িতা নিয়ে চলে ;
পূরয়মাণ স্বাস্থ্ যা'—
তাঁ'র অনুচর্য্যানিরত নৈকট্য
সত্তাপোষণ-বর্দ্ধনী,
স্বস্তি-বিনায়ক,
স্বধার সামমন্ত্র,
বিবর্ত্তনের স্থিতিসঙ্কুল
ধৈর্য্যদীপনী সংগঠন-সম্প্রেরক ;
ঈশ্বরই পরম পুরুষ,
ঈশ্বরই বর্দ্ধনার হোতা,
ঈশ্বরই পরম স্বাস্থ্—বশী। ১৮৪।

তুমি যদি ঈশ্বরকে স্বীকার না কর,
ঈশ্বরনিষ্ঠ না হও—
স্বকেন্দ্রিক সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুধ্যায়িতা নিয়ে,—
তোমার বিবর্ত্তনী বর্দ্ধনা ব্যাহত হ'য়ে
বিকৃত বর্ত্তনায় চলৎশীল হ'য়ে চলবে ;
আর, ঈশ্বরের সাকার প্রেরণাই হ'চ্ছে—
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তম,
তিনিই আদর্শ,

তিনিই ইষ্ট,
তিনিই জগতের জীয়ন্ত আলো,
তুমি যদি ঐ ইষ্ট বা আদর্শ-পরায়ণ না হও,
ইষ্টীতপা হ'য়ে না চল,
আত্মবিনায়নী তৎপরতা
তোমাকে বিদ্রূপই ক'রে চলবে,

ব্যক্তিত্ব
সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে না,
যোগ্যতা
সুকেন্দ্রিকতায় বিন্যাসিত হ'য়ে
তোমাকে পটু ক'রে তুলবে না,
সঙ্গতিহারা বিচ্ছিন্নতায়
অজ্ঞ সবজান্তা হ'য়ে
চলা ছাড়া পথই থাকবে না,
জানাগুলি সঙ্গতি নিয়ে
বহুদর্শিতার ভিতরে সৎসূত্রকে অর্থাৎ সত্যার্থকে
উদ্ভিন্ন ক'রে
প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে না,
আর, ঐ ইষ্টার্থপরায়ণ ইষ্টীতপপ্রাণতা
পরিবেশে সংক্রামিত হ'য়ে
সংহতিতে দানা বেঁধে উঠবে না,
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে উঠে
যোগ্যতার অভিসারে
পরস্পর পরস্পরের সহায় হ'য়ে
উন্নত অভিদীপনাকে প্রবর্দ্ধিত ক'রে তুলবে না,
তোমার সত্তা-সংরক্ষণ,
সত্তা-সম্পোষণ,

সাত্ত্বিক সম্পূরণী অভিদীপনা
সার্থক অন্বয়ে অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
নিরাপত্তায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
পোষণ-রক্ষণ-প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে না,
বায়ুভূত নিরাশ্রয় অবস্থায়
তুমি জীবন-যাপন করতে বাধ্য হবে,
আর ইষ্টীতপা হ'লেই
তোমাকে ধর্ম্মতপা হ'তে হবে ;
ধর্ম্ম মানেই সত্তাকে যেমন-যেমন ক'রে
পরিপালন, পরিপোষণ, পরিপূরণ করতে হয়,
সুনিষ্ঠ অনুধ্যায়িতা নিয়ে তা'ই ক'রে চলা,
এতে মানুষ ব্যতিক্রমের হাত হ'তে
রেহাই পায় অনেকখানি,
বাঁচাবাড়ায় স্বাবলম্বী হ'য়ে
সপরিবেশ নিজেকে
জীবন ও আয়ুর অধিকারী ক'রে তোলে,
ধর্ম্মকে যদি অস্বীকার কর
অর্থাৎ ধৃতি বা সত্তারক্ষণী নিয়মনকে অস্বীকার কর,
শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য,
আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের নীতিগুলিকে যদি
অস্বীকার কর,
তুমি তো নষ্ট পাবেই,
সেই নষ্টামির ব্যভিচারে
অন্যকেও সংক্রামিত ক'রে তুলবে,
তোমার জীবন-দীপ
হতায়ুর আরাধনা ক'রেই চলতে থাকবে—
অন্যকেও তৎপন্থী ক'রে ;

বৈশিষ্ট্যকে যদি অস্বীকার কর,
অবদলিত কর,
তোমার কুল-অনুক্রুত বিশেষ সংস্কৃতি
যা'-দিয়ে তোমার জৈবী-সংস্থিতি বিনায়িত,
তা' ভাঙ্গা প'ড়ে
সাংঘাতিক আঘাতে
তোমাকে ভেঙ্গে ফেলবে
বা শীর্ণ ক'রে তুলবে,
তোমার বিশেষে উদ্ভিন্ন হওয়ার বিশেষত্ব
ধ্বংস হবে ওখানেই ;
বর্ণকে যদি অস্বীকার কর,
বিশেষ-বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুচ্ছকে
বিমর্দ্দিত ক'রে তুলবে,
যে সুতপা অনুক্রমার ভিতর-দিয়ে
কুল-স্রোতের মাধ্যমায়
যে-যে বৈশিষ্ট্য উদ্ভিন্ন হ'য়ে
বিশেষ দীপনায়
বিশেষত্বকে বিস্ফুরিত ক'রে
নিজ ও অন্যকে
এক-কথায় সপরিবেশ নিজেকে
যে-অবদানে
পালিত, পোষিত, বর্দ্ধিত ক'রে তুলছিল
তা' হারাবে,
নষ্ট পাবে তা',
ফলে, যোগ্যতাও নষ্ট পাবে,
দানব-হুঙ্কারে বেকার-সমস্যাও
অব্যাহত হ'য়ে চলন্ত হ'য়ে চলবে,

ক্রমদৈন্যে

দীর্ণতায় আত্মবিলোপ করতে হবে তোমাদের ;

বিবাহকে যদি ব্যভিচারদুষ্ট ক'রে তোল,

বর্ণে, বিদ্যায়, যোগ্যতায় শ্রেয়—

বিশেষতঃ আবিলতাশূন্য বর্ণ, বংশ

ও বিদ্যার উপর

যে যোগ্যতা দাঁড়িয়েছে,

যা'র যেমনতর প্রয়োজন

তদনুপাতিক

এমনতর বিশেষ পুরুষের সঙ্গে

তৎপরিপোষণী কুল ও চরিত্রসম্পন্ন

বিশেষ কন্যাকে যদি পরিণীত না ক'রে তোল—

বিহিত সবর্ণ বা অনুলোমক্রমে,

বিবাহ-বিচ্ছেদকে যদি প্রশ্রয় দাও,

সতীত্বের সমাধি যদি সৃষ্টি কর,—

তুমি, তোমার পরিবার, তোমার সমাজ,

তোমার রাষ্ট্র

সুসন্তানের অধিকারী হ'তে পারবে না

কিছুতেই ;

আবার, উপযুক্ত পুরুষের

বৈধী অনুলোম-অসবর্ণ বিবাহ

তথা বহুবিবাহকে যদি বর্জ্জন কর,

তোমার কুলকন্যারা

নিজ বর্ণ ও আভিজাত্যকে অবদলিত ক'রে

অশ্রেয়-সংশ্রয়ী হ'য়ে

অপধ্বংসের জনয়িত্রী হ'য়ে উঠবে—

শ্রেয়তে শ্রদ্ধোৎসারিণী নিষ্ঠান্বিত সংশ্রয়কে

অবজ্ঞা ক'রে
তা' হ'তে বঞ্চিত ক'রে নিজেদেরকে,
ফলে, আত্মঘাতী অবলোপী সংঘাতের সৃষ্টি
অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে ;
প্রতিলোম-সঙ্গতিকে যদি নিরোধ না কর,
তা'কে যদি উচ্ছল চলনে চালাও,
তাহ'লে তোমার পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রে
সুসন্তানের আবির্ভাব তো হবেই না,
বরং পরিধ্বংসের বহুল আবির্ভাবে
তোমার আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি
এমন-কি পারিবারিক সংশ্রয়ে
সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
নষ্টামির অভিসারে
বিনষ্টিকে আলিঙ্গন করতে হবে,
প্রতিলোম-সংশ্রব হ'তে
যে জাতকের সৃষ্টি হয়,
তা'দিগকে পরিধ্বংসী বলে,
পরিধ্বংসী জাতকের স্বতঃ-প্রাণতাই হ'চ্ছে ধ্বংস,—
বিনাশ,
তা'দের বোধ ও কর্ম্ম-প্রবণতাই ওই,
সত্তার চাইতে প্রবৃত্তিকেই তা'রা
শ্রেয় ধ'রে নিয়ে
তা'রই অনুচর্য্যা ক'রে থাকে,
ফলে, সত্তার শীর্ণতায় আত্মবিলয় করা ছাড়া
উপায় থাকে না,
যা'র ফলে, রাষ্ট্রীক ও রাষ্ট্র সবই
বিনষ্টি-বিস্রোতা হ'য়েই চলে ;

তোমার যদি ঈশ্বরপ্রাণতা না থাকে,
ইষ্টীতপা যদি না হও,
পরিস্থিতিকে ইষ্টীতপা পরিচর্য্যায়
পুষ্ট, প্রবর্দ্ধিত ও সন্নিবদ্ধ ক'রে না তোল,
তোমার নিজের জীবনই
ক্লিন্নতায় অভিভূত হ'য়ে পড়বে,
আত্মসুখ-প্রিয়তায় নিবদ্ধ হ'য়ে যদি চল,
পারিপার্শ্বিকের প্রতিটি ব্যষ্টির
তোমার সাধ্যমত
যথা-প্রয়োজন অনুচর্য্যাপরায়ণ না হও,
তোমার নিজের প্রয়োজনের মত
তাদের প্রয়োজনকে যদি না দেখ,
তা'দের সহায় না হও,
বা সাহায্য না কর,

বিবৃদ্ধতাকে নষ্ট ক'রে
মিলন-উৎসারণী যদি না হ'য়ে ওঠ নিজে,
অহঙ্কার, মান বা মর্য্যাদার উপর
এতটুকু আঘাতে যদি শিউরে ওঠ,
আক্রুষ্ট হও অন্যের প্রতি,
তা'দের বিনায়িত না কর,
তোমার জীবন-সমস্যা কিছুতেই সমাধান লাভ করবে না,
কারণ, তোমার জীবনকে পুষ্ট করতে হবে
পরিবেশ হ'তে আহরণ ক'রে,
যে-বৈশিষ্ট্য হ'তে যেমন পেতে পার—
তেমনি নিয়ে ;

তাই, বৈশিষ্ট্যকে পুষ্ট ক'রে
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর

স্বস্তি ও স্বচ্ছন্দতাকে নিরাবিল ক'রে,
অন্তর্নিহিত যোগাবেগের অনুকম্পী অনুবেদনায়
পরস্পরকে যদি অনুবদ্ধ ক'রে তুলতে না পার—
পারস্পরিক স্বার্থ-সম্বদ্ধতায়,—
তবে তোমার ঐ পরিবেশ
অপুষ্ট ও অসংহত থাকায়
তোমার স্বচ্ছন্দতা জমাট বেঁধে উঠবে না,
সাবলীল চলনে চলতে পারবে না তুমি ;
এই পরিস্থিতির এমনতর বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায় সকলকে উদাত্ত ক'রে
হৃদ্য-সন্দীপনায়
তা'দিগকে প্রবুদ্ধ ক'রে
প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকে
যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে
জীয়ন্ত ক'রে তুলতে পারবে যেমন,—
তোমার সঙ্ঘ ও সমাজ-জীবনও
তেমনতরই দৃঢ়তর হ'য়ে উঠবে ;
সত্তাপোষণ-সন্দীপনাই হবে
সবার প্রাণন-পরিচর্য্যা,
তা' যদি না কর,
সঙ্ঘ ও সমাজ-জীবন অধঃপাতের দিকেই
গড়িয়ে চলবে,
তাই, তুমিও রেহাই পাবে না ;
তোমার ঐ সুনিষ্ঠ ইষ্টতপা ব্যক্তিত্ব
তা'দিগকে প্রভাবান্বিত ক'রে তুলুক,
সম্বুদ্ধ ক'রে তুলুক,
যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে তুলুক;—

শ্রী, স্বস্তি ও স্বধা
ফুল্ল উদ্যমে
তোমাদিগকে অভিনন্দিত ক'রে চলবে,
নয়তো, বিপাক নির্ঘাত আঘাতে
তোমাদিগকে অবশায়িত ক'রে চলবে
অতিনিশ্চয় ;—
সাধারণতঃ এইগুলিকে অবলম্বন ক'রেই
বর্দ্ধনতপা হ'য়ে যা' করবে,
তা' আশিস্-অমৃত-প্রসাদে
সবাইকে জীয়ন্ত ক'রে রাখবে নিশ্চয়ই,
নয়তো, শাতনের দন্তুর আঘাত
বিদীর্ণ ক'রে তুলবে
তোমাদের সবাইকে ;
যখনই দেশে বা সমাজে
এর কোন-একটার বা সবগুলির
যেমনতর অভাব হ'য়ে চলবে,
তখনই বুঝবে—
নিরাকরণী প্রস্তুতি
তোমাদের একান্ত প্রয়োজন,
তোমাদের প্রস্তুতির আলিঙ্গনে
বাক্যে, কর্ম্মে সেগুলিকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলে
এই কলুষতাকে একদম বিতাড়িত ক'রে তুলতে হবে,
নতুবা, বিপন্নতা
বিচ্ছিন্নতায় তোমাদিগকে
বিশীর্ণ ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
নষ্ট পাবে তোমরা ;

এই শিক্ষায় অভ্যস্ত থেকে
সত্তাপোষণী যে শিক্ষাই
সঙ্গত ক'রে তোল না কেন—
সার্থক সন্দীপনায়,
সুসন্ধিৎসু অনুশীলন-তৎপরতায়,—
তাই-ই সার্থক হ'য়ে উঠবে ;

ঈশ্বরই সর্ব্বেশ্বর,
ঈশ্বরই প্রভু,
বৈধী বিনায়নী তৎপরতার ভিতর-দিয়েই
সবাই ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে। ১৮৫ ।

ঈশ্বর অবাক্ হন তিনবার—
প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকে
নিরেটভাবে একটি দেখেও
মানুষ যখন বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত ক'রে
সবাইকে একসা করতে চায়,
তখন একবার ;

আবার, ধর্ম্মের ধৃতি সেই ঈশ্বর—
এক, অদ্বিতীয়—
তা' বুঝেও
ধর্ম্মের অজুহাতে
মানুষ ধর্ম্মের ভেদ সৃষ্টি করে যখন,
ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে
মানুষকে বঞ্চিত করে,
আর, তা' মানুষে যখন বেকুবের মতন
মাথা হেঁট ক'রে স্বীকার ক'রে নেয়,
তখনও তিনি অবাক্ হন ;

আবার, প্রণয়ের পাত্র প্রিয় যিনি—
যিনি মানুষের বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,—
তাঁ'তে প্রীতিনিবদ্ধ না হ'য়ে
নিজেকে তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত না ক'রে
প্রবৃত্তি-পরিতৃপ্তির লোভে
প্রণয়ের ব্যবসা ক'রে যা'রা সুখী হ'তে চায়—
এক হ'তে অন্যে বিচরণ-তৎপর হ'য়ে.
তা'দের দেখেও তিনি বিস্মিত হন ;
ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়—
তা সৃষ্টির প্রতিটি যা'-কিছুতেই ;
ঈশ্বরই ধর্ম্মের ধৃতি,
প্রেরিত-পুরুষোত্তমই ধর্ম্মযন্তা,
ঈশ্বরে রাগদীপনা-অনুধ্যায়ী আত্মনিয়মনে
প্রণয় সার্থক হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বর সর্ব্বার্থ-আপূরণী কেন্দ্র। ১৮৬।

মানুষের অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
যতই সক্রিয়, সুকেন্দ্রিক, ঘন,
তা'র জীবন-দীপনাও ততই শৌর্য্যপূর্ণ,
সত্তা-সংরক্ষণী নিরোধক্ষমতাও
ততই বেশী ;
ঈশ্বরই আত্মিক সংবেগ,
সংস্থিতি যেখানে যেমন অন্বিত-সুকেন্দ্রিক—
তিনি দীপনদীপ্তও সেখানে তেমনি। ১৮৭।

কেউ যদি ঈশ্বরে অনুরাগ-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
অনন্যমনা তৎপরতায়

সুসঙ্গত বিনায়নী চলনে
তা'র প্রার্থনানুপাতিক চলে,
সে-চলন ঐ প্রার্থনাকেই নিষ্পন্ন ক'রে থাকে;
ঈশ্বর-অনুরাগে আসে
আবেগ-উদ্দীপনী তৎপরতা,
ফলে সে পায়
লক্ষ্যে স্থৈর্য্যশীল উদ্যম,
উদ্যম
মানুষকে নিরলস ক'রে তোলে,
তাই, সে কর্ম্মপ্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
বিহিত সঙ্গতি নিয়ে,
ঐ সঙ্গতিশীল কর্ম্মদীপনাই আনে নিষ্পন্নতা,
আর, নিষ্পন্নতা যেখানে
সময়-সঙ্গতিতে সম্পাদিত হ'য়ে ওঠে
বা বাস্তবে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
তা'ই আনে প্রার্থনা-সিদ্ধি,
ঈশ্বর সুচলন-সম্বেগী,
সর্ব্বসিদ্ধিদাতা—
প্রার্থনার পরম-অর্থ। ১৮৮।

সৎ-অনুরাগী আত্মনিয়মন যা'র নাই,
শ্রেয়শ্রদ্ধা, শ্রেয়সম্ভ্রম,
শ্রেয়ানুচর্য্যা যা'র নাই,
সুকেন্দ্রিক তপানুচর্য্যায় আত্মনিয়োগ ক'রে
যে নিজেকে বিনায়িত ক'রে চলে না—
দক্ষ, কুশল যোগ্যতায়
স্বতঃ-আহরণশীল হ'য়ে,—

সে যোগীও না,
সন্ন্যাসীও না,
বৈরাগীও না,
প্রবৃত্তির বিক্ষিপ্ত তরঙ্গের বিচ্ছুরণায়
সে নিজেকে ছন্ন ক'রে নিয়ে চলেছে
ভ্রম-মুহ্যমান আকৃতি-অনুবেদনায়—
গর্ব্বেপ্সু আত্মম্ভরি অভিযানে—
ব্যর্থতার বিলোল আকর্ষণে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ;
ঈশ্বরই বিনায়নী সার্থকতা,
ঈশ্বরই সঙ্গতির সান্বয়ী সূত্র,
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনার বর্দ্ধনী উদ্যম। ১৮৯।

তোমার আদিম সত্তা
সুকেন্দ্রিক যোগাবেগ-নিবদ্ধ হ'য়েই
অস্তিত্বে বিহিত বিনায়নায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—
অন্তর্নিহিত ঐ ঔপাদানিক যোগ-সংহতিতে,
বিশেষ বিবর্ত্তনী বিধায়নার ভিতর-দিয়ে ;
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
যদি শ্রেয়নিবদ্ধ না হ'য়ে
তদর্থে আত্মনিয়মন না ক'রে
তোমার যদৃচ্ছা চাহিদানুপাতিক চলে—
প্রবৃত্তি-অনুধ্যায়িতা নিয়ে,—
তবে বিহিত বিবর্ত্তনা সম্ভব হ'য়ে উঠবে না,
বাঁচন বা প্রাণন-প্রক্রিয়াও
সুতৎপর সম্বেগে পরিচালিত হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে

তদনুপাতিক নিয়মন-বিন্যাসে
বিবর্ত্তিত ক'রে তুলতে পারবে না,
তাই, ধর্ম্মের ধৃতিই হ'চ্ছে—
ঐ অন্তর্নিহিত যোগাবেগকে শ্রেয়নিবদ্ধ ক'রে
তত্তপা অনুচর্য্যায়
সত্তাকে বিন্যাস-বর্দ্ধনে
বিবর্ত্তিত ক'রে তোলা ;
তা' যদি না কর,
ঐ তোমারই যোগাবেগ
বিচ্ছিন্ন কেন্দ্রে
বিচ্ছিন্ন চারণায়
বিচ্ছিন্নতা লাভ ক'রে
বিচ্ছিন্নতায় আত্মবিলোপ করবে,
তোমার জীবন-অভিব্যক্তি শতচ্ছিন্ন ব্যাহৃতিতে
নিজের অস্তিত্বকে বিলিয়ে
শত টুকরোয় ছিন্ন, ছন্ন ও আচ্ছন্ন হ'য়ে
সত্তাসঙ্গত ব্যক্তিত্বকে
শতধা বিভক্ত ক'রে তুলবে ;
তাই, ধর্ম্মের মূলভিত্তিই হ'চ্ছে
পুনর্নিবন্ধ,
অর্থাৎ, শ্রেয়োনিবদ্ধ হ'য়ে আত্মনিয়মন করা,
আর, আন্তর ও বাহ্যিক পরিবেশকে
ঐ কেন্দ্রানুধ্যায়ী করতঃ
তদর্থ-বিনায়নায়
বিন্যাস-যোগ্যতায়
জীয়ন্ত ক'রে তোলা—
সার্থক সুসঙ্গতিতে,

তা' পারস্পরিক আগ্রহ-উৎকণ্ঠ
অনুকম্পী সুনিবদ্ধ বন্ধনে
পরস্পরকে উন্নত-উদ্‌গতিশীল ক'রে তুলবে,
নয়তো সব খোয়াবে ;
ঈশ্বরই পরম শ্রেয়,
ঈশ্বরই সার্থক সংহতিকেন্দ্র.
যোগকেন্দ্রও ঈশ্বর,
আত্মিক আবেগের উৎসও ঈশ্বর,
ঈশ্বরই আত্মনিবেদনী ও নিয়মনী সার্থকতা। ১৯০।

সাংঘাতিক সত্তাসংঘাতী জেনেও
সত্তার অবলম্বন—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ-আদর্শ,
সত্তার ধর্ম্ম বা ধৃতি-অনুচর্য্যা,
অর্থাৎ সত্তাকে যা' ধারণ করে এমনতর অনুচর্য্যা,
সত্তাপোষণী কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিকে
ব্যাহত করে, বিধ্বস্ত করে,—
এমনতর কোন বিষয়ে
যদি প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হও—
এমনতর অবস্থায় যা'তে তা' করা ছাড়া
তোমার আর কোন উপায়ই নেই,
এবং তা' দিয়েছ ব'লেই
যদি তা'কে প্রতিপালন কর,
তদনুপাতিক আত্মনিয়মন কর,
তা' কিন্তু পাপেরই হ'য়ে উঠবে,
নারকীয়ই হ'য়ে উঠবে ;
তোমাকে বাধ্য ক'রে হত্যা করাও যা',

এই প্রতিশ্রুতির নিবন্ধনে হত্যা করাও তেমনতর,
তাই, ঐ প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণ
অধর্ম্মই হ'য়ে ওঠে—
তা' ব্যক্তিগতই হো'ক,
আর সমষ্টিগতই হো'ক ;

সত্তায় সংঘাত আনা—
তোমার অন্তরস্থ ঈশী-সম্বেগকেই আঘাত করা,
তোমার ব্যক্তিত্বকেই ব্যাহত করা,
তোমার বৈশিষ্ট্যকেই বিমর্দ্দিত করা। ১৯১ ।

তুমি সৎ-সন্দীপী শ্রেয়তৎপর গোঁড়াও যদি হও,
তথাপি বাস্তবে বোধসঙ্গতিশীল হ'য়ে
অর্থান্বিত হও,
আর, তোমার বিনায়নী চলনও
তেমনতর হ'য়ে চলুক,
অবাস্তব আকাশ-কুসুম কল্পনায়
নিজেও ব্যর্থ হ'য়ো না,
অন্যকেও ব্যর্থ ক'রো না ;
ঈশ্বর চির-বাস্তব,
তিনি ব্যক্ত হ'য়েও ভূতমহেশ্বর। ১৯২ ।

ঈশ্বর তাঁ'র প্রেরিত-পুরুষোত্তমের
অন্তর্বোধি চক্ষুকে উন্মীলিত ক'রে
তাঁর কাছে যা'-কিছুকে প্রতিভাত ক'রে তুলেছেন,
তাই, ঐ পুরুষোত্তমই
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
তিনিই প্রকৃতির কোলে

কালচক্রের কেন্দ্র ভেদ ক'রে পরিব্যক্ত পরমপুরুষ,
ঈশ্বর তাঁ'রই বোধিচক্ষুতে প্রতিভাত,
ঐ প্রেরিত-পুরুষোত্তম ছাড়া
ঈশ্বরকে কেহই জানতে পারে না
বা অনুভব করতে পারে না,
কিন্তু ঐ প্রেরিত-পুরুষোত্তমে যাঁ'রা
শ্রদ্ধোষিত আত্মনিয়মনী অনুচর্য্যাপ্রবণ হ'য়ে
তদনুসরণ-নিরত,
তাঁ'রাই সেই প্রেরিত-পুরুষোত্তমকে
জানতে পারেন বা অনুভব করেন—
একটা সুসঙ্গত অন্বয়ী
সার্থক-বোধায়নী-তৎপরতায়,
আর, যাঁ'রাই ঐ প্রেরিত-পুরুষোত্তমকে জানেন,
ঈশ্বর তাঁ'দের কাছেই প্রতিভাত হ'য়ে ওঠেন,
তিনিই সব যা'-কিছুরই কেন্দ্রপুরুষ ;
যাঁ'রা অচ্যুত সুকেন্দ্রিক উপচয়ী ইষ্টীতপা,—
ঈশ্বর উদ্‌ভাসিত হ'য়ে ওঠেন তাঁ'দেরই কাছে—
সবৈশিষ্ট্য যা'-কিছু সব ব্যষ্টি ও সমষ্টির
সার্থক বাস্তব উদ্‌গতির মরকোচ-সহ,
অন্বিত অনুবেদনায় ;
ঈশ্বরই পরম-পুরুষ। ১৯৩।

আশীর্ব্বাদ সেখানে তেমনি সফল,
আশীর্ব্বাদ-অনুপাতিক চলন যেখানে যেমন নিখুঁত—
বোধবীক্ষণী নিয়মন-তৎপরতা নিয়ে ;
ঈশ্বরই আশিস্‌-উৎস। ১৯৪।

তুমি আর্ত্তই হও,
অর্থার্থীই হও,
জিজ্ঞাসুই হও,
আর জ্ঞানীই হও,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত আর্ত্তি-উৎকণ্ঠায়
তোমার প্রিয়পরমকে
নিজের সত্তার স্বার্থ ক'রে নিয়ে না চলছ—
তদনুগ উপচয়ী অনুচর্য্যা নিয়ে,
সুসঙ্গত অন্বয়ী সুব্যবস্থ নিয়মনায়,
আত্মোন্নয়নী তৎপরতায়,
তাঁ'রই তৃপ্তিপ্রদ সুখ-লোলুপ
সংরক্ষণী, সম্পোষণী, সম্পূরণী পরিচর্য্যায়,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি যা-ই কর না কেন,
তা' কেবল স্বার্থসন্ধিৎসু পরিব্রাজক-প্রবর্ত্তনায়,
তা' ইষ্টানুবর্ত্তনার কিছুই নয়কো ;
আর্ত্ত, উৎকণ্ঠ, আবেগ-অনুচর্য্যী অনুশীলনাই
ভজন,
আর, ভজনই ভক্তি,
আর, ভক্তের হৃদয়েই ঈশ্বরের আবাস। ১৯৫।

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টীতপা হ'য়ে ওঠ—
তা' তোমার সমস্ত বোধি নিয়ে,
সমস্ত ভাব নিয়ে,
সমস্ত প্রবৃত্তিকে তদনুচর্য্যানিরত ক'রে,
তোমার আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, চাল-চলন,
আদব-কায়দা যা'-কিছুকে তন্নিয়মিত ক'রে ;

তোমার অন্তর-পরিবেশ ও বাহ্য-পরিবেশকে
সুসঙ্গত শোভন-দীপনায়
ইষ্টার্থে প্রবুদ্ধ ক'রে তোল—
প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যমাফিক
সুসঙ্গত সুশোভন নিয়মনায়,
দরদী আপ্যায়নায়,
তা'দের প্রতিপ্রত্যেকের
ইষ্টানুগ পরম বান্ধব হ'য়ে
সত্তাপোষণী অনুচর্য্যায়,
সম্ভ্রমাত্মক সঙ্গ-বিনায়নায়,
সহজ হৃদয়গ্রাহী ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠ প্রবোধনায়,
সৎ-সন্দীপী অনুরাগ-উদ্দীপনায়,
যোগ্যতা-আহরণী অনুপ্রেরণী অবদানে
উদ্বুদ্ধ ক'রে প্রতিপ্রত্যেককে—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তপা অনুপ্রাণনায়,—
যা'র ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি
অনুকম্পী অনুবেদনায়
সুনিবদ্ধ অনুচর্য্যারত হ'য়ে ওঠে—
স্বার্থে, সম্পদে,
বিভব-বিভূতিতে,
প্রতিপ্রত্যেকে প্রতিপ্রত্যেকের
উদ্যোগ-উদ্দীপনী পরিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে ;
ইষ্টার্থপ্রসারণী অনুচর্য্যায়
ঐ সঙ্গ, সংশ্রব বা ভাবের
আদান-প্রদানের ভিতর-দিয়ে
মানুষের অন্তঃকরণকে

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ইষ্টে, ঈশ্বরে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে,
ঐ করতে গিয়ে
বিশেষ স্থল ব্যতিরেকে
তোমার অনুচলন
সাধারণ মানুষের তুলনায়
যেন এমনতর জাঁকজমকপূর্ণ
বা নিকৃষ্ট-নগণ্য না হয়,
যা'তে তোমাকে দেখে
মানুষের অন্তঃকরণ সম্প্রসারিত না হ'য়ে
সঙ্কুচিত বা বিমুখ হ'য়ে ওঠে ;
তুমি অনাদরে,
অবহেলায়,
ভর্ৎসনায়,
আহারে, অনাহারে
শারীরিকই হো'ক আর মানসিকই হো'ক
ক্লেশ-কর্ম্মে
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠো না ;
ইষ্টার্থ-নিদেশ যে-শাসনই আনুক না'কেন,
তা'তেই আনতদীপ্ত থেকো,
আর, তা' যেমন ক'রে,
যে-দিক্ দিয়ে যা-ই করুক না কেন,
আত্মবিনায়নী তৎপরতায়
ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়
ঐ ইষ্ট-নিদেশকে বহাল রেখে চল ;
কোন বিশেষ মানুষে
পক্ষপাতিত্ব, আদর, সম্ভ্রম নিয়ে

সেইদিকেই আনত হ'য়ে প'ড়ো না—
একমাত্র তোমার ইষ্ট ও তাঁ'রই স্বজন ও স্বগণের
ইষ্টার্থপোষণী বিনায়নী বিধায়ন ছাড়া,
তোমার প্রীতি
প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যমাফিক
সবখানে যেন ছড়িয়ে থাকে,
প্রত্যেকেই যেন অনুভব করতে পারে—
কা'রও মঙ্গল-বিধায়নায় তুমি কম অন্তরাসী নও—
যে যেমন, তদনুপাতিক,
তোমার প্রীতি বা স্নেহল পদক্ষেপ
প্রতিপ্রত্যেককেই যেন
পুণ্য ক'রে তোলে ;
বাক্য, ব্যবহার, কর্ম্মের ইষ্টানুগ সঙ্গতি নিয়ে
সব-সময়ই চলবে,
নেহাৎ কোন বাধা বা বিপত্তি ছাড়া—
নজর রেখো—
তা'র যেন কোনপ্রকার ব্যতিক্রমই না হয় ;
ইষ্ট-পরিপোষণা, ইষ্টার্থী আহরণ,
ইষ্টগণ-পরিপালনই যেন
তোমার জীবনের আকণ্ঠ আগ্রহ হয়,
ঐ দীপনাই যেন
তোমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলে,
ঐ দীপনাই
গণসমাজে বিচ্ছুরিত হ'য়ে
প্রত্যেককে যেন প্রাঞ্জল ক'রে তোলে—
আচারে, আত্মনিয়মনী অনুশীলনে,
অনুরাগের রঞ্জন-দীপনায়,

আপ্যায়নী প্রাণন-স্পর্শে;
ইষ্টপরিক্রমা যা'তে ক্ষুণ্ণ হয়,
ইষ্টার্থ যা'তে ব্যাহত হয়,
অপহৃত হয়,
বা তোমার আত্মপোষণায় ব্যয়িত হয়,—
এমনতর দুরত্যয় পাপ
যেন তোমাকে স্পর্শও না করে;
যা' বিবেচনায় নির্দ্ধারিত হয়েছে
তুমি ইষ্টে বা সংকর্ম্মে
বা কা'রও প্রাণন-পোষণায় দেবে,
বা তদর্থে ব্যয় করবে,
তা'কে তোমার খামখেয়ালী প্রয়োজনের তাগিদে
খরচ ক'রে ফেলো না;
স্বতঃস্বেচ্ছ প্রীতিপূর্ণ পুণ্য-অবদান যা'
তা' গ্রহণ ক'রো,
তোমার সত্তাপোষণে
বা নিকট-আত্মীয় যা'রা
তা'দিগকে পরিপালন করতে
কমপক্ষে যা' লাগে
তা' ব্যয়িত ক'রে
অন্যের পরিপালনী বিভব
ঐ অমনতর ক'রে প্রাপ্ত যা'
তা' হ'তে সংরক্ষণ ক'রে
বিহিত বিবেচনায়
প্রয়োজন-পীড়িতের জন্য
এমনতর ক'রে খরচ ক'রো,
যে-খরচ তা'দের যোগ্যতাকে উদ্দীপ্ত ক'রে

তা'দিগকে কৃতিত্বে ধৃতিমান্ ক'রে তোলে ;
প্রত্যাশাপীড়িত লোভপরবশ হ'য়ে থেকো না,
তুমি যা' পাও,—প্রীতিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,
তা'তেই সন্তুষ্ট থেকো,
যখনই দেখছ—
যা'র কাছে পাও,
এতটুকু অভাবের তাড়নাও
তোমাকে সেইদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যা'চ্ছে,
বুঝো—
সে-পাওয়ায় তুমি তোমার সত্তাকে
পুষ্ট ক'রে তুলতে পারনি,
তোমার যোগ্যতা তখনও বিয়োগ-প্রবুদ্ধ ;
মান, মর্য্যাদা, আদর, সোহাগ
ইত্যাদির প্রত্যাশা রেখো না,
তোমাকে যদি কেউ শ্রদ্ধা করে,
তুমি তা'তে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রো,
ঐ আত্মপ্রসাদী বিবেচনায়
যেন এই বোধ অনুস্যূত থাকে
যে ঐ শ্রদ্ধা তা'কে
ইষ্টীতপা পন্থায় সংযুক্ত ক'রে তুলতে পারে,
যা'র ফলে সে জীবনে বিনায়িত হ'তে পারে,
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'তে পারে,
বিভব-বিভূতিতে উদাত্ত হ'য়ে উঠতে পারে,
অথচ ঐ বিভব-বিভূতির দাস না হ'য়ে
প্রভুর মতন
তা'দিগকে পরিচারণ ক'রে চলতে পারে—
জীবনে স্বস্তি, শান্তি, স্বধার অধিকারী হ'য়ে ;

যত দুঃখই আসুক,
যত কষ্টই আসুক,
যত যন্ত্রণাই আসুক,
তোমার ইষ্টানুগ রাগসন্দীপ্ত ব্যক্তিত্বকে
বিক্ষুব্ধ হ'তে দিও না,
অথচ যেখানে যেমন করণীয়,
যা' করলে
তোমার জীবনে শুভ 'স্বাগতম্' হ'য়ে ওঠে,
তা'ই ক'রো ;

ইষ্টার্থে আত্মনিবেদন ক'রে
ঈশ্বর-অনুদীপনায় অনুরঞ্জিত হ'য়ে
অনুক্রিয় তৎপরতায়
স্বস্তি, সুধা, শান্তির বিনায়নী পদক্ষেপই—
'ইস্‌রাম' বা 'ইস্‌লাম' ;

এই ঈশ্বর-অনুরাগ
বা প্রেরিত-পুরুষে অনুরাগ যেখানে নাই,
ধর্ম্মের যত তাণ্ডব খেয়ালই
থাক্ না কেন সেখানে,
ঈশ্বরীয় ধান্ধা নাই সেখানে,
'ইস্‌লাম' নাই সেখানে ;

ধর্ম্মই বল,
আত্মোন্নয়নী কর্ম্মই বল,
ঈশ্বর-অধিস্ফুরিত প্রেরিত-পুরুষে
আকণ্ঠ অনুরাগই হ'চ্ছে—
ধর্ম্মের পরম ভিত্তি,
উন্নতির আবাহনী আকর্ষণ,
পরাক্রমী শান্তি-দীপনা,

স্বধার শুভ-ধৃতি,
আর, তাই-ই ইস্‌লাম ;
ঈশ্বরই পুণ্য,
ঈশ্বরই প্রেয়,
আর, তাঁ'রই প্রেরিত-পুরুষ যিনি,
তিনিই যুগপুরুষোত্তম,
তাঁ'রই প্রেরিত প্রতীক,—
বন্দনা সার্থক তাঁ'তেই। ১৯৬।

পুরশ্চরণ মানে
প্রাচীনে নিবদ্ধ থাকা নয়কো,
তা' বরং অবৈধ ;
প্রাচীনের সার্থক সঙ্গতিসূত্রে দাঁড়িয়ে
বর্ত্তমানকে আলিঙ্গন ক'রে
সম্মুখচলনে যাওয়াই হ'চ্ছে পুরশ্চরণ
অর্থাৎ এগিয়ে যাওয়া—
এমনতর ক'রে,
যা'তে নাকি ভবিষ্যৎ
আপূরণী সর্ব্বসঙ্গত বৃহৎ-সন্দীপনায়
স্বর্ণ-জীবনে সুশোভিত হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বর পর-প্রাচীন হ'য়েও চির-নবীন,
একসূত্র-সঙ্গতির সুসঙ্গত বিবর্ত্তনী সূত্রে
বর্ত্তমানকে বিকশিত ক'রে
ভবিষ্যতের দিকে চিরচলনই তাঁ'র চলন,
ঈশ্বরই চলন-সম্বেগ,
আর, তিনিই সত্য। ১৯৭।

ব্যক্তিত্বে কঠোর হ'য়েও
অসৎ-নিরোধী সৎ-সন্দীপ্ত মধুময় হও—
স্বভাব-বিনায়নী তৎপরতা নিয়ে,
কাম-সংক্ষুব্ধ হ'য়ো না,
কামাচারী হ'য়ো না,
কামচারক হও,
মদন মোহিত হো'ক তোমাতে,
মন্মথ-মন্মথ হও,
কাম-প্রভু হও,
ঈশ্বর পরম বশী। ১৯৮।

তোমার রুচি যা-ই হো'ক
আর যেমনই হো'ক,
তা' যেন সত্তাপোষণী হয়,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হয়,
সুকেন্দ্রিক হয়,
শ্রেয়তপা হ'য়ে ওঠে,
ইষ্ট, কৃষ্টি, ধর্ম্মের আপূরণী অনুচর্য্যা নিয়েই চলে—
সুসঙ্গত অন্বয়ে,
অভিপ্রীতি নিয়ে,
বৈশিষ্ট্যানুগ বিশেষ বর্দ্ধনায়,
সার্থক হবে,
কৃতী হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই আত্মিক সম্বেগ,
তদনুগ অনুনিয়মনী অনুচর্য্যায়
বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ বর্দ্ধনায়

বিধৃত ক'রে রাখ,

ঈশ্বরই ধৃতি-সম্বেগ। ১৯৯।

তোমাকে ফাঁকি দাও—

প্রবৃত্তির লুব্ধ প্রলোভনকে ব্যর্থ ক'রে

দুর্দ্দান্ত আক্রোশ-অভিমানকে

থেঁতলে বিনায়িত ক'রে—

হৃদ্য ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়

অচ্যুত-অনুরাগ-সম্বদ্ধ হ'য়ে,—

তা' ঢের ভাল ;

কিন্তু ইষ্টার্থকে যদি ফাঁকি দাও,

শ্রেয়ার্থ যা' তা'কে যদি অবদলিত কর,

বঞ্চিত যদি কর ইষ্টকে,

তাঁ'কে ভাঙ্গিয়ে

আত্মপরিপোষণার যা'-কিছু সংগ্রহ ক'রে

বা অর্জ্জন ক'রে

তুমি যদি তোমার পাষণ্ড চৌর্য্য-প্রকৃতিকে

বা প্রবৃত্তি-প্রলোভনকেই পরিপুষ্ট ক'রে তোল,—

স্বতঃস্বেচ্ছ উদ্দাম অভিসারে

যে-বিভব তোমার উপাসনা-নিরত থাকত,

তা'কে অবদলিত করবে,

অবজ্ঞায়, অপমানের নিদারুণ আঘাতে

ব্যাহতই করবে তা'কে তুমি—

অভাব, অশ্রদ্ধা ও অনাদরের শরজাল সৃষ্টি ক'রে,

ফাঁকিতে পড়বে,

তোমারই বিদ্বেষ তোমাকে

বিদ্রূপ-অনুষ্ঠানে

বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলবে,
তোমারই আক্রোশ তোমাকে
বিদ্ধ ক'রে তুলবে নিঃসংশয়ে,
তোমারই ব্যভিচার
মরণ-অভিচারে
আপ্যায়িত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
এখনও ফের,
অনুশোচনায় দগ্ধ হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টানুপূরণী অনুচর্য্যাই
তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
উপচয়ী উৎক্রমণায়
তাঁ'তে তুমি সার্থক হ'য়ে ওঠ,
একদিন হয়তো প্রস্বস্তির
অধিকারী হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরের প্রতি তুমি যেমন,
তাঁ'র প্রেরিতের প্রতি তুমি যেমন,
ঈশ্বরও তোমার প্রতি তেমনি,
তুমি যেমন চলবে,
তোমার অন্তরস্থ ঈশী-সম্বেগও
তোমাকে অনুসরণ করবে তেমনতর,
বল—"ঈশ্বর! তোমারই জয় হো'ক"। ২০০।

ঈশ্বর জীবন-দীপনা দিয়ে
যে যেমন
তা'কে তেমনি ক'রেই ধ'রে আছেন,
তুমি যদি তাঁকে না ধর,
তদনুগ নিয়মনায় তোমাকে নিয়ন্ত্রিত না কর,

তদনুচর্য্যী না হও,
স্বাত্মধৃতিই গজিয়ে উঠবে না তোমাতে—
বোধায়নী পরিক্রমায়,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তপা অনুচর্য্যায়,
আত্মনিয়মনী উদ্‌ভাবনী উদাত্ত আলিঙ্গনে ;
তুমিই তোমাকে ফাঁকি দেবে,
ঠকবে তুমি—
অভাব-বিচ্ছুরিত হ'য়ে,
স্বস্তি ও শান্তি তোমার অনুচর হ'য়ে চলবে না ;
ঈশ্বরই স্বস্তি-স্বরূপ,
ঈশ্বরই শান্তি,
ঈশ্বরই তৃপ্তির মহতী তন্ত্র। ২০১।

প্রত্যাশাপীড়িত ভোগলিপ্সু প্রবৃত্তিলুব্ধ জীবন
সমত্বে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না,
তাই, অশান্তি, বিপাক, বিধ্বস্তিও তা'দিগকে
বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষুব্ধ ক'রে রাখে ;
প্রীতিপ্রদীপ্ত সুকেন্দ্রিক প্রিয়-স্বার্থে
সমস্ত প্রবৃত্তি যা'দের অনুচর্য্যা-নিরত,
সমত্ববান তা'রাই হ'য়ে থাকে,
ভাবঘন আবেগ তা'দিগকে
অভাববিধ্বস্ত হ'তে দেয় না,
প্রিয়ার্থ-পরিবেদনী অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
প্রতিটি প্রবৃত্তিই
প্রিয়-উপচয়-তৎপর হ'য়ে
যোগ্যতায় অধিষ্ঠিত ক'রে তোলে তা'দিগকে
বাধা-বিপত্তি-অভাব-অনটনের মধ্যেও

ক্লেশসুখপ্রিয়তা-অনুরঞ্জিত
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুক্রমায়,
প্রিয়ার্থ-তৎপরতা নিয়ে
সন্ধিৎসু বোধায়নী পদক্ষেপে
জীবনপ্রবাহ তা'দের
নিরবচ্ছিন্নই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
শান্তি ও সমত্ব
বিক্ষেপ-বিরলই হ'য়ে চলে তা'দের ;
ঈশিত্বের আসন সমত্বেই সাধিষ্ঠিত,
ঈশ্বর সবারই সাম্য,
আর, সাম্য যেখানে
ঈশী-প্রেরণাও সেখানে নিনড়। ২০২।

সুনিষ্ঠ সুতপা ইষ্টানুগ ধর্ম্মানুচর্য্যী
বিন্যাস-বিভূতি যা'-কিছু,
তা'তে প্রকৃষ্ট হ'য়ে চল—
শারীরিক কোষ ও রক্তকণা-বিনায়িত
ঔপাদানিক সংশ্রয়ী সম্বেদনা নিয়ে,
সুসঙ্গত ব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে,
অন্তর ও বাহিরের
সুসঙ্গত সন্দীপনী সম্বেগী চলনে চ'লে,
তপোনিরত কুলস্রোতা ব্যক্তিত্বে বিকশিত হ'য়ে
নানা বৈশিষ্ট্যের বিকিরণী বিনায়নায়,
শরীর ও আত্মার সুনিবদ্ধ আবেগ-স্ফুরণায় ;
তাই, যেখানে ধর্ম্মানুচর্য্যা অভ্যাস-তপোনিরত—
রাগভক্তি বা শ্রদ্ধার
সুকেন্দ্রিক সম্বেগ-সম্বুদ্ধ পরিচারণায়,—

বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ, নিয়মন-তৎপর
ঈশী-সম্বেগও দীপ্ত-বিকিরণায়
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের বাস্তব-সঙ্গতিতে
একসূত্রগত সেখানে—
যা'-কিছুর বিনায়নী প্রবর্দ্ধনায়
বোধি-সিংহাসনে সমাসীন হ'য়ে ;
ঈশ্বরই শক্তি,
ঈশ্বরই আধিপত্য,
ঈশ্বরই আত্মিক-সম্বেগ। ২০৩।

সার্থকতা মানে শুভে অন্বিত হ'য়ে ওঠা,
অর্থাৎ শুভে গমন করা,
তা'র মা'নেই হ'চ্ছে, শুভ-সম্পাদনী কর্ম্মে
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
তাকে নিষ্পন্ন ক'রে তোলা,
আর, শুভ তা'ই—
যে-চলন, যে-বলন সত্তাকে পরিপোষণ করে,
পরিপূরণ করে, পরিরক্ষণ করে,
সম্বর্দ্ধনায় সমৃদ্ধ ক'রে তোলে ;
আর, এই পোষণবর্দ্ধনার অনুদীপনী কর্ম্ম
ও তৎ-নিয়মনে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা,
আবার, তদনুচর্য্যী হ'য়ে
প্রবৃত্তিগুলিকে সুসঙ্গত ক'রে তুলে
সত্তাকে নন্দিত ক'রে তোলা—
এই হ'চ্ছে তা'র অর্থ,
এই অর্থগুলি যা'তে সার্থক হ'য়ে উঠেছে
তা'ই কিন্তু পরমার্থ,

আর, এই উপাসনাকে অবলম্বন ক'রে
যাঁ'র জীবন-উপকূলে
তাঁ'রই সার্থকতায়
তৎতপা হ'য়ে
তৎকরণ-অভিনন্দনায়
সার্থক বৃত্তি-সঙ্গতিতে
সুনিবদ্ধ অনুপ্রেরণায়
নিষ্পাদনী অনুচর্য্যায়
নিজেকে উৎসর্গ ক'রে চলেছ,—
তিনিই হ'চ্ছেন
ঐ উপাসনা বা সাধনার জীয়ন্তবেদী,
তিনিই বেত্তাপুরুষ,
আচার্য্য,
ইষ্টপুরুষ,
পুরুষোত্তম,
এক-কথায় প্রিয়পরম তোমার ;
ঐ অনুরাগ-অনুদীপনার ভিতর-দিয়ে
তোমার অন্তরকে তদনুগ নিয়মনে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সার্থক অন্বয়ী সমাবেশের সুচলনে,
যে স্ফুরণী অনুবেদনা
অমৃতনন্দনায় অভিদীপ্ত ক'রে তুলছে তোমাকে,
তা'ই হ'চ্ছে ঈশিত্বের আশীর্ব্বাদী অমৃত স্ফুরণ—
যা' বোধায়নী তৎপরতায়
তাত্ত্বিক বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তোমার যা'-কিছু সবেরই অর্থকে
সার্থক ক'রে তোলে,
তাই মানুষের জীবনের সর্ব্বার্থ

সার্থক হ'য়ে ওঠে ঐ ঈশ্বরে ;
ঈশ্বরই পরম সার্থকতা,
ঈশ্বরই শুভ,
ঈশ্বরই সত্য,
ঈশ্বরই শিব,
ঈশ্বরই সুন্দর। ২০৪।

জীবনের জন্যই পোষণের প্রয়োজন,
আর, পোষণ-সংগ্রহে আহরণের প্রয়োজন,
আহরণ করতে হ'লেই
যা' হ'তে আহরণ করতে হয়
তা'কে পরিচর্য্যার প্রয়োজন—
যা'তে ঐ আহরণী উপাদানে
সে পরিবৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
আর, অর্থ হ'চ্ছে—যা'র মাধ্যমে
ঐ পোষণ পাওয়া যেতে পারে
ও দেওয়াও যেতে পারে,
তাই, অর্থের অর্থই হ'চ্ছে পোষণ ;
আর, এই অর্থ আহরণ করতে হ'লে
সামর্থ্য বা যোগ্যতার প্রয়োজন,
আবার, এই যোগ্যতাকে জীয়ন্ত রাখতে হ'লেই—
সম্বর্দ্ধিত রাখতে হ'লেই চাই তা'র অনুশীলন,
এই অনুশীলনী সম্পদ্ পেতে হ'লে চাই আচার্য্য
অর্থাৎ বেত্তাপুরুষ—
যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন ;
তাঁ'র প্রতি সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যানিরত অনুসেবনা,

তৎপ্রীতিপ্রসূ কর্ম্মানুচর্য্যা
ও তাঁ'র উপদেশ-অনুযায়ী
আত্মনিয়মনের ভিতর-দিয়েই
ঐ বোধ সন্দীপিত হ'য়ে ওঠে,
তাহ'লে, ঐ যা'-কিছু চাহিদা পূরণের
ভিত্তিই হ'চ্ছে
ঐ আচার্য্য-অনুসেবন—
সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধানিরত হ'য়ে—
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে ;
অন্তর্নিহিত ঈশিত্ব যাঁ'র ভিতর
পরিস্ফুরিত হ'য়ে উঠেছে,
তাঁ'তেই আধিপত্য উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
আর, ঈশ্বরই আধিপত্যের বোধবিকিরণ—
বিভান্বিত বিভূতি,
তাই, আধিপত্যের স্বরূপই তিনি। ২০৫।

অবাস্তব দার্শনিকতা মাথা-তোলা দিয়ে
মানুষকে যতই বিভ্রান্ত ক'রে তোলে—
বাস্তব অনুবেদনাকে উপেক্ষা ক'রে,
ধর্ম্ম ততই
সত্তাপোষণী বাস্তব ধৃতিহারা হ'য়ে
বিপথ-ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বর সৎ,
আর, তিনিই অতিশায়ী সম্বেগ। ২০৬।

তুমি যে-দেবতা বা যে-মন্ত্রেরই
উপাসক হও না কেন,

যদি ইচ্ছা কর,
তদাশ্রয়ে দাঁড়িয়েই
যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তম
বা সদ্‌গুরু,
তাঁ'র উপাসনায় আত্মনিয়োগ করতে পার—
তাঁ'রই মন্ত্রপূত তপশ্চর্য্যায় দীক্ষিত হ'য়ে,
কারণ, তিনি নবীন হ'লেও পূরণ-পুরুষ,
প্রাচীনেরই নবীন অভ্যুত্থান,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বেত্তা
বা সৎ-আচার্য্য,
তাই, যে মন্ত্র বা দেবতার
উপাসনা-নিরত ছিলে তুমি,
তা'র বাস্তব পুরশ্চরণ হ'য়ে উঠবে তাঁ'তেই ;
দ্বিধাদীর্ণ হ'য়ে যদি তা' না কর,
এমন ঠকবে,—
যে-ঠকা আপূরিত হবে কিনা সন্দেহ,
আর, আপূরিত হ'লেও
কে জানে তা' কখন ;
যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তম,
তিনিই ঈশিত্বর প্রস্ফুরিত অভিব্যক্তি,
তিনিই অসীমের ব্যক্ত মূর্ত্তি,
অণোরণীয়ান্‌ হ'য়েও মহতো মহীয়ান্‌ তিনি,
ঈশ্বরের স্ফুরণদীপনা ও জীয়ন্ত বেদীই তিনি,
আর, ঈশ্বর সব যা'-কিছুরই পুরশ্চরণপ্রদীপ। ২০৭।

যা'কে-তাকে ঈশ্বর বিবেচনা ক'রে
যদি তা'রই উপাসনা কর,

বা সৎ-আচার্য্য ব'লে অনুসরণ কর,
তা'তে তোমার ধৃতি কিন্তু ব্যক্তিত্ব নিয়ে
বিবর্দ্ধিত হবে না,

অবশ্য তা' যদি কোন বস্তু হয়,
তা' যা'র স্মারক,
তোমার গতিও হবে খানিকটা সেই দিকে,

কারণ, ঐ বস্তুর মাধ্যমে
ঐ স্মৃতিকেই
অনুসরণ ক'রে থাকে মানুষ,
যে-বস্তুর উপর যে-ভাবই
আরোপ কর না কেন,
বস্তুই কিন্তু বোধের উদ্গাময়ক,

তাই, যা'কে আশ্রয় ক'রে চলবে,
তোমাকে বন্‌তে হবেও তাই বোধিব্যক্তিত্বে;
কিন্তু যে জীয়ন্ত বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
স্ফুরিত প্রেরণা

তোমার ধৃতি
অর্থাৎ জৈবী-সংস্থিতির সংহিত সম্বেগকে
উদ্দীপ্ত ক'রে
সংঘাত-নন্দনায়

তোমার ব্যক্তিত্বকে
বোধায়নী বিবর্দ্ধনে বিধৃত ক'রে
বাড়িয়ে তোলেন—
সমাহারী সংহত তাৎপর্য্যে,—

তিনিই তোমার জীয়ন্ত অনুদীপনা,
ঈশ্বরের অনুপ্রেরিত অভিব্যক্তি,

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রবোধ-প্রভ ব্যক্তিত্ব ;
ঈশ্বরই সুসংহিত বিবর্ত্তনী-প্রভা। ২০৮।

সুখদুঃখের সংঘাতের ভিতর-দিয়েই
মানুষ সঙ্গতি লাভ করে,
আর, সুখদুঃখ দুই-ই যখন
শ্রেয়-সার্থকতায় সার্থকতা লাভ করে—
কৃতী উদ্দীপনায়,—
তখনই তা' সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
আর, ঈশ্বরই সার্থকতার পরম কেন্দ্র। ২০৯।

জীবন যখন থেকে
সত্তা-অনুচর্য্যিতাকে অবহেলা ক'রে
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধির বিলোল লালসায়
আত্মশোষণী দুর্ব্বার প্রবৃত্তি-উপভোগ-আকাঙ্ক্ষায়
আবিষ্ট হ'য়ে
বৈধানিক জীবনীয় সুকেন্দ্রিকতাকে
অবদলিত ক'রে চলতে থাকলো—
বৃত্তিস্বার্থী অহমিকার উৎসর্জ্জনী আবেগে,
সপরিবেশ নিজেকে শোষণ করতে-করতে,—
আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে
সংঘাতও সৃষ্টি হ'তে লাগল তখন থেকেই,
সে-সংঘাতে
সত্তা যতই দুর্ব্বল হ'য়ে উঠতে লাগল,—
ঐ-ঐ জীবনও ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে উঠলো তেমনি,
সমগ্র জীবন
ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠতে লাগল ততই,

বেদনা সত্তার ধৃতিকে বিকম্পিত ক'রে
উতরোল সম্বেগে
অস্থির হ'য়ে উঠলো,
দীর্ঘনিঃশ্বাস হতাশজৃম্ভণে ব'লে উঠলো—
'মরলেই বাঁচি',
ম'রে বাঁচবার পরিকল্পনা অমনি ক'রে
জীবনে সজাগ সুপ্তশয়নে
অন্তঃস্যূত হ'য়ে রইল—
বিষাদ-সিঞ্চিত ক্রমবর্দ্ধমান হাহাকার নিয়ে
প্রত্যাশা-আহত ধৃষ্টতা
মরণকে স্বীকার ক'রে নিল,
এই স্বীকার ক'রে নেওয়াই হ'চ্ছে
মরণ-অভিনিবেশ ;
তুমি ইষ্টার্থপ্রাণতায় ভরপুর হ'য়ে থাক,
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টে
এমনতর ভাবঘন হ'য়ে ওঠ,
যা'তে অভাবের বোধই অন্তরে না জাগে,
তোমার সমস্ত প্রবৃত্তি উদাত্ত অহং নিয়ে
ইষ্টীতপা হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টস্বার্থ তোমার জীবনের অর্থ হ'য়ে উঠুক,
কোন প্রবৃত্তি, কোন প্রত্যাশা
যতই প্রবলই হো'ক না কেন,
ঐ ইষ্ট বা শ্রেয়ধৃতিকে অটল রাখতে ভুলো না,
তা' যেন একটুও বিকম্পিত না হয়,
ইষ্টানুগ কর্ম্মের সৌষ্ঠব-নিষ্পন্নতায়
সময়, সুযোগ ও সুবিধার
কুশলকৌশলী বোধায়নী নিয়ন্ত্রণে

ঐ ইষ্টার্থকেই আপূরিত ক'রে চলতে থাক,
মরণ-কল্লোল যা'তে তোমাকে
যথাসম্ভব স্পর্শও করতে না পারে,—
তেমনতরই ধৃতিকুশল তৎপরতা নিয়ে তাঁ'কে ধর,
তাঁ'র সার্থকতায় যা'-কিছু কর,
আর, তেমনি হ'য়ে ওঠ,
আর, তোমার প্রাপ্তিতে তিনিই জাগ্রত হ'য়ে উঠুন—
তোমার জীবনের প্রতিপদক্ষেপেই
তাঁ'রই জৌলুস বিকিরণ ক'রে—
তোমার অন্তরের তদ্ভাবঘন অনুদীপনায় ;
এমনতর নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
তুমি ঐ মরণ-অভিনিবেশকে
তাড়িয়ে দিতে সচেষ্ট থাক—
তা' তাড়াবার মননে নয়কো,—
বিতাড়িত হয়—
এমনতর আত্মিক আবেগ-সম্ভূত
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে,
তোমার প্রাপ্য আয়ু এতটুকু হ'লেও
তা' বেড়ে উঠুক,
তোমার সন্তান-সন্ততির ভিতর-দিয়ে
তা' আরো বেড়ে উঠুক—
ঐ আয়ুদ বৈধী আচরণ ও অনুপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে,
জীবন অমৃতস্পর্শী হো'ক,
যেমন ক'রেই হো'ক
তোমার সত্তার স্মৃতিবাহী চেতনাকে
যা'তে সজাগ ক'রে তুলতে পার,
তা'ই ক'রে চল,

আর, চেঁচিয়ে বল—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ,
তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' । ২১০ ।

যেখানেই দীক্ষিত হও না কেন,
তোমার গুরু যদি ইষ্টনিষ্ঠ হন,
অর্থাৎ যুগ-পুরুষোত্তমে
নিষ্ঠা-সমন্বিত অনুরতি তাঁ'র থাকে,
শ্রেয়বিদ্বেষ-বিহীন
সদাচারী, বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ
তৎপর প্রদীপনায় যুক্ত থাকেন তাঁ'তে,
অমনতর শ্রেয়-পুরুষে একাত্মতা-সম্পন্ন
তদর্থী, প্রীতি-প্রদীপ্ত, ইষ্টীতপা
সহজ-সম্বেগশালী
বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ
যে-কোন মহতের কাছেই যাও না কেন,
তাঁ'র বাক্য, ব্যবহার, প্রীতিদীপনা-তাৎপর্য্যে
এক-কথায়, চারিত্রিক বিভার ভিতর-দিয়ে
সন্ধিৎসু চক্ষে
তাঁ'র বিশেষত্বের অনুরণনকে দেখতে চেষ্টা কর—
তাঁ'কে ঐ তোমারই আচার্য্য বা গুরুর
বিশেষ প্রতীক বিবেচনায়,
তাঁ'র অনুচর্য্যাও কর তেমনি,

তোমার দীক্ষার অনুশীলন কর
তাঁ'র শিক্ষার অনুপ্রেরণা নিয়ে,
তাঁ'র বৈশিষ্ট্যমাফিক তুমিও
তোমার আচার্য্যের মতনই তাঁ'কে পাবে,
ধন্যও হবে তা'তে,
তা'তে তোমার আচার্য্যে অনুরতি
ক্রমবর্দ্ধমান হ'য়ে উঠতে থাকবে,
উপভোগ ও উপলব্ধিও
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকবে তেমনি,
তবে কা'রও উপলব্ধি-সঙ্গত আচরণ না দেখে
শুধুমাত্র বাচক বিদ্যায় বিহ্বল হ'য়ে
যদি অমনতর কর,—
ঠকবে ;
তোমার আচার্য্য যদি জীয়ন্ত না থাকেন,
আর, ঐ অমনতর প্রকৃত-মহৎ-সংশ্রয় যদি পাও,
তাঁ'কেও তুমি অকুণ্ঠভাবে অনুসরণ ক'রো,
অন্তরের শ্রান্ত জীর্ণতা
স্বস্তিমান হ'য়ে উঠবে,
অবশ্য সব দিক্‌টাই সার্থক হ'য়ে ওঠে—
সেই পরম শ্রেয়বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পুরুষোত্তমে,
আর, সেই পুরুষোত্তমই হ'চ্ছেন
ঈশিত্বের জীয়ন্ত বেদী ;
তাই, যাঁ'রা নিজের শিষ্য-সন্ততিকে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়-সংশ্রয় হ'তে
বিরত ক'রে রা'খেন,

তাঁ'রা কিন্তু গুরুত্বের আসন
স্পর্শ করবারই উপযুক্ত নয়। ২১১।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়-পুরুষ যিনি,
প্রীতি-উৎস কল্যাণ-প্রতীক যিনি,
তাঁ'র পরিচর্য্যা, পরিরক্ষণা,
পরিপোষণা বা অনুচর্য্যী পরিপূরণায়
ক্লেশকর্ম্মের পরিবর্ত্তে
তাঁ'র আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য ছাড়া
চাহিদায় মূল্যস্বরূপ কিছু গ্রহণ করা
তোমার পক্ষে অকল্যাণকর,—
লাবণ্য ও শ্রীর পরিপন্থী,
তা' কিছুতেই গ্রহণ ক'রো না,
কারণ, তাঁ'র জন্য কিছু ক'রে
তদ্বিনিময়ে তোমার প্রাপ্য যদি
দাবী-স্বরূপ আদায় ক'রে নাও,
তবে সেই নেওয়া
তাঁ'তে সশ্রদ্ধ পরিবেশকে
তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হ'তে দেবে না,
তাই, তা'দের প্রীতি-অবদানেও বঞ্চিত হবে তুমি,
আর, মহৎ-সেবা-জনিত
আত্মপ্রসাদের উদ্গাময়ক বিভাকেও
উপভোগ করতে পারবে না;
তোমার জীবনের জন্য যা'-কিছু করণীয়
তা'কে ত্যাগ ক'রেও
ঐ অনুচর্য্যায় নিরত থেকো
চেয়ো না কিছু,

অপেক্ষা কর,
তোমার পাওনা শুভ-শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে
তোমাকে অচিরেই অজচ্ছল সেবা করবে—
তা'তে সন্দেহ নাই ;
কিন্তু ক'রে যদি চাও,
তোমার অন্তরের ঈশী-সন্দীপনা
তোমার বিবর্দ্ধনার দিকে
মুখ ফিরিয়ে রইবে,
তাই, ক'রেই কৃতার্থ হও,
তোমার যা'-কিছু কৃতকর্ম্ম
শুভ-বিন্যাসে ঈশ্বরেই সার্থকতা লাভ করুক। ২১২।

পুরুষোত্তমের আবির্ভাব যখনই হ'য়ে থাকে,
তিনি নিজেই সর্ব্বসঙ্গত ঐক্যতানের
বিবর্ত্তনী সম্বুদ্ধ সঙ্গীত,
তিনি স্বতঃই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
তাঁ'র স্বভাব-বেষ্টনী যাঁ'রা
ও পরবর্ত্তী পাবকপুরুষ যাঁ'রা,
তাঁ'রা ঐ ঐক্যের
অঙ্গাঙ্গী অনুবাদ্যকর বা অনুবাদক—
তাঁ'রই ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
সঙ্গতি-সঙ্গীতের
আংশিক অবতারণা—
অনুরণনী উদ্গাতা—প্রতিষ্ঠাতা,
প্রবর্দ্ধনা ও পরিশুদ্ধির সন্দীপ্ত অভিদ্যোতনা ;
দেবপ্রভ পূত ব্যক্তিত্ব তাঁ'দের সবারই নমস্য,
যাঁ'রা তা' নয়কো,

তাঁ'রা বিভ্রান্তির আলেয়াদীপ্তি ছাড়া
আর কিছুই নয়,
সত্ত্বতঃ, তত্ত্বতঃ, বস্তুতঃ বা ধর্ম্মতঃ
কোন সঙ্গতিই তা'দের ভিতর
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠেনি,
পুরুষোত্তমের পারম্পর্য্যাভিগমনের
সার্থক সন্দীপনা
তা'দের ঐ তমসা-বিলোল অন্তঃকরণকে
স্পর্শও করে না,
কারণ, তা'রা তা' চায়ও না। ২১৩।

শ্রদ্ধোষিত অচ্যুত সুনিষ্ঠ
সক্রিয় অন্তর নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আচার্য্যকে
সর্ব্বতোভাবে তোমার শ্রেয়-প্রতীক ব'লে গ্রহণ কর,
আর, তোমার সব-কিছু নিয়ে
তুমি শ্রেয়তপা হ'য়ে ওঠ,
তোমার জীবনাভিযানের প্রারম্ভেই
ঐ শ্রেয়-দীক্ষায় নিজেকে পূত ক'রে তোল,
আর, সমস্ত চলন, বাক্য, ব্যবহার
অনুকম্পী অনুবেদনাকে
ঐ শ্রেয়কেন্দ্রিক সার্থকতায়
সুসংহত ক'রে তোলাই
তোমার জীবন-সাধনার
মূল মন্ত্র হ'য়ে উঠুক ;
ঐ প্রীতি-প্রমুখ শ্রেয়ানুবেদনা নিয়ে
সুসন্ধিৎসু সমীক্ষার সহিত

প্রীতিপ্রসন্ন অভিদীপনায়
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
সব্যষ্টি সমষ্টির বৈশিষ্ট্যানুগ সক্রিয়
সম্বেগশালী শুভ-পরিক্রমায়
দক্ষতাপূর্ণ কুশল-কৌশলী তাৎপর্য্যের সহিত
আপদ ও ব্যাঘাতকে নিরোধ ক'রে
তা'দের শুভ-সম্পাদনী পৌরোহিত্য গ্রহণ কর,
যা'র যে-বিষয়ে দায়িত্ব নিয়েছ
বা নেবে ব'লে সিদ্ধান্ত করেছ,
বাক্ ও কর্ম্মের লীলায়িত প্রীতি-আলিঙ্গনে
সেগুলিকে কুশল-তৎপরতায়
নিষ্পন্ন ক'রতে ত্রুটি ক'রো না একটুকুও,
দেশকালপাত্র-হিসাবে
বিহিত তৎপরতায়
লোকোন্নয়নী পরিকল্পনার
সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে
ঐ শ্রেয়ানুগ পন্থায়
এমনতর অনুপ্রেরণী তাৎপর্য্যে
লোক-অন্তরকে অনুপ্রেরিত ক'রে তুলতে চেষ্টা কর—
অগ্নিগময়ক উপস্থিত-বুদ্ধি নিয়ে,
আর, তা' যেন এমনতর স্বাভাবিক হয়,
যা'তে লোকের সত্তাপোষণী পরিবেদনাকে
উদ্দীপ্ত ক'রে
তা'রা তা' নিষ্পাদনে
প্রবুদ্ধ ও প্রকৃষ্ট হ'য়ে ওঠে—
যোগ্যতার অভ্যুদয়ী অভিনন্দনায়,
সব কর্ম্মে

তোমার কৃতিত্বের অভিনন্দন
তোমার সহকর্ম্মী সবাই
যা'তে উপভোগ করতে পারে—
তাই ক'রো,
এমন-কি, তোমার ব্যঙ্গ, হাস্য-পরিহাস
বা ঠাট্টা যা'ই বল না কেন
সবগুলিই যেন প্রীতি-সন্দীপক হয়,
আর, সব যা'-কিছুর তাৎপর্য্যই যা'তে
তোমার উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে
আদর্শের নির্ম্মাল্য হ'য়ে ফুটে ওঠে,
তেমনতরভাবেই সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,—
লোকে যা'তে সম্ভ্রান্তশীলতা নিয়ে
তোমাকে আপন মনে করতে পারে ;
আত্মস্বার্থকে উপচয়ী করবার প্রলোভন হ'তে
নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখতেই যত্নবান্ হ'য়ো—
শুধুমাত্র উপযুক্ত জীবনধারণী প্রয়োজনের
আপূরণী কর্ম্ম ছাড়া ;
আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মাভিমান, অপমান ও বিদ্বেষকে
যথাসম্ভব তোমার অন্তঃকরণের অন্দরে
এগুতে যত না দিয়ে পার, ততই ভাল,
মনে রেখো—
প্রবর্দ্ধনায় বা নিয়ন্তৃ বা নেতৃ-প্রকৃতিতে
হীনম্মন্যতা বা স্নায়বিক স্পর্শাসহিষ্ণু অহং
একটা বিক্ষোভী প্রতিবন্ধক—
যা' বোধায়নী পরিক্রমাকে ব্যাহত ক'রে তোলে ;
ঠিক জেনো—

তোমার ঐ নিঃস্বার্থ প্রীতিপূর্ণ লোকসেবাই
তোমার সম্পদের পরম আহুতি,
লোক-উপার্জ্জনে সচেষ্ট থেকো,
অর্থ-সম্পদ্ অর্জ্জনে নয়কো,—
অর্থ-সম্পদ্ তোমাকে সেবা ক'রে
ধন্য হবার উদ্‌গ্রীবতা নিয়ে
সব-রকমে তোমাকে অনুসরণ ক'রে চলবেই,
যজন, যাজন, অধ্যয়ন. অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ—
এই ষট্‌কর্ম্ম
তোমার স্বভাবে যেন পূত হ'য়ে বসবাস করে,—
যজন মানে, নিজে অভ্যাস করা,
যাজন মানে
অন্যকে অভ্যাস করতে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে তোলা,
অধ্যয়ন মানে আয়ত্ত করার পথে চলা,
অধ্যাপনা মানে
মানুষ যা'তে আয়ত্ত করতে পারে
তা'তে তা'দিগকে
প্রবুদ্ধ ও ক্রিয়াশীল ক'রে তোলা,
দান মানে সদুপায়ে যেমন ক'রে পার
লোকের বেদনাপ্রদ না হ'য়ে
মানুষের জীবনীয় পূরণ-পোষণী যা'-কিছু
তা' দিতে প্রস্তুত থাকা—
নিজের অস্তিত্বকে সলীল-সম্বেগী রেখে,
প্রতিগ্রহ মানে—
মানুষ শ্রদ্ধাবনত অন্তঃকরণে যা' তোমাকে দেয়
প্রসন্নচিত্তে তা' গ্রহণ করা ;
মানুষের জীবনে সার্থকতা লাভ করে না,

এমন-কি, তোমার জীবনেও নয়—
কাউকে এমনতর ভাঁওতায় অভিভূত ক'রে
কা'রও ক্ষোভের কারণ হ'য়ো না,
তোমার বিরোধী বা বৈরী যা'রা,
অসন্তুষ্ট যা'রা তোমার প্রতি,
তোমাকে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি,
এমনতর যা'রা,—
কুশল-বোধায়নী তৎপরতা নিয়ে
তা'দের অন্তর্নিহিত সৎ যা'-কিছুর
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে চলবে—
তা' প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক
বা পরোক্ষভাবেই হো'ক ;
আর, আন্তরিক অনুবেদনায়
স্ফূর্ত্তিশীলতা নিয়ে
অভ্যুদয়ী আপ্যায়নায়
এৎফাঁক ক'রে
মধুর বাক্য, ব্যবহার,
স্বতঃস্বেচ্ছ প্রীতি-সম্ভ্রমাত্মক অযাচিত অবদান
ও দুঃখে সাহায্য ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে এমনতরই ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রো,
যা'তে তোমার প্রতি তা'দের বিরুদ্ধ আচরণই
তা'দের সমূহ সন্তাপের কারণ হয়—
অন্তরে ও বাইরে,
কিন্তু এই চলনার ভিতরেও
সব-সময়ই সাবধানী সতর্কতা নিয়ে
এমনভাবে চ'লো,—
তা'দের অযথা আঘাতও যা'তে

তোমার চলনায় কোনপ্রকার
ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে,
বরং তা'দের বিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
তা'দিগকেই বিষাক্ত ক'রে তোলে,
আবার, তা'রা এও যেন ঠিক বোঝে
যে, ঐ বিষের প্রতিকার
একমাত্র তোমাকে দিয়েই হ'তে পারে ;
আবার, নিজের গোঁকে অকাট্য না রেখে
যা'দিগেতে তুমি বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠ,
সম্ভ্রান্ত সমীক্ষায়
তা'দের প্রস্তাবনাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে
সঙ্গতির অনুশাসনে
আলোচনার ভিতর-দিয়ে
পারস্পরিক সমর্থনী ঐক্যে দাঁড়িয়ে
যেমনটি চাও তেমনতরই নিয়ন্ত্রণে
তদনুপাতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে
তৎনিষ্পন্নতায় নিজের কর্ম্মকে পরিচালিত ক'রো,
এতে বিরোধ অনেকাংশেই নিরুদ্ধ হবে,
বান্ধব-নিবদ্ধতার ভিতর-দিয়ে
তৃপ্ত, দীপ্ত হ'য়ে উঠবেই উভয়েই ;
যদি লোক-উন্নয়কই হ'তে চাও,
লোক-নেতাই হ'তে চাও,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপরতার সহিত
এই চলনেই চলতে থাক,

দেখবে—

সার্থকতা প্রাতঃ-সূর্য্যের মত
কোমল কিরণে তোমাকে অভিষিক্ত ক'রে
জীবনে তৃপ্ত ও দীপ্ত ক'রে তুলবে ;
যা' বললাম—এগুলি লোক-উন্নয়নী,
লোক-বিনায়নী
বা লোক-নিয়ন্ত্রণী মুখ্য সূত্র,
যেখানে যা-ই কর না কেন,
অবস্থাভেদে যেখানে যেমন করতে হয়,
সুসঙ্গত তৎপরতা নিয়ে তা' তো করবেই,
কিন্তু সব সময়ই নজর রেখো—
ঐ মুখ্য সূত্রের উপর তুমি দাঁড়িয়ে আছ কিনা,
অতি সতর্কতার সহিত
ওতে দাঁড়িয়ে থেকে
যা' করতে হয়, ক'রে যাও—
সৌষ্ঠব-সম্প্রেরণী ত্বরিত তৎপরতা নিয়ে ;
ঐ ধরা, ঐ করা যা' হওয়াতে পারে,
যা' পাওয়াতে পারে,
তা' করবেই কি করবে,
এগুলিতে যদি তুমি অভ্যস্ত হও,
আর, তুমি যদি নিয়ন্তা নাও হও,
পরিবেশ তোমাকে নিয়ন্তা না ক'রেই ছাড়বে না,
ঈশ্বর মঙ্গলময়,
তিনি তোমাদের সদিচ্ছাকেই
জীবন্ত ক'রে তুলুন। ২১৪।

তুমি যদি সুকেন্দ্রিক, সুষ্ঠু সমাধান-তৎপর
না হ'য়ে ওঠ,

উপচয়ী নিষ্পন্নতাকে
দক্ষ-কুশল তৎপরতায়
সার্থক না ক'রে তোল—
উপচয়ী শ্রেয়-সংশ্রয়ী ক'রে,—
তোমার অলস সাধুতা
বিলোল ব্যর্থতায়
ব্যত্যয়ে অবসন্নই হ'য়ে পড়বে—
জীবনের সার্থক-সন্দীপনায় বঞ্চিত হ'য়ে ;
তাই নিজে কর,
অন্যকেও নন্দিত কর তাঁ'তে,
করায় প্রণোদিত কর,
আয়ত্ত করার পথে চল,
আয়ত্ত করতে অনুপ্রাণিত কর,
সামর্থ্যানুপাতিক যা' পার—দাও,
আর, সামর্থ্য-সংরক্ষণে
অন্যের কাছ থেকে নাও—
কাউকে কোন-প্রকারে ক্ষুণ্ণ না ক'রে,
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহের
মরকোচই ওখানে। ২১৫।

তোমার বৈশিষ্ট্য-নিঃসৃত অবদানকে
যদি দুনিয়ার সকলের পক্ষে
সত্তাপোষণী ক'রে তুলতে না পার,
তবে তা' কিন্তু বন্ধ্যা। ২১৬।

তোমার জীবনচলনায় যা'-যা' প্রয়োজন
সেগুলিকে যদি সুন্দর ব্যবস্থায়

সুষ্ঠু পরিচর্য্যায়
স্বস্থ রাখতে না পার,
তবে কিন্তু ঠকবে। ২১৭।

১। শ্রদ্ধোষিত আত্মোৎসারণা নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহাপুরুষদিগকে
স্বীকার ক'রো,
ও অনুচর্য্যা-পরায়ণ থেকো—
মুখ্য তৎপরতায়।

২। বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-পুরুষোত্তম-পরিবেদনী
আগ্রহ নিয়ে
তোমার সমস্ত কর্ম্মগুলিকে
শ্রেয়তপা ক'রে ফেল,
যা'তে ঐ শ্রেয়ার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে।

৩। সদাচার-সমন্বিত হৃদ্য আচরণ
ও বোধায়নী কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে শ্রেয়ার্থী ক'রে তুলো—
শ্রদ্ধোষিত শ্রেয়োপসেবা নিয়ে।

৪। মনে রেখো—
শ্রেয়ানুগ লোকহিতই
সহজভাবে সরাসরি তোমার স্বার্থ—
সত্তাপোষণী সংশ্রয়কে অব্যাহত রেখে,
লোকহিতকে অবজ্ঞা ক'রে
বা লোকশোষক হ'য়ে
তোমার কোন স্বার্থকেই মুখ্য ক'রে তুলো না।

৫। আত্মিক-উৎসারণী অনুশীলনকে
তোমার দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মের সহিত

ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট ক'রে নিও—
প্রীতিপূর্ণ অনুধ্যায়ী বিহিত তৎপরতা নিয়ে,
উপযুক্ত সময়ে,
সুযোগ ও ভাগ্য-অনুদীপনাকে
উদ্দীপ্ত রেখো—
যা'তে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পুরুষোত্তমের সন্ধান পেলে
তাঁ'র কাছে
তোমাকে তোমার যা'-কিছু নিয়ে
উৎসর্গ ক'রে
ধন্য হ'তে পার।
বিশেষভাবে মনে রেখো—
এই পাঁচটিই হ'চ্ছে
জীবনীয় প্রাক্-গণদীক্ষার মূল ভিত্তি ;
আগে এতে নিজেকে অভিষিক্ত ক'রে তোল,
পরে সত্তা ও সংহতি-পোষণে
যা' করবার তা' ক'রো,
নতুবা, যা-ই করবে
নিশ্চয় ক'রে জেনো—
পণ্ডশ্রমে
জীবনকে শীর্ণ ক'রে তুলতেই হবে তোমাকে। ২১৮।

প্রাক্‌দীক্ষা মানে
অচ্যুত সুনিষ্ঠার সহিত
বাক্য ও অন্তরের দ্বারা
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়তে
শ্রদ্ধানিবদ্ধ হওয়া,

অথচ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁ'কে তখনও
গ্রহণ করা হয়নি ;
আনুষ্ঠানিক দীক্ষা মানে
বাক্যে, ব্যবহারে আনুষ্ঠানিকভাবে
দীক্ষা গ্রহণ ক'রে ইষ্টে নিবদ্ধ হওয়া,
আনুষ্ঠানিক অভিদীপনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,
কারণ, তা' বাহ্য ও অন্তরকে
সমীচীনভাবে ইষ্টনিবদ্ধ ক'রে তোলে,
তপঃপ্রবৃত্তিকে সুষ্ঠু অভিদীপনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
অনুসরণীয় আচরণের ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়পন্থী ক'রে তোলে,
তাই, তা' সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলপ্রদ ;
আর, প্রাক্‌দীক্ষা দ্বারা
অন্তর শ্রেয়ার্থ-উৎসারণায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে
তদর্থানুগ আচরণে
জীবনকে প্রসারণায়
অনুচর্য্যী ক'রে তোলে,
তাই, তা' শ্রেয়প্রসূই,
দৈন্যদীর্ণও নয়,
হেয়ও নয়,
যদিও তা' সর্ব্বাংশেই ন্যূন,
কারণ, তা' আনুষ্ঠানিক অনুচর্য্যায়
পরিশুদ্ধি লাভ করেনি,
এবং পারিবেশিক স্বীকৃতিরও খাঁকতি সেখানে ;
দীক্ষার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
মুণ্ডন, অভিষেক, উপনয়ন, যজন,
নিয়মগ্রহণ, ব্রতানুষ্ঠান, উপদেশ। ২১৯।

তুমি যেখানেই দীক্ষা নিয়ে থাক না কেন,
বা যে-মন্ত্রেই দীক্ষা নিয়ে থাক না কেন,
তিনি যদি আচার্য্য, তত্ত্বদ্রষ্টা,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে থাকেন,
দুনিয়ায় অমনতর যত যিনিই থাকুন না কেন,
তাঁ'দের মধ্যে স্তর-ভেদ থাকলেও
বিভিন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে
তত্ত্বতঃ তাঁ'রা তোমার সেই গুরুই ;
আর, তা' যদি না হ'য়ে থাকেন
তা'হলে তোমার দীক্ষা
তোমাতে দক্ষ হ'য়ে উঠবে না—
এ অতিনিশ্চয়,
কিন্তু পুরুষোত্তম যখনই আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন,
তিনি চিরদিনই এক—অদ্বিতীয়—
তা' বাস্তবে—
তত্ত্বতঃও । ২২০ ।

তোমাদের সাত্বিক ভাবাবেগ
আত্মিক নিবন্ধনে
জ্বলন-সম্বেগে
যতই সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠবে—
দীপনদান্ত কর্ম্মানুপ্রেরণা নিয়ে
প্রিয়পরমে অর্থান্বিত হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে গৌণ ক'রে
মুখ্য অনুপ্রেরণায়,
উদ্বর্দ্ধনী অনুরাগ-সন্দীপ্ত
সক্রিয় অভিব্যক্তি নিয়ে,

স্নায়ুতন্ত্রীগুলিকে বিকম্পিত ক'রে
সংহত শালীন্যে,
শক্তি ও বিক্রমী পরাক্রমের সহিত
উপচয়ী উৎক্রমণায়
পরস্পর পরস্পরকে স্বার্থান্বিত ক'রে—
সাত্ত্বিক স্বতঃ-নিয়মানুবর্ত্তিতায়
সুসংবদ্ধ সাগ্নিক প্রজ্বলনে,
যা'-কিছু অসৎ-কে ভস্মসাৎ ক'রে
স্বচ্ছন্দ মলয়-তালিমে
স্বর্গীয় সুষমা-পরিবেষণে
তোমাদিগকে আশিস্‌দীপ্ত ক'রে,—
স্বর্গীয় যাজ্ঞিক সুগন্ধি
প্রতিটি জীবনকে জীবনদৃপ্ত ক'রে
উদাত্ত অনুচর্য্যায়
তোমাদের বাক্য, ব্যবহার, যোগ্যতা
দৃষ্টি, ভাবভঙ্গী যা'-কিছুকে
জীবনীয় ক'রে তুলবে ততই—
একটা বিক্রমী শৌর্য্যদীপনায়,
তাই, এখনই সংহত হও,
আর, এই-ই শক্তি-সাধনা। ২২১।

তোমার অন্তরস্থ জীবনকেন্দ্র
যে সমাবেশে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তোমার সত্তাকে জীবনীয় ক'রে রেখেছে,—
যা' সপরিস্থিতি তোমার
বৈধানিক ব্যবস্থাকে
সুব্যবস্থায় বিনায়িত ক'রে

বর্দ্ধনসম্বেগী ক'রে রেখে চলেছে,—
তুমি সেই জীবন-সত্তাকে
যদি শাতন-পরিচর্য্যায় নিয়োজিত কর
অর্থাৎ দুষ্টপ্রকৃতির সম্পৃজক ক'রে তোল,
তবে দুষ্টপ্রকৃতি বা শাতন-প্রকৃতি সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
তোমার জীবন-সত্তাকে
ক্ষয়িষ্ণু ক'রে কেন তুলবে না ?
ঐ প্রকৃতিকে যদি জীবন-সত্তার
পূজারী ক'রে তুলতে,
তন্নিয়মনে সে নিয়ন্ত্রিত হ'তে বাধ্য হ'তো—
এমনতর কিছু যদি করতে,
তাহ'লে তোমার ঐ জীবন-সত্তাই
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতো,
তুমি জীবনের অধিকারী হ'তে,
আয়ুর অধিকারী হ'তে,
বর্দ্ধনার অধিকারী হ'তে,
স্বর্গীয় পারিজাত-প্রবাহ
উচ্ছল মন্দার-উপভোগে
সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠতো—
তোমার পরিবার, পরিবেশ সব যা'-কিছুকে
ঐ উপভোগ-উদ্বর্দ্ধনার অধিকারী ক'রে ;
তোমার যে প্রবৃত্তিকে
উদ্‌গতিতে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছ,
তা'তেই তুমি স্বাধীন হ'য়ে আছ,
তোমার বোধ ও বিবেচনা নিয়ে
যা'র আরাধনা যেমন করবে,

অভ্যাস-অনুচর্য্যার ফলে
যোগ্যতাও তেমনি বেড়ে যাবে,
সিদ্ধিও হবে তেমনি,
বৃদ্ধিও চলবে সেই পথে,
যা' শ্রেয় বিবেচনা করবে, তাই করবে,
ক'রেও থাক তাই,
পাও বা পাবেও তেমনি। ২২২।

অসৎ যা',
অর্থাৎ সত্তার আপদ যা',
তা'কে নিরোধ কর,
পার তো, সত্তা-সম্পোষণায় সম্মিলিত ক'রে তোল,
আর, সৎ যা', সত্তাপোষণী যা'
তা' অবিন্যস্ত ক্রমসম্পন্ন হ'লেও
পারিপালন কর,
বিন্যাসে দৃঢ় ক'রে তোল তা'কে—
সুসঙ্গতি নিয়ে, সার্থকতায়,
শুভসন্দীপনী গণচর্য্যার মৌলিক পন্থাই ঐ। ২২৩।

শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে
'ঈশ্বর! আমায় দয়া কর,
বা, ঈশ্বর! আমার কী হ'লো?'
বা, এমনি গুটিকতক বুলি আওড়ালে যে
প্রার্থনা বা আত্মনিবেদন করা হ'লো
তা' কিন্তু নয়কো;
ইষ্টার্থকে মুখ্য ক'রে,
তদনুচর্য্যী আকূতিকে উদগ্র ক'রে

নিজের অন্তঃকরণের দিকে তাকাও,
তাঁ'র দয়া তোমাতে বোধিদীপন-কুশল তাৎপর্য্যে
বোধায়নী সঙ্গতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক,
আবার, কী করনি,
কী ক'রলে কী হ'তে পারতো,
তা' না ক'রেই বা কী হ'লো,
ইষ্টানুগ অভিদীপনায় সেগুলিকে
সঙ্গতিশীল অনুক্রমণায় চিন্তা ক'রে
তেমনতরভাবেই বাস্তবে ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠ—
বৈধী বিচারণা নিয়ে,
যা' খাঁকৃতি দেখতে পাচ্ছ
সেগুলিকে আপূরিত ক'রে তোল বাস্তবে,
এমনি ক'রেই কর, চল,
যোগ্যতা স্বতঃই
আধিপত্য বিস্তার করতে থাকবে
তোমার জীবনে,
কুশল-কৌশলী দক্ষ পরিবীক্ষণায়
যেখানে যেমন ক'রে
যেমনতর বাক্য, ভাবভঙ্গীতে
কর্ম্মানুদীপনা নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠা যায়,
সেখানে তেমনি ক'রেই চল—
ভুল-ভ্রান্তিকে শুধ্রিয়ে,
যোগ্যতার আধিপত্য
অনুচর্য্যায় ঈশিত্বকে আবাহন ক'রে
তোমাকে ক্রমসার্থকতায়
সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে থাকবে ;

প্রার্থনা, আত্মনিবেদন অর্থ-সমন্বিত হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে। ২২৪।

এমন যদি কোন সত্য থাকে
যা' অশুভের উদ্‌গতি, হিংসার ইন্ধন,
সত্তা ও সংহতির সাংঘাতিক সংঘাত,
সুন্দরের কলঙ্ক,
তা' কিন্তু সত্য হ'লেও মিথ্যা ;
আবার, তেমনি এমন যদি কোন মিথ্যা থাকে
যা' সত্তারই অনুপোষক, শুভেরই সংবর্দ্ধক,
হিংসারই অপনোদক,
সুন্দরের অভিদীপনী অর্ঘ্য,
তা' কিন্তু মিথ্যা হ'লেও সত্যধর্ম্মী ;
তাই, মনে রেখো—
যা' সত্য, তা' প্রিয়-প্রবর্দ্ধক,
ভূতহিত-সম্পাদক,
সংহতি ও সুন্দরের নিষ্পাদনী অর্ঘ্য,
শ্রেয়শ্রদ্ধ ও শ্রেয়ানুক্রিয়াশীল ;
এ বিশেষত্ব যেখানে নাই,
তা' মিথ্যারই অনুচর,
সত্যের ছদ্মবেশী মিথ্যা,
তা' অসৎ। ২২৫।

তুমি যদি এমন কোন অপরাধ ক'রে থাক,
যা' আরাধনাকেই প্রতিষ্ঠা করে,
শুভ-নন্দীপী ও লোকতর্পী হ'য়ে ওঠে,
সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ানুচর্য্যী হ'য়ে ওঠে—

উপচয়ী উৎক্রমণে,
সত্তা-সংরক্ষণী ও সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে ওঠে,
তা' অপরাধ হ'লেও শ্রেয়। ২২৬।

১। ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
অর্থাৎ শ্রেয়স্বার্থী হ'য়ে ওঠ সর্ব্বতোভাবে—
জীবনের যা'-কিছুকে তদর্থপরায়ণ ক'রে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে অব্যাহত রেখে ;
২। সবারই সহিত হৃদ্য ব্যবহার ক'রো—
কথায়, ভাবে ভঙ্গীতে, চাউনি ও চলনে
ইষ্টানুগ পন্থায়,
এমন-কি, অন্যের অপরাধে, অন্যায়ে,
শাসনে, সোহাগে ও তোষণে,
আবার, যা'র কাছে পেয়েছ ও পাও,
তা'র সাথে সব সময় বিনীত ব্যবহার ক'রো,
বড় হ'লে শ্রদ্ধোষিত বিনয়-সমন্বিত হ'য়ে চলবে,
আর, ছোট হ'লে স্নেহল-বিনয়ী হ'য়ে চলবে—
কৃতজ্ঞতাকে মুখর ক'রে রেখে—
হৃদ্য আপ্যায়নে,
সহজ সন্দীপনায়,
অবাহুল্যে, অনাধিক্যে, অনাড়ম্বরে ;
যদি কিছু নাও কর,
শুধুমাত্র এই দুটি বিষয়কে যদি
অভ্যাসে এস্তামাল ক'রে চলতে পার,
জীবনের অনেক হাঙ্গামা এড়িয়ে
নিজের ও অন্যের স্বস্তিপ্রদ হ'য়ে
চলতে পারবে। ২২৭।

আগে ভেবে দেখ,
কা'র সাথে তোমার
অন্যায্য, অবাঞ্ছিত, অসরসভাব আছে,
সর্ব্বপ্রযত্নে আগে দেখে নাও
তা'র সাথে হৃদ্য ও সরস সম্বন্ধ-নিবদ্ধ
হ'তে পার কিনা,
যা'তে পার, তাই-ই ভাল,
তা'রপর বিবর্ত্তনের পথে এগিয়ো তুমি—
সক্রিয়, সুকেন্দ্রিক তপোবিন্যাস-জীবনে। ২২৮।

সত্যরক্ষা মানেই
সর্ব্বসঙ্গতিশীল বাস্তব যা', শুভ যা', শ্রেয় যা'
তা'কে গ্রহণ ক'রে
স্বীকার ক'রে
হিতী প্রবোধনায় আত্মনিয়মন করা,
যা' নয়, তা'কে বাস্তব ধ'রে
আত্মশ্লাঘাবশতঃ
অসৎক্রিয় যা', অশুভ যা', অশ্রেয় যা'
তা'কে আশ্রয় ক'রে চলাই
সত্যরক্ষার বনামে
মিথ্যা ও অসৎ-এর উপাসনা করা,
জাহান্নম সেখানে মসীবিভায়
খর-মদী মর্য্যাদায়
বিবর্দ্ধনী সম্বেগকে বিহ্বল ক'রে
শাতনের অন্ধ তোরণে
উপস্থিত ক'রে থাকে। ২২৯।

যদি ক'রে জানতে চাও—
এখানে এস, কর,
আর, যদি বুঝবিলাসী হ'তে চাও,
দার্শনিকতার আশ্রয় নাও। ২৩০।

ইষ্টতপা হও সর্ব্বতোভাবে—
সব সহ্য ক'রেও
সঙ্গতি-অনুক্রমণায়—
সক্রিয় বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে,
আর, তা' যতক্ষণ না পারছ,
তোমার জীবনের বিবর্দ্ধনী গঠন বা দাঁড়াই
স্থুরু হয়নি। ২৩১।

আদর্শে বা ধর্ম্মে যেখানে বৈষম্য,
পূর্ত্ত, সংহতি, পরাক্রম ও নৈতিক জীবনও সেখানে
বিচ্ছিন্ন ও বিষণ্ণ। ২৩২।

নিজের প্রবৃত্তি-সঞ্জাত স্বার্থপ্রত্যাশাকে
অবজ্ঞা ক'রে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টে
অচ্যুত আনতি নিয়ে
নিরতি-সহকারে
ধর্ম্মকে যদি অনুশীলনে
প্রতিপালন না কর,
ঠিক মনে রেখো—
যে-ধর্ম্মকে অবজ্ঞা ক'রে এসেছ,
অনুশীলনে আয়ত্তে আন নাই যা'কে—

স্বকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে,
তোমার আপদ-কালেও
তা'র অনুগ্রহ যতই চাও না কেন,
সে তোমার অন্তরে
আত্মিক তৎপরতা নিয়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে কিছুতেই উঠবে না,
কারণ, তা'কে তুমি চাওনি,
অনুচর্য্যাও করনি তা'র,
পাবে কি ক'রে তা'কে ?
ধর্ম্ম দেউল তোমার হৃদয়ে
তখনও তমসাচ্ছন্ন। ২৩৩।

অগ্নিহোত্রী হও,
অর্থাৎ
বিবর্দ্ধনী গতিকে আবাহন কর,
সাম্যের সমিধ-সরবরাহে
তা'কে দীপ্তিমান্ ক'রে তোল,
যা'তে সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধনায় বিধৃত হ'য়ে
চলতে পার,
আর, এই হ'চ্ছে অগ্নিহোত্রীর
সমিধ-আহুতির তাৎপর্য্য,
আর, এরই অনুশীলনী অনুষ্ঠান হ'চ্ছে নিত্য যজ্ঞ,
যা' আর্য্যদের নিত্য করণীয় ;
তাই, প্রথম ঋক্-গাথাই হ'চ্ছে—
"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজং

হোতারং রত্নধাতমম্।"
উপাসনার জীয়ন্ত বেদীই হ'চ্ছেন আচার্য্য,
আর, তিনিই জীবন্ত অগ্নি,—
ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত হও। ২৩৪।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট বা আদর্শ যিনি,
যিনি
পূর্ব্বতন বা বর্ত্তমানের সুসঙ্গত বোধিসম্পন্ন যাঁ'রা
তাঁ'দের পূরণ, পোষণ, বর্দ্ধন-প্রবণতাসম্পন্ন,—
তাঁ'তে অচ্যুত শ্রদ্ধায় সুসম্বদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
আত্মনিয়ন্ত্রণী তপস্যায়,
নিজের পরিবার-পরিজনদিগকে
তদনুগ প্রাণন-প্রেরণায়
সক্রিয় সুসঙ্গতিশীল ক'রে তোল,
পরিবেশ ও সমাজকে
ঐ প্রেরণ-পরিচর্য্যায়
সক্রিয় অভিদীপনায়
পারস্পরিক পরিবেদনী অনুচর্য্যায়
ক্রমযোগ্যতায় উদ্ভিন্ন ক'রে
সুসঙ্গত চলনে সংহিত ক'রে তোল,
আর, এই সংহিতি সার্থক সন্দীপনায়
রাষ্ট্রীয় জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক,
যার ফলে মানুষের বৈশিষ্ট্যানুগ
ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন,
পারিবেশিক ও সামাজিক জীবন

সক্রিয় সমসূত্র-স্বার্থে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
রাষ্ট্রে সরাসরিভাবে অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আর যখনই এই ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন,
সামাজিক জীবন, পারিবেশিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন
অন্বয়ী বর্দ্ধনায় চলবে না,
তখনই বুঝবে, অপলাপের পথে চলেছ,
তাই, ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক, পারিবেশিক
ও সামাজিক জীবন
তার প্রত্যেকটি নিয়মন-তাৎপর্য্য-সহ
সগোষ্ঠী বর্ণ ও বৈশিষ্ট্য-সহ
স্বতঃ-নিয়মন-স্বার্থে
আপূরণী তাৎপর্য্যে
যেন রাষ্ট্রকে সুসংহত, শক্তিশালী,
তড়িৎবীর্য্যী ক'রে তোলে—
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সুসঙ্গতি-সার্থকতায় ;
দেখবে, তোমাদের দেবদীপ্তি
শুধু তোমাদিগকে শৌর্য্যশালী ক'রে তুলবে না,
সে-আলো দুনিয়াকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে। ২৩৫।

বাঁচাবাড়ার প্রয়োজন থেকেই ধর্ম্মের উৎপত্তি,
যেমন ক'রে সুচারুভাবে বাঁচতে পারা যায়,
বাড়তে পারা যায়—
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে,
উৎকর্ষী পদবিক্ষেপে,
সর্ব্বতোপ্রকারে,—
তাই-ই ধর্ম্ম। ২৩৬।

ঈশ্বরে আত্মনিবেদন কর—
ইষ্টবেদীমূলে,
ঈশ্বরীয় পরাক্রম তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক
জীবনে,—বাস্তব চরিত্রে,
যে আত্মনিবেদনে তা' হয় না,
তা' আত্মনিবেদনই নয়কো। ২৩৭।

সব যা'-কিছুকে ছাড়,
ঈশ্বরকেই ধর—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়াণ ইষ্টবেদীমূলে
আত্মনিবেদন ক'রে ;
আর, ঐ ধৃতি নিয়ে
সবার ভিতরেই বিস্তার লাভ কর,
সার্থক হবে সবাই—
ভক্তিতে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, যোগ্যতায়,
সব-কিছুকেই সংহত ক'রে
পরম সার্থকতায়। ২৩৮।

আমার ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞা যা',
যা' বাস্তব সত্য ব'লে আমি জানি,
তা'র ভিত্তি ও মূলসূত্রে সুসঙ্গতি রেখে
আপূরণী তাৎপর্য্যে
আরোর পথে সাবলীল চলনে চলতে থাক,
উদ্গাতিশীল হ'য়ে চল ;
কিন্তু সব-সময়েই নজর রেখো,
ঐ ভিত্তি ও তদনুস্যূত মূলসূত্রে
কোথাও কোনক্রমে যেন

কোনপ্রকার সংঘাত সৃষ্টি না হয়,
ব্যতিক্রমের উদ্ভব না হয় ;
ওতে যদি ব্যতিক্রমের সৃষ্টি কর,
তা' তোমাদের ব্যষ্টি-জীবনে,
পারিবারিক জীবনে,
সমাজ-জীবনে ও রাষ্ট্র-জীবনে
এমনতর আত্মঘাতী আঘাত হানবে,
যা' পরিপূরণ করা
দুরূহ ও দুর্নিবার হ'য়ে উঠবে,
ফলে পাতিত্য, অবসাদ ও অপলাপে
ঐ ব্যষ্টি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবন
শাতনের ডাইনী-আকর্ষণে
নিরয়েই লোপাট হ'য়ে যাবে। ২৩৯।

মানুষ অচ্যুত শ্রেয়ার্থপরায়ণ হ'য়ে
তৎস্বার্থী সক্রিয় চলনে
যতই তা'র সংস্কার ও তৎসঞ্জাত প্রবৃত্তিগুলির
শ্রেয়ার্থপরায়ণ সার্থক-অন্বয়ে
সুসঙ্গত হ'য়ে উঠে
পরিস্থিতির যা'-কিছুকে
বোধায়নী সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
বিন্যাস ক'রে চলে,
ততই সে সুখী ও নন্দিত হ'য়ে ওঠে,
তখন তা'র পরিস্থিতির বিচ্ছিন্ন প্রেরণাগুলিও
সঙ্গত তালিমে অন্বিত হ'য়ে
বোধকে বিনায়িত ক'রে
সচ্ছল সাবলীল হ'য়ে চলতে থাকে,

ওগুলি খরস্রোতা জলের বীচিমালার মত
অন্তরকে আন্দোলিত ক'রে
বোধবিকাশদীপনা নিয়ে চলতে থাকে,
কিন্তু তা'র সত্তা-সংস্থিতিকে
সংক্ষুব্ধ করতে পারে না ;
যা'র ও' হয়নি,
জীবনে যা-ই করুক না,
সুখী হ'য়ে চলতে পারবে না সে কিছুতেই,
প্রবৃত্তির ক্লেশপঙ্কিল বিক্ষোভ
তা'কে বিক্ষুব্ধ ক'রেই রাখবে,
ক্লেশসুখপ্রিয়তা তা'কে
স্বস্তির সামগানে রাগতাণ্ডবে
ফুল্ল ক'রে তুলতে পারবে না। ২৪০।

ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ কিন্তু
তা'দের প্রাপ্য নয়,
যা'রা বিশেষ শ্রেয়ানুচর্য্যায়
আত্মনিয়ন্ত্রণে বিশেষ-বৈশিষ্ট্যকে
অর্জ্জন করতে পারে না। ২৪১।

ঈশ্বরের পূজা তখনই সার্থক হ'য়ে ওঠে,
যখনই উদ্ভাসিত ভাবদীপনা
কর্ম্মনিরত অনুচর্য্যায়
ঈশ্বরপ্রসাদী আচরণে
পূজারীকে বিভান্বিত ক'রে তোলে। ২৪২।

ঈশ্বর বাস্তবই হউন
বা অধ্যাত্মই হউন,

তুমি বস্তুবাদীই হও
বা অধ্যাত্মবাদীই হও,
আত্মাকে বস্তুরই বিকাশ বল
বা আত্মিকতার পরিণতি বস্তুই হোক্,
হয় দুনিয়ার যা'-কিছু
বস্তুরই বিভিন্ন যোগাবেগসম্ভূত বিকাশ,
না-হয় আধ্যাত্মিকতার মিলন-সমাবেশ-সম্ভূত ;
—সে যা-ই হোক্
কিন্তু যখন যেমন ক'রে যা' ক'রলে যা' হয়
সে-বিধিকে এড়িয়ে অন্যপ্রকার বিনায়নে
তা' যখন হয় না,
তাহ'লে তাই করতে হবে
যা'তে তোমার অস্তিবৃদ্ধি,
তা'র বিত্তসম্পদে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
বিবর্ত্তনে সাবলীল চলনে চলতে পারে,—
প্রতিটি ব্যষ্টি তা'র বৈশিষ্ট্য
ও সত্তাপোষণী ব্যষ্টি-স্বাতন্ত্র্য নিয়ে
সম্বর্দ্ধনার দিকে
উৎক্রমণশীল হ'য়ে চলতে পারে,—
অস্তিত্ব তা'র অন্বিত বোধির বিকাশ-বর্দ্ধনায়
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'য়ে
শ্রেয়নন্দনী শ্রমচর্য্যায়
আপনাকে যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারে,
পরস্পর পরস্পরের সম্বর্দ্ধনী স্বার্থে
অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
প্রতিটি ব্যষ্টি নিজের সত্তাপোষণী বৈশিষ্ট্যকে
উৎক্রমণশীল ক'রে

সঙ্কর্ষণী আবেগে নিজেকে
সম্বর্দ্ধনায় বাস্তবে বিনায়িত ক'রে চলতে পারে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ানুচর্য্যায়
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে,
তদর্থ-পূরণী আকূতির সহিত
প্রতিটি ব্যষ্টি প্রতিটি ব্যষ্টিতে সংহত হ'য়ে ;
যা'র ফলে, সে সর্ব্বতোভাবে ভেবে নিতে পারে
প্রতিটি ব্যষ্টি তা'রই সমষ্টি-সত্তার
এক-একটি বিশেষ উপাদান,
আর, ঐ স্বার্থই সংহত হ'য়ে উঠেছে
তা'র সত্তার পোষণ-বর্দ্ধনার স্বার্থ-দীপনায় :
যে বাদীই হও,
তা'র বিনায়ন-তাৎপর্য্য
যদি ব্যষ্টি-জীবনকে এমনতর ক'রে
সুসংহতির সহিত
প্রত্যেকের প্রতিপ্রত্যেককে অন্তরাসী ক'রে
উদ্ভিন্ন না ক'রে তুলতে পারে,—
তা'র সার্থকতা কোথায় ? ২৪৩।

বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত পরিবেশ যদি না থাকে,
চেতনা স্তিমিত হ'য়ে চলে,
আবার, বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পারিবেশিক সংঘাত
বোধিকে উদ্দীপ্ত ক'রে
চিদায়িত ক'রে তোলে,
পরিবেশ হ'তে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক প্রেরণা গ্রহণ ক'রে
ও তদ্বিপরীত যা'-কিছুকে

বর্জ্জন, বিন্যাস বা নিয়ন্ত্রণ ক'রে
ব্যক্তিত্ব উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
বোধি-সংক্রমণ-তাৎপর্য্যে
নিজেকে বৰ্দ্ধিত করতে করতে ;
এই পরিবেশ হ'তে
যে-বৈশিষ্ট্য পুষ্টিপ্রদ সংঘাত যত পায়,
আপূরিত হ'য়ে প্রবর্দ্ধিত হয় তেমনি,
আবার, বিপরীত যা'-কিছু গ্রহণ ক'রে
তা'র দ্বারা ক্রমান্বয়ে ক্ষয়িষ্ণুই হ'তে থাকে ;
পরিবেশকে অগ্রাহ্য ক'রে যে ধর্ম্মাচারণ
তা' বিপর্য্যয়েই জীবনকে বিকৃত ক'রে তোলে ;
তুমি পরিবেশকে বিন্যাস ক'রে
সত্তাপোষণী সুসঙ্গত ক'রে তোল—
প্রতিটি ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্যানুপাতিক,—
তুমি বিন্যাসপ্রাপ্ত হ'য়ে
পোষণদীপনায় সর্বাঙ্গীণ প্রবর্দ্ধিত হ'য়ে চলবে ;
নয়তো, ব্যর্থতার বিকৃত ক্রন্দনে
তোমাকে স্তিমিত হ'তে হবে। ২৪৪।

অনুগৃহীত না-হওয়ার আত্মশ্লাঘা নিয়ে
যা'রা বসবাস করে,
তা'রা একরকমের আহাম্মক,
তা'রা নিজে শুকিয়ে
অন্যের বাঁচার পোষণ-সরবরাহে কৃপণই হ'য়ে চলে ;
আবার, অন্যের পোষণহারা স্বার্থগৃধ্নুতা নিয়ে
যা'রা পুঁজিকে উপাসনা করে
তা'রা আরো আহম্মক,

কারণ, যা'দের দিয়ে পাবে
তা'দেরই শোষক হ'য়ে, শীর্ণ ক'রে
স্বার্থপুষ্টির আকাঙ্ক্ষা করে তা'রা,
অন্যের শোষক হ'য়ে
তা'রা নিজেদেরও শুকিয়ে যাবার পথ প্রশস্ত করে ;
প্রকৃতির নির্দেশই হ'চ্ছে—
পোষক হও,
পোষক হ'য়ে পরিপোষিত হও,
যোগ্য হও, বাঁচাও, বাঁচ। ২৪৫।

বেদের বাহন বিজ্ঞান—
যখন সে বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ
সার্থক, সুসঙ্গত বোধায়নী তাৎপর্য্যে
নিরাপত্তা ও সত্তা-পোষণের হ'য়ে চলে। ২৪৬।

সুকেন্দ্রিক সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধন-সম্বেগী
শ্রেয়-শ্রমতৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যা'রা নিজের জীবনের সঙ্গে
পরিবেশের শুভ-সম্বর্দ্ধনী পরিচর্য্যা নিয়ে
বোধিতৎপর সার্থকতায় দিন যাপন করে—
বংশপরম্পরায় শুভ-সঙ্গতি নিয়ে,—
তা'রাই আয়ু ও স্বস্তির
অধিকারী হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
এবং তা' উপযুক্ত পরিণয়-সঙ্গতির ভেতর-দিয়ে
সন্ততিতে আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকে ;
আবার, যা'রা যতই শ্রমকাতর হ'য়ে

অন্যের উপর নির্ভর ক'রে
জীবনধারণ করে,
তাদের আয়ুষ্কালও কমতে থাকে ততই,
আর তা'রা জরাজীর্ণ ও নির্ব্বাণোন্মুখ
হ'য়ে ওঠেও তেমনি। ২৪৭।

তোমরা যেখানে বিকেন্দ্রিক আছ—
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠ,
যেখানে অনাচারী হ'য়ে আছ—
সদাচারপরায়ণ হও,
যেখানে বিচ্ছিন্ন আছ—
সংহত হ'য়ে ওঠ—
হৃদ্য পারস্পরিক সহযোগিতায়,
যেখানে অল্প আছ—
বহুত হ'য়ে ওঠ সেখানে,
যেখানে দুর্ব্বল আছ—
যোগ্য ও সবল হ'য়ে উঠতে থাক,
যা'রা দরিদ্র আছে তোমাদের ভিতর
সম্পদ্‌শালী ক'রে তোল তা'দিগকে,
সংহত হও, প্রবুদ্ধ হও,
পরাক্রমী হ'য়ে ওঠ,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমে
অচ্যুত অনুচর্য্যা ও অনুরাগপ্রবণ হ'য়ে ওঠ,
তোমাদের যা'-কিছুকে
শ্রেয়ানুধ্যায়ী ও শ্রেয়-চলনশীল ক'রে তোল,
আয়ু স্বস্তি ও সম্বৃদ্ধি
তোমাদিগকে নন্দিত ক'রে তুলুক। ২৪৮।

দীক্ষা বিদ্যারই পবিত্রীকৃতি অভিদীপনা
যা' মানুষকে স্বাধ্যায়ী অনুচর্য্যী ব্রতে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুবর্ত্তনায়
বোধায়নী অনুশীলনে
বিবর্ত্তনের পথে
বিবৃদ্ধিতে বিকাশ-বিভায় চলৎশীল ক'রে—
সুসঙ্গত দর্শন-পরিক্রমায়
সংশোধিত সুসংহত সম্বোধির
অধিকারী ক'রে। ২৪৯।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ একে
অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ভাবতঃ ও কার্য্যতঃ জীবনকে
বৈধী চলনে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল,—
তোমাতে যে-জীবন অর্পিত হ'য়েছে
তা' চরমেই উপভোগ ক'রতে পারবে,
আর, তোমার ঐ জীবন-নিঃসৃত জাতকও
সেই সম্ভাব্যতা লাভ ক'রবে। ২৫০।

যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ একে
অনুধ্যায়িতাকে উপেক্ষা ক'রে
অবৈধ বিকেন্দ্রিক চলনে চলে,
শ্রেয়ানুশাসিত নিয়মনে নিজের জীবনকে
নিয়ন্ত্রিত করে না,
আহার-বিহার, চাল-চলন ইত্যাদিতে
সত্তানুপূরণী সার্থকতাকে

অবহেলাই ক'রে থাকে,
যা'দের প্রবৃত্তিগুলি বিচ্ছিন্ন-বিভ্রান্ত
সমাহার-হারা অনুচর্য্যাতে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ,
তা'রা সত্তা-সঙ্গত তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গত বোধায়নী সামঞ্জস্যে দাঁড়িয়ে সার্থক বিন্যাসে
বাধা ও ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে
নিজের জীবনকে উপভোগ করতে পারে না,
পূর্ণ জীবনের অধিকারী হয় কমই তা'রা,
তা'দের জাতকেও সেগুলি সংক্রামিত হ'য়ে
ঐ জাতক স্বাস্থ্য, জীবন, যশ ও বর্দ্ধনা হ'তে
ক্রম-তাৎপর্য্যে বঞ্চিতই হ'তে থাকে ;
দুর্ভাগ্য দৃপ্ত দম্ভে তা'দের জীবন ও বংশে
ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ক'রে চলে ;
তাই, তুমি যা'ই কর না কেন,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সুকেন্দ্রিক চলন হ'তে
বিচলিত হ'য়ো না একটুও,
জীবন-ঝঞ্ঝাতেও তৃপ্তি উপভোগ করবে । ২৫১ ।

ঈশ্বরের সুসঙ্গত বোধায়িত অভিব্যক্তি যেখানে,
ঈশ্বরও মূর্ত্ত-বিগ্রহে সেখানে,
তাই, যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তমদিগকে অস্বীকার ক'রে
ঈশ্বর-ভজনা করে,
ব্যর্থতাই উপঢৌকন তা'দের । ২৫২ ।

তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
তথাগত বা প্রেরিত পুরুষোত্তমদিগকে

বা তাঁ'দের কাউকে অস্বীকার ক'রে
প্রবৃত্তির ভোগ-ইন্ধন-স্বরূপ
ঈশিত্বকে আয়ত্ত করবার প্রলোভনে
যতই মনগড়া কাল্পনিক মূর্ত্তি, রূপ
বা অমূর্ত্ত অভিজ্ঞানের মহড়ায় ফেলে
ধূমায়িত তাত্ত্বিকতার অবতারণা ক'রে
চলতে থাকবে—
ঐশী মানবতার মহান মহত্ত্বকে অস্বীকার ক'রে,
ব্যতিক্রম ক'রে,
বাস্তবতাকে বিভ্রান্ত ক'রে,—
তোমার তপ, আত্মনিয়মন, অনুধ্যায়িতা
সপ্ত-লোক-সমন্বিত স্বর্গ,
বোধ, বিবেক, কর্ম্ম, জ্ঞান
যা'-কিছু বল না কেন,
অমূর্ত্ত ধূমায়িত হ'য়ে
দিশেহারা ছন্ন-সন্ধিক্ষুতায়
অব্যবস্থ, যুক্তিহারা, অলৌকিক
অবাস্তব বাস্তবতারই উপাসনা ক'রে চলবে ততই,
পাবে না কিছুই,
হবে না কিছুই—
শুধু গর্ব্বেপ্সু উপাসনার
পয়মালী ছন্ন দৃষ্টিসম্পন্ন বিকৃত বোধ ছাড়া ;
ব্যর্থ হবে,
অসমঞ্জস বাতুল হ'য়েও বনামে জ্ঞানী সাজবে,
ঠকবে,
অন্যকেও ঠকিয়ে
জাহান্নমের যাত্রী ক'রে বিদায় দেবে। ২৫৩।

যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বিগতদের
কাউকে উদ্দেশ্য ক'রে
মনঃকল্পিত অর্চ্চনায় দিন যাপন করে,
কিন্তু তাঁদেরই পর্য্যায়ী পরিণাম-স্বরূপ
বর্ত্তমান বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি,
তাঁ'কে অবজ্ঞা ক'রে চলে,
ভালও বাসে না,
গ্রহণও করতে পারে না,
বা গ্রহণ ক'রে ছেড়ে দেয়,
তা'রা নিজের প্রবৃত্তি-অভিভূতিকেই
উপাসনা ক'রে থাকে,
তা'দের ঐ প্রবৃত্তি-অভিভূত প্রকৃতি
সত্তার বাস্তব যথাযথ স্ফুরণে
শঙ্কিতই হয়ে ওঠে,
তাই, তা'রা চক্ষুকে অবহেলা ক'রেও
অন্তর্নিহিত মনগড়া ধারণার আলোকে
কান দিয়েই দেখতে চায়,
এবং তা'রই অনুসরণ করতে চায়,
অবৈধ উপায়েই
বিগতদের সেবা ক'রে থাকে তা'রা—
প্রবৃত্তি-সেবারই বনামে,
আবার, বিগত যাঁরা
তাঁরাও তা'দের কাছে তমসাবৃত থাকেন,
কারণ, যাঁ'র আলোকে তাঁ'রা জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবেন
তা'দের জীবনে,
সেই জীবনালোক
অবৈধভাবে অবাঞ্ছনীয় তা'দের কাছে,—

এমনতর নিরোধনিগড় সৃষ্টি ক'রে রাখে তা'রা,
তা'দের স্বর্গের সম্বর্দ্ধনী দ্বার
প্রস্তর-ফলকেই রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
নরক ছন্ন-গৌরবেই
তা'দের গর্ব্বেপ্সার উপঢৌকন জুগিয়ে চলে । ২৫৪ ।

যদি শ্রদ্ধা না থাকে,
ভক্তি না থাকে,
প্রীতি-অনুচর্য্যা না থাকে,
শুধু ভাক্ত হ'য়ে
প্রসাদ-মণ্ডিত হ'য়ে উঠতে পারবে না—
কিছুতেই । ২৫৫ ।

ঋত্বিক্ !
তুমি জাগ—
আবার জাগ,
দুর্দ্দশার ডাইনী-প্রলোভনে
মোহমুগ্ধ হ'য়ে আর থেকো না—
পেছনের চৌম্বক টানে,
ইষ্টার্থ-পরায়ণ অনুজ্ঞাই
তোমার জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করুক,
ইষ্টানুগ নৈতিক চরিত্র, বৈধী চলন
তোমার বাক্য, ব্যবহার, আচার ও আত্মনিয়মনে
ফুল্ল প্রভা বিকিরণ করুক ;
মুহ্যমান যা'রা, ম্রিয়মাণ যা'রা,
সুকেন্দ্রিকতায় সংন্যস্ত না হ'য়ে

আত্মপ্রত্যয়হীন যা'রা,
ব্যক্তিত্ব যা'দের বিবশ, বিচ্ছিন্ন, ব্যতিক্রান্ত
তোমাদের জীবনে সেই স্বর্গীয় প্রভা
বিকীর্ণ হ'য়ে উঠে
তা'রাও মোহান্ধকার-বিমুক্ত হ'য়ে উঠুক,
ব্যক্তিত্ব তাদের সংহত হ'য়ে উঠুক,
পরিবেশে তা'রা সংহত হ'য়ে উঠুক,
সমাজ ও রাষ্ট্রে তা'রা সংহত হ'য়ে উঠুক,
তোমাদের ঐ বিভা-বিজৃম্ভী
আলোক-বিকিরণায় উদ্ভাসিত হ'য়ে ;
তোমাদের প্রতিটি চাহনি,
প্রতিটি নিঃশ্বাস,
প্রতিটি পদক্ষেপ
প্রতিটি অন্তরে গেয়ে উঠুক—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্'—
একানুধ্যায়ী আত্মার সক্রিয় সানুকম্পী
আবাহনী-মন্ত্রে ;
সবাই সুখে থাকুক, স্বস্তিতে থাকুক,
সম্বর্দ্ধনার সহিত
সুসচ্ছল সুদীর্ঘ আয়ু উপভোগ করুক ;
তা'দের ঐ সংহতি-সমন্বিত স্বস্তি,
উদ্গতির সম্বর্দ্ধনী সুদীর্ঘ আয়ু
তোমাদিগকেও স্বস্তি, সম্বর্দ্ধনা ও আয়ুতে
অমর ক'রে তুলুক । ২৫৬ ।

স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ পরার্থপরতার ভাঁওতায়
যখন ধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ ক'রে আনা হয় অপব্যাখ্যায়,

তখনই আসে ধর্ম্মে-ধর্ম্মে ভেদ,
পর্য্যায়ী অনুশ্রদ্ধ আপূরণী দৃষ্টির অভাব,
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-প্রেরিতমধ্যে ভেদ-বুদ্ধি
স্বার্থ-সংক্ষুধ বিকৃত ব্যাখ্যা,
অনাচারী আভিঘাতিক উদ্ধত ব্যতিক্রম—
রক্তপ্লাবনী পবিত্রতার ভাঁওতায় ;
আর, সেখানেই বুঝবে,
প্রবৃত্তি-অভিভূত অহং
শাতনী-অভিদীপ্তিতে শাসন-নিরত । ২৫৭ ।

যা'র জৈবী-সংস্থিতি
বৈধী-বিন্যাসে সুসংহত যেমন,
সত্তার সংরক্ষণী আগ্রহও তা'র তেমনি দৃঢ়,
আবার, এই সত্তার স্বচ্ছন্দগতি যেখানে
যেমনভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়,
সত্তার সংরক্ষণী আগ্রহও সেখানে
প্রখর হ'য়ে ওঠে তেমনি,
ঐ বাধাকে বিনিয়ে বা ব্যাহত ক'রে
ঐ আত্মরক্ষার প্রয়াসই
তা'র বোধি ও ব্যক্তিত্বকে
তেমনি কুশলকৌশলী ও দক্ষ ক'রে তোলে,
অবশ্য, এই জৈবী-সংস্থিতির সুসংহত
বিন্যাস-সমন্বিত ব্যক্তিত্বই
ঐ দক্ষতার ভিত্তি ;
তা'র সত্তা-সংরক্ষণায় যে-যে বোধ
ও ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন,

বিবর্ত্তনের ক্রমতালিমে
নিজেতে তেমনতরভাবে তা' ফুটিয়ে তুলেছে সে
যেমনটি হ'তে
তা'র সত্তার এই স্বচ্ছন্দতা বজায় রেখে চলতে পারে ;
আবার, ঐ বিন্যাস যেখানে অবৈধ ও অসঙ্গত—
সে বাধা-প্রাধর্য্যে আত্মবিলয় করতে বাধ্য হয়,
তা'র ব্যক্তিত্বও তেমনি
একটু শক্ত ব্যাপার হ'লেই লোপাট খেয়ে পড়ে । ২৫৮ ।

ধর্ম্মের প্রথম সোপানই হ'চ্ছে
নিজেকে সর্ব্বতোভাবে সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলা,
অর্থাৎ শ্রেয়ার্থকেই নিজের স্বার্থ ক'রে ফেলা,
আপন স্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রে
সবরকমে
সুসঙ্গতিসম্পন্ন কুশলকৌশলী বোধি-অনুচর্য্যায়
ঐ শ্রেয়ার্থকেই নিষ্পন্ন ক'রে তোলা ;
আর, এই-ই হ'চ্ছে দ্বিজীকরণের তাৎপর্য্য,
আর, তাই-ই মানুষের দ্বিতীয় জন্ম—
এ জীবনেই পুনর্জন্ম ;
আর, এর ফলেই
সমস্ত প্রবৃত্তিরই সার্থক সুসঙ্গতি নিয়ে
সুসঙ্গত বোধির উন্মেষে
মানুষ কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে ;
ঐ শ্রেয়ার্থ-অনুচর্য্যার উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনাই হ'চ্ছে
মানুষের প্রকৃত তপস্যা,
আর, ঐ তপই
মানুষকে তৃপ্ত ক'রে তুলতে পারে । ২৫৯ ।

সবাই জন্মে—
তা'দের বৈশিষ্ট্যানুরূপ তাৎপর্য্য নিয়ে
সৌরত-সঙ্গতি-অনুক্রমণায়,
মানুষও জন্মে অমনি ক'রেই ;
ঐ সৌরত-সঙ্গতিতে থাকে সম্বেগ,
আবার, ঐ জন্মগত সঙ্গতি-সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
যে বৈশিষ্ট্যের উদ্‌গতি হয়,
তা'র অন্তর-অনুস্যূত সংস্কারে নিহিত থাকে গুণ,
ঐ সম্বেগ-সন্দীপ্ত গুণই
কর্ম্মে উদ্দীপিত হয়,
আবার, কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ঐ গুণ গুণিত হ'য়ে চলতে থাকে—
নানারকমে বোধায়নী পরিক্রমায়,
ঐ সংস্কার-সংহিত গুণ ও কর্ম্মানুপাতিক
বিশিষ্ট ব্যষ্টির সম্ভব হয়,
আর, তা'দেরই এক-একটা বিশেষ গুচ্ছ বা সমষ্টিই
হ'চ্ছে বর্ণ ;
আবার, শ্রেয়-সংস্কৃতিবান
ও তৎপরিপোষণী প্রকৃতি-সত্তার সম্মিলনে
শ্রেয়-বৈশিষ্ট্যেরই উদ্‌গতি হ'য়ে থাকে.
আর, অশ্রেয়-সঙ্গতিতে
তা'র ব্যতিক্রমই সংঘটিত হয়,
ঐ সঙ্গতি-সম্বেগ-সংহিত জৈবী-সংস্থিতির
সমাবেশ-অনুপাতিক
অন্তরে নিহিত থাকে শক্তি,
শ্রেয়-সঙ্গতিতে তা' সত্তাসম্বর্দ্ধনী হ'য়ে পড়ে,
অশ্রেয়-সঙ্গতিতে তা' বিকৃতই হ'য়ে ওঠে,

ফলকথা, বৈধী শ্রেয়-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
যা'রা জন্মে
তা'রা শ্রেয়-বৈশিষ্ট্য নিয়েই আবির্ভূত হয়,
অশ্রেয়-সঙ্গতিতে তা' হয় না,—
অশ্রেয়-বৈশিষ্ট্যেরই আবির্ভাব হয়,
এই হওয়াটাই জন্ম,
হ'য়ে সে থাকে,
বেঁচে থাকে সে,
স্বচ্ছন্দে থাকতে চায়,
আর, এই স্বচ্ছন্দে থাকাই
তা'র অন্তর্নিহিত পরম আকূতি,
আর, এই চাহিদাই ধর্ম্ম-চাহিদা,
আবার, শুধু বেঁচে থাকতেই চায় না,
সে বাঁচতে চায় বর্দ্ধনার পথে—
বিস্তারে আত্মবিস্তার ক'রে ;
আবার, জ'ন্মে এই থাকা তা'র নির্ভর করে
ঐ সত্তানুস্যূত সঙ্গতি-সম্বেগ নিয়ে
যাঁ'কে অবলম্বন ক'রে সে জন্মে,
যাঁকে অবলম্বন ক'রে সে থাকে,
যাঁকে আশ্রয় ক'রে সে পুষ্টি পায়,
যাঁ'কে অবলম্বন ক'রে সে বর্দ্ধিত হয়,
তাঁ'র প্রতি সক্রিয় অনুরাগের উপর,
তাঁ'তেই সহজ, সুকেন্দ্রিক হ'য়ে সে বাঁচে, বাড়ে ;
এই সুকেন্দ্রিক সঙ্গতি-নিবদ্ধ যে নয়কো,
সে বিচ্ছিন্ন বোধি-তাৎপর্য্যবাহী হ'য়ে
প্রবৃত্তি-অভিভূত ছন্নতায়
ভ্রান্তির আবর্ত্তনে চ'লেই থাকে,

সে হ'য়ে ওঠে ছন্নছাড়া,
প্রকৃতির গর্ভস্রাব-স্বরূপ—
তা' তা'র যত পাণ্ডিত্যই থাক
বা যত মূর্খই হো'ক সে ;
আবার, যে স্বতঃ-সুকেন্দ্রিক—
সে স্বচ্ছন্দে এই বাঁচাবাড়ার লীলাকে
উপভোগ করতে পারে,
তা'র এই থাকাটা, বাঁচাটা, বাড়াটা
প্রথমেই সুরু হয়
তা'র মাকে অবলম্বন ক'রে
আলিঙ্গন ক'রে
গ্রহণ ক'রে—
অন্তরাসী হ'য়ে তাঁ'তেই,
মা'র সাথেই সে ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধ-নিবদ্ধ,
এই মা বা তৎস্থানীয় কেউই
প্রারম্ভে তা'র বোধিকে, অস্তিচেতনাকে
জাগ্রত ক'রে তোলে,
মা'র সাথে ঐ লীলায়িত সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
ক্রমেই 'সে আছে'—তা' বোধ করতে থাকে,
এই থাকার অস্তিতার ভিতর-দিয়ে
ক্রমেই আমিত্বের উন্মেষ হ'য়ে ওঠে ;
প্রথমেই বোধ হয় 'মায়ের আমি',
তা'রপর বোধ হয় 'আমার মা',
'আমার মা' এই বোধি-চেতনা
যতই জাগ্রত হ'য়ে ওঠে,
ঐ মা'র ভিতর-দিয়েই সে পরিচিত হয়—
তা'র জন্মকারণ যিনি

সেই পিতার সাথে,
বোধের ক্রমবিকাশের সাথে-সাথেই
তা'র পিতাকে জেনে সে বোঝে—
ঐ পিতাই তা'র জন্মদাতা,
আর, যা'র কোলে সে বেড়ে উঠেছে
সে তা'র ধাত্রী-জননী ;
ঐ পিতৃমাতৃ-সম্বেগ-সম্বুদ্ধ
লীলায়িত সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
তা'র পরিবেশ, পরিস্থিতি ও দুনিয়াটা
বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে
তা'র বোধিদৃষ্টিতে সজাগ হ'য়ে উঠতে থাকে :
ক্রমেই সে তা'র বোধিদর্শনের ভিতর-দিয়ে
প্রতিটি ব্যষ্টির
প্রত্যেকটি সাড়াকে অনুভব ক'রে
একটা হ'তে অন্য কী বা কেমন
তা' বেছে নিতে পারে,
যতই এই রকম বেছে নিতে পারে—
দেখে, শুনে, ক'রে বুঝে,
তা'র বোধিও তেমনি
ক্রমবিকশিত, সম্বৃদ্ধ হ'তে থাকে—
সুসঙ্গত ছন্দায়িত তালিমী তালে ;
আবার, এমনি ক'রেই যত বুঝতে থাকে,
দেখে-শুনে ততই বিবেচনা করতে পারে
এই বাঁচাবাড়া-সমন্বিত জীবনের পক্ষে
তা'র পরিবারে, পরিবেশে, পরিস্থিতিতে,
আকাশে, বাতাসে, মাটিতে
তা'র প্রয়োজনীয় কোথায় কী আছে,

কী-দিয়ে, কেমন ক'রে
তা'র এই থাকাকে অব্যাহত রাখতে পারে,
কী বা তা'র সত্তাপোষণী,
তা'র সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অন্তরায়ই বা কী ;
এমনতর ক'রেই
সে তা'র ভালমন্দের বিবেচনা ক'রে
শুভ-অশুভকে নির্দ্ধারণ ক'রে
ঠ'কে-ঠ'কে, ঠেকে-ঠেকে, শিখে-শিখে
নানা সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
আবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে
ক্রম-পদক্ষেপী চলনে
বিজ্ঞতায় অধিরূঢ় হ'য়ে চলে ;
আর, এই সম্বেগ-সঙ্কুল সত্তার
বোধিসম্বোধনার ভিতর আছে
সংরক্ষণী প্রকৃতি—
যা'র ফলে সে অন্যের আক্রমণ হ'তে
আত্মরক্ষা করতে চায়,
আছে সম্পোষণী প্রকৃতি—
যা'র থেকে সে
পরিপুষ্ট ও পরিবৃদ্ধ হ'য়ে চলতে চায়,
তা'ছাড়া আছে আত্মবিস্তার-আকূতি,
যা'র ভিতর-দিয়ে
সে সন্তান-সন্ততিতে সত্তা সঞ্চারিত ক'রে
আত্মবিস্তার করতে চায়,
তাহ'লে এই সত্তারই প্রকৃতি হ'চ্ছে
আত্মসংরক্ষণ, আত্মসম্পোষণ, আত্মসম্প্রসারণ,
এই ত্রয়ী প্রাকৃতিক চাহিদার

সংঘাত-সংমিশ্রণের ভিতর-দিয়ে
আসে ভীতির সঙ্কোচ,
আসে বুভুক্ষার আহরণ;
আসে কামের আকাঙ্ক্ষা,
আসে ক্রোধের উদ্দীপনা,
আসে লোভের আগ্রহ,
আর, এদেরই উপস্থিতি হ'চ্ছে মদ, মোহ, মাৎসর্য্য ;
আর, এই প্রবৃত্তিগুলির দ্বারা
যে যেমন অভিভূত হয়—
ভ্রান্তি বা ব্যতিক্রমও আসে তা'র তেমনি,
এই বাঁচার, এই থাকবার, এই বাড়বার
আসঙ্গ-আহরণ-লিপ্সা থেকেই
ঐগুলির পারস্পারিক সংঘাতে
আসে দুঃখ, ব্যথা, অভাববোধ,
এর থেকেই
সত্তাকে ধ'রে রাখার বা ধর্ম্মের চাহিদা
স্ফোটন-আকূতি-সম্বেগে
সজাগ হ'য়ে উঠতে থাকে,—
সত্তার স্বচ্ছন্দায়িত সঙ্গতিশীল
বৈধী-বিবর্দ্ধনী নিয়মনই হ'চ্ছে ধর্ম্ম :
সে চেষ্টা করে
এই সত্তার ধৃতি কেমন ক'রে
সে পরিপালন করতে পারে—
তা'র বিপরীত যা'
তা'কে এড়িয়ে, অবরোধ ক'রে বা নিরোধ ক'রে ,
মা-বাপের প্রয়োজন,
আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজন,

পরিবার-প্রতিবেশীর প্রয়োজন,
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ পরিস্থিতির প্রয়োজন,
ইত্যাদি যা'-কিছুকে খতিয়ে নিয়ে
হিসাব-নিকাশের কুশল-কৌশলী নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
সে নিজের এই সত্তাপালনী, সত্তাপোষণী
আর, এই সত্তার আপূরণী যা'-কিছুকে
সংগ্রহ করতে থাকে—
বিনিয়ে-বিনিয়ে
সুসঙ্গতির ধারাবাহিক সুযুক্ত বোধি-বিবেচনা নিয়ে ;
ঐ সত্তাপোষণী ক্ষুধার দুরাগ্রহ আগ্রহ থেকেই
আসে কর্ম্ম-প্রেরণা,
এই কর্ম্মপ্রেরণা মানুষের জীবনকে
কর্ম্মপ্রদীপ্ত ক'রে তোলে,
বোধিদৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ ক'রে তোলে,
সন্ধিৎসু ক'রে তোলে,
যোগ্যতাকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে,
তা'র থেকেই আসে কৃষি,
আসে শিল্প,
আসে উপচয়ী শ্রম-তৎপরতা,—
অর্থনীতির এই হ'চ্ছে প্রথম ভিত্তি ;
এমনি ক'রে সে আহরণ করে, খায়,
খেয়ে পুষ্টি লাভ করে,
আর, এই পুষ্টি তা'র জীবনকেও
পরিপুষ্ট ক'রে তোলে,
এই খেয়ে-বাঁচবার আকূতি থেকেই
তা'র বাড়ার সম্বেগ আরো ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে,

সে বাড়ে,

তা'র সবকিছু নিয়েই বাড়তে থাকে,

এই বেঁচে থেকে

বাড়ার সম্বেগ নিয়ে যে থাকাটা

সেই থাকাটা যতই অনাবিল হ'য়ে ওঠে,

ততই হয় তা'র স্বচ্ছন্দে থাকা,

এই থাকাটা যতই

ব্যাহত, ব্যতিক্রান্ত বা বিপর্য্যস্ত হ'য়ে ওঠে,

সে অস্বস্থ বোধ করে,

দুঃখ বোধ করে,

কষ্ট পায় ততই ;

এই বাঁচা-বাড়ার অনুপূরক, অনুপোষক যা'-কিছু

তা'কে সে স্বার্থ ব'লে বিবেচনা করে,

আর, তেমনি বিরুদ্ধ যা' তা'কেও সে

তা'র স্বার্থের অন্তরায় ব'লেই ধ'রে নিয়ে থাকে ;

তখন সে চেষ্টা করে বিরুদ্ধ যা'-কিছু

তা'র নিয়মনে

তা'কে তা'র পোষণ-উপকরণ বা উপাদান

ক'রে তুলতে পারে কিনা ;

এমনি ক'রেই সে তা'র অস্তির ক্ষুধায়

পোষণ-বর্দ্ধনের ক্ষুধায়

সব যা'-কিছুর সাথে

বিহিতভাবে পরিচিত হ'য়ে

স্বার্থকে সবার ভিতর সঞ্চারিত ক'রে

আত্মবিস্তার ক'রে চলতে থাকে,

এই বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাই

মানুষের যশ-আকাঙ্ক্ষা,

আর, ঐ বেড়ে-ওঠার আকাঙ্ক্ষাই
বিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা ;
সে তা'র বৈশিষ্ট্যমাফিক
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অবাধ ক'রে রাখতে চায়—
সত্তার স্বাচ্ছন্দ্যপ্রাণতার আকূতিতে,
তাই চায় ব'লেই
অন্যের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেও
সম্ভ্রম করতে শেখে,
বোধিবিকাশের সাথে-সাথে
সে বুঝতে পারে—
তা'র জীবনের পক্ষে তা'রাও অপরিহার্য্য,
আর, নিজের পোষণ যেমন প্রয়োজন
অন্যের পক্ষেও তা'ই,
নিজের স্বার্থের খাতিরেই
অন্যের স্বার্থকেও সে তখন
পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করতে চায় ;
এই স্বার্থ যা'দের সঙ্কুচিত
তা'রা সঙ্কীর্ণ হ'য়ে
নিজের স্বার্থকেই সঙ্কুচিত ক'রে,
আর, প্রকৃত স্বার্থবোধের ভিতর-দিয়েই
সত্তাপোষণী বান্ধব-নিবন্ধী অনুক্রমণায়
মানুষ পরিজন-পরিবেশের স্বার্থে
স্বার্থবান হ'য়ে ওঠে,
তা'তে সে নিজে তো পরিপুস্ট হ'য়েই ওঠে,
বিস্তার লাভ করেও তেমনি—
প্রতিটি জনের ভিতর-দিয়ে,
প্রতিটি গণের ভিতর-দিয়ে,

বিভবের ভিতর-দিয়ে ;
তখন সে স্বতঃ-অনুপ্রেরণায়
সবার দায়িত্বে দায়িত্বশীল হ'য়ে ওঠে—
একটা চিন্তান্বিত, আবেগ-সমন্বিত
সৌকর্য্য-দীপনায়—
প্রতিটি জীবনকে পরিপুষ্ট করতে,
পালনে পরিপালিত করতে,
আপূরণে সম্বৃদ্ধ করতে ;
সে মানুষের বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী হ'য়ে ওঠে—
আপনারই স্বার্থে
স্বাতন্ত্র্য-সংরক্ষী সম্বেদনায়,—
যে অনুবন্ধের ভিতর-দিয়ে
নিজেরই স্বাতন্ত্র্য ফুটন্ত ও পরিদৃপ্ত হয়ে ওঠে ;
তখন তা'র স্বাতন্ত্র্য পরিপুষ্ট করাই হয়
সবারই স্বার্থ ;
তখন সে পায়,
কিন্তু শোষক হয় না কা'রো,
আবার, দেয়ও তেমনি
তা'র সত্তাপোষণী স্বার্থের অনুপূরক যা'
অনুপোষক যা'—
তাকে বাঁচিয়ে রাখতে,
বৃদ্ধি করতে,
সম্বর্দ্ধিত করতে,
আর, তা'র এই অনুপ্রেরণা যতই চারিয়ে যায়,
সবাই পারস্পরিকভাবে অমনতর হ'য়ে ওঠে—
নিজ-বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে ;
তা'র স্বার্থ, সুখ ও সম্বর্দ্ধনা

যতর ভিতর চারিয়ে গিয়ে
তা'রা সুখী হ'য়ে ওঠে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
প্রসাদ-পরিভৃতির অমোঘ অভিনন্দনায়
সেও তত স্বস্তিবান হ'য়ে ওঠে ;
আর, এই চাহিদার ভিতর-দিয়েই
তদনুপাতিক কর্ম্মের ভিতর-দিয়েই
তা'র আত্মিক শক্তি ক্রমশঃই সম্বর্দ্ধিত হ'তে থাকে,
সে তখন তা'র যা'-কিছু সবকে নিয়েই বাড়তে চায়,
বিস্তারে আত্মপ্রসাদ করতে চায়,
তা'র থাকার, বাঁচার, বাড়ার,
স্বচ্ছন্দতার বুঝ ও কর্ম্ম
অমনি ক'রেই ক্রম-পদক্ষেপে
আরো হ'তে আরো হ'য়ে চলে ;
সে সব ব্যক্তিত্ব নিয়ে
সংহতি-তাৎপর্য্যে সুসঙ্গত হ'তে চায়—
তা'র থাকা ও বাঁচাকে
প্রত্যেকের থাকা ও বাঁচার ভিতর-দিয়ে
ভূমায়িত ক'রে তুলে—
সুকেন্দ্রিক অনুধায়িতায়,
এই সংহতি যা'র যেমনতর দৃঢ় ও সুসংহত—
জীবন ও আয়ুও তা'র
ততই সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চলে ;
এই কর্ম্মঠ বোধি-চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সংহতির সলীল আবেগ নিয়ে
সে তা'র পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র গ'ড়ে তোলে,

এই সত্তা-শক্তি বা আত্মিকশক্তির
কর্ম্মঠ অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সে নিজেকে চারিয়ে চলে,
তা'র নিজের সত্তাপোষণী পরিচর্য্যায়
সে অধিগত ক'রে তোলে যা'-কিছুকে—
তা'ই কিন্তু হয় তা'র স্বত্ব,
তা'র সত্তা-শক্তির অভিদীপনায় সুসঙ্গত হ'য়ে
পারস্পরিক অনুসেবী তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গত অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণে জমাট বেঁধে উঠেছে যেগুলি—
পারস্পরিকভাবে,—
তাই তা'র বিত্ত,
তাই তা'র সম্পদ্,
আর, এই বিত্ত-সম্পদ্
তা'র সত্তারই আত্মিক-অভিদীপনী অনুচর্য্যার
ফলস্বরূপ,
তাই, ঐগুলিতে তা'র স্বত্ব—বৈধী এবং অবিমিশ্র,
এইগুলির সার্থক-সংহতির
সমন্বয়ী সম্বৃদ্ধি হ'তেই
ফুটে উঠেছে তা'র যা'-কিছু সবই,
আর, ব্যতিক্রমী যা'
তা'কে নিরোধ ক'রে
ঐ সত্তাকে বজায় রাখার যে আকৃতি
তা'র থেকেই এসেছে নিরোধ-ব্যবস্থা
বা নিরাপত্তার প্রস্তুতি ;
আবার, ঐ স্বত্বকে পুরোপুরি নিয়েই
অর্থাৎ তা'র শরীর হ'তে যা'তে-যা'তে

সে বিস্তারলাভ করেছে—
সবটুকু নিয়েই কিন্তু তা'র স্বত্ব,
বা সত্তার সংস্থিতি,
এই স্বত্ব হ'তে যা'কে যেমন বঞ্চিত করবে
সে তেমনতরই দুর্ব্বল হ'য়ে উঠবে,
আবার, এই-সব প্রয়োজন থেকেই
রাষ্ট্রীয় শাসন-সংস্থার প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছে
মানুষের জীবনে ;
তা'রাই বা ঐ সে-ই
কাউকে নির্দ্ধারিত বা নির্ব্বাচিত ক'রে দিয়েছে
তা'দের ঐ নিরাপত্তা
বা সুসঙ্গত জীবন-চলনায়
সৌকর্য্য-সাধনী নিয়ামক ক'রে—
সপরিষদ্ রাজা বা পুরোধ্যাসীকে আবাহন ক'রে,
তাই ঐ পরিষদ্ বা শাসন-সংস্থা
যে বা যা'দের দ্বারা নির্ব্বাচিত হ'য়েছে
তা'দের অছি-মাত্র হ'তে পারে,
ঐ সত্তার স্বত্বকে
ক্ষুণ্ণ করবার কেউ নয় তা'রা,
যদি ক্ষুণ্ণ করে কোনপ্রকারে কেউ
ঐ সত্তাসমন্বিত ব্যক্তিত্বের
শোষকই হ'য়ে উঠবে তা'রা,
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অপহরণ করবে তা'রা,
বৈশিষ্ট্যকে অবদলিত করবে তা'রা,
সবাইকে ক্রীতদাস ক'রে রাখবে তা'রা—
সত্তার স্বতঃ-উদ্গমশীলতাকে ব্যাহত ক'রে ;
ঐ পরিষদ্ বা শাসন-সংস্থা

নিয়ন্ত্রণ ও অনুচর্য্যায়
তা'দের যোগ্যতাকে যোগ্যতর ক'রে তুলতে পারে,
সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,
সুসঙ্গত শিক্ষাদীপ্তিতে
বহুদর্শী ক'রে তুলতে পারে,—
যা'তে তা'রা স্বাবলম্বী আহরণ-তৎপর হ'য়ে
নিজের পুষ্টি ও পরিবর্দ্ধনায়
বিবর্ত্তনের দিকে স্বচ্ছন্দে চলতে পারে
সাবলীল চলনে—
পোষণবিহীন শোষক না হ'য়ে,
কিন্তু তা'দের সুসঙ্গত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী
কিছু করবার অধিকার ঐ শাসন-সংস্থার নাই ;
ঐ ব্যষ্টি-সত্ত্ব বা স্বত্ব যত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে,
রাষ্ট্রও তত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে,
তবে প্রবৃত্তিসঙ্কুল দাবীই যে
সব-সময় সত্তাপোষণী হবে—
তা' কিন্তু নয়কো,
যে চাহিদা যোগ্যতাকে উদ্ভিন্ন করে,
সত্তাকে পরিপুষ্ট করে,
বর্দ্ধনাকে বিনায়িত করে,
তা'ই-ই কিন্তু শ্রেয়—
তা' ব্যষ্টিগতভাবে যেমন
সমষ্টিগতভাবেও তেমনি—
আর, তা'ই-ই পূরণের যোগ্য ;
আবার, মানুষ যেমন পিতামাতাকে কেন্দ্র ক'রে
তা'র বর্দ্ধনতৎপর জীবনকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে—

তেমনি জীবনের বিচিত্র-সংঘাতের
অসামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গতি নিয়ে
সম্বর্দ্ধন-তৎপর হ'তে গেলেই
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
জীবন্ত আদর্শের প্রয়োজন,
এই আদর্শ-অনুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে
তা'র যোগ্যতা বেড়ে ওঠে—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়পন্থী সদাচার-সম্বুদ্ধ হ'য়ে,—
সদাচার মানেই সত্তাসম্বর্দ্ধনী আচরণ,
তাই 'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ,'
এই অনুধ্যায়িতার ফলে সে প্রেরণা-প্রদীপ্ত হ'য়ে
সম্বৃদ্ধির দিকে উৎকর্ষ-চলনে চলতে থাকে,
নিজেকে সুসংন্যস্ত, সুসংহত, সুদীপ্ত বীর্য্যশালী
ক'রে তুলতে পারে ;
আবার, ঐ জীয়ন্ত আদর্শের জীবন-ভিত্তিতেই
শরীর, মন ও সত্তাশক্তির সুকেন্দ্রিক বিন্যাসে
ঐ আদর্শের অনুপ্রেরণায়
আসে ঈশিত্বের উন্মেষ—
অজানাকে জানার আকূতির ভিতর-দিয়ে
নিজেকে বিবর্ত্তিত ক'রে তুলতে,
প্রাচীনের সুসঙ্গত তাৎপর্য্য-অনুধ্যায়ী সূত্রে
বর্ত্তমানকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
পরিপুষ্ট ক'রে
ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর ক'রে তুলতে,
সত্তাকে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সাথে

সুবিন্যস্ত সুসঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
ক্রম-বিবর্দ্ধনায় ধারণ করতে—
দেশ-কালের সঙ্গতি নিয়ে ;
যা'র ঐ আদর্শ নেই
সে বিস্তারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আত্মবিলয় করে,
তাই বিবৃদ্ধিতে বিবর্ত্তন
তা'র পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়,
কারণ, ঐ আদর্শে সৌরত-নিবন্ধই হ'চ্ছে
জীবনের অমৃত রসায়ন
যা'তে মানুষ সুসঙ্গতি নিয়ে
অনন্ত বর্দ্ধনার পথে চলতে পারে—
সব যা'-কিছুকে সত্তাসংহতিতে আপূরিত ক'রে,
ঐ সত্তারই অবিচ্ছিন্ন একতান স্রোত-চলনে ;
এগুলির কোন-কিছুকে যদি বাদ দাও,
তোমার সত্তাস্বত্ব বাস্তবতার দিক্ দিয়ে
বোধির দিক্ দিয়ে
বিস্তারের দিক্ দিয়ে
ক্ষুণ্ণ হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃ—
তাৎপর্য্যহারা ছন্নগতির আবর্ত্ত-ঘূর্ণিতে ;
এইতো জীবনের মোটামুটি কথা,
যা' সত্য, যা' সত্তাপোষণী
তাই শুভ,
আর, তাই সুন্দর,
আর, যেমনই হও, যা-ই হও,
এমনতর বেঁচে থাকা ও বাড়াকে
যখনই অতিক্রম করবে,
ব্যাহত করবে,—

তোমার অবিবেকী উদ্ধত গর্ব্বেপ্সা
তা'কে কিছুতেই আপূরণ করতে পারবে না—
ঠিক বুঝো। ২৬০ ।

সমস্যা তোমার যা'ই থাক্ না কেন,
সন্দেহ তোমার যা'ই বলুক না কেন,
প্রবৃত্তি-অভিভূত হীনম্মন্যতা
যে বিরোধই পোষণ করুক না কেন,
ফল কথা, তুমি বাঁচতে চাও কিনা,
বিবর্দ্ধন চাও কিনা,
সর্ব্বাঙ্গীণ সুদূরপ্রসারী উৎকর্ষী পরিণাম-পথের
পথিক হ'তে চাও কিনা,
যদি এসবগুলিকে চাও,
বা এর কোন-একটাকে চাও,
তোমার জৈবী-সংস্থিতিসঙ্গত সত্তাকে
জীয়ন্ত পরিচর্য্যায়
যা'তে ধ'রে রাখে,
পোষণপ্রবৃদ্ধ ক'রে তোলে,
তৎপরায়ণ তোমাকে হ'তেই হবে,—
অভ্যুদয়ী যা'-কিছু তোমাকে
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ ক'রে তোলে,
তৎ-তপা বা তদনুচর্য্যা-পরায়ণ
তোমাকে হ'তেই হবে,
অর্থাৎ সুকেন্দ্রিক ধর্ম্মতপা তোমাকে হ'তেই হবে,
তোমার বর্ত্তমান জীবনকে
সর্ব্বাঙ্গীণভাবে পরিপোষিত ক'রে
ভবিষ্যৎ যা'তে শ্রেয়ফলপ্রসূ হয়

তা' তোমাকে করতেই হবে—
তা' শুধু মতবাদ-বিভ্রান্তির ভিতর-দিয়ে নয়কো,—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে, বিচারে,
বৈধী-তৎপর শ্রেয়কেন্দ্রিক ক্রিয়াশীলতায় ;
এ যদি না কর,
গুটিকতক হীনম্মন্যতার মূঢ় অভিশপ্ত অভিব্যক্তি-দিয়ে,
বাক্যে প্রভাবান্বিত ক'রে
মানুষের বোধিকে বিবশ ক'রে তুলতে পার,
কিন্তু প্রকৃতির বৈধী পরিক্রমা
তা' কিন্তু শুনবে না,
করবে যেমন, হবেও তেমনি,
পাবেও তেমনি,
বিধির ভাণ্ডারে সৎ আছে,
অনুচর্য্যা আছে,
অযথা অনুগ্রহ নেই। ২৬১ ।

সব ধর্ম্মই ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম—
বৃদ্ধির ধর্ম্ম,
আর, তা'র প্রকট দেবতাই হ'চ্ছেন
প্রেরিত-পুরুষোত্তম,
তিনিই ব্রহ্মণ্যদেব,
আবার, ঐ ধর্ম্মের আচারই হ'চ্ছে
উৎসৃজনী অনুশীলন,
তা'কেই তপস্যা ব'লে থাকে। ২৬২ ।

ঈশ্বর ভাবগ্রাহী,
তা'র মানেই হ'চ্ছে, তুমি যেমন হবে

তেমনিই তিনি গ্রহণ করবেন;
শুধু ভাবের ঘুঘু হ'য়ে থাকলে চলবে না,
ভাব কথার মানেই হওয়া,
অনভিব্যক্ত শুধুমাত্র মনঃকল্পিত
ভাবপ্রবণতার ধার তিনি ধারেন না,
শরীর ও মনের সঙ্গতিপূর্ণ সক্রিয়
সার্থক বিন্যাসই তাঁ'র পূজার অর্ঘ্য,
চরিত্রে ফুটন্ত হ'য়ে
বৈধানিক সংস্থিতি এনে
বাক্য-ব্যবহার, চাল-চলন, আচার, বোধ ও বিন্যায়
বাস্তবভাবে তুমি যা'—
সক্রিয় সুকেন্দ্রিক বাস্তব তাৎপর্য্যে,—
ঈশ্বরের কাছে তুমি তা',
আর, তিনি তাই-ই গ্রহণ ক'রে থাকেন। ২৬৩।

জৈবী-সংস্থিতির অন্তর্নিহিত সংস্কার-সংহতি যেমনতর,
জীবনের ঝোঁকও তেমনি হ'য়ে ওঠে,
আর, মানুষ পরিবেশের ভিতর-থেকে
তা'ই আহরণ ক'রে চলে,
এই তা'র প্রাকৃতিক চলন,
সুবিন্যস্ত পরিবেশের পোষণ যেখানে যেমন পায়,
সংহতির গুণাবলী
সেখানে তেমনতর সুষ্ঠুভাবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
আর, যেখানে তা' না পায়,
ঐ গুণাবলী শুষ্ক ও শীর্ণ হ'য়ে চলে;
আবার, ঐ সংস্কার-সংহতি
যে-রাগনিবদ্ধ হ'য়ে সংহত হ'য়ে থাকে,

তা'রই বাস্তব অনুপ্রেরণী কেন্দ্র যেখানে পায়,
সেখানে অন্তর্নিহিত গুণাবলী সক্রিয় হ'য়ে
তা'র জৈবী-সংহতিকে
তেমনতরভাবেই সংবুদ্ধ ও সমৃদ্ধ ক'রে চলতে থাকে,
সত্তা-শক্তিকেও তদনুযায়ী কর্ম্মে নিয়োগ ক'রে
নিজের বৈধানিক তাৎপর্য্যকে দানা বেঁধে তোলে
ঐ সত্তার সত্ত্বকে বিস্তারে বিস্তৃত করতে-করতে ;
এমনি ক'রেই জীবন আহরণ করে,
পুষ্টি পায়,
বাস্তবে বিস্তার লাভ করে,
বৃদ্ধিতে বিবর্ত্তনের দিকে ছুটতে থাকে ;
তাই, সুকেন্দ্রিক হও,
অন্তরাসী হ'য়ে উঠে কেন্দ্র-স্বার্থী হও,
ঐ স্বার্থানুগ অনুদীপনায়
তোমার যা'-কিছু উপকরণকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল,
ঐ অন্তরাস-নিবদ্ধ বোধায়নী কর্ম্মদীপনায়
বিধানকে বিধায়িত ক'রে
তেমনি ক'রে বিবর্ত্তনে অধিরূঢ় হ'য়ে চল। ২৬৪।

যা'রা বাস্তব শ্রেয়কে
উপেক্ষা বা অবহেলা ক'রে
অবাস্তবের উপাসনা করে,
তা'কে তা'রা শ্রেয়ই মনে করুক
বা সৎই মনে করুক—
তা'র ফলে তা'রা
সুকেন্দ্রিকতায় সমাহিত তো হয়ই না,
বরং অবিন্যস্ত প্রবৃত্তির খামখেয়ালী চলন

নানারূপে, নানারং-এ আরম্ভ হয়,
তা'দের প্রবৃত্তির অবচেতন অভিধ্যায়িতা
কল্পিত মানস-মূর্ত্তিতে
বা দৈববাণীর মত অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত হ'য়ে
বিচ্ছিন্ন পরিক্রমায়
ছন্ন তাৎপর্য্যে
মূঢ়ত্বেই অবশায়িত হ'তে থাকে,
ঐ ছন্ন বিভূতি বেতাল-ছন্নতায়
বাস্তব বিবর্ত্তনকে রুদ্ধ ক'রে তোলে। ২৬৫।

ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ—
সত্তাপোষণী ইষ্ট-পরিষেবী অভিযানে
যদি সক্রিয় হ'য়ে না ওঠ—
উপচয়ী নিষ্পন্নতার কৃতী তাৎপর্য্যে,
ঠিক জেনো, তোমার অন্তর্নিহিত সৌরত-সন্দীপনা
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ মত্ততা নিয়ে
দীর্ণতায় খান-খান হ'য়ে উঠবে,
কিছুতেই সঙ্গত তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গতি নিয়ে
বোধায়নী পরিক্রমায় চলতে পারবে না;
ঐ প্রবৃত্তি-সংঘাত যতই তোমার ইষ্টার্থ-পরিক্রমাকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলতে থাকবে,
ঈশ্বরের দয়াও তেমনি খান-খান হ'য়ে উঠবে,
অনুগ্রহকেও তুমি অভিশপ্ত ক'রে তুলবে অমনি ক'রেই,
অচ্যুত অনুরতিকে
একটা বিকৃত ভঙ্গিমায়

শ্রেয়হারা পৈশাচিক তালে
পূতিনর্ত্তনে নাচনশীল ক'রে চলবে,
ব্যভিচার-বিক্ষুব্ধ ডাইনী-চক্ষু
তোমাকে নিঃশেষের দিকেই নিয়ে চ'লবে,
অবিশ্বস্ত তোমার,
বিভ্রান্ত তোমার,
অশ্রেয়পন্থী তোমার
বিলোল বিকেন্দ্রিকতায়
বিকৃতির বিহ্বল শয়নে
স্থবির হ'য়ে থাকা ছাড়া
আর পথই থাকবে না ;
তুমি এখনও তাঁ'কে স্পর্শ কর,
পাষাণমুক্ত হও,
উদ্ধারের আলোকে আত্মনিয়োগ কর,
দেখবে, স্বস্তি ঐ অদূরেই। ২৬৬।

যা' যত বৈধী সত্তাপোষক,
তা' ততই শ্রেয়। ২৬৭।

অন্যের হীনম্মন্য, প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ অবিশ্বস্ত দুর্ব্যবহার,
কৃতঘ্ন আঘাত, অবজ্ঞা ও প্রতারণায়
বা তৎকর্ত্তৃক স্বীয় সততা ও শুভেচ্ছার
অন্যায্য সুযোগ গ্রহণে,
মানুষের মনে যে রাগ, বিরক্তি, ঘৃণা
বা আঘাতের সৃষ্টি হয়,
অথচ যা'র প্রতিক্রিয় অভিব্যক্তি হয় না,
তা' মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকোষ-গহ্বরে

নিহিত ও সঞ্চারিত হ'য়ে
যেমনভাবে যে বিধানকে
অসমঞ্জস বিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
তা'র মানসিক ও যান্ত্রিক বিকারও
তেমনি ক'রেই আত্মপ্রকাশ করে,
বেদনা-বিক্ষুব্ধ দীর্ণ হৃদয়
তা'র জীবনকে বিষাক্ত বেদনায়
অতিষ্ঠ ক'রে তোলে ;
তাই, তুমি যদি কাউকে অমনতর বেদনাপ্লুত
ক'রে থাক,
প্রার্থনা বা উপাসনা-মন্দিরে ঢোকবার আগেই
ঐ বেদনার উপশম ঘটিয়ে
তা'কে আগে স্বস্থ ক'রে তোল,
তারপর ঐ মন্দিরে
আত্মপরিশুদ্ধির জন্য
ঈশ্বরের কাছে উপাসনা ক'রো,
নয়তো, যা'কে আঘাত করেছ,
তা'কে তো দুর্দ্দশায় নিপাতিত করেছই,
আরো ঐ সংঘাত
তোমার শৌর্য্য বা স্বাভাবিক সহজ-চলনকে
যে-কোন মুহূর্ত্তে সাংঘাতিক আঘাত ক'রে
তোমার পাপের পরিণামকে প্রতিষ্ঠা করতে
কসুর করবে না এতটুকুও,
লাখ আপসোসেও
তা'র নিরাকরণ ক'রতে পারবে কিনা সন্দেহ। ২৬৮।

ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মকে অতিক্রম করতে যেও না—
কুশলকৌশলী সত্তাপোষণী তাৎপর্য্যকে অবহেলা ক'রে,
সত্তানুশাসী নিদেশকে অবজ্ঞা ক'রে,
যেখানেই এমনতর অতিক্রম বা ব্যতিক্রম,
বিধ্বস্তির সম্ভাবনাও
সেখানে তেমনি উদগ্র ও তৎপর ;
গর্ব্বেপ্সু সহৃদয়তা অনেক সময়
এমনতরই কুহকজাল সৃষ্টি করে,
কিন্তু সুধী ও সুকৌশলী যমন ও নিয়ন্ত্রণে
তা'কে যদি ভেদ ক'রতে না পার,
তবে মূঢ়ত্বেই বিধ্বস্ত হ'তে হবে। ২৬৯।

তুমি পূজা-অর্চ্চনা, দৈবক্রিয়াকাণ্ড
যা-ই কর না কেন,
তা' যেন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের
সার্থক-সুসঙ্গত বোধিসম্পন্ন
সত্যের স্থণ্ডিলে অধিস্থিত হ'য়ে
ইষ্টপ্রাণতার ভিত্তিতে
বেদ, বিজ্ঞান ও বীর্য্যবত্তার উপাসনায়
সার্থক হ'য়ে ওঠে—
সপরিবেশ ব্যষ্টি ও গণজীবনকে
সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে তু'লে ;
ঐ একসূত্র-সার্থক বোধিসম্পন্ন,
সুসঙ্গত জৈবী-সংস্থিতিবান্ যিনি—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ তাৎপর্য্যে,—
তিনিই ব্রাহ্মণ,
এই ব্রাহ্মণই জীবন্ত বেদী,

তিনিই গুরু,
তিনিই পুরোহিত,
আর, তৎ-সম্বর্দ্ধনী অনুশীলনই পূজার প্রাণ। ২৭০।

তুমি ঈশ্বর-প্রীতিপরায়ণ,
তাঁ'র উপাসনা তোমার ভালও লাগে,
অথচ আপসোস করছ
তোমার উন্নতি হ'লো না,
তা'র মানেই হ'লো—
তোমার ঈশ্বরপ্রীতি বা উপাসনা ঈশ্বরের জন্য নয়,
অন্য কিছুর জন্য ;
তাই ঈশ্বর-উপাসনা কর,
অথচ হৃদ্য চরিত্রবান্ হ'য়ে উঠতে পারলে না—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে—
প্রীতি-অনুচর্য্যায়,
বোধায়নী বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের
সুসঙ্গত সন্ধিৎসু পরিপ্রেক্ষায়,—
তা'র মানেই
ঈশ্বরকে মৌখিকভাবে ভালবাস তুমি,
আর, উপাসনাও কর তেমনি,
তাই, তাঁ'র অনুগ্রহ দীপ্ত হ'য়ে ফুটে উঠলো না
তোমার চরিত্রে,
আর, চরিত্রও তোমার
অমনতর সুসঙ্গত সৌকর্য্যে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠলো না ;
তুমি আত্মপ্রতিষ্ঠার বেচাল চালে চলেছ—
ঈশ্বর-প্রীতির বাহানা নিয়ে,

তাই, তুমি লোক-সত্তাপোষণী হ'য়ে উঠতে পারলে না
অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ইষ্টার্থ-অভিদীপনায় ;
আবার, ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠা করছ,
অথচ মানুষের সানুকম্পী বান্ধব
হ'য়ে উঠতে পারলে না,
মানুষের স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারলে না,—
সত্তাস্বার্থ-পরিপোষণের জন্য
মানুষ যেমন স্বতঃস্বেচ্ছ অনুপ্রেরণায়
প্রিয়জনকে তা'র কর্ম্মমুখর আহরণ
উপঢৌকন দিয়ে
তৃপ্ত হ'য়ে ওঠে,
দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে,
তেমনি-ক'রে দিয়ে, ক'রে
কাউকে আগলে ধরলে না—
ঐ স্বার্থসঙ্গত চরিত্র নিয়ে,
মানুষ-সম্পদ্‌কে অবজ্ঞা ক'রে
টাকাকড়ি, বিষয়-আশয়, ঘর-বাড়ীকে
সম্পদ্ ব'লে আঁকড়ে ধরলে,
তা'র ফলে কিন্তু
মানুষ-সম্পদ্ হ'তে বঞ্চিত হ'লে তুমি,
মানুষের সমবায়ী অনুচর্য্যা
তোমা হ'তে বিরত হ'য়ে উঠলো,
সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠলে তুমি—
ঈশ্বরোপাসনার বাহানায়,
আত্মিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক

স্থসঙ্গত অভ্যুত্থান তোমার হ'য়ে উঠলো না ;
যা'র উপর দাঁড়িয়ে
অবিরল আলিঙ্গন-অনুচর্য্যায়
শ্রমীর শ্রান্তি দূর ক'রতে পার,
কাতরকে আশায় উদ্দীপ্ত ক'রতে পার,
দরিদ্রকে যোগ্যতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পার,
শোকার্ত্ত আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দিয়ে
অবলম্বন হ'য়ে উঠতে পার,—
তা'র কিছুই কর'লে না তুমি,
কিছুই হ'লো না তোমার ;
তাই, ঈশ্বর-বাহানায় যদিও চল,—
ইষ্টার্থ-অভিদীপনা নিয়ে
ইষ্টবেদীমূলে ঈশ্বরপরায়ণ হ'য়ে
তোমার উপাসনা তাঁকে স্পর্শ ক'রেনি,
'নই কেউ', 'হ'ল না কিছু'—ইত্যাদি রব তোলা
তোমার জপমালা হ'য়ে উঠেছে,
'হা হতোঽস্মি'র কাতর ক্রন্দন
তোমার একমাত্র অবলম্বন হ'য়েছে,
যা'-দিয়ে মানুষের হৃদয়কে
এখনও আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা ক'রছ ;
ঈশ্বর-বাহানার ফাঁকিবাজি ক'রে
ঈশ্বরের নামে
তোমাকে এতদিন ফাঁকি দিয়েছ,
তাই, সসম্মানে ফাঁকিকেই পেয়েছ ,
যদি এখনও ফের,
তোমার জীবনের পূর্ব্বাকাশে
সূর্য্যোদয় হয়তো দেখতে পাবে অবিলম্বে,—

আত্মনিয়ন্ত্রণে চলার বেগ যেমনতর—
তত সকালে বা দেরীতে;
মনে রেখো,
ঈশ্বরকে ভালবেসে
তাঁ'র জন্য তুমি যেমন হবে,
তাঁ'কে যেমন দেবে—
সক্রিয় আত্মনিবেদনে,
ঐ বেগবতী ভক্তি
তোমাকে তা'র হাজার গুণ উপঢৌকন দেবেই,—
যদি সে-দান প্রত্যাশারহিত হয়,
স্বতঃস্বেচ্ছ হয়,
আর, আত্মপ্রতিষ্ঠা
বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য না হয়। ২৭১।

জীবন চাও তো জমাট বাঁধ—
শ্রেয়সন্দীপী একসূত্রসঙ্গত হ'য়ে,
আর, মরণ চাও তো বিচ্ছিন্ন হও—
বিকেন্দ্রিক বিচ্ছুরণে। ২৭২।

বৈধী কাম ও কামনা
যা' ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ,
ঈশ্বরের আশিস্‌ধারা অনাবিল সেখানে। ২৭৩।

ধর্ম্ম মানুষকে অন্ধ করে না,
বরং আরোর পথে
বিস্ফারিত-চক্ষু ক'রে তোলে,
কুনিষ্ঠ তথাকথিত ধর্ম্ম—ধর্ম্মই নয়কো,

টেকীপনা ধর্ম্মের শাতনী বাহানা ছাড়া
আর কিছুই নয় ;
পার তো ধর্ম্ম-বনামী জঞ্জালগুলিকে দূর কর,
সত্তাপোষণী ধর্ম্ম যা' তা'রই প্রতিষ্ঠা কর,
দেখো, সে-ধর্ম্ম বোধি বিকিরণে
তোমাদের দৃষ্টিশক্তিকে প্রাঞ্জল ক'রে তুলবে ;
যে-ধর্ম্ম পূর্ব্ববর্ত্তীকে স্বীকার করে না,
অব্যবহিত পূর্ব্বতন বা বর্ত্তমানকে
গ্রহণ করে না,
ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে না,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি
তাঁ'তে আনত আত্মনিবেদন করে না,
সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলে না,—
তা' অভিভূতি মাত্র—
ধর্ম্মের বাহানার 'পর দাঁড়িয়ে,
তা' সত্তার ক্রমবর্দ্ধনাকে
ব্যাহত ক'রে তোলে,
তাই, তা' অবৈধ। ২৭৪।

বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ
অনুক্রমিক পুরুষোত্তম যাঁ'রা
সদ্‌গুরু যাঁ'রা,
ঋষি যাঁ'রা,
তাঁ'দের অন্বয়ী সার্থক-সুসঙ্গত
বোধিবীক্ষিত বাণীই শ্রুতি ;
ঋত্বিক্‌ই হউন,
আচার্য্য বা পুরোহিতই হউন,

বা অন্য যে-কেউই হউন না কেন,

তাঁ'দের বলাগুলিতে

ঐ বাণীর সাথে অসঙ্গতি যেখানে,

এমন-কি, তাৎপর্য্যেও যদি অসঙ্গতি দেখা যায়,

তা' কিন্তু অপরিপালনীয় ;

যদি কেউ,

এমন-কি কোন সৎলোকই যদি বলেন,

"পুরুষোত্তমও এই-ই ব'লেছেন",

এমন-কি, তা'রা যদি স্মৃতিগত ব'লে কোন কথা

জোরগলায়ও বলেন,

আর, তা' যদি ঐ বাণী ও বাণীর তাৎপর্য্যে

ব্যতিক্রমবাহী হয়,

তা'ও কিন্তু অপরিপালনীয় ;

অজ্ঞতাবশতঃ কেউ যদি

ঐ পুরুষোত্তম, সদ্‌গুরু বা ঋষির

সুসঙ্গত তাৎপর্য্যশীল বাণীগুলির

ব্যতিক্রমী নিদেশ-অনুযায়ী

জীবন ও কর্ম্মকে পরিচালিত করেন—

তা' সাধারণতঃ

জীবনকে বিকেন্দ্রিক ও বিক্ষুব্ধ ক'রে

সর্ব্বনাশের দিকেই পরিচালিত ক'রে থাকে ;

তাই সাবধান—বিশেষ বিবেচনার সহিত

ঐগুলির তাৎপর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করতঃ

যা'তে ঐ ভাগবতশ্রুতিকে লঙ্ঘন ক'রে

সত্তাপোষণী প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ বাণী

অনুসরণ করতে না হয়,

তা'ই কর ;

ঐ শ্রুতিবাণীর সঙ্গতির তালে তাল মিলিয়ে
যা' তাৎপর্য্যে সার্থক হ'য়ে ওঠে
তা'রই অনুসরণ ক'রো—
ভ্রান্ত হবে কমই,
নষ্টও পাবে তুমি কমই,
তাই, শাস্ত্রের নির্দেশই হ'চ্ছে—
'শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু
শ্রুতিরেব গরীয়সী'। ২৭৫।

তোমার জীবন-ক্ষুধা
যা' প্রীতির ভিতর-দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে,
তা' যেন সর্ব্বতোভাবে
সুষ্ঠু শ্রেয়কেন্দ্রিকই হ'য়ে থাকে,
কারণ, ঐ ক্ষুধার বিকেন্দ্রিকতায়
জাহান্নম বিকট ব্যাদানে
তোমাকে আগলে ধরবেই কি ধরবে,
নচেৎ ঐ জীবনক্ষুধা বিচ্ছিন্ন সংঘাতে
বোধিপ্রণালীকে বিক্ষুব্ধ ক'রে
ছন্নতায় শীর্ণ ক'রে তুলবে ;
যদিও শারীর-ক্ষুধার পরিপোষণী আহরণ
পরিবেশ ও পরিস্থিতি হ'তে করতে হয়,
তা'কেও সুকেন্দ্রিক বিন্যাসে
বিধৃত করতে না পারলে
তা'ও সর্ব্বনাশা হ'য়ে ওঠে,
জীবনদীপনার আহরণ
সুকেন্দ্রিক অনুচর্য্যায় সংন্যস্ত না হ'লে

সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য;
সমীচীন পুষ্টি সংগ্রহ করতে পার
সব-দিক্ থেকে,
কিন্তু সুকেন্দ্রিক অনুচর্য্যায় তা'কে সমাহিত কর—
সুসঙ্গত বিন্যাস-তাৎপর্য্যে
জীবনে কেন্দ্রায়িত ক'রে সুবুদ্ধ সংহিতিতে। ২৭৬।

তুমি যা'র শরণ না নিচ্ছ,
জীবনে যা'কে পেলে না চলছ,
যা'কে রক্ষা না করছ—
জীবন দিয়ে জীবনীয় অনুচর্য্যায়,—
লাখ চেষ্টা ক'রেও সে তোমার জীবনে
কোনই পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করতে পারবে না। ২৭৭।

ঈশ্বরের নিকট হ'তে যা' আমরা পেয়েছি,
আমাদের উদ্গতির সাথে ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে যা',
তাই-ই আমাদের স্বভাব ও প্রকৃতি,
আর, এই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
সত্তাকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করাই হ'চ্ছে
কর্ত্তব্যের পথ,
আর, ঐ চলনার বিহিত বিধিনির্দ্দেশই হ'চ্ছে
উপদেশ বা দীক্ষা। ২৭৮।

যে ঈশ্বরের জন্য নিজের জীবনকে খরচ করে,
সে নিজের জীবনকে শক্তিশালী ক'রে তোলে,
আর, যে নিজের জন্য ঈশ্বরকে খরচ করে,
সে ঐ শক্তিকে হারায়। ২৭৯।

নিজের স্বার্থ-স্বচ্ছন্দতায় প্রলুব্ধ হ'য়ে
যা'রা ঈশ্বরকে সেবা করে,
ঈশ্বরে ভক্তি তা'দের নেই,
আছে ঐ স্বার্থ-স্বচ্ছন্দতায়,
ঐ জাতীয় ভক্তি যে-কোন মুহূর্ত্তে
খান-খান হ'য়ে যেতে পারে,
তা' সুকেন্দ্রিক নয় ;
আর, নিজের যা'-কিছুকে
যা'রা ঈশ্বর-সেবায় নিয়োজিত ক'রে চলে,
ঈশ্বরই যা'দের স্বার্থ,
ভক্তি তা'দের অদম্য, অচ্যুত, উর্জ্জী,
তদনুবর্ত্তী অভিধ্যায়িতা নিয়েই চলে তা'রা,
তাই, সপার্থিব অধ্যাত্মজীবন তা'দের
সার্থক হ'য়ে ওঠে—
উপচয়ী প্রাপ্তিতে। ২৮০।

তোমাদের ভিতর যত সম্প্রদায়ই থাক্ না কেন,
তা'দের পৃষ্ঠমেরু যেন হয় সৎ-অনুধ্যায়িতা ;
আর, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তম
যেন হন তা'র কেন্দ্রপুরুষ,
বোধিতৎপর সুসঙ্গত সার্থক অভিযান-তৎপরতায়
ঐ কেন্দ্রেই যেন তা'রা অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে,
প্রতিটি সম্প্রদায়ের কেন্দ্রপুরুষ
ঐ পুরুষোত্তম-কেন্দ্রিকতা নিয়ে
যেন পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে ওঠে—
আপূরণী অনুচর্য্যী অনুদীপনা নিয়ে,
প্রত্যেকেরই সুখে যেন প্রত্যেকে সুখী হয়,

প্রত্যেকেরই দুঃখে
যেন প্রত্যেকে দুঃখ অনুভব করে,
প্রত্যেকের নিরাপত্তাতেই
প্রত্যেকে সঙ্ঘবদ্ধ বাস্তবতায়
আপদ-নিরোধী হ'য়ে ওঠে,
অর্থ, বিত্ত ও সম্পদের পারস্পরিক অবদানে
প্রতিপ্রত্যেকেই যেন পুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
যোগ্যতার সুদৃঢ় বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
শুভ-সহযোগী প্রতিযোগিতা নিয়ে—
দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ-বিবর্জ্জিত হ'য়ে—
সব সম্প্রদায়ের মহৎ সংহতি নিয়ে
বজ্রবন্ধনে সংহিত হ'য়ে
প্রত্যেকেই যেন মহান শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে—
সন্ধিৎসা-সম্পন্ন কুশল-কৌশলী তাৎপর্য্যে
অভিদীপ্ত হ'য়ে
একানুধ্যায়িতার উৎসর্জ্জনী আবেগে ;
এমনি ক'রে সবাই তোমরা সার্থক হও,
পরমার্থে প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
আয়ুষ্মান হ'য়ে ওঠ,
বোধিতে জ্যোতিষ্মান হ'য়ে ওঠ,
স্বস্তিতে সুদৃঢ় হ'য়ে ওঠ,
শান্তি-সন্দীপ্ত জীবন-অভিজ্ঞান নিয়ে
বিবর্ত্তনের দিকে এগিয়ে চল,
স্বর্গ উৎফুল্ল-স্ফুরণে
পারিজাত-দীপ্তিতে
আলোক-মণ্ডিত ক'রে তুলুক তোমাদিগকে। ২৮১ ।

জপই কর, তপই কর,
ধ্যান-ধারণাই কর,
পূজা-অর্চ্চনায় মস্‌গুল হ'য়ে যতই থাক না কেন,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পুরুষোত্তমের জীয়ন্ত বেদীমূলে
অচ্যুত অনুরাগ-সন্দীপ্ত সক্রিয় অনুধ্যায়িতায়
নিবদ্ধ হ'য়ে
নিজের জীবনকে তদনুগ সার্থক-অনুচর্য্যায়
নিয়ন্ত্রিত না করছ,
বর্ত্তমানের ভিতর বিগতদের
জীবন-অনুরণন অনুভব ক'রে
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সার্থক না হ'তে পারছ,
ততক্ষণ উদ্ধার তোমার
উদ্ধত আত্মশ্লাঘী হ'য়েই চলবে ;
তাই, বিগতদের প্রতি গ্রন্থিনিবদ্ধ হ'য়ে
বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করতে যেও না,
বর্ত্তমান-অমনতর কাউকে যদি না পাও,
অন্ততঃ অব্যবহিত পূর্ব্বতন যিনি
তদনুবর্ত্তী আচার্য্যকে অবলম্বন ক'রে
ঐ বিগত পুরুষোত্তমের অনুধ্যায়িতা নিয়ে চললেও
খানিকটা এগিয়ে চলতে পার,
কারণ, অস্তমিত সূর্য্যও
অনেকক্ষণ তা'র আলোক বিকীর্ণ ক'রে থাকে। ২৮২।

তুমি তোমার আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিগত
সদাচারী সুনিষ্ঠাকে
সমীহতেই হো'ক

বা যে-কোন প্ররোচনাতেই হো'ক,
যে মুহূর্ত্তে উপেক্ষা করলে
তখনই ততখানি
তোমার ঐ আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সম্ভ্রমাত্মক অনুবেদনাকে মসীলিপ্ত করলে,
তুমি তোমার জন্মগত ব্যক্তিত্বকে
ঐ সমীহ বা প্ররোচনাতে লোপাট ক'রে
তোমার বৈশিষ্ট্যের বুকেই পদাঘাত করলে,
ঐ অভিভবতাই কিন্তু
তোমার অন্তঃকরণের পরাভবসূচক,
তাই, তোমার আদর্শনিষ্ঠ ঔদার্য্য
সবাইকে আলিঙ্গন করুক,
আকৃষ্ট করুক,
গ্রহণ করুক,
তোমার ব্যক্তিত্বকে সন্দীপ্ত ক'রে তুলুক ;
কিন্তু অন্যায্য অভিভবতা
যেন তোমাকে বিদ্রূপ-ভঙ্গীতে
অপদস্থ ক'রে না তোলে,
বিবেচনা কর, বুঝে দেখ। ২৮৩।

পুরোহিত কথার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
যিনি বা যাঁ'রা
মানুষের সত্তা-সম্বর্দ্ধনার ভিত্তিকে
ধারণ করেন,
পালন করেন,
পোষণ করেন,
তাহ'লেই মানুষের সত্তা-পোষণ-পরিবর্দ্ধনার জন্য

শাস্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির
সমাবেশী অন্বিত বিদ্যা বা বোধি,
যা' সত্তাপোষণী সুস্থির পরিচর্য্যা ক'রে
মানুষকে সম্বর্দ্ধনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,
কুশল-কৌশলী নিয়ম-তাৎপর্য্যানুপাতিক
সেগুলি সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত ক'রে
তদনুক্রিয়মাণ হ'য়ে
সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত থাকা
অপরিহার্য্য করণীয় তাঁ'দের ;
আচরণের ভিতর-দিয়ে
সেগুলির সত্তাপোষণী
সুসঙ্গত সার্থক-অভিগমনে সংস্থ যা'রা,
তা'দিগকেই আচার্য্য বলা যেতে পারে,
ব্রহ্মবিদ্যানুধ্যায়ী, বিপ্রকুলোদ্ভূত, আচরণশীল
অমনতর আচার্য্য যাঁ'রা
তাঁ'রাই পুরোহিত ;
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্রত, নিয়ম, পূজা, পার্ব্বণ,
শ্রাদ্ধ, শান্তি, প্রায়শ্চিত্ত, দশবিধ সংস্কার,
যজ্ঞাদি ব্যাপারের সুতৎপর অনুষ্ঠানে
সুসমঞ্জস সার্থক বাস্তব পন্থায়
সুদীপ্ত ব্যাখ্যায়
সুসঙ্গত বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষায়
মানুষের বোধিকে সম্বুদ্ধ ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
পুরোহিতের জীবন-কর্ত্তব্য ;
অন্যায়, অসৎ বা পাপ যা',
তা'কে বিশ্লেষণ ক'রে
চিত্তের বৃত্তি-প্ররোচনাকে আবিষ্কার ক'রে

অনুশীলন-অনুচর্য্যায় অনুক্রিয়মাণ ক'রে
তোষণ ও পোষণদীপ্ত শাসনে
যজমানকে সুপথে বিন্যস্ত করাই
প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য ;
বর্ণানুপাতিক বৈশিষ্ট্য ও সংস্কারের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে
বর্ণানুগ তাৎপর্য্যে
ঐ বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি যা'তে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে
আব্রহ্মস্পার্শী হ'য়ে,
অনুকম্পা-অনুচর্য্যী অনুপ্রেরণায়
মানুষকে তা'তে
অনুপ্রাণিত ও আপূরিত করাই হ'চ্ছে
তাঁ'দের অনুশীলনী জীবন-ধর্ম্ম ;
পুরুষোত্তমে একনিষ্ঠ অনুগতিসম্পন্ন ক'রে
যজমানের পরিবার ও পরিবেশের
সুসঙ্গত, সুধী নিয়মনে
পোষণ, পালন ও পূরণ-পরিচর্য্যায়
দ্রোহ ও দ্বেষরহিত অসৎ-নিরোধে
প্রতিটি গৃহস্থকে যোগ্যতার অভিদীপনায়
সমৃদ্ধ ও সুসংহত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
পৌরোহিত্যের আদর্শ ;

এখনও কথায় বলে—
'সর্ব্ব কর্ম্মে করে হিত
তাঁ'র নাম পুরোহিত',
পৌরোহিত্যের দায়িত্বই হ'চ্ছে
তাঁ'র প্রত্যেকটি যজমান-পরিবারকে
অমনতর ক'রে উদ্বর্দ্ধনায় উন্নত ক'রে তোলা—
আপূরণী ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ তৎপরতা নিয়ে,

আবার, এই দায়িত্বের সুষ্ঠু পূরণার্থে
পুরোহিতদের সংহতি ও পরিষৎ তাই,
যা'র ভিতর-দিয়ে নিজেদের কৃষ্টি-নিয়মনকে
নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে—
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-ইষ্ট-অনুগ পন্থায় ;
তাই, এই পুরোহিত আমাদের স্বস্তি,
পুরোহিত আমাদের নমস্য,
তিনিই আমাদের উদ্বর্দ্ধনার অনুবর্ত্তক। ২৮৪।

বৈধী সত্তাপোষণী, সুকেন্দ্রিক,
মনোবৃত্ত্যনুসারী, শ্রেয়ার্থদীপী,
সুপ্রজনন-সম্বুদ্ধ কামচর্য্যা
শরীর ও মনের পুষ্টিপ্রদই হ'য়ে থাকে,
তাই তা' বৃদ্ধিদ ;
স্বাধ্যায়, ব্রত, হোম ও নিত্য-পঞ্চ-মহাযজ্ঞ-সমন্বিত
অমনতর কামচর্য্যা প্রবৃত্তির সুসঙ্গত বিন্যাসে
তনু ও মনকে
ব্রাহ্মী অর্থাৎ বর্দ্ধনমুখী ক'রে তোলে,
ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতার সহিত
ইষ্টানুগ তপস্যার উপযোগী ক'রে তোলে,
তাই, ভগবান্ মনু বলেছেন—
"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ"। ২৮৫।

বৈধী বৈশিষ্ট্যপালী ধর্ম্মানুগ
সত্তাপোষণী কামচর্য্যা

ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরায় নয়,
বরং তা'র সহায়ক,
কিন্তু কাম-প্রবৃত্তি-অভিভূতি
ব্রহ্মচর্য্যের ঘোর অন্তরায়,
আর, ব্রহ্মচর্য্য মানেই বৃদ্ধিদ আচরণ;
ধর্ম্মবিরুদ্ধ অবৈধ কামচর্য্যা
যেমন মানুষের পুরুষত্বকে ধ্বংস করে,
নিরোধাত্মক কামচর্য্যা-রাহিত্যও তেমনি
পুরুষের পুরুষত্বের হানিকর—
'কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে',
আর, মিথ্যাচার মানেই আত্মঘাতী চলন। ২৮৬।

ঈশ্বরের নামে
জীব বা পশু বধ করতে যেও না,
কারণ, ঈশ্বর সবারই জীবনস্বরূপ,
তাই, কা'রও জীবনকে নিহত ক'রে
ঈশ্বরের উপাসনা হয় না,
তা'তে বরং অভিশাপেরই
অধিকারী হ'তে হয়। ২৮৭।

যা'রা বিগত বহুদর্শিতাকে উপেক্ষা ক'রে
বা সন্ধিৎসাপূর্ণ বিচক্ষণ
বৈশিষ্ট্যসঙ্গত অন্বয়ী-তাৎপর্য্যে
তা'কে অনুধাবন ক'রে
অন্বিত একসূত্র-সঙ্গতিতে উপস্থিত না হ'য়ে
প্রবৃত্তির গর্ব্বেপ্সু উল্লোল নিয়মতান্ত্রিকতায়

নিয়ন্ত্রিত ক'রে
ভবিষ্যৎকে গাঢ়তম তমসাচ্ছন্ন ক'রে তোলে,
দেদীপ্যমান মিথ্যাচারী তা'রা,
শাতনের অগ্রদূত তা'রা ;
যা-ই কর, আর তা-ই কর,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সত্তাসংবর্দ্ধনে নজর রেখে
যে নীতিবিধি ও চলনার প্রয়োজন হয়,
বুঝে-সুঝে তাই কর,
নতুবা ঠকবে কিন্তু । ২৮৮ ।

ধার্ম্মিকবুদ্ধি মানে এ নয়কো যে
তুমি কিছু করবে না,
প্রবৃত্তি-অনুচর্য্যায় নিরত থাকবে,
কিন্তু ঈশ্বর তা'র শুভ ফল যা' তাই দেবেন,
অশুভ ফলকে নিরোধ ক'রে,
কেন না, তুমি তথাকথিত ঈশ্বরবিশ্বাসী,
আর, তোমার অমনতর বিশ্বাসের প্রত্যাশায়
ঈশ্বর নিয়তই যেন লালায়িত ;
এই ভেবেই যদি ধর্ম্ম করতে যাও
তুমি নিজেকেই প্রবঞ্চিত করবে,
তিনি বিধি—
যেমন করবে, পাবেও তেমনি,
তাঁ'র প্রেরিতের ভিতর-দিয়ে
সেই বাণী উদ্ভিন্ন ক'রে
শুভসন্দীপনী পন্থাকে নির্দ্দেশ ক'রে দেন তিনি,
সে-বাণীর নিদেশই
ভ্রান্ত পন্থার বিপাককে

কি-ক'রে অতিক্রম করতে হয়
তা' উদ্ঘাটন ক'রে
তোমার ঈপ্সিত শ্রেয়কে নির্দ্দেশ ক'রে দেয়,
তাই, করবেও যেমন, চলবেও যেমন—
পাবেও তেমন। ২৮৯।

মানবতার অভ্যুত্থান তখন থেকেই হয়,—
যখনই মহামানব তাঁ'র আপূরয়মাণ
বৈশিষ্ট্যপালী সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
প্রাচীন বহুদর্শিতার সুষ্ঠু মর্ম্ম-উদ্ঘাটন ক'রে
বর্ত্তমানকে নবীনে স্ফুটতর সত্তাপোষণী ক'রে
ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির বাণী নিয়ে
আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন,
তাঁ'তে জনগণ যতই সংহতি লাভ করে—
মানবতার অভ্যুত্থানও তেমনতরই হ'য়ে ওঠে,
তা' ছাড়া মানবতার অভ্যুত্থান
স্বপ্নবিকার ছাড়া কিছুই নয়,
কোথাও দেখা যায় না
মহৎ মানবকে অবলম্বন না ক'রে
মানবতার অভ্যুত্থান হয় বা হ'য়েছে। ২৯০।

ঈশ্বর অহেতুক কৃপাসিন্ধু,
তাঁ'র প্রতি হেতুবিহীন, অচ্যুত কর্ম্মঠ প্রীতিতেই
তিনি প্রতিভাত হ'য়ে থাকেন। ২৯১।

তুমি বিগতেরই পূজা কর,
দারুময়, প্রস্তরময়, মৃন্ময় দেবতা

বা তাঁদের আলেখ্যকেই পূজা কর,
যা'রা জীবন্ত নয়,—
যে জীবন ও চরিত্র তোমাকে
প্রেরণাপ্রদীপ্ত করতে পারে না,
তোষণ- পোষণ ও তাড়নে
তোমাকে সম্বর্দ্ধনার পথে
নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না,
লাখ শ্রদ্ধা তাঁ'তে থাক্ না কেন,
তা' তোমাকে বোধিদীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না,
কর্ম্মঠ অনুচর্য্যায়
বহুদর্শিতায় বোধকে অন্বিত ক'রে
সার্থক সমন্বয়ে
প্রদীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না—
প্রবৃত্তিগুলির সংহত সার্থক-অনুদীপনায় ;
তোমার শ্রদ্ধানুসৃত আপূরয়মাণ বৈশিষ্ট্যপালী
শ্রেয়-পুরুষের প্রেরণার সংঘাত যদি না পাও,
তবে তোমার বৃত্তিগুলি
সংঘাতই প্রাপ্ত হবে না,
ভেঙ্গে সুসঙ্গত সার্থক-অন্বয়ে
অন্বিত হ'য়ে উঠতে পারবে না,
এক-কথায়, তোমার উদ্ধার
অপদীপ্ত হ'য়েই চলবে—
ও-পূজা বা উপাসনা অধমেরও অধম ;
কিন্তু বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সদ্‌গুরুতে
অচ্যুত শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে
কর্ম্মঠ অনুচর্য্যী চলনের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'র জীবনলীলার ভিতরেই

যখন বিগত বা ঐ সমস্ত দেবতার তাৎপর্য্যকে
উপলব্ধি করতে পারবে—
বাস্তব অনুভবে,
অন্বিত সার্থকতায়,—
প্রীতি, মুক্তি ও বোধি তোমাকে
সুসঙ্গত অন্বয়ে
ব্যক্তিত্বের অভিদীপনায়
শুভ-চারিত্রিক বিনয়ী-বর্দ্ধনে
মোক্ষ, ভক্তি ও প্রাপ্তিতে সার্থক ক'রে তুলবে,
স্বর্গ পরিজাত-উপঢৌকনে
তোমাকে অভিবাদন করবে তখনই ;
তাই, বিগতদের পূজা যা'রা করে
তা'রা অবৈধভাবে
বর্ত্তমানেরই পূজা ক'রে থাকে,
কিন্তু বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
তথাগত বর্ত্তমান যিনি,
তাঁ'তে অচ্যুত শ্রদ্ধা-সমন্বিত অনুবর্ত্তনী অনুচর্য্যা
প্রাপ্তিকে প্রকৃত ক'রেই তোলে,
বিগতদের জীয়ন্ত অভ্যুত্থানই
বর্ত্তমানের ভিতর,
তাই, অধুনাতন
আপূরয়মাণ বৈশিষ্ট্যপালী সদ্‌গুরুকে ভিত্তি ক'রেই
দেবতাপূজার বিধান শাস্ত্রে বর্ণিত হ'য়েছে ;
কিন্তু তাঁ'র নব-কলেবরের অভ্যুত্থান হ'লে
তিনিই তোমার উপাস্য,
আর, তাঁ'কে বাদ দিয়ে যা' কর
তা' ব্যর্থ অতিনিশ্চয় । ২৯২ ।

গোঁড়ামির মাত্রা ততটুকু হওয়া ভাল
যা'র ফলে তা' প্রাচীনের বহুদর্শিতাকে
বোধে সুসঙ্গত ক'রে,
বর্ত্তমানকে সত্তানুপোষণে উদ্ভিন্ন ক'রে,
ভবিষ্যতের সম্বর্দ্ধনী তাৎপর্য্যে চলতে পারে,
আর, পরিস্থিতি ও পরিবেশে
যা-ই কিছু থাক্ না কেন,
তা'কেও সুসঙ্গত বোধিতৎপরতায়
অনুধ্যায়ী অন্বয়ে
সত্তায় সার্থক ক'রে তুলে
আত্মীকৃত ক'রে নিতে পারে—
সত্তার সংরক্ষণী, সম্পোষণী ও সম্পূরণী অনুচর্য্যায়,—
তোমার শারীর সত্তায় গোঁড়া হ'য়ে
যেমনতর তা'র পরিপোষণী সার্থকতায়
অন্বিত বোধি নিয়ে
প্রতিটি বস্তু ও ব্যষ্টিকে ব্যবহার করছ। ২৯৩।

যে-বাদেরই উপাসনা কর না কেন,
তা' মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ
সত্তা-পোষণী ও বর্দ্ধনী হো'ক বা না হো'ক,
তা'ই তোমার চলনাকে ধারণ ক'রে চলেছে,
আর, তা'ই ধর্ম্ম তোমার কাছে,
তা'তেই আলম্বিত তুমি,
তা'র প্রবর্ত্তক যিনি
তিনিই তোমার কাছে মহিমান্বিত পুরুষ,
আর, তাঁ'রই অনুবর্ত্তনা তোমার কাছে তপস্যা—
তা' নিকৃষ্টই হো'ক

আর উৎকৃষ্টই হো'ক,
প্রাচীনকে অন্বিত ক'রে
বর্ত্তমানকে পরিস্ফুরিত ক'রে
ভবিষ্যৎকে সম্বর্দ্ধনায় সার্থক ক'রে তোলার মত
সত্তা তা'তে থাক্ আর না থাক্ ;
কিন্তু যে-আচরণ সপরিবেশ তোমাকে
জীবন ও বর্দ্ধনে উন্নত ক'রে
শ্রেয়নিষ্ঠ সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্যের সহিত
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকে
সার্থক-অন্বয়ে
ধারণ, পোষণ ও বর্দ্ধন ক'রে তোলে,
এক-কথায়, যা' দিয়ে
লোকস্থিতি বিহিত হয়, বর্দ্ধিত হয়,
তাই-ই ধর্ম্মাচরণ। ২৯৪।

ঈশ্বরকে ঠকালে বা বিদায় দিলে,
এ-কথা বাস্তবে দাঁড়ালো তখনই,
যখনই তুমি তোমার সত্তাকে অগ্রাহ্য করলে,
বা সত্তাপোষণী অভিযান হ'তে বিরত হ'লে,
আর, ঈশ্বরকে ঠকান মানেই হ'চ্ছে
সত্তাপোষণী বিধিকে ব্যতিক্রম করা,
আর, সত্তাপোষণী বিধিকে ব্যতিক্রম করার
সরাসরি অর্থই হ'চ্ছে
তুমি তোমাকে ঠকালে
বা দুনিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিলে ;
আর, ঈশ্বর তিনিই—
যে-উৎস হ'তে

তোমার প্রাণনশক্তি জীবন্ত হ'য়ে চলেছে—
আধিপত্য-অভিযানে
স্ববৈশিষ্ট্যে প্রতিটি ব্যষ্টিকে নিয়ে। ২৯৫।

ঈশ্বরের একত্বে
তৎ-প্রেরিত-পুরুষোত্তমের জীবন্ত বেদীমূলে
যে-জাতি সুসংহত হ'য়ে ওঠেনি,
ঈশ্বরকে বহুত্বে রূপায়িত ক'রে
তাঁ'রই আরাধনায় বিভ্রান্ত হ'য়ে উঠেছে—
পারস্পরিক অনুকম্পাবিহীন ভেদ সৃষ্টি ক'রে,
সে-জাতির সংহতি ও সম্বর্দ্ধনা
মুহ্যমান হ'য়ে
অপলাপেরই ইন্ধন হ'য়ে ওঠে,
কারণ, ঐ পুরুষোত্তমে একানুধ্যায়িতাই
বিভিন্ন ব্যষ্টিকে সুসংহত ক'রে
অনুকম্পী অনুবেদনায়
পারস্পরিক অনুকম্পী অবদানের ভিতর-দিয়ে
সংহত ক'রে তোলে,
প্রতিটি এক প্রতিটি বহুর স্বার্থ হ'য়ে ওঠে—
যোগ্যতার অধ্যয়ন-অনুচর্য্যায়। ২৯৬।

আগে বাঁচার পন্থা কী,
বাড়ার পন্থা কী,
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের 'পর দাঁড়িয়ে
বিগত বহুদর্শিতাগুলিকে
সুসঙ্গত সত্তাপোষণী পরিবেক্ষণে অন্বিত ক'রে

তা'কে বর্ত্তমানে
সত্তাসম্পোষণে ফুটন্ত ক'রে তুলে
বিধায়িত ক'রে তোল ভবিষ্যতের দিকে,
তোমার নীতি ও চলন
তেমনি ক'রেই নিয়ন্ত্রিত ক'রো—
বাস্তবতাকে বজায় রেখে,
ঐ বিধায়নী বোধি-সঙ্গতিই হ'চ্ছে সত্য ;
তা'কে উপেক্ষা ক'রে
যতই ভাববিলাসী প্রবৃত্তি-পরিখায়
বিবেকবিচারণা-তৎপর হ'য়ে চলবে,
ততই ইহকাল, পরকাল জাহান্নমে
সমাধিলাভ করবে—
তা' কিন্তু বেশ বুঝে রেখো ;
ঈশ্বরই সত্যস্বরূপ। ২৯৭।

দেশকাল ও পাত্রানুপাতিক ধর্ম্মনীতি
যা' সত্তাকে ধৃতিমুখর ক'রে রাখে,
পরিস্থিতি ও পরিবেশের দিকে নজর রেখে,
বিশেষ ক্ষেত্রে তা'কে কতখানি
শক্ত বা শ্লথ করা উচিত,
বিবেচনা ক'রেই তা' ক'রো,
তা' যেন ঐ বিশেষ ক্ষেত্রের পরিপোষণী
শুভ-নিয়ন্ত্রণী মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় ;
ধীইয়ে, বেশ ক'রে ভেবে
যা'তে শুভদ হয়
এমনতরভাবেই ঐ নীতির নিয়োগ ক'রো ;
তোমার কৃতিত্ব সেখানেই। ২৯৮।

তোমার প্রার্থনাই বল,
আর আত্মনিবেদনই বল,
তা' যতই
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
ঈশ্বর-উদ্দীপনে
কর্ম্মঠ সম্বেগে
সুসঙ্গত ও সুব্যবস্থ অনুবেদনায়
তদনুগ নিয়মনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,
ঈশ্বরও তা' তেমনতরভাবেই মঞ্জুর করবেন—
বৈধী অনুকম্পায়। ২৯৯।

অনুষ্ঠান ও অনুশীলন
আত্মিক অধিস্থানকেই সুসঙ্গত ক'রে তোলে—
বোধপ্রকট পরিচর্য্যায়। ৩০০।

বিহিত ধর্ম্ম যা' তা'কে না-বুঝেও যদি
জীবনে পরিপালন কর,
কিংবা ভাণ ক'রেও যদি পারিপালন কর,
ঐ পরিপালনই
তোমার বোধকে উদ্গত ক'রে তুলবে,
কিন্তু অধর্ম্মকে যেমনতর ইচ্ছে কেনিয়ে
জীবনে প্রতিপালন করলে
তা'র স্বভাবসিদ্ধ যা' ক্রিয়া
তোমার সত্তায় প্রকাশ হবেই কি হবে,
তোমার কোনান ভাব বা ভাষা
তা'কে নিরোধ করতে পারবে না,

যদি ভাল চাও তো ভালই কর;
তোমার সত্তাকে যা' ধারণ করে,
বিবর্দ্ধনে বিন্যস্ত করে,
তা'ই কিন্তু ধর্ম্ম। ৩০১।

তোমার পিতৃপুরুষকে
অর্ঘ্য-অবদানে তৃপ্ত করতে ভুলো না,
তোমার ঐ তর্পণ
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠুক;
তিনি চির-তৃপ্তিময়, শান্তিময়, চিরপ্রশংসনীয়। ৩০২।

সত্তাপোষণী অভ্যুদয়ী অনুচর্য্যা
এক-কথায় যা'কে ধর্ম্ম বলে,—
সে যখনই মানুষের জীবনে স্থান না পায়,
সত্তা তখনই সুকেন্দ্রিকতা হারিয়ে
ক্ষোভ-চুধুক্ষায়
আত্মবিলয় ক'রেই থাকে। ৩০৩।

সত্য যখন নবীনায়িত হ'য়ে ওঠে,
প্রাচীনকে বুকে রেখে
নবীনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
একটা সুসঙ্গত সমীচীন তৎপরতায়, নিরন্তরতায়
ভবিষ্যের বিবর্ত্তনী পথে চ'লে চ'লে,
তখনই তা' প্রাচীনকে দ্বন্দ্বে আবাহন না ক'রে
নবীনে আপূরিত ক'রে তোলে,
আর, তাই হ'চ্ছে সত্য,
সেখানেই তা'র নবীনত্ব। ৩০৪।

যে-সত্য আপূরয়মাণ বৈশিষ্ট্যপালী
প্রাচীন সঙ্গতির সাথে সুসঙ্গত নয়কো
তা' বাস্তব হ'লেও কতকগুলি উপলখণ্ড মাত্র—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা'কে
সর্ব্বাঙ্গ-সন্নিবিষ্ট ক'রে
শুভ-সৌন্দর্য্যে
জীবনে ব্যবহারোপযোগী ক'রে
নবীন উৎক্রমণে উৎক্রমণশীল ক'রে না-তোলা যায়
ভবিষ্যের পথে ;
মনে রেখো—
সত্য মানেই কিন্তু সতের ভাব,
অস্তি-আপূরণী ভাব। ৩০৫।

প্রেরিত, অবতার-পুরুষ, দেবদেবী,
গণদেবতা অর্থাৎ গণনেতা
বা পূজনীয় মহাজন যাঁ'রা
তাঁ'রাই আমাদের জীবনের উৎস,
অর্জ্জন বা উৎপাদনের প্রথম ভাগ
প্রথমতঃ তাঁ'দিগের কাউকে না দিয়ে
তাঁ'দিগকে পূজা ও অর্ঘ্য নিবেদন না ক'রে
জল গ্রহণ না-করার যে-পদ্ধতি
দেশে প্রচলিত আছে—
তা'র তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে এই যে
তাঁ'রাই আমাদের
জীবন ও যোগ্যতার তন্ত্রধারক ;
তাঁ'দের শান্তি, স্বস্তি ও সুস্থির উপর
জনগণের শান্তি, স্বস্তি, সুস্থি ও সম্বর্দ্ধনার

যা'-কিছু নির্ভর করে,
তাঁ'দের অনুপ্রেরণায়
স্থকেন্দ্রিক সৎসন্দীপ্ত হ'য়ে
প্রতিটি ব্যষ্টিজীবন যোগ্যতায় আরো হ'য়ে
উন্নতিতে আত্মবিকাশ করবার
প্রাণনশক্তি পেয়ে থাকে,
তাই, তাঁদের স্থস্থি, শান্তি ও সম্বর্দ্ধনাই
আমাদের প্রথম ও প্রধান কাম্য ;
তাঁ'দের প্রতি শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে
তাঁ'দেরই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে
প্রতিটি ব্যষ্টি
সমষ্টিতে সম্বন্ধ-নিবদ্ধতায়
সানুকম্পী সহযোগী-সহৃদয়তায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
যতই বিবর্দ্ধনে বিস্তারলাভ করে,
ব্যষ্টিসহ সমষ্টি ততই
অমৃত-পন্থায় পদবিক্ষেপ ক'রে চলে ;
তাই, আমরা প্রতিপ্রত্যেকে
সেই মহান্ সেবায় শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে
আপনার জীবনে তদনুচর্য্যায়
যদি উন্নতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে না উঠি,
জীবনযাপনের সার্থকতা
সেখানেই অপলাপে অবসন্ন হ'য়ে
বিলোল ব্যতিক্রমে
বিচ্ছিন্ন ধারায় চলতে থাকবে ;
তাই চাই—সর্ব্বকর্ম্মে, সব ব্যাপারে, সব অনুষ্ঠানে
ঐ গুরু ও গণদেবতার সম্বর্দ্ধনায়
অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে

আত্মপ্রসাদে
প্রত্যেকটি ব্যষ্টির ফুটন্ত হ'য়ে ওঠা—
স্থখ, দুঃখ, ভাল-মন্দ যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে
অবাধ চলনে ;
মহান তাঁ'রাই—যাঁ'দের জীবনে
ঈশ্বরের আশিস অনুরাগ-অনুশীলনে
অভিব্যক্তিলাভ করেছে—
একটা অনুচর্য্যা-পরায়ণ কর্ম্মঠ অভিব্যক্তিতে,
আবার, আপূরয়মাণ, বৈশিষ্ট্যপালী
বর্ত্তমান পুরুষোত্তম যিনি
তিনি সর্ব্বদেবময়,
তাই, 'সর্ব্বদেবোময়ো গুরুঃ' ;
তাই, তাঁ'কে অর্ঘ্য নিবেদন না ক'রে
আমরা যখনই
শুধু নিজেদের স্থস্থির জন্য সংগ্রহ করি,
বা আহার্য্য গ্রহণ করি,
পাপভাগী হ'য়ে উঠি তখনই ;
তাই, গীতায় আছে—
'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ' । ৩০৬ ।

যা' যতখানি তোমার সত্তানুপোষক
অতীতের আপূরক, সঙ্গতিশীল,
তা' তোমার পক্ষে
ততখানি সৎ, সত্য, শুভ ও স্থন্দর,
আর, সত্তা মানেই তা'ই
যা'র অস্তিত্ব আছে। ৩০৭ ।

যাঁ'রা একানুধ্যায়ী, সন্ধিৎসু
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহৎ বা সাধু—
তীর্থক্ষেত্রের মাণিকস্তম্ভ তাঁ'রাই,
কারণ, তাঁ'দের অনুরাগ-উচ্ছল জীবনস্রোত
স্ফুরিত-তরঙ্গে লোক-অন্তরকে
তীর্থদেবতায় সশ্রদ্ধ ক'রে তুলে
দেবমাহাত্ম্যকে চির-উন্নত বোধিদীপনায়
বিজ্ঞচক্ষুতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে,
ফলে, তীর্থদেবতায় শিষ্ট অনুরাগে
ঐ জনগণ ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও নিয়মনিষ্ঠায়
সুসন্দীপনী আকর্ষণে নিয়োজিত হ'য়ে
নিজ-নিজ যোগ্যতাকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে—
একটা সুসঙ্গত মহতী অনুপ্রেরণায় ;
তাই, ভাগবত বাণীই হ'চ্ছে—
'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদ' ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুরাগ-উচ্ছল মহৎ
যেখানে তীর্থদেবতাকে আবেষ্টন ক'রে থাকেন না,—
লোকশিক্ষা সেখানে অপলাপমুখী হ'য়েই চলে,
জনগণ
আচারভ্রষ্ট, নিয়মভ্রষ্ট, কৃষ্টিভ্রষ্ট হ'য়ে
প্রবৃত্তিপরায়ণ উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে
জীবনকে বিপন্ন ক'রে চলতে থাকে ;
তাই, তীর্থের মাণিকস্তম্ভই হ'চ্ছেন
ঐ মহাত্মারা, ঐ সাধুরা ;
তীর্থক্ষেত্র মানেই হ'চ্ছে ত্রাণক্ষেত্র, মুক্তিক্ষেত্র,
আর, তা'রই হোতাই হ'চ্ছেন ওঁরা,

তাঁ'রাই আচার্য্য, তাঁ'রাই উপাধ্যায়,
ঐ দেব-বেদীতে আপূরয়মাণ জ্ঞানবিভা নিয়ে
ঈশ্বরকে আহ্বান করেন তাঁ'রাই,
তাই, মহৎ ছাড়া তীর্থ
ব্যর্থতারই বিচ্ছিন্ন কঙ্কাল। ৩০৮।

ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
গণহিতী অনুচর্য্যায়
তা'দের যে অনুগ্রহ-অবদান অর্জ্জন কর,
সেই অবদান হ'তে
শ্রদ্ধানুস্যূত অন্তঃকরণে
স্বতঃস্বেচ্ছায়
তোমার ইষ্টকে যা' নিবেদন কর,
তাই-ই কিন্তু তোমার শ্রেষ্ঠ ইষ্টভৃতি। ৩০৯।

ঈশ্বর শাস্তা নন,
তিনি ত্রাতা,—জীবনের সান্ত্বনা,
বিধি-বিস্রোতা তিনি,
সত্তাই তাঁ'র সৎ-অভিদীপ্তি ;
তাঁ'রই মনোনীত প্রেরিতের ভিতর-দিয়ে
আমাদের ভিতরে তিনি আবির্ভূত হন,
জীবন্ত পুরুষোত্তমের ভিতর-দিয়েই তিনি
তাঁ'র অমৃতনিয্যন্দী বাণী
আমাদের ভিতর পরিবেষণ করেন,
তাঁর ভিতর-দিয়েই তিনি
আমাদের সঙ্গ ও সাহচর্য্য ক'রে থাকেন ;

সেই আপূরয়মাণ প্রেরিত বা তথাগত যিনি,
তাঁ'র প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তি ও অনুবর্ত্তিতা
ও তৎ-নিদেশী আত্মনিয়ন্ত্রণই আমাদের উদ্ধারের পথ,
অমৃতস্পার্শী হওয়ার পথ,
তাঁ'র প্রীতিতে অভিষিক্ত হওয়ার পথ ;
প্রবৃত্তির সত্তাবিরুদ্ধ লাম্পট্য-বিবেকই
লুব্ধ প্ররোচনায় আমাদিগকে
আমাদের অকৃতজ্ঞ অবজ্ঞা-হেতু
ব্যতিক্রমে পরিচালিত ক'রে
দুঃখ ও দুর্দ্দশায় নির্য্যাতিত ক'রে তোলে ;
ঐ প্রবৃত্তি-অনুরক্তি
অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে
আমাদিগকে দুর্নিবার দুর্দ্দশায়
নিপাতিত ক'রে তোলে ;
আমরাই আমাদের শাস্তা হ'য়ে উঠি অমনি ক'রে,
আপূরয়মাণ ইষ্টার্থ-পরায়ণতায়
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত আবেগে
সক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণে
আমরা ঐ শাতনী প্ররোচনাকে
যত অতিক্রম করতে পারব,
সত্তায় সম্বুদ্ধ হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনার বিবর্ত্তনী আহ্বানে
সাড়াও দিতে পারব তত ;
ইষ্টার্থ-পরায়ণ সক্রিয় অনুরাগই
ঈশ্বরে কৃতজ্ঞ ক'রে তোলে,
আমরা আমাদের জীবনকে
অন্বিত অর্থ-সমন্বিত ক'রে

ঈশ্বরে যেমন সার্থকতা লাভ করতে পারি,
পরমার্থেরও অধিকারী হই তেমনি,
জীবনও ততখানি জলুস-মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, ঈশ্বরকে অবজ্ঞা ক'রো না,
তাঁ'র প্রেরিত বা তথাগতকে বাদ দিয়ে
অজ্ঞতাপূর্ণ ঈশ্বরানুরাগ দেখিয়ে
শাতনী প্ররোচনায় লুব্ধ হ'য়ে চ'লো না,
সার্থক প্রতিভা
অদূরেই জলুস বিকিরণ ক'রে
তোমাকে আলিঙ্গন করতে অপেক্ষা করবে। ৩১০ ।

দেবতা তাঁ'রাই
যাঁ'রা পূরয়মাণ আদর্শকে আশ্রয় ক'রে
উদ্দীপ্ত ঈশ্বর-অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
ঐ আদর্শেরই অনুশাসনে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে
দীপ্ত হ'য়ে উঠেছেন দুনিয়ায়
সত্তাপোষণী সৌকর্য্যে ;
আর, দেবপূজা তখনই হয়—
যখনই আমরা তাঁ'দের জীবনকে
স্মৃতিপথে সজাগ রেখে
তপশ্চর্য্যায় তাঁ'রই অনুসৃত পথে
আপন বৈশিষ্ট্য-মাফিক
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত অন্তঃকরণ নিয়ে
অভ্যাসে তাঁ'দের গুণাবলীকে
আয়ত্ত ক'রে
স্বভাবে ফুটন্ত ক'রে তুলে
পূরয়মাণ আদর্শে সার্থকতা নিয়ে

ঈশ্বরে পরমার্থ লাভ ক'রে
সত্তাপোষণী লোকসেবায়
কুশল-কৌশলে আত্মনিয়োগ ক'রে
নিজে ঐ ঈশ্বরীয় অভিদীপনার আলোক ধ'রে
প্রত্যেককে পথ দেখাতে পারি—
সার্থক সুসঙ্গত তৎপরতা নিয়ে ;
নয়তো, আমরা নানাবিধ উপহারে
যতই দেবপূজায় নিযুক্ত হই না কেন,
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত ঈশ্বর-আনতি
আদর্শপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে প্রকটিত হ'য়ে
আমাদের অন্তরকে কিছুতেই
দীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না। ৩১১।

যেখানেই থাক, যেখানেই যাও
আর যা-ই কর,
সহজ আত্মরক্ষার বিধান ও বিষয়গুলিকে
কিছুতেই অবজ্ঞা ক'রে চ'লো না ;
তা'কে অবজ্ঞা ক'রে চলা মানেই হ'চ্ছে
অপটুতা, অক্ষমতা ও আপদ-বিপদের পথ
প্রশস্ত ক'রে দেওয়া,
তাই, তা' জীবনের পক্ষে পাপাত্মক। ৩১২।

তোমরা যে-জাতি যে-দেশে
যে-বৈশিষ্ট্য নিয়েই থাক না কেন,
পূরয়মাণ পুরুষোত্তমে
আনুগত্য-অনুবর্ত্তিতার ভিত্তিতে
একানুধ্যায়ী হও ;

মনে রেখো,
ধর্ম্মই জন ও জাতির মৌলিক ভিত্তি,
যা' প্রতি ব্যষ্টি-জীবনকে
একত্বানুধ্যায়ী জীবন ও সম্পদে
উন্নত ক'রে তোলে—
তা' ব্যষ্টিগতভাবেও যেমন,
সমষ্টিগতভাবেও তেমনি,
পারস্পরিক সক্রিয় সানুকম্পী সহযোগ-পরিচর্য্যায় ;
আর, পুরুষোত্তমের প্রতিটি আবির্ভাব
সবারই আপূরক, আপোষক, আবর্দ্ধক,
কারণ, তিনি সবারই সত্তাবান্ধব। ৩১৩।

তুমি যে বেঁচে আছ
এটা যদি ঠিকই হ'য়ে থাকে—
তাহ'লে বলতে পারা যায়,
তোমার সত্তা জীবন্ত হ'য়েই বেঁচে আছে,
আর, এটা যদি ঠিকই হয়,
তোমার এই বেঁচে থাকতে গেলে
যা' যা' প্রয়োজন—
এই বেঁচে-থাকাকে পরিপোষিত করতে
তা'ও কিন্তু তোমার কাছে অকাট্য,
এই বেঁচে-থাকার প্রতি
তোমার যদি ভালবাসা থাকে
ও-প্রয়োজনও তোমার কাছে অবাধ্য,
আর, এই প্রয়োজনীয় যা'-কিছু
সংগ্রহও করতে হবে তোমাকেই—
তা' যেমন ক'রেই পার,

যেই এই সংগ্রহ-ব্যাপারে
মনোনিবেশ করলে
অমনি তোমার স্বাভাবিক সন্ধিৎসার সহিত
নজর দিতে হবে—
ঐ বেঁচে-থাকার উপকরণগুলি সংগ্রহ করতে
তোমার পরিস্থিতি ও পরিবেশ হ'তে ;
তাহ'লে এ-কথা ঠিকই—
বেঁচে থাকতে হ'লেই
ঐ বেঁচে-থাকার উপকরণ যদি
সংগ্রহ করতে হয়
তা' ঐ পরিস্থিতি ও পরিবেশ হ'তেই
করতে হবে,
আবার, এও যেন মনে থাকে,
এই পরিবেশ ও পরিস্থিতি
যা' বিধিবিসৃষ্ট হ'য়ে আছে
তোমার চারিভিতে,
তা' অন্বিত হ'য়ে উঠছে তোমাতে
সামঞ্জস্যে, যথা-প্রয়োজন
তোমার বোধি ও ব্যবহার-তাৎপর্য্যে ;
তোমার বাঁচার প্রয়োজনে
এদের প্রত্যেকে তোমার কাছে
অবাধ্যভাবে অপরিহার্য্য,
এমন-কি, এখন যে ব্যষ্টি বা গুচ্ছকে
তোমার কাছে অপ্রয়োজনীয় ব'লে মনে হ'চ্ছে
এই পরিস্থিতির ভিতর,
উত্তরকালে ঐ-গুলিই হয়তো
তোমার জীবনের এই বেঁচে থাকার

অচ্ছেদ্য, অত্যাজ্য উপকরণ
হ'য়ে উঠতে পারে,
হয়তো তা' তুমি এখন জান
বা নাও জানতে পার অজ্ঞতাবশতঃ ;
আর, পরিস্থিতির প্রত্যেককে
বিহিতভাবে বৈশিষ্ট্য-মাফিক
বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে
কোন-কিছুই যা'তে
জীবনের এই বেঁচে-থাকার
অপলাপ করতে না পারে
এমনতরভাবে বেড় বা বেড়া দিয়ে
রাখতেই হবে তোমাকে ;
যদি না রাখতে পার,
অজ্ঞতাবশতঃ তা'দিগকে উড়িয়ে দাও,
একদিন-না-একদিন
এর জন্য তোমার
দুর্ভোগ উপভোগ করতেই হবে,
এমন-কি এর অভাবে
তোমার অস্তিত্বও বিলোপ হ'য়ে উঠতে পারে ;
এই সমস্যায় সমাধান করতে হ'লে পরেই
প্রত্যেকটি ব্যষ্টিকে
তা'র সমস্ত তাৎপর্য্য নিয়ে
তোমার জানা উচিত,
তাহ'লে তোমার চক্ষুকে বিজ্ঞান-দৃষ্টিসম্পন্ন
ক'রে তুলতে হবে—
তা' এমনতরভাবে,
যা'তে সে ভুত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের সুসঙ্গতি নিয়ে

যা'-কিছু সবকে দেখতে পারে—
বোধি-দৃষ্টি নিয়ে
তোমার বিজ্ঞতার ওপারে
অজানাকে খুঁজে-পেতে-জেনে,
তা' না হ'লে তুমি
তোমার ও ওদের নিয়ন্ত্রণ-সম্বন্ধে
বিধায়কও হ'য়ে উঠতে পারবে না,
নিয়ামকও হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
আবার, এই জানতে হ'লেই
তোমাকে জানতে হবে
তাঁদের কাছে বা তাঁ'রই কাছে
যিনি জানেন বা জেনে চলেছেন—
একটা সুসঙ্গত আপূরণী পোষণ-পদবিক্ষেপে,
আবার, এই জানাগুলি
এমনতর ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যপালী
সমঞ্জসা সাম্য-সঙ্গত হওয়া চাই
যা'র ফলে
এই যা'-কিছুর বিশেষত্ব বজায় রেখেও
তা' সংহত সত্তায়
সার্থক-একসূত্র-সঙ্গত হ'য়ে ওঠে—
একটা পরম বাস্তব তাৎপর্য্যে,
আর, যখনই তোমার বহুদর্শিতা
এমনতর ভেদগুলির ভিতর-দিয়েও
উপযুক্ত একসূত্র-সঙ্গতিতে উপনীত হ'য়ে উঠলো,
অর্থনৈতিকতা তখনই কেবল
তা'র স্বরূপ নিয়ে
হাজির হ'য়ে উঠতে পারলো

তোমার কাছে,
যা' নাকি তোমার নিজের এবং প্রতিটি ব্যষ্টির
সমঞ্জসা, সম্বুদ্ধ অন্তর ও বহিঃ-প্রকৃতির
সম্বুদ্ধ সম্বেদনায়
নৈতিক সার্থকতায় অর্থান্বিত হ'য়ে
শ্রেয়ার্থ-সঙ্গতিতে সার্থক হ'য়ে উঠলো,
এমনতর যতক্ষণ না হ'চ্ছে—
যতই অর্থনৈতিকতার চীৎকার পাড় না কেন,
অর্থনৈতিকতা বহুদূরে তোমা হ'তে তখনও ;
আবার, এই তোমারই প্রয়োজন-আপূরণে
প্রতিটি ব্যষ্টিকে তোমার যেমন প্রয়োজন
তোমাকেও কিন্তু তেমনি
প্রতি ব্যষ্টিরই প্রয়োজন,
তা' ব্যষ্টিগতভাবেও যেমন
সমষ্টিগতভাবেও তেমনি,
তাহ'লেই তোমার সম্বর্দ্ধনা যেমন
তোমার যোগ্যতার উপর নির্ভর করছে
প্রতিটি ব্যষ্টির পক্ষেও কিন্তু তেমনি—
একটা পারম্পর্য্যানুক্রমিক
সানুকম্পী সহযোগী তৎপরতায় ;
এর ভিতর-দিয়েই তুমি,
তোমার পরিবেশ, তোমার সম্প্রদায়,
তোমার সমাজ ও রাষ্ট্র
সম্বর্দ্ধনী অনুক্রমণায়
ক্রম-সংক্রমণে উৎক্রমণের দিকে
ক্রম-পদক্ষেপে চলতে থাকবে,

যা'কে যতখানি বাদ দেবে
বাদও পড়বে তুমি তেমনতরই ;
তুমি বোধিবান সেখানে ততই হ'য়ে উঠবে—
তোমার এই বেঁচে থাকা
বা সত্তাপোষণের পক্ষে অসৎ যা'
তা'কেও নিয়ন্ত্রণ ক'রে
তোমার সত্তাপোষণী ক'রে যতই তুলতে পারবে,
বা তা'কে নিরোধ ক'রে
সত্তার ক্ষয় ও ক্ষতির পথ
রুদ্ধ যতই করতে পারবে,
যদি নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
তা'কে সত্তাপোষণী ক'রে তুলতে পার—
তা' তোমার ঐশ্বর্য্যই হ'য়ে উঠবে,
কিন্তু অসৎকে যদি অসৎ ক'রেই রাখ,
নিয়ন্ত্রণ বা নিরোধ না কর—
তা' কিন্তু তোমার সত্তাতে
সংঘাত সৃষ্টি করবেই কি করবে ;
তাহ'লেই দেখ,
এই তোমার জীবন-উপকরণবাহী পরিস্থিতি
ও পরিবেশের ভিতর যা'-কিছু আছে—
ব্যষ্টিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে
প্রত্যেকটি গুচ্ছে-গুচ্ছে সুসজ্জিত হ'য়ে আছে,
আবার, এই প্রতিটি গুচ্ছের ভিতর
ব্যষ্টিগতভাবে অনেকেই
যোগ্যতায় উচ্ছল হ'য়ে চলেছে
কোন দিক্ দিয়ে—
কেউ বা বড়,

কেউ বা মাঝারি রকমের,
কা'রও বা খাঁকতি আছে,
এরা প্রত্যেকেই কিন্তু
তোমার ঐ জীবনীয় সত্তা-পোষণের
ভাণ্ডার সংরক্ষণ ক'রে চলেছে—
পারম্পর্য্যানুপাতিক ;
আর, এই গুচ্ছগুলিই কিন্তু শ্রেণী বা বর্ণ—
যা' এক-এক রকমের বৈশিষ্ট্য বহন ক'রে
পরিবেশের ভিতর অন্যগুলিকে
যথাসময় যেমন প্রয়োজন
সেই বৈশিষ্ট্যক্ষরিত পোষণরস জোগান দিয়ে
বাঁচিয়ে রেখেছে,
তাহ'লে তুমি যদি বাঁচতেই চাও
এই শ্রেণীগুলিকে
একসা' ক'রে ফেলতে পার না,
ভেঙ্গেও ফেলতে পার না,
মানে, এর বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভেঙ্গে
চুরমার ক'রে ফেলতে পার না,
কারণ, তোমার জৈবীকোষগুলিকে
যদি একসা' ক'রে ফেলা সম্ভব হয়—
তাহ'লে তোমার বিধানের অবস্থা যেমনতর হবে
এতেও কিন্তু ঠিক তাই হবে,
আর, তা' করা মানেই হ'লো—
উদ্ধত অজ্ঞ গর্ব্বেপ্সা নিয়ে
গণহিতের ভ্রান্ত বাহানায়
যেমন তোমাকে, তেমনি প্রতিটি অন্যকে
বঞ্চিত ক'রে তোলা,

প্রতারিত ক'রে তোলা,
অবলুপ্তির দিকে ঠেলে দেওয়া,
তোমার অজ্ঞতা এই সম্পর্কান্বিত গুচ্ছের
সমীচীন সমতাকে না জেনে
যদি বিক্ষুব্ধ-বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে তা'কে—
তুমি তো নষ্ট পাবেই,
আর, এ নষ্ট
তোমাতেই পরিসমাপ্তি লাভ করবে না কিন্তু ;
এর ব্যতিক্রম প্রকৃতির বুকে
অনেকখানি ফাটল সৃষ্টি ক'রবে,
তা'কে আপূরিত করা সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে,
তবুও যদি ঐ ফাটলকে
আপূরণ করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে—
তাহ'লে তা' ঐ তোমাদেরই
সমবায়ী সত্তা হ'তে করতে হবে,
তা' ক'রেও কিন্তু
সেই স্বস্থ রূপ-অনুক্রমণের উদ্ভব
আর সম্ভব হ'য়ে উঠবে না,
আর, সে-অবস্থায়
অর্থনৈতিক কারিকুরি যতই কর না কেন,
এ জীবনের অর্থনৈতিক সার্থকতা
ব্যর্থতাতেই পরিসমাপ্তি লাভ করবে—
এও কিন্তু নিঃসন্দেহ,
তাই, ভিতরেই হো'ক
আর বাইরেই হো'ক—
বিভিন্ন গুচ্ছগুলিকে সম্পর্কান্বিত ক'রে
সমীচীন সমতায়

পারস্পরিকভাবে সুপুষ্ট ক'রে
যোগ্যতায় সম্বুদ্ধ ক'রে তোলার যে-মরকোচ
তা'ই হ'চ্ছে অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য ;
আর, এই যোগ্যতার সার্থক সন্দীপনা-প্রবুদ্ধ
অন্বয়ী পদক্ষেপে
বা অযোগ্য যোগ্যতার
অনর্থক অবসাদী উপহাসে
পর্য্যায়ক্রমে
মানুষের বা দুনিয়ার ইতিহাসও
অমনতরই বদলে গেছে
ভাঙ্গাগড়া, উত্থান-পতনের ভিতর-দিয়ে ;
এই জীবনপ্রলুব্ধ আমরা যদি
একার্থ-পরায়ণ সত্তাপোষণী
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় উপচয়ী হ'য়ে উঠতে না পারি—
বাঁচা ও বাড়ার ব্যতিক্রমের হাত হ'তে
রেহাই পাব না কিছুতেই,
যোগ্যতাই আমাদের অর্জ্জনীয়,
আর, এই যোগ্যতাই
অর্জ্জন ক'রতে পারে
যা'-কিছু সব—
তা'র অনুরাগ ও অনুগতি-সম্বেগের ভিতর-দিয়ে,
তাই, জীবনকে নিভিয়ে দিয়ে
বিবর্দ্ধন বা বিবর্ত্তনের আবাহন
করতে পারবে না তুমি কিছুতেই,
ঠিক ঠাওর ক'রে রাখ—
যে-দিন থেকে এই জীবনের আবির্ভাব হ'য়েছে,

পারম্পর্য্যে সঙ্গতি বজায় রেখে
সে বিবর্দ্ধন বা বিবর্ত্তনেরই
পূজারী হ'য়ে চলেছে—
ওঠ-নামা, আকাবাঁকা, ভালমন্দের ভিতর-দিয়ে
জীবন-অভিযানে
যোগ্যতার ভিতর-দিয়ে হাত বাড়িয়ে ;
যখন জীবনের উন্মেষ হয়েছিল
এই দুনিয়ার বুকে—
কোন জীবদেহের বিশেষ গঠনের ভিতরে
অনুস্যূত থেকে,
তখন থেকেই কিন্তু
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিশেষ ক্ষরণে আত্মপুষ্টি ক'রে
বিবর্ত্তনের পথে চ'লে
সব যা'-কিছুতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে
সে যেমনভাবে,
আবার, 'তুমি', 'আমি'তে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে
তেমনি ক'রেই ;
আর, যে-কোন বিশেষ গুচ্ছ
বাঁচবার আবেগে
প্রকৃতির আপূরণী-আকূতিকে আপূরিত না ক'রে
শুধু শোষণ-সংক্ষুধ হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরকে লুট ক'রে
খেয়েই বাঁচতে গিয়েছিল—
দেশ-কাল-অবস্থার ভিতর-দিয়ে
ঐ ক্ষয়িষ্ণু অভিযান নিয়ে,
তা' কিন্তু আজ আর বেঁচে নাই,
যদিও তা'র অনেকগুলির চিহ্ন

আজও আমরা পেয়ে থাকি

বা বুঝতে পারি ;

বিশেষ ব্যষ্টির বিশিষ্ট অবদানের ভিতর-দিয়েই

প্রত্যেক বিশেষই বেঁচে আছে,

আবার, এই অবদানকে সুপুষ্ট করতে হ'লেই

তা'দের প্রীণন চাই, পোষণ চাই,

এই প্রীণন-পোষণের ভিতর-দিয়ে

তা'রা ক্ষরণ ক'রে থাকে যা'

তা'ই দিয়েই কিন্তু অন্যে বেঁচে চলে,

আবার, এই বাঁচার ভিতর-দিয়েই আসে

আত্মবিস্তারের আকূতি,

যা'দেরই আয়ু যত কম—

সন্তান-সন্ততির ভিতর-দিয়ে

বংশবিস্তার করেও তা'রা তত বেশী,

তা'র মানেই হ'চ্ছে—

এই সন্তান-সন্ততির ভিতর-দিয়ে

অনুক্রমিত হ'য়ে

ঐ বাঁচবার প্রলোভনই

উপভোগ-নন্দনায়

তা'দিগকে বিস্তারলাভ করতে

প্রবুদ্ধ ও প্রেরণা-প্রদীপ্ত ক'রে তোলে,

আর, এর ভিতর-দিয়েই

বিহিত ক্রমে

স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগের ভিতর-দিয়ে

নিজ শরীর ও সত্তা

পর্য্যায়ীভাবে সংক্রমিত হ'য়ে চলে ;

কাম-প্রলোভন ঐ সংক্রমণের একটা পথ,

আবার, এই কামকে
যতই অসংযত অবৈধভাবে
সত্তার ক্ষয়কারী ক'রে ব্যবহার করবে,
ততই তুমি অবলোপের কোলে
অবশ হ'য়ে ঢ'লে পড়তে থাকবে,
কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি প্রত্যেক প্রবৃত্তিরই
কিন্তু এমনতর রকম ;
তাহ'লেই বোঝ—
আমাদের বেঁচে থাকার পক্ষে
এবং সন্ততির ভিতর-দিয়ে আত্মবিস্তার করতে
যেমন আহার ও কামের প্রয়োজন,
তেমনি বেঁচে থাকতে গেলেই
বেঁচে-থাকার উপকরণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন—
তা' আহার-বিহার-চলন-ফেরন
সব-তা'র ভিতর-দিয়েই ;
কিন্তু এই পরিপোষণী বৈশিষ্ট্যের
বিশেষ ক্ষরণকে অবলম্বন ক'রে
যতই আমরা
সত্তাপুষ্টি বা আত্মপুষ্টি করতে পারব
ও বেঁচে থাকতে পারব—
উপযুক্ত বোধিবীক্ষণায়
অনুচর্য্যারত হ'য়ে বৈধী পরিবেষণে,
জীবনে ও বোধিবীক্ষণায়
আমরা সাবুদ হ'য়ে চলতে পারব ততই ;
তাহ'লে, বাঁচতে হ'লেই
আহারের যেমন প্রয়োজন,
আত্মবিস্তার করতে হ'লে কামের যেমন প্রয়োজন,

এবং আহার ও অন্যান্য জীবনীয় উপকরণ যা'-কিছু
সংগ্রহ করতে হ'লে
আমাদের তেমনি বৈশিষ্ট্যপালী পরিচর্য্যানিরত
হওয়ার প্রয়োজন,
একে অপরকে যদি খেয়েই বাঁচতে চাই,
শোষণ ক'রে বাঁচতে চাই
পোষণ না দিয়ে,
তাহ'লে আমরাও হয়তো একদিন
সাবাড় হ'য়ে যাব,
যত ফষ্টি-নাষ্টিই করি না কেন
টেকদার হবে না কিছুই কিন্তু ;
আবার ভাব,—
সত্তাশক্তি বা আত্মিক-শক্তি
যদি আমার বিধানকে
জীয়ন্ত ক'রে না রাখত—
আর, এই জীবন্ত রাখবার মত
উপকরণ বা উপাদান
সংগ্রহ ক'রে না দিতে পারতাম—
আমাদের এই সত্তাকে,
বেঁচে থাকা কিন্তু দুর্ঘটই হ'তো ;
তাহ'লে দেখতে পাই,
শরীরে জীবন থাকে,
আর, শরীরে জীবনীয় রূপেই
জীবনকে রক্ষা করতে হবে—
তবেই তা' থাকবে,
শরীরের জীবনীয় শারীরিক গঠন-কার্য্যকে

ব্যাহত ক'রে
যে উপকরণই আমরা তা'কে
পরিবেষণ করি না কেন
তা' হয়তো সে নিতেই পারবে না,
আর, নিলেও
তা'র দ্বারা সে অপলাপের দিকেই যাবে—
ব্যাধি ও দুর্ভোগে আত্মবিলয় ক'রে ;
তাহ'লেই দেখ
বস্তু থেকেই আত্মা হো'ক—
আর আত্মার পরিণামই শরীর হো'ক—
কিন্তু এই জীবন বা আত্মা-সংরক্ষণী
সুষ্ঠু সম্পোষণ যদি শরীরকে না দিতে পারি
তাহ'লে আমাদের বাঁচা আর
বেঁচে থাকবে না কিন্তু,
এমনতর কখনও শোনা যায়নি—
যে, ঐ রকম না দিয়েও
কেউ বেঁচে থেকেছে সাধারণতঃ,
তাই, সত্তার আপূরণ-পোষণী
সপরিবেশ অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যে ধৃতি-পরিচর্য্যা
তা'ই হ'চ্ছে ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম মানেই তা'ই
যা' সত্তাকে ধারণ করে সব-দিক্-দিয়ে,
সর্ব্বতোভাবে,
আর, এর জন্য চাই
সুসঙ্গত-বোধিসম্পন্ন এমনতর একজন
পূরয়মাণ ভাগবত মানুষ

যাঁ'র প্রতি প্রীতি প্রণোদনায়
অচ্ছেদ্য অনুরাগ-নিবন্ধে
আকুল উৎকণ্ঠা-উদ্বোধনায়
অনুপূরণী আকৃতি-উজ্জ্বস্তী আবেগে
যোগ্যতায় দৃঢ়দক্ষ ক্রমবর্দ্ধনশীল হ'য়ে
পরিবেশ ও পরিস্থিতি
সুসঙ্গত হ'য়ে উঠতে পারে—
আন্তরিক সংহিতি নিয়ে,
বজ্রকঠোর সংহতিতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে প্রতিপ্রত্যেকে,
যা'র ফলে
পরাক্রমী পাবকশক্তিসম্পন্ন হ'য়ে
সার্থক জীবন-জলুসে
আমরা কৃতকৃতার্থতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে পারি,
এমনতর স্বীকারের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'কে আপনার ক'রে নেওয়াই
সংহতিপ্রবণ সুব্যক্তিত্বে জমাট হ'য়ে
যোগ্যজীবনে অধিরূঢ় হওয়ার একমাত্র পন্থা,
নয়তো, জীবনের জলুস যতই
কৃতিত্বের ছটা বিকিরণ ক'রে চলুক না কেন,
বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমে
সেগুলি খান-খান হ'য়ে
উঠবেই কি উঠবে,—
যেমন একটি কোষের ভিতর
তা'র কোষকেন্দ্র যদি না থাকে,
সে-কোষ যেমনই হো'ক
আর যা'ই হো'ক

তা' বাঁচতে পারে না,
বৃদ্ধিতে এগিয়ে যেতে পারে না,
বিস্তারে বিস্তীর্ণ হ'তে পারে না ;
আদর্শ-বিধৃত, ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্য-সমন্বিত
সপরিবেশ এই ধর্ম্মানুচর্য্যাই
নিয়ে আসে ধর্ম্ম,
নিয়ে আসে অর্থ,
নিয়ে আসে সত্তাসঙ্গত কামনার পরিপূরণ,
নিয়ে আসে মোক্ষ—
আর, মোক্ষ মানেই প্রবৃত্তি-অভিভূতি হ'তে মুক্তি,
এই চতুর্ব্বর্গ ই হ'চ্ছে ধর্ম্মের অবদান—
যা' মানুষকে শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী একসূত্রসঙ্গত
প্রজ্ঞা-প্রদীপ্তিতে সার্থক ক'রে তুলে
ক্রম-পদবিক্ষেপে অমৃতস্পর্শী ক'রে তোলে,
এই যা'-কিছু সবেরই সুসঙ্গত অভ্যুত্থানই
অর্থনৈতিক সমাধান,
এগুলি উপেক্ষা ক'রে যা'ই কর, তা'ই কর,
বেতাল ব্যর্থতায় খাবি খাওয়া ছাড়া পথই থাকবে না ;
তবে, এই ধর্ম্মকে বাস্তব আচরণে
অনুসরণ করা চাই,
নচেৎ জগতে এখন পর্য্যন্ত
এমন কোন মতবাদ, শাসন বা নিয়মতান্ত্রিকতা
দেখতে পাওয়া যায়নি
বা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি,
মানুষ যা'কে অনুসরণ না ক'রেও
বা অবজ্ঞা ক'রেও
তদনুপ্রসূত বিবৃদ্ধি বা বিবর্ত্তনের

অধিকারী হ'য়ে চলবে,
বিভ্রান্ত হ'য়ে ব্যতিক্রমে যতই চলতে থাকব—
সত্তাপোষণী পরিকল্পনাকে ব্যাহত ক'রে
ভোগবিহ্বল প্রবৃত্তি নিয়ে,
যে-তান্ত্রিকতাই হো'ক না কেন,
তা' আমাদিগকে অপলাপের পথ হ'তে
নিস্তার দিতে পারবে না কখনও—
যতক্ষণ সে-নিয়ন্ত্রণ
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়
বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণে নিরন্তর হ'য়ে না রয়,
বা মানুষের জৈবী-সংস্থিতির স্বতঃ-প্রকৃতিই
যদি সহজভাবে ঐ নিয়ম-সম্বুদ্ধ না হয়
স্বাভাবিক প্রকৃতি নিয়ে ;—
এই আমার মূর্খ বিবেচনা—
সহজ থেকে সহজভাবে
সহজ বিবেচনায়
নিরপেক্ষভাবে দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে
যা' আমি দেখতে পাই,
আমার এই দেখা যদি তোমাদের কাউকে
দর্শন-দিধিক্ষু ক'রে তোলে,
উপকৃত হয় কেউ,
আমিও উপকৃত হ'লাম
এই আত্মপ্রসাদ লাভ করব। ৩১৪।

পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম্মের
সুসঙ্গত, পূরয়মাণ হিতী-সমন্বয় যেখানে যেমন—
ভাগবত-অনুপ্রেরণাও সেখানে তেমনি জীয়ন্ত,

আর, তাঁ'দিগকেই ভাগবত-মানুষ ব'লে থাকে ;

তোমার অনুরাগ-উদ্দীপিত
স্বার্থপ্রত্যাশারহিত, তদর্থপরায়ণ
সেবানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
বোধিবীক্ষণতা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে থাকবে যতই—
দোষদৃষ্টির অন্ধ আবরণ তিরোহিত হ'য়ে,
বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিও বিকাশ পাবে
ততই তেমনি। ৩১৫।

তুমি যে-কোন দ্বিজাধিকরণেই দীক্ষিত হও না,
তা' যদি তোমার পিতৃ-কৃষ্টিকে
সুসঙ্গত সুব্যাখ্যায়
সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে না পারে,
তা' তোমার জৈবী-তাৎপর্য্যকে
সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে না ;

যে-দ্বিজাধিকরণই হো'ক না,
যা' তোমার প্রাচীন পিতৃ-কৃষ্টিকে
অবজ্ঞা ক'রে
তোমাকে পরভাবাপন্ন ক'রে তোলে,

সে-দ্বিজাধিকরণ
সুসঙ্গত সর্ব্বপূরয়মাণ নয়কো,
তা'র অনুচর্য্যা ও অনুসরণ
তোমার পক্ষে উচ্ছৃঙ্খল অপচর্য্যা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৩১৬।

ধর্ম্ম-বিশ্বাসে অন্ধ চলন নেই;
বরং ধর্ম্মানুগ চলন মানুষকে
চক্ষুষ্মানই ক'রে তোলে। ৩১৭।

ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে
বৈশিষ্ট্যপালী গণসত্তা-সম্পোষণ
ও তৎসহযোগ-সম্বদ্ধ
সংহতি-সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধন করতে
যেখানে যেমন ক'রে তা' সম্ভব,
তা'র অনুচর্য্যায় সেই অভিযানকে
সার্থকতামণ্ডিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
সত্যব্রত,
আর, তা'ই ধর্ম্ম;
আবার, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত-ভাবে
বৈশিষ্ট্যপালী ইষ্টানুগ গণহিত-সম্পাদনই হ'চ্ছে
সত্য,
অর্থাৎ সতের ভাব—
এতেই সত্তাপোষণ নিহিত;
নিরোধ, নিরাকরণ ও নিরাপত্তাকে
উচ্ছল কঠোরতায় অজচ্ছল ক'রে
অসঙ্কুচিত বোধি, চিত্ত-প্রণোদনা
ও কর্ম্মপ্রেরণা নিয়ে
যেমন ক'রেই হো'ক ঐ সত্যকে
বাস্তবে শুভমণ্ডিত ক'রে তুলবে যত,
পুণ্য অঞ্জলিহস্তে
তোমাকে অভ্যর্থনা ক'রে চলবে ততই। ৩১৮।

শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত শ্রেয়ানুধ্যায়িতার সহিত
সত্তাপোষণী অনুক্রমায়
তা'র সঙ্গতি-সার্থক নিবন্ধে
সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুরাগ-উৎস্জী বেদোজ্জ্বলা বোধ
জ্ঞান, গবেষণা ও উদ্ভাবনী তাৎপর্য্যে
যোগ্যতার অধিগমনে সংহত হ'য়ে
বিবর্ত্তনের দিকে যতই এগুতে থাকবে,
ধর্ম্মের দিকেই তত এগুতে থাকবে—
তুমি, তোমার দেশ, রাষ্ট্র,
পারিবেশিক রাজ্য-নগরী ;
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত সুসঙ্গত-জ্ঞান
ও উদ্ভাবনী তাৎপর্য্য-হারা ধর্ম্ম-দর্শন
কিন্তু ক্লীব দর্শনই। ৩১৯।

ধর্ম্মে কোনপ্রকার অলস, অজ্ঞ অস্বাভাবিকতা
বা আজগবিত্বের স্থান নেইকো,
আছে পূরয়মাণ একানুধ্যায়ী
আত্মনিয়ন্ত্রণী তপশ্চর্য্যার সহিত
সন্ধিৎসাপ্রবণ বুদ্ধিমত্তার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় আত্মপ্রকাশ—
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্ম-সন্দীপনার
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে,
সত্তাপোষণবর্দ্ধনী বিবর্ত্তনের বাস্তব অনুক্রমায়
দক্ষ ও ক্ষিপ্র পদক্ষেপে ;
যেখানে এর অভাব
তা' ধর্ম্মদ নয়কো। ৩২০।

যদি ধর্ম্মকে প্রতিপালন করতে চাও,
পূরয়মাণ শ্রেয়নিবদ্ধ হও,
ঐ শ্রেয়ার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
আর, জীবনের প্রতিটি কর্ম্মে
ঐ শ্রেয়ার্থ-স্বার্থকেই উপচয়ী ক'রে তোল—
যোগ্যতার প্রবর্দ্ধনী পরিপ্রেক্ষায়,
সুসঙ্গত, সক্রিয় নিষ্পন্নতায়,
ওকেই বলে দ্বিজাচার,
আর, ওই-ই তোমার নবজন্ম। ৩২১।

সত্তাহিতী যা',
সত্তাপোষণী যা',
ধর্ম্ম তা'কেই বলে,
কারণ, তা' সত্তাকে ধ'রে রাখে,
আবার, এই সত্তাকে সার্থক-অন্বয়ে
পরমে অর্থান্বিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে পরমার্থ,
সন্ধিৎসা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য,
কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, রাষ্ট্র,
এমন-কি দৈনন্দিন কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
আনুষ্ঠানিক সক্রিয়তায়
সত্তাকে, অস্তিত্বকে বা ব্যক্তিত্বকে
অভ্যুদয়ে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
বিবর্দ্ধনে বিবর্ত্তিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
এর তাৎপর্য্য ;
সুকেন্দ্রিক সংশ্রয়ের ভিতর-দিয়ে
এই সত্তানুভূতির বাস্তব সঙ্গতিতে

অমৃত-পন্থায়
সাম্বয়ী সমঞ্জস যে জীবন-অভিযান,
তা'ই হ'চ্ছে ধর্ম্মাচরণ ;

বিহিত করার ভিতর-দিয়ে
স্বভাবকে সম্বৃদ্ধ ক'রে যে-হওয়া
সেই হওয়াটাই হ'চ্ছে প্রাপ্তি ;

আর, সব-কিছুরই সুকেন্দ্রিক সার্থকতায়
অন্বয়ী অনুভূতির উচ্ছলনে
ভূমায় বিস্তার লাভ ক'রে
প্রতিটি ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্য তাৎপর্য্য নিয়ে
সমষ্টির ভিতরে যে-আত্মপ্রকাশ,
যা'র ফলে ব্যষ্টি-সহ সমষ্টি
ব্যষ্টি ও বৈশিষ্ট্য-তাৎপর্য্য-সহ সুসঙ্গত হ'য়ে
আরোর উদ্ভিন্ন চলনে চ'লে
সীমাহারা সসত্ত্ব প্রজ্ঞা-পুরুষোত্তমকে
স্পর্শ ক'রে
সার্থক সঙ্গতি-তাৎপর্য্যকে
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের সহিত
একসূত্র-সঙ্গত ক'রে তোলে—
যে অনুধ্যায়ী তপশ্চর্য্যায়,
তা'ই কিন্তু পরমার্থ-লাভ ;

এর ভিতর কোন
প্রবঞ্চক আজগবিত্বের স্থান নেই,
করবেও যেমন, হবেও তেমনি,
আর, প্রাপ্তিও হ'য়ে উঠবে তা'ই—
যে-বাদই হো'ক না তোমার। ৩২২।

ইষ্টার্থনিবদ্ধ না হ'য়ে
গণসেবার ভিতর-দিয়ে
যদি ধর্ম্মকে প্রতিপালন করতে চাও,
আর, তা' ইষ্টার্থে সার্থক ক'রে না তোল,
ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠ না হ'য়ে ওঠে তা',
বিধ্বস্তির ছন্নছাড়া বিক্ষুব্ধ বিকারেই
তুমি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়বে,
তা'র খেই আর খুঁজে পাবে না কোথাও,
দোধুক্ষিত দোলায় নিজেকে
বিসর্জ্জন দিতে হবে তোমাকে,
তুমি নির্ম্মল চরিত্রবান হ'তে পার,
কিন্তু একানুধ্যায়ী না-হবার দরুণ
তোমার প্রবৃত্তিগুলি বিন্যস্ত হ'য়ে উঠবে না—
সান্বয়ী সার্থকতায়,
তাই, বৈশিষ্ট্যপালী সমন্বয়ী বিজ্ঞতাও
অর্জ্জন করতে পারবে না,
সত্তা-সংহিত ব্যক্তিত্ব প্রবৃত্তি-বিশ্লিষ্ট হ'য়ে
বিপর্য্যয়েই আত্ম-বিসর্জ্জন করবে ;—
ভালও যদি বিকেন্দ্রিক, ভ্রান্তিদুষ্ট হয়,
তা'র পতনও হয় তেমনি ঝিকমিকে,
মন্দ হ'লে তো কথাই নাই—
তা'র ফল হয় ঘৃণ্য। ৩২৩।

ধর্ম্ম-পরিচর্য্যায় কোন আজগবিত্বের
আমদানী নেই,
বা ধাপ্পাবাজিরও স্থান নেইকো,
আছে সুসঙ্গত সলীল উৎক্রমণী অভিযান,

বোঝ, কর, হও, পাও ;
যা' বুঝি না, কিন্তু হয়,
তা'র মানেই হ'চ্ছে
কী ক'রে হয় তা' জানি না। ৩২৪।

ধর্ম্মের তাৎপর্য্যকে ব্যাহত ক'রে
যা'রা অপলাপী-ধর্ম্মকে পরিবেষণ করে,
তা'রা উদ্ধাতার বাণী বহন করে না,
বরং শাতনেরই সংহার-বাণী
পরিবেষণ ক'রে থাকে ;
ধর্ম্মের অপব্যাখ্যায় অভিভূত হ'য়ে
অনুধ্যায়ী সন্ধিৎসার সহিত
ধর্ম্ম-তাৎপর্য্যকে উদ্ঘাটন না ক'রেই
যা'রা ঐ ধর্ম্ম বনামী শাতন-সংশ্রয়ই
অবলম্বন ক'রে চলে—
নষ্ট পায় তা'রাও ;
আবার, ধর্ম্মের প্রাজ্ঞবাদী হ'য়ে
তা'র অনুসৃত চলনে যা'রা চলে না,
তা'রা নিজে তো প্রবঞ্চিত হয়ই,
জনগণকেও ব্যতিক্রমে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
প্রবঞ্চনায় পর্য্যুদস্ত ক'রে তোলে ;
ধর্ম্মকে অবলম্বন কর,
শ্রেয়ার্থপরায়ণ হও,
জীবনের যা'-কিছু ব্যাপারকে
সান্বয়ী সঙ্গতি-সহকারে
তদর্থে সার্থক ক'রে তোল—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী তৎপরতা নিয়ে,

চলও তেমনি,
স্বর্গের অবদান
তোমাদের সার্থকতামণ্ডিত ক'রে তুলবে। ৩২৫।

ঈশ্বর বা তাঁ'র অনুগ্রহ-অনুপ্রেরিত দেবতাকে উপেক্ষা ক'রে
যা'রা মন্দিরকেই ভজনা করে—
ঐ মন্দিরকেই উপলক্ষ্য ক'রে,
ঐ জড় মন্দির তা'দিগকে
জড়ত্ব বা মূঢ়ত্বেই সমাসীন ক'রে তোলে। ৩২৬।

দ্বিজাধিকরণান্তর বা লোকে যা'কে ধর্ম্মান্তর বলে
তা'তে জাত্যন্তর হয় না,
কিন্তু তা' যদি পূর্ব্বতনদিগের অনুপূরক না হয়—
তা'তে পাতিত্য ঘটতে পারে অনেকখানি,
কারণ, তা'তে জৈবী-সংস্থিতির
উপকরণ বা ঔপাদানিক সংশ্রয়ের
কোনই ব্যতিক্রম হয় না,
কিন্তু প্রতিলোমী ব্যভিচার-উদ্দীপী সঙ্কর-সংহতি
ঔপাদানিক বিকৃতিরই সংঘটক হ'য়ে থাকে,
তাই, কোন বৈশিষ্ট্যপালী
পূরয়মাণ দ্বিজাধিকরণ
বা ঈশ্বর-নিদেশী ধর্ম্মে
কখনই তা'র অনুমোদন নেইকো,
ধর্ম্ম চিরদিনই একানুধ্যায়ী, ঈশ্বর-অনুবর্ত্তী,
বৈধী, সত্তাপোষণী বিবর্ত্তনের অনুপালক। ৩২৭।

তুমি যজ্ঞই কর,
পূজাই কর,
হোম বা উপাসনাই কর,
আর, তা'রই নৈবেদ্য-স্বরূপ
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যদি জীব বা পশু বধ কর,
সেই নিবেদিত অবদান
ঈশ্বরের স্পর্শলাভ করবে না,
কারণ, তিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টি
সবারই জীবনস্বরূপ ;
কাউকে জীবনে বঞ্চিত ক'রে
তাঁ'র প্রতি যে কৃতজ্ঞ-নিবেদন
তা' তাঁ'কে নন্দিত করতে পারে না,
শাতনের সংঘাতী প্ররোচনাই
অমনতর পদ্ধতির নিয়ন্তা,
ঈশী, বৈধী নয় তা'। ৩২৮।

ধর্ম্মকে পরিপালন করতে হয়
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
শুধু ভাবালুতা ও ভাবোচ্ছ্বাসে নয়কো,
এমনতর ভাবালু হ'য়ে আজীবন কাটাও
কিছুই ফয়দা হবে না তা'তে,
ধর্ম্মানুগ ভাব ও কর্ম্মের অন্বিত সঙ্গতিতে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
ইষ্টানুগ সত্তাপোষণী ক'রে
করণীয় যা'
তা'কে যেমনতর নিষ্পন্ন করতে পারবে,—
ধার্ম্মিকও তেমনি তুমি তত,

নয়তো, ধর্ম্ম তোমার কাছে কথার কের্দ্দানি
ও ভুতুড়ে ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। ৩২৯।

তোমার ইষ্টকে, তোমার ধর্ম্মকে,
তোমার কৃষ্টিকে
তোমার আভিজাত্য-নিষ্যন্দী বৈশিষ্ট্যকে
যেমন ক'রেই হো'ক
বা যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক
অবজ্ঞা ক'রে
তা'র ব্যত্যয়ী যা'
তা'তে আত্মসমর্পণ যে-মুহূর্ত্তেই করলে,
তৎপূরণী ও পোষণী যা'
তা'কে তেমনি ক'রে গ্রহণ না ক'রে
নিজের মর্য্যাদাকে আহুতি দিয়ে
কৃতার্থ হ'তে চাইলে বা হ'লে যেমনি,
পরাভূতিকে আলিঙ্গন ক'রলে কিন্তু
সেই মুহূর্ত্তেই,
তোমার সত্তা-সংস্থাই বিজিত হ'য়ে উঠলো,
শুধু বিজিতই হ'লে না—
যুগ-যুগবাহী তোমার জৈব-সংস্কৃতিতেও
সংঘাত সৃষ্টি করলে তখন থেকে,
তোমার সৌরত-সন্দীপনা
ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ ক'রে
ঐ পরাভূতিরই উপাসনায় নিয়োজিত হ'লো
ঐ পরধর্ম্মেই গৌরবান্বিত হ'য়ে উঠলে,
তুমি গেলে—
তোমার ঐ কাঠামোকে পদাঘাত ক'রে,

তোমার বিবেক, বুদ্ধি, বল,
কুশল-কৌশলী অভিযান
তোমাকে অবজ্ঞা ক'রে
তখন থেকে
তা'রই সেবানিরত হ'য়ে চললো,
ধিক্কারের অনুশাসন তোমাকে
ন্যক্কার-জনক বিদ্রূপে
শাসন করতে লাগল কিন্তু তখন থেকেই। ৩৩০।

যদি বাঁচতে চাও,
বিবর্ত্তনের পথে চলতে চাও
বিবর্দ্ধিত হ'য়ে,
কোন মনগড়া মতবাদ
যা' বাস্তবে কার্য্যকারণের সহিত
ওতপ্রোতভাবে সুসঙ্গত নয়কো,
সুযুক্ত নয়কো—
সাত্ত্বিক সঙ্গতি নিয়ে,—
তা'ই নিয়ে ব'সে থাকলে চলবে না;
যা' বাস্তব জীবনকে যোগ্যতায় উন্নীত ক'রে
প্রবৃত্তি ও পরিস্থিতিকে
সুসঙ্গত সমন্বয়ে বিন্যাস ক'রে
মন্দকে ভালতে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
অশুভকে শুভতে পরিবর্ত্তিত ক'রে
বৈশিষ্ট্যপালী সম্বর্দ্ধনায় জীবনকে
আরোতরে নিয়ে যায়,
তা'কে আঁকড়ে ধরতেই হবে
চলতেই হবে সে-পথে,

জীবনে ধর্ম্মকে পরিপালন করতে হবে,
ধর্ম্মের নামে মনগড়া যা'-তা' ধারণা
বা অনুষ্ঠান নিয়ে যদি চল,
যা'-তা'তেই অন্তর্ধান হ'তে হবে ;
গোঁড়া হওয়া বরং ভাল—
গাঁটে গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে থাকা—
বৃদ্ধিকেই ব্যাহত করা,
ভেবে দেখ—
যেমন বোঝ, তেমনি কর। ৩৩১।

অসৎ পথ কঠিন, কৃচ্ছ্র ও মরণসঙ্কুল,
তাই, অসৎ পথকে পরিহার ক'রে
সৎ পথে জীবনধারণ
সহজ, সুন্দর এবং সম্বর্দ্ধনশীল। ৩৩২।

ইষ্টার্থ-অনুপ্রেরণায় গণ-সংরক্ষণ,
নিজে ধর্ম্মাচারী হ'য়ে লোককে ধর্ম্মাচারী-করণ,
ধর্ম্মানুগ কৃষ্টিচর্য্যা ও যোগ্যতার্জ্জন,
অপরকেও
কৃষ্টিচর্য্যা ও ধর্ম্মানুগ যোগ্যতা-আহরণে
উদ্বুদ্ধ-করণ,
যেই হো'ক না কেন,
যথাসাধ্য এই আচরণে,
যা'রা ঔদাসীন্য বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করে—
তা'রা আত্মঘাতী ও গণঘাতী ;

অধর্ম্মই যে তা'দের একমাত্র নিয়ন্তা

এটা কিন্তু নিঃসন্দেহের। ৩৩৩।

যা'রা বলে "ঈশ্বকে স্বীকার করি"

অথচ তাঁ'রই বার্ত্তিক গুরু-পুরুষোত্তমকে

অনুসরণ করে না,

বাস্তবতায় ঈশ্বরকেও স্বীকার করে না তা'রা,

কারণ, তদ্বার্ত্তিক পূরয়মাণ যুগপুরুষোত্তমই

ঈশ্বরের জীবন্ত বেদী ;

আবার, যখনই তাঁ'র আবির্ভাব হয়,

তিনিই তখন বিশ্বগুরু—এককই—

অদ্বিতীয়—অতুল্য। ৩৩৪।

ধর্ম্মের ছদ্মবেশে শাতন-ধর্ম্মের

অনুচর্য্যা করতে যেও না,

যা'তে বিকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠ,

অবিবেকী সংস্কারাবদ্ধ হ'য়ে ওঠ,

সংহতিচ্যুত হ'য়ে ওঠ,

অনুকম্পাহারা হ'য়ে ওঠ,

জীবনজেল্লা সৌরত-সন্দীপনায়

বীতরাগ হ'য়ে ওঠে,

প্রীতি, বীর্য্য, বিক্রম পরাঙ্মুখ হ'য়ে

তোমা থেকে বিদায় গ্রহণ করে,—

ঐ-জাতীয় ধর্ম্মব্রত উচ্ছন্নে যাওয়ারই পন্থা,

এমনতর কিছুই করতে যেও না

যা'তে বীর্য্যহীনতা বা কুজননে

আত্মাহুতি দিতে হয়,

পৌরুষত্ব যত শ্লথ হ'য়ে যায়—
ক্লীবতাও তত জন ও জাতিকে আগলে ধরে,
মনে রেখো—
ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে-কাম
সেই কামেই ঈশ্বরজ্যোতি নিহিত,
তাই, ধর্ম্ম-সাম্রাজ্যে কৌমার্য্যের প্রতিষ্ঠা
অপরিহার্য্যই নয়কো,
বরং সত্তাপোষণী ধর্ম্ম-সংরক্ষী
বৈধী কাম-নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠাই আছে তা'তে—
বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে। ৩৩৫।

সৎ কথা, যিনি বা যাঁ'রা বলেন,
তা'ই শুনো ও বুঝতে চেষ্টা ক'রো,—
তা' শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবই হউন,
বৌদ্ধ, জৈন, শিখই হউন,
বা মুসলমান, খ্রীষ্টান
বা অন্য যে-কেহই হউন না কেন—
সবারই ;
জীবনে যেমন সবারই আগ্রহ ও অধিকার আছে,
সত্তাসংরক্ষণী সৎ কথাতেও
সবারই অধিকার আছে,
আর, ঐ সৎ কথাই ধর্ম্মকথা ;
কিন্তু স্মরণ রেখো—
তা' যেন ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের দাঁড়ায়
ব্যতিক্রম না আনে,
ভেদ ও ভ্রান্তির পরিপোষক না হয়,
বৈশিষ্ট্যপালী একসূত্র-সঙ্গত হয়,

সদাচারসম্পন্ন হয়,
পূরয়মাণ প্রেরিত বা অবতার-মহাপুরুষদের ভিতর
ভেদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি না করে,
ঈশ্বরকে দ্বয়ী ক'রে না তোলে,
এর ব্যত্যয়ী যা'—
তা'কে তোমার সদ্ব্যবহার-সন্দীপনায়
নিরোধ ক'রো,
কিন্তু দ্রোহ সৃষ্টি না হয়
নজর রেখো সেই দিকে,
মনে রেখো—
সবাই সেই
এক অদ্বিতীয় অমোঘেরই উপাসক,
সেই বোধি-সত্ত্বেরই উপাসক। ৩৩৬।

তুমি লাখ পূরয়মাণ মহান
বা সৎ-জনের সঙ্গ কর না কেন,
তাঁ'র সংশ্রয়ে আজীবনই কাটাও না কেন,
তুমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত
তদনুবর্ত্তিতার সহিত
তদর্থপরায়ণ না হ'য়ে উঠছ,—
তোমার যে-কোন প্রত্যাশাপীড়িত হীনম্মন্যতাকে
বিদায় দিয়ে,
অচ্যুত অনুরাগ-উদ্দীপী চলনায়,
তাঁ'রই পরিচর্য্যা-প্রবুদ্ধ
ক্লেশ-সুখ-প্রিয়তার আলিঙ্গনে
নিজেকে তদনুকূলে নিয়ন্ত্রণ ক'রে,—
তোমার কিছুই হবে না তা'তে,

বিবর্ত্তনী বিবর্দ্ধন খোরাকই পাবে না,
পোষণ-প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে না তা';
সিন্ধুকূলে যতই থাক—
জলাভাব মিটবে না তোমার,
শুভ-তপাই যদি হ'তে চাও,
তোমার প্রত্যাশাপীড়িত হীনম্মন্যতাকে বিদায় দিয়ে
শ্রেয়ার্থী স্মিত-ক্লেশ-সুখ-প্রিয়তাকে
আলিঙ্গন ক'রে
সক্রিয় অনুরাগ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে চল,
সার্থক হবে। ৩৩৭।

যে-কোন দ্বিজাধিকরণই হো'ক না কেন,
তা'র ভাগবত নীতি যদি
পূরয়মাণ বৈশিষ্ট্যপালী না হয়,
এবং পারস্পরিকভাবে
ঐকতানিক ও অনুপূরক না হ'য়ে
অসঙ্গতিশীল হয়,
এবং এক অন্যকে সমর্থন না ক'রে
অগ্রাহ্য করে,
সে-দ্বিজাধিকরণ ঈশনিঃসৃত ভাগবত ভূমিতে
প্রতিষ্ঠিত নয়কো,
বরং তা' প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যী। ৩৩৮।

উপাসনার সময় সমাগত,
কর্ণপাত কর, শোন,
উদ্গাতার আহ্বান শোনা যাচ্ছে,
মন্দিরে যাও,

মন্দিরই স্তুতি-আগার,
ঋত্বিকের অনুবর্ত্তিতায় তোমরা
ঈশ্বরোপাসনায় নিয়ন্ত্রিত হও,
হোতার বেদগাথা শ্রবণ কর,
মিলিত হও, নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
সংহতিকে সহজ ও সলীল ক'রে তোল
তাঁ'রই নামে—
তাঁ'রই গুণকথা অন্তরে পোষণ ক'রে ;
মাংসাদি অখাদ্য-খাদক হ'য়ে
পলাণ্ডু ইত্যাদি আহার ক'রে
বা কোন প্রতিবেশীর প্রতি দ্রোহ-পোষণ ক'রে
উপাসনায় যোগদান করা তোমার বৃথা,
শরীর ও মনের বিপর্য্যয় হেতু
তোমার উপাসনা
সার্থক হ'য়ে উঠবে না সেখানে ;
সুকেন্দ্রিক সমবেত-প্রার্থনায়
মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মিক বিকিরণ
বিকীর্ণ হ'য়ে
পারস্পরিকতায়
এমনই সুকেন্দ্রিক জলুস সৃষ্টি করবে,
যা'র ফলে তুমি
ঈশ্বরেই সমাহিত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
শক্তিমান, স্বস্তিমান, বর্দ্ধমান হ'য়ে
বিবর্ত্তনে বিকশিত হ'য়ে উঠতে থাকবে ক্রমশঃ,
তাই, উপাসনায় বিরত থেকো না,
সার্থকতা সম্বর্দ্ধনার আবেগে
তোমাকে আলিঙ্গন করবে। ৩৩৯।

যা' অবলম্বন ক'রে তোমার চলৎশীলতা,
তা'কে বাদ দিয়ে তোমার উন্নতি
এ একটা আকাশ-কুসুম মাত্র ;
উন্নত হ'তে হ'লে পরেই
তা'তে অন্বিত হ'তে হবে
তোমার সব যা'-কিছু নিয়ে—
ওইটেই হ'চ্ছে
স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ;
আর, যা'তে ওর সামঞ্জস্য নেইকো,
তা' অব্যবস্থ, উন্মার্গী। ৩৪০।

বিহিতভাবে যা' জানা গেছে—
তা'কে না-মানা
বা বিহিতভাবে ব্যবহার না-করা—
তা'ই কিন্তু বেদকে বা জানাকে না-মানা,
অস্বীকার করা। ৩৪১।

তোমার বাপ, মা, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন,
খাওয়া-দাওয়া, ভোগ-বিলাস,
ইত্যাদি যা'-কিছুর জন্য
অর্থ, বিত্ত, সামর্থ্যকে খরচ করছ,
কিন্তু যে-ধর্ম্ম তোমাকে বা তোমাদিগকে ধ'রে রাখে,
সত্তাসম্পুষ্ট ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় বিবর্দ্ধিত ক'রে নিয়ে চলে—
সুকেন্দ্রিক ক'রে—বিবর্ত্তনের পথে,
তা'র জন্য তোমার অর্থ, বিত্ত, সামর্থ্য
খরচ করতে নারাজ বা সঙ্কুচিত,

অথচ ও না হ'লে তোমার সব যা'-কিছুই
স্তিমিত হ'য়েই চলে ;—
ভেবে দেখ তুমি কী,
কতখানি কৃপণ-কাপট্যের ভাবে
অভিভূত হ'য়ে রয়েছ,
অর্থ, বিত্ত, সামর্থ্য দিয়ে
তুমি ধর্ম্মকে অর্জ্জন করতে চাও না,
অথচ অস্তিত্বকে বজায় রাখতে চাও,
বিভবকে আহরণ করতে চাও,
উপভোগে অভিনন্দিত হ'তে চাও—
এটা একটা তাজ্জব কথা নয় কি ?
সাবধান হও,
শ্রেয়ার্থে শ্রম কর,
যোগ্যতাকে আহরণ কর,
সত্তাকে বজায় রেখে
অর্থ ও বিত্তে উপ্‌চে ওঠ,
আর, ইষ্টার্থে সেগুলিকে সার্থক ক'রে তোল,
নয়তো, অমঙ্গল মাঙ্গলিক ঠাট্টায়
তোমাকে বিদ্রূপ ও বঞ্চিত করতে
ছাড়বে না। ৩৪২।

অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
বোধিস্থানের উদ্ভব হয়,
এই বোধিসম্পন্ন অনুষ্ঠানই প্রথার উদ্দীপক,
আর, বোধিহারা অনুষ্ঠান
প্রথার কঙ্কাল যদিও,
তথাপি ঐ বোধিরই সম্ভাব্য উদ্গাতা,

তাই 'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ,'
আর, অনুষ্ঠান যেমন সৎ—
প্রথাও তেমনি সৎ-সম্বুদ্ধ,
আবার, ওর বাড়াবাড়িও
পীড়াপীড়িই সৃষ্টি করে। ৩৪৩।

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ যে-ব্যক্তিত্বে
উর্জ্জী হ'য়ে উঠেছে—
তিনিই মানুষ-দেবতা,
আর, অনুভূত ভাবের সুসঙ্গতি নিয়ে
যা' রূপায়িত হয়েছে
তা'ই-ই রূপক দেবতা ;
তাই, পূজনীয় তাঁ'রা, স্মরণীয় তাঁ'রা,
কিন্তু প্রাপ্তব্য একমাত্র ঈশ্বরই,
আর, পূরয়মাণ সদ্‌গুরুই হ'চ্ছেন
সর্ব্বদেবতার জীবন্ত বেদী,
ঐ বেদীমূলেই ঈশ্বর অর্চ্চিত হ'য়ে থাকেন,
তাই, যে-কোন পূজাই কর না কেন,
ঐ জীয়ন্ত বেদীতে যদি সার্থক হ'তে না পার,
তবে সব পূজাই
বোধি-সঙ্গতিহারা, নিরর্থক। ৩৪৪।

প্রবৃত্তিপরভেদী শ্রেয়ার্থ-পরায়ণতাই হ'চ্ছে
মুক্তির সুগম সোপান—
ভক্তির পরম আশ্রয়। ৩৪৫।

ধৰ্ম্ম প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলে—
ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে সুকেন্দ্রিক একানুবর্ত্তিতায়
সক্রিয় সান্বয়ী সার্থক-সামঞ্জস্যে—
সত্তাপোষণে সম্বৃদ্ধ ক'রে সেগুলিকে,
নিপীড়ন করতে বলে না,
ধর্ম্মের পরিপূরক বা পরিপালক যা'—
সুকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণে ধর্ম্মকে
সার্থক ক'রে তোলে যা'
প্রবৃত্তির এমনতর সঙ্গত চলনই ধৰ্ম্মদ। ৩৪৩।

ধর্ম্মের কুপরিবেষণ—
ব্রহ্মচর্য্যের অবিজ্ঞ, অসার্থক, অবান্তর প্রবচন
মানুষের বীর্যবত্তাকে
সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে,
বৈধী নিয়ন্ত্রণে প্রবৃত্তিগুলি
পারস্পরিক সার্থকতায় সুসঙ্গত হ'য়ে
সুকেন্দ্রিকতায় জমাট বেঁধে ওঠেনি যা'দের—
ধর্ম্মের অপ্রাজ্ঞ, আজগবী পরিচর্য্যাই
তা'দের স্বাভাবিক হ'য়ে
গণ-বীর্য্যবত্তাকে অবসন্ন ক'রে তুলে থাকে,
সঙ্গে-সঙ্গে শারীরিক বিধানও
শীর্ণ-অপুষ্ট পরিণতি গ্রহণ ক'রে চলতে থাকে,
ব্যক্তিত্বও অব্যবস্থ, সন্দেহসঙ্কুল
ও উত্তেজনা-সমন্বিত হ'য়ে
উদ্ধত বিকৃতি বা অবশ পৌরুষ নিয়ে
অজ্ঞ-অভিমানী দোলায়মান অসঙ্গতিতে
চলতে থাকে ;

আচ্ছন্ন-প্রবৃত্তি
বিবশ-দৌর্ব্বল্যে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে
উদ্ভটবাদের সৃষ্টি ক'রে তোলে,
আদর্শকে অসৌষ্ঠব অন্বয়ে
রঞ্জিত ক'রে পরিবেষণ করাই তখন
ধর্ম্ম-তাৎপর্য্য ব'লে আদৃত হ'য়ে থাকে,
একনিষ্ঠ-শ্রদ্ধাহীন,
অবাস্তব, অনাচারী দার্শনিকতা
ধর্ম্মের নামে চলতে আরম্ভ ক'রে
বীর্য্য ও সংহতির পাদমূলে
কুঠারাঘাত ক'রে চলতে থাকে ;
গণ-জীবনে বীর্য্যবত্তা
ক্রমান্বয়েই নিষ্প্রভ হ'য়ে উঠতে থাকে,
যৌন-জীবনও অমনতরই
শিথিল, বিক্ষুব্ধ, ক্লীব পরিণতি নিয়ে
অবৈধী চলনে চলে,
দায়িত্ব-গ্রহণক্ষমতা থাকে না ব'লেই
লোকে বিবাহে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠতে থাকে
ক্রমশঃ,
ফলে, নিষ্ঠুর-পঙ্কিল ব্যত্যয়ে সর্ব্বহারা হ'য়ে
পথচারী কুক্কুরের ন্যায়
যোগ্যতা ও অর্জ্জী আকূতির ব্যাহতিতে
ব্যর্থজীবন যাপন করতে থাকে ;
বোঝ, বুঝে চল,
বাঁচ, পরিবেশের জীবন-স্বার্থ হও,
সার্থক সন্দীপনায় নিজেকে, জাতিকে
সমৃদ্ধ ক'রে তোল। ৩৪৭।

জীবন যেমন ব্যক্তিগত হ'য়েও সমষ্টিগত,
কারণ, জীবন্ত সমষ্টি ছাড়া
ব্যষ্টিজীবনের সার্থকতাই নেইকো,
তা'র পূরণ, পোষণ ও সংরক্ষণী উপাদানকে
ঐ সমষ্টিজীবনের
সাত্ত্বিক সক্রিয় আহরণের ভিতর-দিয়ে
সংগ্রহ করতে হয়,
সমষ্টিগত জীবনের স্বাভাবিক বিবর্ত্তনী পদক্ষেপ
যেমন ব্যষ্টিজীবনকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে,
বিবর্ত্তনে অধ্যুষিত ক'রে তোলে,
তেমনি ধর্ম্ম ব্যক্তিগত হ'লেও
তা'র পালন, পোষণ ও পূরণ-প্রয়োজনকে
ঐ সমষ্টিগত জীবন-অভিযান থেকেই
উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
সক্রিয় সন্দীপনায়
বজায় থাকবার প্রচেষ্টা নিয়েই চলতে হয়—
ঐ সমষ্টিকে
বাঁচিয়ে রাখবার, বাড়িয়ে তোলবার
দায়িত্বকে আঁকড়ে ধ'রে
নিজেরই বাঁচাবাড়ার সার্থকতায় ;
আর, ঐ ব্যষ্টিগত জীবন-স্বার্থই
সমষ্টির প্রতিব্যষ্টিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সমষ্টিতে রূপায়িত হ'য়েছে,
তাই, ধর্ম্ম ব্যষ্টিগত জীবনেও যেমন অকাট্য—
সমষ্টিগত জীবনেও তেমনি অচ্ছেদ্য,
ব্যষ্টিজীবনকে ধারণ করতে
যেমন ক'রে যা' যা' প্রয়োজন

সমষ্টিগত জীবনকেও ধারণ ক'রতে
তা'রই প্রয়োজন—
যেখানে যেমনতর লাগে ;
ক্ষুধা যেমন
ব্যষ্টিগত জীবনে অকাট্য হ'য়ে চলেছে—
সমষ্টিগত জীবনেও তাই,
সমষ্টিগত ক্ষুধাকে উপেক্ষা ক'রে
ক্ষুধাকে ব্যক্তিগত ব'লেই যদি সাব্যস্ত ক'রে থাক—
আর চলও তেমনি,
তাহ'লে ঐ সমষ্টিগত ক্ষুধাই
তোমাকে খেয়ে ফেলবে
বাঁচবার দুর্নিবার আগ্রহে ;
আত্ম-সংরক্ষণী প্রচেষ্টা যেমন
ব্যক্তিগত জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে
বাঁচবার আকূতি নিয়ে
অসৎকে নিরোধ ক'রে—
সমষ্টিগত জীবনেও তেমনতরই ;
তবেই যদি বাঁচতে চাও,
সম্বৃদ্ধিতে বিবর্ত্তিত হ'তে চাও,
ঐ চাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই
সমষ্টিগত অভ্যুদয়কে যদি
ধর্ম্মপ্রেরণা-প্রবোধনায়
বাঁচাবাড়ার সম্বর্দ্ধনী আগ্রহে সক্রিয় ক'রে
সান্বয়ী সংহতিতে
বিবর্ত্তন-অভিযানী ক'রে না তুলতে পার
সর্ব্ব-সমন্বয়ী এককেন্দ্রিক সংস্থিতিতে—
গণ-কল্যাণী যতই যা' কর না কেন,

সম্বর্দ্ধনা মূকপ্রচেষ্ট হ'য়ে
অন্ধ ও বধির পদক্ষেপেই চলতে রইবে—
যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি
ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ। ৩৪৮।

ঈশ্বর আছেন বা নেই—
এই সমস্যা নিয়ে
তুমি মাথা ঘামাতে চাও বা না চাও,
তা'তে কিছু এসে যায় না;
তুমি আছ কিনা?
আর, সেটা বাস্তব কিনা—
সোজাসুজিভাবে এইটাই হ'চ্ছে সহজ কথা,
যদি তোমার থাকাকে তুমি স্বীকার কর—
তাহ'লে যে-কারণের আবর্ত্তনে
তোমার উদ্ভব হ'য়েছে,
তা'ও যে আছে—সেটাও কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ;
আর, তুমি যে আছ,
থাকতে হ'লেই
সেই থাকা যা'তে পরিপোষিত হয়
তা'র ধান্ধাও তোমার আছে,
আবার, এই থাকাকে ব্যাহত করে যা'
সেটা কিন্তু অসৎ তোমার পক্ষে,
তা'র নিরাকরণী ধান্ধাও তোমার আছে;
আবার, এই থাকাকে পরিপুষ্ট করতে হ'লে
পরিবর্দ্ধিত করতে হ'লে
পরিপূরণ করতে হ'লে
পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রয়োজন

অকাট্য তোমার কাছে,
কারণ, ঐ পরিস্থিতি ও পরিবেশ হ'তেই
তোমার সত্তাপোষণী যা'-কিছু
তা' সংগ্রহ করতে হ'চ্ছে,
আর, বিরুদ্ধ যা' তা'কে নিরাকরণ করতেও
ঐ পরিস্থিতি ও পরিবেশেরই প্রয়োজন তোমার ;
তাহ'লেই ভেবে দেখ—
ঐ পরিবেশ হ'তে পুষ্টি লাভ করতে গেলেই
পরিবেশের প্রত্যেকটি ব্যষ্টির সহিত
তোমার সম্বন্ধ রাখতেই হ'চ্ছে,
এ সম্বন্ধ রাখতে হ'লেই
তা'দের প্রতি তোমার করণীয় আছে,
তা' এমনতর রকমের
যা'তে তা'দের সত্তাও
তোমাকে দিয়ে পুষ্টিলাভ করে, উন্নত হয় ;
তাহ'লেই নীতিবিধিরও প্রয়োজন সেইখানে—
যে-নীতিবিধি অনুসরণে
পরিবেশ তোমাকে-দিয়ে পরিপোষিত হয়,
আবার, ঐ পরিবেশ হ'তে
তুমিও পরিপোষণ পাও ;
যদি কেবলমাত্র পরিপোষণ নিয়েই চল,
ঐ পরিবেশের পোষণ-তৎপর না হও,
তাহ'লে কিন্তু তুমি
পরিবেশের শোষক হ'য়ে রইবে মাত্র,
পরিবেশ তোমাকে চাইবে না ;
আরো ভেবে দেখ,
তুমি চেতন আছ ব'লেই

পরিবেশের ভাব উপলব্ধি করতে পার
ও ধারণাও করতে পার তা'দের সম্বন্ধে,
এবং তদনুপাতিক বিবেচনা ক'রে
কর্ম্মও নির্দ্ধারণ করতে পার
যা' শ্রেয় হ'য়ে ওঠে সবারই কাছে,
যেমন ক'রেই হো'ক
ঐ চেতন-শক্তি
যদি তোমার জাগ্রত না থাকতো
তাহ'লে কি তুমি ঐ চিন্তা, ভাব, ধারণা
বা বিবেচনা ক'রে
কোন-কিছু-সম্বন্ধে কোনপ্রকার সিদ্ধান্তে এসে
সে-সম্পর্কে কিছু ক'রতে পারতে ?
তা' পারতে না,—
এটা কঠোর সত্য হ'য়ে
আমাদের সম্মুখে জেগে আছে যে,
মরা, অচেতন বা স্বল্পচিতী এমনতর পারে না,
আর, তুমি চেতন ব'লেই
ঐ চেতন জীবনকে
তুমি বজায় রেখে চলতে চাও.
বাঁচতে চাও,
বৃদ্ধিপর হ'য়ে চলতে চাও—
সম্পদে, শালীন্যে, উদ্যোগী পরাক্রমে ;
তাহ'লেই এই বাঁচার অন্তরেই আছে
বিবর্ত্তনী আকূতি
যা'তে আরোতে আরো হ'য়ে চলতে পার—
তোমার অন্তর্নিহিত সংস্কৃতিমাফিক—
যা' তোমার জৈবী-অঙ্কুরণের সঙ্গে-সঙ্গেই

ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে
বিশেষ তাৎপর্য্য নিয়ে ;
প্রত্যেক ব্যষ্টিতেই এমনতরই,
—নিজ-নিজ রকমে,
তোমার বিশেষত্ব তোমাকে তুমি ক'রে রেখেছে,
অন্য করেনি,
আবার, অন্যের বিশেষত্ব
তা'কে তাই ক'রে রেখেছে,
সেও তুমি হ'য়ে যায়নি ;
আবার, ঐ বৈশিষ্ট্যকে যদি ক্রমবিবর্দ্ধনে
ধারাবাহিকতায় গতিশীল রাখতে চাই
আমাদের সুপ্রজননেরও দরকার আছে
বিহিত চলন
ও সুকেন্দ্রিক আকৃতি-অনুচর্য্যা নিয়ে—
যা'তে বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত সু-অঙ্কুরণী সন্ততির
অধিকারী হ'তে পারি,

এক-কথায়
বৈশিষ্ট্য-বর্দ্ধনী সুপ্রজননী নীতি যা'-কিছু
তা'ও আমাদের কাছে অকাট্য ও অবাধ্য হ'য়েই
দাঁড়িয়ে রয়েছে ;
আর, এই বৈশিষ্ট্যেরই অভিজাত সমাবেশ নিয়ে
এক-একটা গুচ্ছ হ'য়ে উঠেছে,
সেইগুলিকেই আর্য্যরা বর্ণ ব'লে থাকেন,
কোন গুচ্ছ বিপ্র,
কোন গুচ্ছ ক্ষত্রিয়,
কোন গুচ্ছ বৈশ্য, কোন গুচ্ছ শূদ্র—

তা'দের অন্তর্নিহিত জৈবী-অঙ্কুরণার সংস্কৃতিমাফিক ;
আবার, ঐ অঙ্কুরণার তাৎপর্য্য নিয়েই
ফুটে উঠেছে প্রত্যেকটি ব্যষ্টি,
কেউ হ'য়েছে ধনী তা'র যোগ্যতার ভিতর-দিয়ে,
কেউ হ'য়েছে বোধি-তপা বা বোধি-জীবী,
আবার, উপযুক্ততা মতন বোধি-তাৎপর্য্য নিয়ে
কেউ হ'য়েছে শ্রমিক বা মজত্বর ;
কিন্তু যত গুচ্ছই হো'ক না কেন,
এই সত্তাপোষণীয় ব্যাপারে
প্রত্যেকেরই বিহিত অকাট্য প্রয়োজন আছে,
এদের কা'কেও অবজ্ঞা ক'রে
আমরা কেউ দাঁড়াতে পারি না,
বাঁচতে পারি না,
চলতে পারি না,
কারণ, ঐ সত্তাপোষণী যা'
তা'ই আমাদের পক্ষে শ্রেয়-সন্দীপী,
এই শ্রেয়কে
যতই আবিষ্কার করতে পারব আমরা
যত রকমে, যা'দের দিয়ে,
অন্তরাসী হ'য়ে উঠব তা'দের প্রতি
তত তীক্ষ্ণ-ভাবে,
কারণ, আমাদের সত্তার পক্ষে
ওরাই হ'চ্ছে সরাসরি স্বার্থ,
ঐ পরিস্থিতি ও পরিবেশে
পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে চলেছে তা'রা—
প্রত্যেক আমাদেরই সত্তাপোষণী সম্পদ্ হ'য়ে,
যা' থেকে বাঁচবার, বাড়বার খোরাক পেতে পারি ;

তুমি যদি স্বার্থগৃধ্নু হ'য়ে ওঠ,
আর, তোমার মতনই কতকগুলি
স্বার্থগৃধ্নু-দল সৃষ্টি ক'রে তোল,
তাহ'লে বাস্তবভাবে শোষক হ'য়ে উঠবে তুমি
পরিবেশেরই—
ওদেরই স্বার্থ ও সহানুভূতির বাহানায়,
তোমার স্বতঃ-প্রবৃত্তিই আসবে
এগুলিকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলতে,
ঐ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভেঙ্গে-চুরে
একশা ক'রে ফেলতে,
নিজের উপচয়ের খাতিরে
মানুষকে ক্রীতদাস ক'রে রাখতে,
তা'দের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কেড়ে নিতে ;
এবং তা'তে হয়তো তোমার বা তোমাদের
আশু সুবিধা হ'তে পারে,
সবার সুবিধা তা'তে নেইকো—
যা'রা সত্তা নিয়ে বসবাস করছে ;
কারণ, দুনিয়ায় মানুষের আদান-প্রদান চলে
বৈশিষ্ট্যের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই,
সত্তার স্বস্থতার একটা পরম লক্ষণ এই যে
সে পরিস্থিতি থেকে আহরণ করে
তা'র বৈশিষ্ট্যেরই পোষণীয় যা',
এবং পরিবেশকে পুষ্ট ও প্রবৃদ্ধ করে
তা'র বৈশিষ্ট্যানুপাতিক অবদানে,
তাই, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই
বৈশিষ্ট্য-সংহতি,
সহযোগিতাপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রয়োজন,

এর অপলোপ করলে
মানুষ বিবর্দ্ধনে বঞ্চিত হবে সর্ব্বতোভাবে ;
অর্থাৎ, বিশেষ-বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও জৈবী-সংস্থিতি নিয়ে
বিশেষ-বিশেষ মানুষের উদ্ভব,
তা'দের কাছে তুমি তা'ই পেতে পার—
তা'দের হ'তে যা' স্বতঃনিঃসৃত,
স্বাভাবিক তাৎপর্য্যশীল,
তোমার জীবনকে পোষণ করতে
ঐ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'তে নিঃসৃত যা'
তোমার পক্ষে অকাট্যভাবে প্রয়োজনীয়,
অমনি ক'রে বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভেঙ্গে-চুরে
নিকেশ ক'রে যদি ফেল,
তাহ'লে দুর্ঘট হবে কিন্তু তা' পাওয়া,
তাই, এদের পোষণ-প্রবর্দ্ধনই তোমার স্বার্থ,
এদের নিকেশ করা কিন্তু তোমার স্বার্থ নয়কো,
বুঝে দেখো ;
আবার, বৈশিষ্ট্যবান বিভিন্ন শ্রেণী
পরস্পর পরিপোষণী না হ'লে
গোলমাল বেধে যাবে,
তাহ'লে কেউ কা'রও
শোষক হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে,
ফলে, সত্তার আপূরণী প্রচেষ্টায়
অন্যেরাও তা'ই ক'রতে বাধ্য হবে,
আত্মস্বার্থেই কুঠারাঘাত অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে,
আবার, ঐ প্রতিক্রিয়াতেই
আত্মঘাতী দ্রোহের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী,
যদি সত্তাপোষণী সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণ না থাকে ;

আর, এ হ'তেই বুঝতে পারছ অনায়াসেই—
ধর্ম্ম কা'কে বলে,
যা'র-যা'র বৈশিষ্ট্যমাফিক সত্তাকে পোষণ দিয়ে
যে নিয়ম, নীতি বা করণ
তা'কে ধ'রে রাখে,
নিরাপত্তায় নিঃসন্দেহ ক'রে রাখে,
অভ্যুদয়ের অভিযাত্রী ক'রে তোলে—
ধর্ম্ম কথার তাৎপর্য্যই তাই ;
আর, এই ধর্ম্মকে প্রতিপালন করতে
কৃষ্টি অর্থাৎ জীবন-বর্দ্ধনী চর্য্যার প্রয়োজন,
যা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে
মানুষ সত্তায় সুসঙ্গতি লাভ ক'রে
বংশ-পরম্পরায় উন্নতির পথে এগিয়ে চলে ;
আবার, যে-কারণের আবর্ত্তনে
তোমারই মতন দুনিয়ার প্রত্যেকটি ব্যষ্টি
অণু হ'তে মহান্ পর্য্যন্ত
উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলেছে,
সেই কারণকেই
ঋষিরা ঈশ্বর ব'লে অভিহিত করেছেন,
তিনি এক, অদ্বিতীয় ;
তাই, জীবনকে দীর্ঘ করতে হ'লেই,
আরোতে বিবর্ত্তিত হ'তে হ'লেই,
তোমাকে এমন কিছুতে কেন্দ্রায়িত হ'তে হবে
যা'র আশ্রয়ে অসৎকে নিরোধ ক'রে
তোমার আবোল-তাবোল
বা সুশৃঙ্খল-সমন্বিত গতির ভিতর-দিয়ে
নিজের যা'-কিছুকে সমন্বয়ে কেন্দ্রায়িত ক'রে

স্থকেন্দ্রিক হ'য়ে
সমুন্নত, সার্থক, সংহিত বোধি-সঙ্গতি নিয়ে
আরোতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলতে পার ;
তাহ'লেই তুমি বোঝনি, জাননি
এমনতর কিছুতে তোমার কেন্দ্রায়িত হওয়া
হাওয়ার লাড়ুর মতন হ'য়ে উঠবে—
বাস্তব-জীবনে,
তবেই তখন প্রয়োজন এমনতর একজন
পূরয়মাণ বেত্তা-পুরুষ
যাঁ'র অন্তরে এই মরকোচগুলি ফুটে উঠেছে—
তিনি জানেন যা' নিজ আচরণে—
বাস্তব অভিজ্ঞতায় ;
ঋষিরা তাঁ'কেই বেত্তা-পুরুষ ব'লেছেন,
ইষ্টদেবতা বা সদ্‌গুরু ব'লে অভিহিত করেছেন,
যাঁ'র বাস্তব সত্তায় কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
যাঁ'র জীবনে ফুটন্ত আদি-কারণীভূত
প্রেরণাকে উপলব্ধি ক'রে
অধ্যবসায়ী অনুসরণে
আমরা বিবর্ত্তনে আরোর পথে
চলতে পারি,
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যা'কে ব'লেছেন—
"যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মন"—
তা'র মানে আমি এই বুঝি,
আমার আরোতে বিবর্ত্তন
আরো-আরোর পথে অবাধ হ'য়ে চলবে,
উল্টো দিকে আর ফিরবে না ;
প্রাজ্ঞ চেতনার ক্রমবিকাশে

যা'কে উপলব্ধি ক'রে পেয়ে,
এ হ'তে নিবর্ত্তিত না হ'তে হয়
সেই ধাম বা সেই স্তরের যে-ই হন আর যা'-ই হন
তা'ই আমার শ্রেয় ও প্রেয়,
তাঁ'কেই আমরা 'এক' 'অদ্বিতীয়' বলি,
এই হ'লো মোক্তা খতিয়ানী কথা—
অল্পবুদ্ধির বিবেচনা নিয়ে
যা' ধারণা করতে পারি,
ভাব,—যদি ভাল লাগে—
আর, এতে যদি ভাল হয় তোমার,
এই ধারণা নিয়ে তুমিও চলতে পার। ৩৪৯।

আলোর বাইরে অন্ধকার যেমন
থাকবেই কি থাকবে,
সত্তার পরিধির বাইরে
অসৎও তেমনি র'য়েই আছে,
সত্তা যতই সঙ্কুচিত হবে
অসৎও এগিয়ে আসবে তেমনতরই,
তাই, সত্তাকে যদি স্বতঃই ক'রে তুলতে চাও
পরিপোষণে তা'কে পুষ্ট ক'রে তোল
সুকেন্দ্রিক সংস্থিতি নিয়ে ;
সঙ্গে-সঙ্গে অসৎ-নিরোধী প্রস্তুতিকেও
অব্যাহত ক'রে চ'লে যাও,—
ব্যবস্থিতির সম্যক্ সুব্যবস্থায়—বিহিতভাবে
তা'র উপকরণকে উচ্ছল রেখে ;—
সত্তা তা'র সত্ত্ব নিয়ে
সংস্থিতির দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে চলবে। ৩৫০।

ধর্ম্ম মানেই যে বা যা' ধ'রে রাখে—
তা' কেমন ক'রে—
কিসে—কী দিয়ে,
কোন্ উপকরণের সংস্থিতিতে,
ঐ উপকরণকে
প্রত্যক্ষীভূত করতেই বা হবে কি-ক'রে,
তা' ব্যষ্টিগতভাবেই বা কেমন ক'রে,
আর, সমষ্টিগতভাবেই বা কেমন ক'রে—
কী তাৎপর্য্যে—কোন্ সংহতিতে—
এ-সব যা'-কিছুকে
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
নিরূপিত ক'রে সামঞ্জস্যে এনে
ঐ ধ'রে রাখার বৈশিষ্ট্যকে জানাই হ'চ্ছে
ধর্ম্মকে জানা,
নইলে জানা হয় না,
ঐ বৈশিষ্ট্যের চৌকস জ্ঞানই গজিয়ে ওঠে না ;
ইষ্টার্থী চলনে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
প্রবৃত্তিগুলির সার্থক সংহতি নিয়ে
অধ্যবসায়ী সন্ধিৎসার চলনে চ'লে
বোধেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম সম্বোধিকে জাগিয়ে
সার্থক সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সংহতিতে
সংবুদ্ধ হ'য়ে জানতে হয় ;
বিক্ষেপী বিচ্ছিন্ন জানায় ব্যাখ্যাত হয় না কিছুই,
তাই, বিহিতভাবে বোঝ, জান, সার্থক হও—
তবে তো ধর্ম্মকথা বলবার অধিকার জন্মাবে ;
তাই, এমনতর বেত্তা যা'রা, ধীর যা'রা,

তাঁ'দের কাছে যেমন শুনেছ
তেমনি ক'রেই ব'লো,
চ'লোও তেমনি,
অন্যের চলাতেও সাহায্য ক'রো
অমনি ক'রেই । ৩৫১ ।

সনাতন যা',
ভূয়োদর্শনে প্রতিষ্ঠিত যা',
শাশ্বত যা'—
তোমার উদ্ভব হ'য়েছে যে কৃষ্টিপ্রবাহ হ'তে
তা'র আপূরক যা'-কিছু—
তোমার ধাতু ও প্রকৃতিগত সত্তার পোষণীয়
তা'ই কিন্তু—
বিকৃতিকে ব্যাহত ক'রে
বিবর্দ্ধনে নিয়ে চলেছে যা' তোমাকে ;
যে-কোন মতবাদের আওতায়ই আস না কেন,
তোমার পূরয়মাণ ইষ্ট, ধর্ম্ম, কৃষ্টির অনুপূরণী যা'
অর্থাৎ যা' তোমার কৃষ্টিসত্তাকে
পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে তোলে যতটুকু—
তা'ই গ্রহণ ক'রো,
আর, যা' সত্তা-সম্বর্দ্ধনী কৃষ্টির পরিপন্থী
তা'তে আত্মবিলয় করতে যেও না,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে
তোমার দেশ, জাতি ও সংহতির পক্ষে
আত্মঘাতী । ৩৫২ ।

বৈশিষ্ট্যপালী সত্তা-সংরক্ষণী
জীবন-বৃদ্ধিদ পূরয়মাণ ইষ্টানুগ আকৃতি থেকে
বহুদর্শী পর্য্যালোচনার ভিতর-দিয়ে
যে নীতি ও বিধির আবির্ভাব হ'য়েছে
বিবর্ত্তন-পরিক্রমায়
সন্ধিৎসু চক্ষুর সমক্ষে—
তা'ই ধর্ম্মনীতি,
আর, তা'র অনুশীলন-প্রক্রিয়াই হ'চ্ছে কৃষ্টি—
দেশ, কাল ও পাত্রানুগ গণ-সম্বর্দ্ধনায়
অনুশীলনী যা'। ৩৫৩।

মঠের অধ্যক্ষ যা'রা
তা'রা বিজ্ঞ-বিদ্বান হবে,
কেন্দ্রায়িত ইষ্টার্থ-পরিপোষণী হবে—
বাক্, ব্যবহার ও চরিত্রে,
শাস্ত্র ও বিজ্ঞান-অনুশীলন-তৎপর হবে,
গণস্বার্থী হবে,
বিবাহিত হবে—
বিশেষ উপযুক্ততা ছাড়া—তা' সব-দিক্-দিয়ে ;
এমনতর যদি হয়
তবে ব্যভিচার বা গ্লানি
প্রসার-লাভ করবে কমই সেখানে। ৩৫৪।

সত্যকে জয়যুক্ত কর
হিংসাকে নিরোধ কর
অহিংসাকে প্রতিষ্ঠা কর—
নির্ব্বৈর হও। ৩৫৫।

পূরয়মাণ ইষ্ট বা আদর্শে
অচ্যুত অনুরাগ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে থাক,
তোমাদের আদর্শ এক হো'ক,
মন্ত্র এক হো'ক—
মনোবৃত্তি ও সিদ্ধান্তে এক হ'য়ে
পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে
সক্রিয়ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে ওঠ সবাই,
জীবনীয় যজ্ঞে যেখানে যা' করণীয়
দায়িত্ব নিয়ে
ইষ্টানুসরণী পদক্ষেপে
জড়তা ত্যাগ ক'রে
সক্রিয়ভাবে
বিহিত যা' তা'ই কর—
অন্যের মুখাপেক্ষী হ'য়ে
যত না থাকতে হয়
তেমনতরই ব্যবস্থিতি ও প্রস্তুতি নিয়ে
সম্ভাব্যতা-মাফিক ;
তোমাদের শ্রম ও জীবনচর্য্যা
পারস্পরিকতায়
সম্বুদ্ধ অনুপ্রেরণায়
যেন উৎকর্ষ-অভিমুখী হ'য়ে চলে—
পারতপক্ষে শাসন-সংস্থার
মুখাপেক্ষী হ'তে যেও না,
তোমাদের পরিবার, আবাসস্থল,
গ্রাম বা দেশ যেন
নির্ব্যাধি, পরিচ্ছন্ন, সৌষ্ঠব-সম্বৃদ্ধিতে চলতে থাকে—
একটা ঐকতানিক সদাচারী সংহতি নিয়ে,

পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চির অনুক্রমিক পরিবেষণ
যেন তোমাদিগকে
জীবন ও সম্বর্দ্ধন-আতিশয্যে
মুখর ও সক্রিয় ক'রে রাখে—
প্রতিপ্রত্যেকের সত্তায় অনুস্যূত থেকে—
বাক্যে, ব্যবহারে, সেবায়,
শ্রম-নিয়ন্ত্রণ, আত্মত্যাগ
স্বাস্থ্য ও সম্পদ্‌কে
সুপ্রতিষ্ঠায় সমুন্নত রেখেই যেন চলতে থাকে ;
নিজে হাস,
সবার মুখে হাসি ফোটাও,
দরদী অনুকম্পায়
দরদ-সংঘাতে আহত যে
তা'কে স্বস্থ ও সক্রিয় ক'রে তোল,
ভূমা সুভঙ্গিম ঠামে
উৎকর্ষের সম্বেগ দীপনায়
তোমাদিগকে পরিচালিত করুক—
স্বস্তি পাও, শান্তি পাও—
স্বধা তোমাদিগকে বোধিদীপ্ত ক'রে
ফুল্ল ক'রে রাখুক—
তোমাদের সানুকম্পী সত্তার কাছে
এই আমার আকুল আবেদন। ৩৫৬।

মনে করো,—
দুটো করবী গাছ
এক জায়গায়ই পাশাপাশি আছে—
একটার ফুল হয় সাদা

অন্যটার ফুল হয় লাল—
সাদা ও লাল ফুল চিরদিনই হ'য়ে আসছে,
তা'র আর বদল নাইকো—
আবার, ওদের বীচি হ'তে যে গাছ হয়
তাদের ফুলও সাদা ও লাল—
এই সাদা ও লাল ফুল হ'চ্ছে কেন ?
—তা'দের অন্তর্নিহিত জৈব-সংস্থিতির
বিশেষ বিন্যাসই ঐ রকম—
এক রকম বিশেষত্বের ফুল সাদা
অন্য রকম বিশেষত্বের ফুল লাল—
যদিও ঐ গাছের যা'-কিছু
বাহ্যতঃ দেখতে একই রকম প্রায় ;
ঐ সাদা ফুল হয় যা' থেকে
তা'র বৈশিষ্ট্যই ঐ রকম,
আর লালেরও তাই—
ওকে বলে বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য,
আর, ঐ বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে
সম্ভাব্যতাও তার অফুরন্ত হ'তে পারে ;
আবার, ঐ বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গে যদি দাও—
তারা ঐ সাদা ও লাল ফুল
বা সাদা বা লাল বৈশিষ্ট্য
উৎপাদন ক'রতে আর পারবে না—
তারা ক্রমশঃ হীনতর হ'তে-হ'তে
নিঃশেষও হ'য়ে যেতে পারে—
আবার, বেড়েও যদি ওঠে তা বিপর্য্যয়েই—
ঐ বৈশিষ্ট্য আর রইবে না ;
ঐটেই তাদের স্বধর্ম্ম—

এই স্বধর্ম্মে দাঁড়িয়ে
সম্ভাব্যতায় যত অগ্রসর হবে
অর্জ্জনও ক'রতে পারবে তা'—
তা' তা'দের সত্তাকেই
ক্রমবিবর্ত্তনে অধিরূঢ় ক'রে তুলবে,
নয়তো নষ্ট হ'য়ে যাবে,
এই স্বধর্ম্মে বা স্ববৈশিষ্ট্যে
নিধন হওয়া ভাল,
তা'কে ত্যাগ ক'রে
যা' আয়ত্ত করতে যাবে
তা' ভয়ালই হ'য়ে উঠবে তা'দের কাছে,
যে সম্মিলনে তা'দের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য
সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
তা'ই-ই তাদের সত্তাপোষণী, শ্রেয়,
আর, ন্যূনতা জন্মে বা হীনতা জন্মে যা'তে
তা'ই পাপ বা সত্তাপনোদক ;
সম্ভাব্যতার আরাধনা কর
কিন্তু বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে—
তা'কে ত্যাগ ক'রে নয়কো—
সফলকাম হবে। ৩৫৭।

টোপ ফেললে যে-মাছের ক্ষুধা আছে
সেই মাছই টোপ গেলে—
ক্ষুধা না থাকলে
ঠোকায়ে ঠোকায়ে চ'লে যায়,
বড়শী গিললে টেনে উপরে তোলা যায়,
না-গিললে তোলে কি-ক'রে ?

মানুষের তেমনি ড্যাঙ্গার ক্ষুধা
অর্থাৎ মুক্তি বা ঈশ্বরের ক্ষুধা থাকলে
সদ্‌গুরু পেলেই তাঁ'কে গ্রহণ করে—
আবার, ঐ ক্ষুধা থাকলেই
আচার্য্য বা সদ্‌গুরুকে দেখেই চিনতে পারে—
মাতাল যেমন আবগারী চেনে। ৩৫৮।

জীবনীয় সম্ভাব্যতা যেখানেই দেখবে
আঁকড়ে ধ'রো তা'কে,
সহযোগী হ'য়ে
সহায়ক ক'রে তুলো সবাইকে,
সাহায্য ক'রো প্রাণপণে—
সঙ্গতি ও সামর্থ্য-মতন
পোষণ ও পূরণ-প্রবর্ত্তনাকে সঙ্গে নিয়ে
সম্বর্দ্ধনার পথে—
যা'তে তা'কে বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে পার,
নইলে, বজায়ী পরাক্রম
ব্যাহত হবে তোমার। ৩৫৯।

পারগতা সত্ত্বেও ব'সে থাক, খাও—
ধর্ম্মচিন্তার বাহানা নিয়ে দিন কাটাও,
অথচ তটস্থ ক্ষিপ্রকর্ম্মা হ'য়ে
ধর্ম্মকে প্রতিপালন কর না—
তা'র মানেই হ'চ্ছে
ফাঁকিবাজির হাতে তুমি ধরা পড়েছ—
নিজে তো গোল্লায়ের পথে চলছই,
আরো, এমন আদর্শকেই খাড়া করছ যে

তোমাকে দেখে
শক্ত যা'রা তা'রাও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মকে পরিপালন করবে না,
কথায় ধর্ম্মের বাহানা গাইতে থাকবে—
আর, এমনি ক'রে তোমার পরিবেশও
গোল্লায়ের পথে চলতে রইবে ;
তাই বলি—সাধু !
তুমি ধর্ম্ম-পথিকই হও,
আর তপস্থবিরই রও,
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মকে প্রতিপালন কর—
প্রতিপালিত হবে তুমি
তোমার পরিবেশও রক্ষা পাবে তা'তে। ৩৬০।

গৃহপালিত পশুদিগকে হত্যা করে
তা'দিগের মাংসে উদরপূর্ত্তি করে যা'রা—
প্রীতিঘাতী তা'রা,
আবার, ঈশ্বর বা দেবতা-উদ্দেশ্যে
উৎসর্গ ক'রে
তা'দের হত্যায় ভোজের আহার্য্য-উপকরণ
ক'রে থাকে যা'রা
তা'রা প্রীতিঘাতী তো বটেই—
তা' ছাড়া, যা'-কিছুরই জীবন যিনি
তাঁ'রই নামে উৎসর্গ ক'রে
সেই উৎসর্গকে আহার্য্যের সামগ্রী ক'রে
লোভসিদ্ধ করে তা'রা,
তাই, তা'রা ঈশ্বরের প্রতি দাগাবাজী করে—

প্রীতিঘাতী, দাগাবাজি, হত্যা
আন্তরিক উপাসনা তা'দের,
এবং তা'রা পেয়েও থাকে তা'ই ;
ক্রূর জীবন-চিৎকার
শঙ্কানুকম্পা, তৃষ্ণাতুর আর্ত্ত ঈক্ষণ
বীভৎস-বিক্রমে
সপরিবেশ
অভিঘাতে দীর্ণ ক'রে তোলে তা'দের—
ঐ শঙ্কাকুল আর্ত্ত চিৎকারেরই উপঢৌকনে ;
তাই, এই প্রবৃত্তি থেকে বিরত হও,
বিরত ক'রে তোলে সবাইকে,
তোমার নিজের প্রাণেরই মমত্ব-অনুকম্পায়
তা'দিগের প্রাণকেও অনুভব কর,
ঈশ্বরের স্মিত আশীর্ব্বাদ
সত্তায় সমৃদ্ধ ক'রে তুলবে তোমাদিগকে। ৩৬১।

তোমার মতবাদ বা সিদ্ধান্তকে
দর্শন ও আপ্তবাক্য সমর্থন করুক,
বিজ্ঞান সমর্থন করুক,
ইতিহাস সমর্থন করুক,
তা' ব্যক্তি-জীবনের আনাচ-কানাচ
যা'-কিছু সবগুলির
সমাধান নিয়ে আসুক—
পারস্পরিক ঔপাদানিক সামঞ্জস্যে
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি ক'রে তুলুক ;
বিষয় ও ব্যাপারের অভিব্যক্তি

সমাধান-সঙ্গতিতে
ঐ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করুক,
আর, তা' সত্তায় সম্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে
একসূত্র-সঙ্গতি নিয়ে
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠুক—
আরো' হ'তে আরোতরে
হিতী উন্নত ক'রে তুলুক,
তবে ঐ সিদ্ধান্ত বা মতবাদই
জীবনপোষণী হ'য়ে উঠবে—
তোমার জীবনে,
তোমার পরিবার-জীবনে,
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে ;
আর তাই ধর্ম্ম,
আর, তা' সবারই। ৩৬২।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে,
পূর্ব্বপূরয়মাণ প্রেরিত
বা অবতার-পুরুষদের উদ্দেশ্যে
সত্তাহিতী কোন মন্দিরই বল,
প্রার্থনা-গৃহই বল
বা শুভচর্য্যার কোন ক্ষেত্রই বল—
তুমি যে-কোন দ্বিজাধিকরণের
অন্তর্গতই থাক না,
যে-কোন প্রেরিত বা অবতার-পুরুষ
তোমার প্রীতিকেন্দ্র হো'ন না কেন,
তোমার বা তোমাদের সামর্থ্য-মত
যতদূর সম্ভব সেই অনুষ্ঠানের
সৌকর্য্য ও সুপরিচর্য্যায়

সানুকম্পী, সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতার সহিত
সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণে
যেমনতর যা' সাহায্য করতে পার
তা' করতে একটুও পশ্চাৎপদ হ'য়ো না ;
তা'তে সাহায্য করা,
সক্রিয়ভাবে নিজেকে নিয়োজিত করা
সশ্রদ্ধ অন্তরাসপূর্ণ হ'য়ে—
তা' তোমার অন্তঃকরণের
সুকেন্দ্রিকতাকেই উৎফুল্ল ক'রে তুলবে ;
মনে বুঝে রেখো,
যিনি তোমার সর্ব্বপূরয়মাণ প্রিয়পরম
তাঁ'রই বিভিন্ন প্রকট
পূর্ব্বপূরয়মাণ অন্য যে-কেহই হউন না কেন,
প্রতি প্রকটই
তোমার ঐ পূরয়মাণ প্রিয়পরমের
প্রকট উপাদান ;
কাউকে অবজ্ঞা করা
বা তা'র কর্ম্মে নিশ্চেষ্ট থাকার মানেই হ'চ্ছে,
তোমার কেন্দ্রপুরুষ প্রিয়পরম যিনি
তাঁ'কে প্রত্যক্ষভাবে অবজ্ঞা করা,—
তাই, তোমার সদিচ্ছা, সৌকর্য্য
ও শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত সৌজন্যের সহিত
সক্রিয়ভাবে
তাঁ'রই প্রতিষ্ঠান
সত্তাহিতী যা'
তা'র সেবা
তা'কে সৌষ্ঠবমণ্ডিত করা—

উদ্গাতিকেই আবাহন করা ;

অবহিত অন্তঃকরণে

সেবা-উচ্ছল উৎসুকতায়

যথাসম্ভব আত্মনিয়োগে

তা'কে উৎসারণ-প্রবণ ক'রে তুলতে

ত্রুটি ক'রো না—

ঐ আশীর্ব্বাদ তোমাকেও

উৎসারিত ক'রে তুলবে। ৩৬৩।

যে-কোন আন্দোলনই করতে যাও না কেন,

তা' যেন বৈশিষ্ট্য ও সত্তাপালী হয়,

আর, তা'কে রূপায়িত করতে গেলেই

প্রথমেই চাই সেই আদর্শ ও মতবাদে

সুনিষ্ঠ আস্থা বা বিশ্বস্তি—

সঙ্গে-সঙ্গে শ্রদ্ধার্হ লোকহিতী চরিত্র,

বাক্, ব্যবহারে সমঞ্জসা-বান্ধবতা,

আর, চাই উপচয়ী যোগ্যতা,

বোধিদক্ষ কুশলী-কৌশলী নিপুণ কর্ম্ম-প্রবণতা,

—অন্ততঃ এতটুকু যা'দের ভিতর নাই,

তা'রা যা'ই করুক না

ভ্রাম্যমাণ বিভ্রমী চলনে

বিফলতা উৎকর্ণ-উৎকণ্ঠায়

তা'দের জন্য অপেক্ষা করবেই করবে ;

তাই, সুরু থেকেই উদ্দেশ্যমাফিক

জীয়ন্ত চলনে চলৎশীল হ'য়ে চল—

'সু'-সার্থকতা লাভ করবেই কি করবে। ৩৬৪।

সত্তার সঙ্গত স্বাভাবিক গুণই হ'চ্ছে
পরিরক্ষণ, পরিপালন ও পরিস্থজন,

আর, এর ব্যত্যয়কে নিরোধ ক'রে
স্ব-এর সংবর্দ্ধনী যা'-কিছু নিয়ে
আত্মরক্ষার স্বাভাবিক অদম্য আকূতি
তা'রই অবচেতন অন্তরে
সংহত উচ্ছ্বাসে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে রয়েছে ;

তাই, তোমার যা'-কিছু বোধি-তাৎপর্য্যের সহিত
ঐ বৈশিষ্ট্যবাহী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
বিপর্য্যয়ী ব্যতিক্রম হ'তে
সংরক্ষণে যদি নিরস্ত হও—

তোমার সত্তা
স্বপন-ছবির মত বিলীন হ'য়ে
কোথায় কোন্ অনায়ত্ত অবাস্তব ভূমিতে উবে যাবে
তা'র ইয়ত্তাই নাইকো ;

তাই, বিপর্য্যয় ও ব্যতিক্রমকে
নিরোধ ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় উচ্ছল হ'য়ে চ'লে
যা'-কিছুকে চৈতন্যে
সার্থক ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
বাস্তব বোধিত্ব,

আর, ঈশ্বরে ঈশিত্বও
তোমাতে জাগ্রত অমনি ক'রে ;

তাই, অন্যায়কে নিরোধ কর—
আয়ত্তে এনে—আধিপত্যে,

—বিরোধকে বিপর্য্যস্ত ক'রে,
বোঝ, ভাব, চল। ৩৬৫।

লাখ সমীক্ষায় দাঁড়িয়ে
বোধি-চক্ষুতে দেখে
নিশ্চয় ক'রে বুঝে রেখো,—
পূর্ব্ব-পূরয়মাণ বৈশিষ্ট্যপালী
বর্ত্তমান যুগ-পুরুষোত্তম যিনি
অন্তরাসী আগ্রহপ্রদীপ্ত অনুসরণে
তাঁতে সংহত হ'য়ে
যতক্ষণ না উঠছ—
তোমাদের জীবনের পুরশ্চরণ
উৎকর্ষী অভিযানে চলতে পারবে না কিন্তু
সক্রিয় চলনে ;
পূর্ব্বতনদিগকে এই বর্ত্তমান যুগ-পুরুষোত্তমে
যতক্ষণ আবির্ভূত না দেখবে
যুগোপযোগী আবির্ভাবে
ততক্ষণ মন্থরই র'য়ে যাবে তোমরা ;
আর, ঐ বর্ত্তমানকে অবজ্ঞা ক'রে
বা তাঁ'তে উদাসীন থেকে
পূর্ব্বতন নিয়ে আকাশ-কুসুমের মত
যতই উপাসনা-তৎপর থাক না কেন,
পূর্ব্বতনের পূজা অবিধি-বিচরণেই
চলতে থাকবে—
ঈপ্সিত বিবর্ত্তন খ্যাঁদা হ'য়েই রইবে,
অঙ্গহীন হ'য়ে রইবে,
ক্রমে গ্লানিকর ভ্রান্তি-নিমজ্জিত হ'য়ে

গ্লানিরই আহুতি হ'তে হবে
বিচ্ছিন্ন ব্যাহৃতি-নখরে ;—
যতক্ষণ ঐ যুগ-পুরুষোত্তমের আবির্ভাব না হয়,
কৃষ্টি ও বিবর্ত্তন খিন্ন গতিতেই চলতে থাকে
ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতায়—
দিন যত যায় ;
তাই, পুরশ্চরণই যদি চাও,
উৎকর্ষই যদি চাও,
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধিই যদি চাও—
সংহত হ'য়ে ওঠ তাঁ'তে,
ঐ পুরুষোত্তমের
ওই-ই জীবন্ত বেদীতে
পূর্ব্বতনী সব-পূজাকে সার্থক ক'রে তোল,
পুরশ্চরণ পুণ্য-প্রবাহে
সম্প্রদায়, জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
উদ্বর্দ্ধনমুখর ক'রে তুলবে। ৩৬৬।

যা' তোমার ইষ্ট বা সদ্গুরুর
প্রসাদ-উদ্দীপক নয়,
তা' ঈশ্বরেরও নয়কো—
'কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে
গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে',
'শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা
গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন'। ৩৬৭।

মানুষের ঈশ্বরপ্রদত্ত মূলধনই হ'চ্ছে
বোধি-সমন্বিত যোগ্যতা,

এই যোগ্যতার উপচয়ী কুশল-কৌশলী ব্যবহারে
তা' আরো হ'য়ে মানুষকে
সংবর্দ্ধিত ক'রে তোলে,
আর, যে তা'কে স্থবির ক'রে রাখে—
সে বঞ্চিত হয়,
দৈন্য ও দারিদ্র্যই হয় তা'র প্রাপ্য। ৩৬৮।

যা'কেই উদ্ধার কর—
তা' তোমাকেই হো'ক
আর অন্য কাউকেই হো'ক,—
তা'র পথই কিন্তু ঐ ধর্ম্ম,—
ঐ কেন্দ্রায়ণী আদর্শপ্রাণতা
আর তদনুবর্ত্তনী আচরণ। ৩৬৯।

বিনীত অবদানী উদ্দীপনা ছাড়া
অর্থের দাম্ভিক পরিচর্য্যায়
ধর্ম্মকে ক্রয় করতে যাওয়া
ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র—
কিন্তু অর্থের বিহিত পরিপোষণী পরিচর্য্যা
কুশল-কৌশলী সেবা-সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
ইষ্টানুগ অনুসন্ধিৎসায়
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সন্ধিৎসু
পরিবেদনা-দীপনঅনুরাগে
অভ্যাস-অনুচর্য্যায়
ধর্ম্মকে চরিত্রে গঠিত ক'রে দিতে পারে
সাত্ত্বিক অভিনন্দনায়—
কেন্দ্রায়িত উপচয়ী সার্থক-সমন্বয়ে,

আর, সেখানেই
"সুখস্য মূলং ধর্ম্মঃ
ধর্ম্মস্য মূলম্ অর্থঃ" ;
তাই, অর্থ যেখানে
প্রবৃত্তি-সন্ধিক্ষুতার পরিপোষক,—
তখনই তা' নারকীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে,
আর, ঈশ্বর বা ইষ্ট-অনুচর্য্যাশীল
যেখানে তা'—
তখন সে
স্বর্গেরই অন্তঃস্রোতা আকর্ষণ। ৩৭০।

যা'রা ইষ্টনিষ্ঠ,
ঈশ্বরকে ভালবাসতে চায় অনুপ্রাণতার সহিত,
ধর্ম্মের কথা বলে,
হাতে-কলমে অনুসরণও করে কিছু-কিছু—
নিজের হামবড়াইকে বিনীত ক'রে—
ভ্রান্তিতে উদ্ধত না হ'য়ে—
সশ্রদ্ধ সক্রিয় সদ্ব্যবহারে
শুভ ইচ্ছায় পরিবেশের সহযোগী হ'য়ে—
ভেদবুদ্ধির গণ্ডী এড়িয়ে
মহামানবদের প্রতি সশ্রদ্ধ অভিনন্দনায়,—
ঈশ্বর ও ধর্ম্মের কথা যদি শুনতে চাও
তাঁ'দের নিকটে শুনো—
মিষ্টি লাগবে,
চলতেও চেষ্টা ক'রো এক-আধ পা ঐদিকে ;
সাবধানে থেকো—

ধর্ম্মের ঔদ্ধত্যপূর্ণ
আত্মম্ভরি ভ্রান্ত পরিবেষণ থেকে,
তা'তে গা ঢেলে দিও না,
তাহ'লে ভ্রান্তিই হ'য়ে উঠবে
তোমার ধর্ম্মপথ। ৩৭১।

ধর্ম্মজগতে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণই হ'চ্ছে,—
'আমি আছি,' অতএব আমার সত্তা আছে—
প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে,
তাই, যা'রা আছে সবারই সত্তা আছে—
নিজস্ব প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে,
আর, স্বতঃসিদ্ধ অনুমানই হ'চ্ছে—
'আমি আছি'
তাই, আমার থাকার কারণ আছে
বা স্রষ্টা আছেন,
আর, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ঈশ্বর,
আবার, এই সত্তাকে ঈশ্বরে কেন্দ্রায়িত ক'রে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক সম্বর্দ্ধনায়
বিবর্ত্তনে চলন্ত ক'রে ধ'রে রাখে যা'
তেমনতর ভাবা, বলা, করাই হ'চ্ছে ধর্ম্মাচরণ,
এই ধর্ম্মের প্রকার নেই—
কিন্তু বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পরিধি আছে। ৩৭২।

জৈবী-সংস্থিতির অন্তর্নিহিত
জীবনপ্রবাহ যখনই
প্রবৃত্তির আপূরণ-অভিভূতি নিয়ে চলে
তখনই সত্তা শোষণ-শঙ্কিত হ'য়ে

সঙ্ঘাত-সঙ্কুলতায়
মানুষের জীবন কন্টকাকীর্ণ হ'য়ে ওঠে,
প্রবৃত্তির ঔদার্য্য-বাহানায়
অবজ্ঞা, অজ্ঞানতা, অনাস্পৃষ্টির
অভিযানে চলতে থাকে,
বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, কলায়, শিল্পে
ঐ ওরই অনুসন্ধানে
বিচিত্র ও বিকৃত প্রলোভন
সৃষ্টি করতে-করতে,
আর, ঐ কন্টকাকীর্ণ সংঘাত
সত্তাকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
তখন মানুষের ভিতর
হাহাকার ঠেলে ওঠে,
তখনই সত্তাপরিপোষণীর খোঁজে
মানুষ সন্ধিৎসু চীৎকারে চলতে থাকে,
সে আর্ত্তের মত ব'লে ওঠে—
'ধরে তোল কে আছ কোথায় ?
আর তো বাঁচি না বাবা !'
তখন যেখানে আশার বাণী,
আশার সেবা, আশার তপস্যার
যাজ্ঞিক আহুতি দেখতে পায়—
আকৃষ্ট হ'য়ে ওঠে মানুষ সেইদিকেই,
সত্তাপোষণী সম্বর্দ্ধক প্রগতি-চলনে
মানুষ তখনই উদ্‌গ্রীব পদক্ষেপে
চলতে সুরু ক'রে দেয়—
বাঁচতে, বাড়তে—
স্বস্তির সামগানের মহড়া দিতে-দিতে—

তা'রই আবাহন-উন্মত্ত হ'য়ে,
স্বস্তি ও শান্তির আসনে উপবিষ্ট হ'য়ে
আবির্ভূত হ'তে থাকে ক্রমেই,
স্বর্গ নেমে আসতে থাকে মর্ত্ত্যে
অমনি ক'রেই,
প্রবৃত্তির অভিভূতিতে না প'ড়ে
তা'র শাসক ও অধীশ্বর হ'য়ে
তা'রা যা'-কিছুর নিয়ন্ত্রণ-তৎপরতায়
দেবত্বে কৃতী হ'য়ে ওঠে তখনই। ৩৭৩।

প্রবৃত্তি-অভিভুত দুর্ব্বল অহং
স্বার্থ-প্রলোভন ছাড়া
কাহাতে বা কিছুতে
যুক্ত হ'তে পারে না,
আবার, ঐ প্রলোভনের পরিপুষ্টি
যেখানে যেমনতর—
আগ্রহ-উদ্দীপনাও সেখানে তেমনতর তা'দের
ঐ অনুবর্ত্তনে,
তাই, ব্যর্থতার উপহাসই হ'য়ে ওঠে
সেই অনুরাগের মুহ্যমান অভিনন্দনা
ও উপঢৌকন। ৩৭৪।

অতীত পূর্ব্ব-পূরয়মাণ যাঁ'রা
তাঁ'রা উদ্ঘাটিত হন—
তাঁ'দের বাস্তব বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্য নিয়ে,
পূর্ব্ব-পূরয়মাণ বর্ত্তমানের ভিতর-দিয়ে,
তাই, যা'রা বর্ত্তমানকে অবজ্ঞা ক'রে

পূর্ব্ব-পূরয়মাণদের কাউকে
অবলম্বন ক'রে চলে
তা'দের কাছে তাঁ'রা উদ্ঘাটিত না হ'য়ে—
প্রবৃত্তিপ্রলোভী দৃষ্টিভঙ্গীর কদর্থবাহিতায়
ক্রমশঃ গ্লানির সৃষ্টি হয় ;
ঐ পূর্ব্ব-পূরয়মাণ বর্ত্তমান যিনি
তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণী দিব্যচক্ষুতে
তাঁ'দের কথা, ব্যবহার
ও তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন ক'রে
আবৃত স্রোতকে উৎসারিত ক'রে
মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন,
মনে কর, বাংলার ভগবান রামকৃষ্ণদেব—
তাঁ'র ভিতর-দিয়ে
তাঁ'র অনুধ্যানে
হজরত রসুল, ভগবান খ্রীষ্ট,
ভগবান বুদ্ধ, ভগবান শ্রীচৈতন্য
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
যথা-তাৎপর্য্যে
আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হ'য়ে পড়েন—
সত্য, শিব ও সুন্দরের
বাস্তব উদ্বোধনে
চরিত্র ও ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে,
তাঁ'কে বাদ দিয়ে আমরা যদি
এটা প্রত্যাশা করি—
এর পরিবর্ত্তে
আবর্জ্জনাই সংগ্রহ ক'রে নিয়ে চলতে হবে,
শাস্ত্র আমাদের আত্মঘাতী শয়তানের

শস্ত্র হ'য়ে উঠবে অনতিদূরেই,
তাই, বর্ত্তমানকে না ধ'রে পূর্ব্বতনের অনুসরণ
প্রবৃত্তি-অভিভূত অবিদ্যারই অনুসরণ—
বঞ্চনার দাম্ভিক আহুতি,
—তাই তা' অপরাধ ;
আবার, যতই তাঁ'কে সার্থক তাৎপর্য্যে
শ্রদ্ধার্হ ক'রে পরিবেষণ করবো—
গণ-অন্তরের কানায়-কানায়,
পূর্ব্বতন অনাবিল প্রতিষ্ঠায়
ততই প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে উঠবেন পরম-তাৎপর্য্যে,
আর, সঙ্কীর্ণ-স্বার্থী
প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় অভিভূত হ'য়ে
ব্যত্যয় ঘটাব তা'র যতই—
ঐ লোক-উদ্ধাতা হ'তে বঞ্চিত হব ততই,
আমাদের সম্প্রদায়, আমাদের সমাজ,
আমাদের রাষ্ট্র
বিপর্য্যয়ী সংহতিহারা হ'য়ে
অধঃপাতের দিকে চলতে থাকবে ততই। ৩৭৫।

কোন সম্প্রদায়ের কেউ
যদি কোনপ্রকার
বৈশিষ্ট্য-বিপর্য্যয়ী, ব্যভিচার-বিসৃজী,
সত্তা ও সংহতি-অপলাপী অপকর্ম্ম ক'রে
তা'র শাসনকে এড়াতে
অন্য কোন সম্প্রদায়ের
অন্তর্ভুক্ত হ'তে চায়—
ঐ অপকর্ম্মকে জীইয়ে উপভোগ-তৎপর থাকতে,

আর, কোন সম্প্রদায় যদি
পরিশুদ্ধ না-হওয়া সত্ত্বেও
সেই অপকর্ম্মাকে আশ্রয় দিয়ে
তা'র পরিপোষণ করে,
সমর্থন ও সংরক্ষণ করে
—তা' লোক-সত্তার বিক্ষোভী সংস্থা
ধর্ম্ম বা কৃষ্টির মুখোস-পরা
শয়তানেরই অনুচর—
পুণ্যের নয়কো তা',
পাতিত্যেরই অগ্রদূত,
কারণ, ধর্ম্ম বা পূরয়মাণ আদর্শ,
প্রেরিত বা অবতারদিগের
কোন কাঁহারও দোহাই দিয়ে—
তাঁ'কে কেন্দ্র ক'রে—
যেখানে যে-সংস্থাই পরিচালিত হো'ক,
সেখানে ঐ আদর্শানুগ নীতির বৈকল্যকে
প্রশ্রয় দেওয়া মানেই
তাঁ'দের নামকরণে
পাতিত্যকেই প্রশ্রয় দেওয়া,
ইহা নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি
এবং তৎকেন্দ্রবর্ত্তী প্রেরিত-পুরুষদের প্রতি
বিশ্বাসঘাতকতা—
ঈশ্বর ও প্রেরিত-পুরুষদের বিরুদ্ধে
শয়তানেরই বিরোধ ঘোষণা। ৩৭৬।

যে ধর্ম্ম বা মতবাদ
ঈশ্বরে আত্মোৎসর্গ করাকে

সমর্থন করে না

এবং তৎকেন্দ্রিকতায়

সক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণকে

প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে না—

আরো পূর্ব্ব-পূরয়মাণ অবতার, প্রেরিত

ও তাঁ'দিগকে কেন্দ্র ক'রে

যে-সমস্ত সংস্থা সৃষ্টি হ'য়েছে

তা'দের প্রতি অসহযোগিতা,

ভেদ, বিদ্বেষ, অসূয়াপরবশতা

ও ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে—

একত্বানুধ্যায়ী বৈশিষ্ট্য-পরিপালী আত্মশুদ্ধি

ও সদাচারী সহযোগিতাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে—

তা' কিন্তু পরমার্থ বা পুণ্যের নয়কো,

তা' শান্তি ও সহযোগিতার

ঘোষণা নয়কো,

স্বস্তি-নিস্যন্দী শান্তিবাণী নয়কো,

তা' ঈশ্বরের অমৃত-আকর্ষণী নয়কো। ৩৭৭।

যা'রা ঈশ্বরকে খণ্ডিত-তাৎপর্য্যে স্থাপন করে

বা অস্বীকার করে

—পূর্ব্ব-পূরয়মাণ প্রেরিত

বা অবতার-পুরুষদিগকে স্বীকার করে না

বা তাঁ'দের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে,

পূর্ব্ব-পূরয়মাণগণ

পূরয়মাণ বর্ত্তমানে অন্তর্নিবিষ্ট—

এমনতর ভাবতে যা'রা নারাজ,

যা'রা তাঁ'দের প্রবর্ত্তিত পন্থাকে

ঘৃণা বা দ্বেষ-চক্ষুতে দেখে ও বলে
ও করেও তেমনতর—
অপর পন্থী ও সম্প্রদায়ে
সহযোগহারা সেবা-বিমুখ
এবং তা'দিগকে আত্মীয় বা নিজস্বের মত
ব্যবহার করে না—
বিপদে, বিপর্য্যয়ে, ব্যাহতিতে, ব্যোমোহে,
উৎকর্ষ-উদ্দীপী প্রত্যেকটি সম্প্রদায়-সম্বন্ধে
সামঞ্জস্য-সম্পন্ন একত্বানুধ্যায়ী নয় যা'রা
—আত্মবোধে— বাস্তব সক্রিয়তায়,
সত্তাসম্বর্দ্ধনী চলনার
বিপরীত-গতিসম্পন্ন হ'য়ে
কথায়-কাজে তা'রই অভিব্যক্তি নিয়ে চলে,
যা'রা অসংস্কৃত থাকা
অসংস্কৃত বলা
অসংস্কৃত চলার বাহাদুরী নিয়েই
জলুস বিকিরণ ক'রে
আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে চায়,
—বাস্তবতায় তা'রাই ম্লেচ্ছ,
তা'রাই হেদেন,
তা'রাই কাফের,
তা'দের কূটপ্রভাবে আত্মবিলয় না ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্ব যদি
এই-জাতীয় পঙ্কিলমনাদিগকে
উৎকর্ষে উদ্বুদ্ধ ক'রে
সেই ভাগবতী মহাপ্রজ্ঞায়

উদ্বোধিত ক'রে তুলতে পারে
সক্রিয় উদ্দীপনায়,—
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ
তোমার অন্তরের প্রেরণাকে
প্রসারিত ক'রে
সার্থক ক'রে তুলবে সুনিশ্চিত । ৩৭৮ ।

যে-কোন ধর্ম্ম-সংস্থাই হো'ক
বা দ্বিজাধিকরণই হো'ক
তা' যে-কোন পূরয়মাণ প্রেরিতপুরুষে
কেন্দ্রায়িত হো'ক না—
ঐ পন্থীদের নিজেদের ভিতরই হো'ক,
বা অন্যের ভিতরই হো'ক,
আক্রোশ বা বিদ্বেষবশতঃ
যা'রাই যা'দিগকেই
অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও রক্তমোক্ষিত
করুক না কেন,
তা'রা ঐ অবতার, প্রেরিত
বা কেন্দ্রপুরুষদিগকেই
অপমানিত ক'রে থাকে,
লাঞ্ছিত ক'রে থাকে,
তাঁ'দের প্রত্যেককেই রক্তমোক্ষিত ক'রে তোলে,
কারণ, প্রত্যেকটি অবতার বা প্রেরিতপুরুষ
প্রত্যেকেরই বিভিন্ন প্রতীক—
আধ্যাত্মিক একরুহবাহিতায়,
আবার, পূর্ব্ব-পূরয়মাণ
বর্ত্তমান প্রেরিত বা তথাগতে

পূর্ব্বতনরা বোধি-তাৎপর্য্যে
জীয়ন্ত থাকেন,
তাই, বর্ত্তমান যিনি
তিনি পূর্ব্বতনদিগেরই সাকার বিগ্রহ,
তাই, তাঁ'র উপাসনাই
তাঁ'দের উপাসনা,
তাঁ'র অবমাননাই
তাঁ'দের অবমাননা,
এবং তাঁ'দের অবমাননার ফলে
অন্তরের আত্মিক শক্তি
বিক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠায়
দীর্ঘ নিঃশ্বাসে
দীর্ণ অভিভূতিতে ম্রিয়মাণ হ'য়ে চলে,
আর, ধর্ম্ম সেখানে ধৃতিহারা,
বিক্ষুব্ধ ও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
আবার, শয়তান সেখানে
সহাস্য, দাম্ভিক বৈজয়ন্তীতে
ক্ষয়মুখর অভিযানে চ'লতে থাকে—
স্বর্গ শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে সেখানে,
আর, নরক রঞ্জিত বদনে
এগিয়ে আসে ততই। ৩৭৯।

এমন যদি কোন অধর্ম্ম থাকে
যা' নাকি ধর্ম্মকেই প্রতিষ্ঠা করে,
জীবনকে রক্ষা করে,
বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত ক'রে তোলে—
তা' কিন্তু ধর্ম্মই,

এমন যদি কোন মিথ্যা থাকে
যা' নাকি ভূতহিতী
ও সত্তাকে সংস্থ, সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ
ক'রে তুলতে পারে—
তা' কিন্তু সত্য,
এমন যদি কোন হিংসা থাকে
যা' অহিংসাকেই প্রতিষ্ঠা করে—
মানুষকে অভীঃ-উচ্ছল ক'রে
স্বস্তিকে রাখতে পারে—
তা' কিন্তু অহিংসাই ;
এমন যদি কোন অপকর্ম্ম থাকে—
যা' নাকি মানুষকে
সুস্থ, সবল, সহযোগী
ও সুকেন্দ্রিক সংহত ক'রে তোলে—
তা' অপকর্ম্ম নয়, সুকর্ম্ম। ৩৮০।

যে ধর্ম্মের ধৃতি নাই—
যা' অন্য ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে বিদ্বেষপরায়ণ,
উপাসনার আনুষ্ঠানিক রকমকে
বিদ্রূপ করে,
অবতার বা প্রেরিত-পুরুষদিগকে
বিদ্বেষী ভেদচক্ষে দেখে,
ঈশ্বরের নামে
জাহান্নমের দিকে প্ররোচিত করে—
তা' ধর্ম্ম নয়—অধর্ম্ম,
আবার, যে-সত্য বা যে-অহিংসা
সংহারকে আমন্ত্রণ করে, তা' অসৎ। ৩৮১।

যে-ধর্ম্ম, সাধুত্ব বা অহিংস-ভাব
সত্তাপরিপন্থী, সম্বর্দ্ধনা-সংঘাতী,
লোকক্ষয়ী, নিরাকরণ-শিথিল—
তা' সর্ব্বনাশা
ও সৎ-মুখোসী শয়তানের তুক,
ঘৃণ্য—নিন্দনীয়,
তা' মৃত্যুতে অহিংস—
পরোক্ষতঃ জীবনে সহিংস স্বতঃই ;
বোঝ, নজর রেখো,
তা'কে অনুসরণ করতে যেও না—
সর্ব্বনাশ সৌজন্য-সংহতিতে
সপরিস্থিতি তোমাদিগকে
জাহান্নমের দিকে এগিয়ে দেবেই কি দেবে। ৩৮২।

ধর্ম্মাচরণ মানুষকে
তা'র পরিবেশ নিয়ে
সংহত তো ক'রে তোলেই—
সত্তায়—সম্বর্দ্ধনায়,
আত্মানুসন্ধিৎসু সেবা-সহযোগী উৎসারণায়
সম্বুদ্ধ ক'রে প্রতিপ্রত্যেককে—
আরো, সংশ্লেষী বিশ্লেষণে
পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেককে
পর্য্যালোচনায়
তা'র অন্তর্নিহিত সত্ত্বকে নির্দ্ধারণ ক'রে
লোক-কল্যাণী পরিপালন, পরিপোষণ,
পরিরক্ষণের লওয়াজিমা
সংগ্রহ ক'রে থাকে,

মানুষকে ক'রে তুলতে চায় সে
'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—
পূরয়মাণ আদর্শ-পুরুষে সশ্রদ্ধ-অনুরাগে
কেন্দ্রায়িত ক'রে
সক্রিয় সম্বর্দ্ধনী নিয়ন্ত্রণে,
এমনি ক'রেই সে বিবর্ত্তনের দিকে
পা ফেলে-ফেলে
এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে
বৈশিষ্ট্যপালী শিষ্ট সমাহারে। ৩৮৩।

ধর্ম্মকে পরিপালন কর,
ধর্ম্মকে আয়ের উপকরণ ক'রে নিও না—
ঐ পরিপালিত ধর্ম্মই
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের
অধিকারী ক'রে তুলবে তোমাকে। ৩৮৪।

ঠিক যেন মনে থাকে দৃঢ় প্রত্যয়ে—
ব্যষ্টি-জীবনেরই হো'ক,
সম্প্রদায়-জীবনেরই হো'ক,
সমাজ বা রাষ্ট্র-জীবনেরই হো'ক,
তা'র সুষ্ঠু ও বৈশিষ্ট্য-বর্দ্ধনী
উৎকর্ষী চলন কোন উপায়ে
কোথাও ব্যাহত হ'লেই
প্রবৃত্তির আপূরণী সন্ধিক্ষুতার ফাঁদে
সে পড়বেই কি পড়বে,
আর, তা'র ফলে
অপকর্ষী বিভ্রান্তি-প্রাণতায়

আত্মম্ভরি বিচ্ছিন্নতা নিয়ে
অধঃপাতের দিকে ছুটবেই কি ছুটবে,
জগৎ কোথাও থেমে থাকবে না,
যে-দিকেই হো'ক
তা'র চলন সে অব্যাহত রাখবে,
তাই, তোমার বা তোমাদের যা'-কিছু সবকে
উৎক্রমণ-পরায়ণ ক'রে
উৎকর্ষী অভিযানে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল,
—আশীর্ব্বাদ
উৎকর্ষী-আন্দোলনে নন্দিত হ'য়ে
তোমাদিগকে আলিঙ্গন করবে। ৩৮৫ ।

ধর্ম্ম চায় যা'-কিছুকে
একমুখীন সার্থক-সঙ্গত সমাবেশের ভিতর-দিয়ে
সম্বর্দ্ধনায় নিরন্তর ক'রে তুলতে—
সাত্ত্বিক ধৃতি-সম্বেগে
সর্ব্বতোভাবে,
তাই, যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং
বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ। ৩৮৬ ।

রক্তে যা'দের নিষ্ঠা নাই,
গোত্র যা'দের অবজ্ঞাত,—
কৃষ্টিই তা'দের কলুষিত,
ধর্ম্মপরায়ণতা তা'দের
ভাঁওতাবাজী ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৩৮৭ ।

ধর্ম্ম যেন তোমাদিগকে
অন্ধ ক'রে না তোলে--
অন্ধ-ধর্ম্মী হ'য়ে উঠো না তোমরা,
প্রবৃত্তির আবরণ থাকলেও তা' ভেদ ক'রে
ধর্ম্ম যেন তোমাদিগকে
দীর্ঘ-দৃষ্টিসম্পন্ন ক'রে তোলে—
নিজের পূরয়মাণ সাংস্কৃতিক দাঁড়ায়
সুনিষ্ঠ অচ্যুত রেখে,
ভূতের অন্তর ভেদ ক'রেও
যেন তোমরা ভবিষ্যৎকে চাক্ষুষ করতে পার
যা'তে সত্তা-সংহতি
সুদৃঢ় চলৎশীল হ'য়ে চলে। ৩৮৮।

শিশ্নোদর-পরায়ণতার বুভুক্ষু সঙ্গীতে
প্রমত্ত হ'য়ে ওঠে না
এমনতর মানুষ বিরলই দেখতে পাওয়া যায়,
—বিশেষতঃ অল্পবোধি, শ্লথকর্ম্মা,
দারিদ্র্যদুষ্ট, প্রলোভনলুব্ধ যা'রা
তা'রা তো প্রায়শঃ,
কিন্তু বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলার উপচয়ী
যদি কিছু না থাকে তা'তে—
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই দুর্ব্বল ও নিগড়বদ্ধ
হ'য়ে উঠতে পারে কিন্তু,
কারণ, এতে তা'রা প্রবৃত্তি-অভিভূত,
ক্রূরকর্ম্মা, বিকৃতশ্রমী
ও লোভপ্রবণ পরশ্রীকাতরতায় আবিষ্ট হ'য়ে
সমঞ্জস, সিদ্ধান্তহারা

হিতাহিতজ্ঞানশূন্য
গণ ও আত্ম ঘাতী হ'য়ে ওঠে,
তা'ই, আত্মতান্ত্রিকতার অভাবে
শৃঙ্খল-পরবশ হওয়া ছাড়া
গত্যন্তর থাকে না ;
তোমার সত্তা যা'তে
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে
উন্নতিপর হ'য়ে চলতে পারে
সব দিক্ দিয়ে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
একটা লীলায়িত উপভোগ-উৎফুল্ল চলনে
বিবর্দ্ধনের দিকে—
তা'ই কিন্তু তোমার ধর্ম্ম,
—তা'তে পরিপোষিত হবে,
পরিপূরিত হ'বে,
পরিরক্ষিত হবে—
একটা পুষ্টিপ্রদ, সহযোগী সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
সপরিবেশে,
আর, তা' যদি না চাও
সর্ব্বনাশের ডাইনী ডাক
চৌম্বক আকর্ষণে
তোমাকে নাগপাশে বদ্ধ ক'রে
অবসানপন্থী ক'রে তুলবে নির্ঘাত ;
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে যদি ভালবাস,
সত্তাকে যদি ভালবাস,
যোগ্য হ'তে হবে তোমাকেই

উপচয়ী শ্রমকুশল তপস্বী চলনে—
ভাল-মন্দের সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
বহুদর্শী প্রজ্ঞা আহরণ করতে-করতে,
নয়তো, নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে
অন্যেরই আহার্য্য হ'য়ে
তা'রই পরিপুষ্ট জীবনে
খাদ্যের মতন
সেই শরীরকে আশ্রয় ক'রে
বেঁচে থাকতে হবে,
বুঝে দেখ—
যা' ভাল বোঝ—করবে তা'ই। ৩৮৯।

মেয়েই হোক
পুরুষই হোক—
যা'রা বিকৃতি-অভিদীপ্ত,
প্রীতি-উচ্ছল সম্বেদনায়
শিষ্ট উদ্যমে
তা'দিগকে সুকৃতিলুব্ধ ক'রে তোল,
এই লুব্ধ জীবিকা যেন
তা'দের পরিবেশকেও
সুকৃতিশীল ক'রে তোলে;
দুঃশীল, দুরদৃষ্ট যা'রা
তা'রাও যেন
কুৎসিত যা'-কিছুকে এড়িয়ে
মানসদীপ্তির সুঠাম উদ্দীপনায়
ক্রমতাৎপর্য্যে
সুষ্ঠু সম্বেদনী তৎপরতায়

সংলুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
কৃতিদীপী তাৎপর্য্যে যেন
অমনি ক'রেই
তৎস্নাত ক'রে
শুভশিষ্ট ক'রে তোলে। ৩৯০ ।

টাকা-পয়সার ভুখা হ'তে যেও না,
তা'তে জীবনদীপ্তি
উচ্ছল হ'য়ে চ'লবে না,
মানুষের ভুখা হও,
মানুষকে
বিশেষ দীপ্তিতে
দীপান্বিত ক'রে তোল,
প্রীতি-উচ্ছল হ'য়ে
তুমি তা'দের দরদী হও,
তারাও তোমার দরদী হ'য়ে উঠুক,
লোকরঞ্জন-তাৎপর্য্য
তোমাকে দীপ্ত ক'রে তুলুক,
উচ্ছল ক'রে তুলুক,
পবিত্র ক'রে তুলুক—
সমস্ত ব্যাপারে ;
দেখবে—
লক্ষ্মী
চলায়মান তাৎপর্য্যে
তোমাকে হরদম অনুসরণ ক'রছে,
ঐশ্বর্য্যের বিভূতি
উচ্ছল হ'য়ে উঠছে—

আন্তরিক অনুবেদনী তাৎপর্য্য নিয়ে
প্রীতিস্রোতা হ'য়ে। ৩৯১।

আস্তিক্যবুদ্ধি না থাকলে
অস্তির অনুসন্ধান
অসুস্থই হ'য়ে থাকে। ৩৯২।

যা'রা ঈশ্বরকে মানে,
আদর্শ-পুরুষকে মানে,
ধর্ম্মকে মানে,
অনুসরণ করে সাধ্যমত,—
তা' সত্ত্বেও তা'দের যা'রা
ম্লেচ্ছ, কাফের বা হেদেন ভাবে বা বলে—
বুঝতে হবে সেই তা'দের মধ্যে
ম্লেচ্ছ, কাফের বা হেদেন-ভাবেরই
অভিব্যক্তি বেশী—
এক-লহমায় তা'রা দুষ্কর্ম্মপ্রবণ হ'তে পারে। ৩৯৩।

প্রীতি ও সেবায়
তোমার অধিদেবতা বিস্তার লাভ করবে,
যোগ্যতার শক্তিমত্তা
করবে তা'র সম্বর্দ্ধনা,
আর, সত্যনিষ্ঠ সদাচারে
তোমার সত্তাকে সত্ত্বে
নিরন্তর ক'রে তুলবে। ৩৯৪।

প্রীতিমুখর সন্দেশদীপ্ত হৃদয়ে
আলাপ, অনুচর্য্যা ও আত্মীয়তা ক'রো তুমি

সবার সঙ্গে—
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তৎপরতা নিয়ে,
শিষ্টদ্যোতন সতর্ক তাৎপর্য্যে। ৩৯৫।

বন্ধুত্ব কর তা'দের সাথে—
যা'রা সর্ব্বতোভাবে তোমাকে ভালবাসে
এবং তুমিও তা'দের ভালবাস,
তখন তা'ই-ই হয় একত্ববোধ। ৩৯৬।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ যদি থাকে—
আর, সে-অনুরাগ যদি
নিজেকে তদ্বিষয়ে
মত্ত ক'রে তোলে—
সার্থক তৎপরতায়
যদি তা'র বিহিত সন্দীপনী দীপ্তি
অন্তরে উচ্ছল হ'য়ে চলে,—
তবে ঐ মত্তসন্দীপনী ক্রমতাৎপর্য্যে
তা' অন্তরে উদ্ভাবিত হ'য়ে
দীপ্ত হ'তে থাকে,
আর, তা'র জেল্লা ক্রমে
বাইরেও ব্যক্ত হ'য়ে ওঠে—
প্রীতি-উচ্ছল তৎপরতায়। ৩৯৭।

সত্তাশৌর্য্য-সন্দীপনা যদি থাকে—
প্রীতিদীপ্ত বোধতাৎপর্য্যে
তা' উচ্ছল হ'য়ে উঠে
সমস্ত তাৎপর্য্যকে বিভাবিত ক'রে

তা'কে দীপ্ত ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
চাই—
প্রীতি-উচ্ছল তৎপরতা,
প্রীতিদীপ্ত উদ্দীপনা,
শিষ্টসুন্দর স্বস্তিদীপ্তি। ৩৯৮।

পরিপোষণী চাই,
পরিপূরণী চাই,
পরিবর্দ্ধনী চাই—
উৎকর্ষী উপচারে,
কিন্তু অপকর্ষী যা'—
পরিধ্বংসী যা'—
তা' হ'তে যথাসম্ভব দূরেই থাকতে হয়—
ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রমকে নিরোধ ক'রে—
সামর্থ্যে যেমন কুলায় তেমনি ক'রেই। ৩৯৯।

তমসবিদারী
দীপ্ত উচ্ছল তৎপরতা
যেমন জীবনকে
দ্যোতমুগ্ধ ক'রে তোলে,
মানুষকে শিষ্টসুন্দর ক'রে
সৌষ্ঠবসমন্বিত ক'রে তোলে,—
তেমনি তোমাদিগকেও
উচ্ছল ক'রে তুলুক,
প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের
দরদী হ'য়ে
সবাইকে

সুন্দর প্রদীপ্ত ক'রে তোলে—
স্নদীপ্ত তাৎপর্য্যে,
সকলের অন্তঃকরণকে
যেন উচ্ছল ক'রে তোলে—
শিষ্ট সুন্দর কৃতি-তৎপরতায়,
আত্মীয়স্বজন যে যেখানে থাকুক—
প্রত্যেকে প্রত্যেকের হ'য়ে
দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
আশ্রয় হ'য়ে ওঠ—
শিষ্ট তাৎপর্য্যে,
সবাইকে সুন্দর ক'রে তোল,
সকলের দরদী
সকলে হ'য়ে ওঠ। ৪০০।

জীবনকে উচ্ছল ক'রে তোল,
এই হৃদয়কে সম্বৃদ্ধ ক'রে
সব যা'-কিছুকে উচ্ছল ও উদ্দীপ্ত ক'রে
সবাইকে স্নদীপ্ত ক'রে তোল,
আর, এই শুভশ্রী অনুচলন
যেন আমাদের প্রত্যেক অন্তরকে
সম্বেগদীপ্ত ক'রে তোলে,
আমরা চাই—
প্রত্যেক অন্তঃকরণ
প্রত্যেক হৃদ্‌দীপালীকে
স্নদীপ্ত ক'রে উচ্ছল ক'রে তুলুক;
তা'ই চল,

তা'ই কর,
তা'ই নাও,
আর, এমনি ক'রেই
তা'কে প্রদীপ্ত ক'রে তোল,—
যা'তে সবাইকে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পার,
শুভদীপী করে তুলতে পার,
আর, সব যা'-কিছু
সব সম্বেগকে
সন্দীপ্ত তাৎপর্য্যে সুদীপ্ত ক'রে
সব অন্তরকে শিষ্ট ক'রে তুলুক;
তাই, দুনিয়ায়
ইষ্টীচলন যা'-কিছু আছে সবগুলিকে
শিষ্ট ক'রে নাও,
সুন্দর ক'রে নাও,
তাই, কর, ধর,
আর, সব যা'-কিছুকে উচ্ছল ক'রে চল। ৪০১।

যে-কোন ধর্ম্মসংস্থা
বা দ্বিজাধিকরণই হো'ক না কেন—
যা' পূরয়মাণ অন্যান্য সংস্থায়
বিদ্বেষ পোষণ করে,
কাউকে ছোট করে,
কাউকে বড় করে,
অবতার বা প্রেরিত-পুরুষগণের মধ্যে
ভেদ সৃষ্টি করে
বা উচ্চ-নীচ ক'রে ব্যাখ্যা করে,
তাঁ'দের বাণী ও সংস্কৃতিকে

নিজের প্রবৃত্তি-অনুপাতিক
ব্যত্যয়ী ব্যাখ্যায় পরিবেষণ করে,
ঈশ্বরকে দ্বয়ীভাবে আখ্যা দেয়,
যে-ধর্ম্ম বা মতবাদ পঞ্চবর্হিকে স্বীকার করে না,
সপ্তার্চ্চি প্রতিপালনে বিমুখ,
ঈশ্বর বা পূর্ব্ব-পূর্য্যমাণ প্রেরিতের প্রতি
আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনে
নিয়ন্ত্রণ-পরাঙ্মুখ,
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে
সমষ্টিকে সম্বর্দ্ধনা করার বালাই যা'তে নাই,
সত্তা ও ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে না—
এমনতর প্রাণহীন বিকৃত
আনুষ্ঠানিক আতিশয্যকেই
যা' মুখ্য ধ'রে নেয়,
জনন-নীতিতে কৌলিক সংস্কৃতি-অনুপাতিক
অনুলোম বা প্রতিলোম
গ্রহণ বা বর্জ্জনের
ধান্ধা যেখানে নাই,
যা' ভূমা-উদ্দীপী নয়,
অব্যয়ী প্রজ্ঞার অন্তরায়ী
বিদ্বেষপ্রসূ বিকৃত জ্ঞানের আমন্ত্রক,
ভেদ, বিপর্য্যয় ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির স্রষ্টা,
প্রবৃত্তি-অভিভূতির ঔদার্য্যপূর্ণ যন্ত্র,
—এমনতর সংস্থা বা দ্বিজাধিকরণ
বা তা'র নায়ককে
অনুসরণ করতে যেও না—

সে-অনুসরণ ধর্ম্মসিদ্ধ হবে না,
বিধিনিঃসৃত সত্তা-সম্বর্দ্ধনী নয় তা',
তা' শয়তানেরই সম্মোহনী আকর্ষণ,
তা'তে ঠকবে,
বিভ্রান্তির কবলে হাবুডুবু খেয়ে
পরিবেশকেও মজাবে। ৪০২।

আসল কথা—
যদি শ্রেয়-সন্দীপনাই চাও,
তবে তোমার পূর্ব্বতনদের
বোধ-বিবেচনা-সমীক্ষাকে না ভুলে
তা'কে ওতেই বিনায়িত ক'রে
আরোর দিকে এগিয়ে চ'লতে থাক—
শিষ্টসুন্দর কৃতি-উচ্ছল তৎপরতায়,
নয়তো, তোমার
এমনতর পদস্খলন হ'তে পারে—
যা'তে ব্যক্তিগত সংহতি
পারিবারিক সংহতি
জাতীয় সংহতি
সব যা'-কিছু
খান-খান হ'য়ে ভেঙ্গে প'ড়বে,
ফলে, আসবে—
দুর্ব্বলতার মরুদীপ্ত উৎসর্জ্জনা
বা ব্যতিক্রমী তৎপরতা। ৪০৩।

জীবন-উৎস যিনি—
সৌষ্ঠবশীর্ষ তিনি,

তিনিই ভগবান,
তিনিই ভজমান ;
যদি বেঁচে থাকতে চাও,
শিষ্ট হ'য়ে ওঠ তাঁ'তে—
সৌষ্ঠবসমন্বিত অনুচলনে,
জীবনকে যদি শিষ্ট ক'রতে চাও—
ভগবানে অকাট্য নিষ্ঠা রাখ,
করও তেমনি। ৪০৪।

ভগবানে ফাঁকিবাজি নাই,
ঈশ্বরে ফাঁকিবাজি নাই,
আছে কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যের
শিষ্ট সমাধান ;
এর ব্যাহতি-উন্মাদনা
জীবন-চলনাকে ব্যর্থ ক'রে তোলে,
তাই, তা' হচ্ছে শয়তানী তৎপরতা ;
কিন্তু কৃতিদীপ্তিতে উচ্ছলতা আসে
মহৎ উদ্যমে। ৪০৫।

কেহ যদি পূরয়মাণ প্রাজ্ঞ
প্রেয়-আচার্য্য বা সদ্‌গুরু-সন্নিধানে
দীক্ষিত হ'য়েও
ঔদ্ধত্য ও প্রবৃত্তি-সংঘাতে
ব্যভিচার-জৃম্ভণে
বিচ্ছিন্ন বিচ্যুতি লাভ ক'রে
অন্য আচার্য্যের কাছে দীক্ষিত হয়,
আর, সে-আচার্য্য যদি

তা'র প্রবৃত্তি ও মনোবিকারকে
সার্থক নিয়ন্ত্রণ-সম্বুদ্ধ ক'রে
তা'র অন্তরে সেই পূরয়মাণ
প্রাজ্ঞ প্রেয় আচার্য্যকে
প্রতিষ্ঠা না করতে পারেন,
এক-কথায়, তিনি যদি
পূর্ব্ববর্ত্তীর অনুপূরক না হ'য়ে
তাঁ'র প্রতিরোধক হন,
তবে সেই পূর্ব্ব-প্রেয়কে কেন্দ্র ক'রে
তা'র ভাব, মনন ও জাগতিক ক্রিয়াগুলির
যে একটা সমঞ্জস সমাবেশ হ'য়ে চলছিল
সার্থক ক্রম-সংহতি নিয়ে,
—তা'র বিকেন্দ্রিকতায়
অন্য আচার্য্যকে কেন্দ্র ক'রে
মস্তিষ্কের অনুলেখাগুলি
যে সংহতি নিয়ে সমাবেশ হ'তে লাগলো
তা'র ভিতর সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
মস্তিষ্কে বিকৃত সমাবেশে
বোধি ও স্নায়ু-স্রোতের ভিতরে
বিকৃত স্রোত এনে
বিকৃত ব্যুৎপত্তি
ও বৈধানিক বিকৃত পরিবেশ উপস্থিত ক'রে
সম্বর্দ্ধনী সার্থক সংহতিকে বিধ্বস্ত ক'রে
কাপট্যানুরঞ্জনে
দ্বিধাসঙ্কুল তরঙ্গ সৃষ্টি ক'রে
মন্থর পদবিক্ষেপে জাহান্নমের দিকেই
নিয়ে চলতে থাকে,

বিকৃতির উপঢৌকনই
তা'র সম্ভ্রান্ত পদবীর
ভ্রমলোলুপ উৎকোচ হ'য়ে ওঠে,
আর, সেই দিক্ দিয়েই
"গুরুত্যাগ মহাপাপ"—
শাস্ত্রের চল্‌তি কথার তাৎপর্য্য,
আবার, যে-পরিবারে
পরস্পর আপোষণী বা আপূরণী নয়
এমনতর বিভিন্ন আচার্য্যের যত সমাবেশ
সেখানে বিচ্ছিন্নতা ও অসংহতি তত বেশী,
কিন্তু পরবর্ত্তী আচার্য্য যদি
পূর্ব্ব-পরিপূরণী সার্থক বিন্যাসপ্রবুদ্ধ
ও তৎ-প্রতিষ্ঠাপ্রাণ হন
সেখানে এই সমস্ত দোষ অর্শায় না,
বরং তা'রই পরিপূরক, পরিপোষক
ও পরিরক্ষক হ'য়ে ওঠে
বোধি-সম্বর্দ্ধনী কেন্দ্রিকতার
লীলায়িত উচ্ছলতায়—
ফল-কথা, তুমি যা'ই কর তা'
এক-পূরয়মাণ প্রাজ্ঞ
প্রেয় আচার্য্য বা সদ্‌গুরুতে
যেন সার্থক হ'য়ে ওঠে—
কেন্দ্রায়িত পরিচর্য্যায়। ৪০৬।

অকিঞ্চিৎকর মানুষ হলেও—
তিনি যদি মন্ত্রগুরু হন,—
তিনি জীবনে অত্যাজ্য। ৪০৭।

মনে রেখো, তোমার ধর্ম্ম মানবতার ধর্ম্ম,
মানবতার কেন,
অস্তিবৃদ্ধির উপাসক যা'রাই—তা'দেরই,
রাষ্ট্রই বল, জাতিই বল,
সমাজই বল আর সম্প্রদায়ই বল,
প্রতিপ্রত্যেকেরই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
অব্যাহত ক'রে, বিমুক্ত ক'রে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অনুকূল অনুসরণে
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
যে রীতি বা নীতিই হো'ক না কেন,
সত্তাকে পরিপালন ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় এগিয়ে দিয়ে
যা' ঈশ্বর-সান্নিধ্যে উপনীত করে
যে যেমনটি তেমনি প্রকারে,
পূর্য্যমাণ আদর্শ-পুরুষে কেন্দ্রায়িত করে
একনিষ্ঠ অনুবর্ত্তিতায়—
প্রাণদ যেমনতর অনুষ্ঠানের
ভিতর-দিয়েই হো'ক না কেন—
তাই কিন্তু ধর্ম্ম,
—যা' সর্ব্বপরিপূরক, কৃষ্টিপ্রদ
—তাই আর্য্য-সংস্কৃতি,
তোমার ধর্ম্মও কিন্তু আর্য্য-ধর্ম্ম। ৪০৮।

তোমার
অন্তঃহৃদয়দীপ্ত সহজ সাধন
শিষ্ট হ'য়ে উঠুক। ৪০৯।

সৎসঙ্গ চায় মানুষ,
ঈশ্বরই বল
খোদাই বল
ভগবান্ বা God-ই বল
অস্তিত্বই বল—
ভূতমহেশ্বর যিনি এক—তাঁ'রই নামে
বোঝে না সে—
উদাত্তের নামে
প্রেরিত ও অবতারপুরুষদের নামে
গণ্ডী টেনে
প্রত্যেকের বিরুদ্ধে
অন্যদের হ'তে নিজেকে
গণ্ডীনিপীড়িত ক'রে
পারস্পরিক অসহযোগিতায়
নিবদ্ধ ক'রে
আত্মঘাতী আমন্ত্রণে
গণবিপর্য্যয়ী ব্যাহৃতিকে সৃষ্টি
ক'রে
—এমনতর কেউ বা কিছুকে—
—সে হিন্দুই হো'ক, মুসলমানই হো'ক,
জৈন, শিখ বা বৌদ্ধই হো'ক,
খ্রীষ্টানই হো'ক
বা আর যা'ই কিছু হো'ক ;
সে বোঝে, প্রতিপ্রত্যেকে তাঁ'রই সন্তান,
সে আনত ক'রে তুলতে চায়
সকলকে সেই একে,
সে পাকিস্তানও বোঝে না

হিন্দুস্থানও বোঝে না

রাশিয়াও বোঝে না

চায়নাও বোঝে না

ইউরোপ, আমেরিকাও বোঝে না—

সে চায় মানুষ,—

সে চায় সাকীস্থান,

সে চায় প্রত্যেকটি লোক—

সে হিন্দুই হো'ক

মুসলমানই হো'ক

খ্রীষ্টানই হো'ক

বৌদ্ধই হো'ক

বা যে-ই যা' হো'ক না কেন,

যেন সমবেত হয় তাঁ'রই নামে

পঞ্চবর্হির উদাত্ত আহ্বানে—

অনুসরণে—পরিপালনে

—পরিপূরণে—উৎসৃজী উপায়নে—

পারস্পরিক সহৃদয়ী সহযোগিতায়—

শ্রমকুশল উদ্বর্দ্ধনী চলনে

—যা'তে খেটেখুটে প্রত্যেকে

দুটো খেয়ে-প'রে বাঁচতে পারে—

সত্তা-স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখে

সম্বর্দ্ধনার পথে চ'লে,

প্রত্যেকটি মানুষ যেন বুঝতে পারে

প্রত্যেকেই তা'র,

কেউ যেন না বুঝতে পারে

সে অসহায়, অর্থহীন, নিরাশ্রয়,

প্রত্যেকটি লোক যেন বুক ফুলিয়ে

বলতে পারে—
আমি সবারই—
আমার সবাই—
সক্রিয় সাহচর্য্যী অনুরাগোন্মাদনায় ;
সে চায় একটা পরম রাষ্ট্রিক সমবায়
যা'তে কা'রও সৎ-সম্বর্দ্ধনার
এতটুকুও ত্রুটি না থাকে,
—অবাধ হ'য়ে চলতে পারে প্রতিপ্রত্যেকে
এই দুনিয়ার বুকে—
এক সহযোগিতায়,
আত্মোন্নয়নী শ্রমকুশল
সেবা-সম্বর্দ্ধনা নিয়ে,
পারস্পরিক পরিপূরণী সংহতি-উৎসারণায়,
—উৎকর্ষী অনুপ্রেরণায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
সেই আদর্শ পুরুষে
সার্থক হ'তে সেই এক-অদ্বিতীয়ে। ৪১০ ।

যা'তে মানুষ বাঁচে-বাড়ে
তা'র সত্তাপোষণী যা'-কিছু সব নিয়ে—
সংহতি-সহকারে—
উপভোগে দুর্ভোগগ্রস্ত না হ'য়ে,
দৈনন্দিন জীবনে তাই করাই ধর্ম্ম—
মোক্তা কথায়। ৪১১ ।

বোধদীপ্ত সাত্ত্বিক উন্নতি
যা' জীবনকে ধ'রে রাখে—

উদ্দীপনী তৎপরতায়
কৃতি-উচ্ছল অনুচলনে
প্রীতি-উৎসারণায়—
ধর্ম্ম তো সেখানেই ;
ধর্ম্ম কিন্তু বস্তু নয়কো—
বাস্তব জীবনীয় উচ্ছলতা ;
তাই, ধর্ম্ম—
ধৃ-ধাতু+মন্ । ৪১২ ।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৩১৭। ধর্ম্মানুচলন মানুষকে চক্ষুষ্মান্ ক'রে তোলে।
৩১৮। সত্যব্রত ও তার পরিপালনে।
৩১৯। ধর্ম্মের দিকে এগোতে থাকবে কখন?
৩২০। ধর্ম্মে অস্বাভাবিকতা নেই, আছে সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে যোগ্যতার আত্ম-প্রকাশ।
৩২১। দ্বিজাচার।
৩২২। ধর্ম্ম, ধর্ম্মাচরণ ও পরমার্থলাভের তাৎপর্য্য।
৩২৩। ইষ্টার্থ-নিবদ্ধ না হ'য়ে শুধু গণ-সেবার ভিতর-দিয়ে ধর্ম্ম-পরিপালন ক'রতে চাইলে।
৩২৪। ধর্ম্মে আজগবিত্বের স্থান নেই।
৩২৫। তাৎপর্য্যহারা ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় অভিভূত হ'য়ো না, শ্রেয়ার্থ-পরায়ণ হও, সম্বৃদ্ধ হবে।
৩২৬। ঈশ্বর বা প্রেরিতকে উপেক্ষা ক'রে শুধু মন্দির-ভজনা জড়ত্বই নিয়ে আসে।
৩২৭। তথাকথিত ধর্ম্মান্তরে জাত্যন্তর হয় না।
৩২৮। যজ্ঞে পশুবধের ফল ঈশ্বরের স্পর্শ-লাভ করে না।
৩২৯। কর্ম্ম ছাড়া শুধু ভাবালুতায় ধর্ম্ম হয় না।
৩৩০। ইষ্ট, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ব্যত্যয়ী যা, তাতে আত্মসমর্পণ ক'রলে।
৩৩১। বাঁচতে হ'লে ধর্ম্মকে পরিপালন ক'রতেই হবে।
৩৩২। জীবন-ধারণে সৎ ও অসৎ পথ।
৩৩৩। ধর্ম্মানুগ কৃষ্টিচর্য্যায় অবজ্ঞাশীল যারা, তারা স্বভাবতঃই আত্ম ও গণ-ঘাতী।
৩৩৪। প্রেরিতকে স্বীকার না ক'রে "ঈশ্বরকে স্বীকার করি" কথা অর্থহীন।
৩৩৫। ধর্ম্মের ছদ্মবেশে শাতন ধর্ম্মের অনুচর্য্যা ক'রতে যেও না।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৩৩৬। কী কী লক্ষ্য রেখে সৎ কথা সবার কাছেই শ্রবণ করা যেতে পারে?
৩৩৭। শ্রেয়তপাঃ না হ'য়ে লাখো শ্রেয়সঙ্গ নিরর্থক।
৩৩৮। দ্বিজাধিকরণ যদি বৈশিষ্ট্যপালী ও পারস্পরিক অনুপূরক না হয়, তবে তা প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যী।
৩৩৯। সমবেত প্রার্থনা।
৩৪০। স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ কী?
৩৪১। 'বেদকে অস্বীকার করা' মানে কী?
৩৪২। অর্থ-সামর্থ্য দিয়ে ধর্ম্ম উপার্জ্জন না ক'রে বাঁচতে চাওয়া বিড়ম্বনা।
৩৪৩। অনুষ্ঠান ও তার প্রয়োজনীয়তা।
৩৪৪। দেবতারা পূজনীয়, কিন্তু প্রাপ্তব্য একমাত্র ঈশ্বরই, আর তাঁর জীয়ন্ত বেদীই হচ্ছেন সদ্‌গুরু।
৩৪৫। স্বস্তির সোপান।
৩৪৬। ধর্ম্ম ও প্রবৃত্তির সম্পর্ক।
৩৪৭। ধর্ম্মের কুপরিবেষণ ও ব্রহ্মচর্য্যের অবিজ্ঞ ব্যাখ্যার পরিণাম।
৩৪৮। ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ধর্ম্ম অপরিহার্য্য।
৩৪৯। ঈশ্বর-অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও বা না হও, যদি শ্রেয় চাও, ইষ্টনিষ্ঠ ধর্ম্মানু-সরণ তোমার জীবনে অপরিহার্য্য।
৩৫০। অসৎ যত বিস্তার লাভ ক'রবে, সত্তা তত আকুঞ্চিত হবে, তাই অসৎকে নিরোধ কর।
৩৫১। ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মকথা বলার অধিকার।
৩৫২। যে-কোন মতবাদের আওতায়ই যাও না কেন, ইষ্টাপূরণী যা তাই গ্রহণ ক'রো।
৩৫৩। ধর্ম্ম ও কৃষ্টির তাৎপর্য্য।
৩৫৪। মঠের অধ্যক্ষ কেমন হবে?
৩৫৫। সত্যকে জয়যুক্ত কর।
৩৫৬। তোমাদের গতি ইষ্টৈকমুখী হোক।
৩৫৭। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

প্রথম পঙ্‌ক্তি — **বাণী-সংখ্যা**

প্রথম পঙ্‌ক্তি বাণী-সংখ্যা

প্রথম পঙ্‌ক্তি	বাণী-সংখ্যা

প্রথম পঙ্‌ক্তি — বাণী-সংখ্যা

প্রথম পঙ্‌ক্তি | বাণী-সংখ্যা

প্রথম পঙ্‌ক্তি — **বাণী-সংখ্যা**

প্রথম পঙ্‌ক্তি **বাণী-সংখ্যা**

প্রথম পঙ্‌ক্তি **বাণী-সংখ্যা**

বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ-সূচী

১। অঘমর্ষণী—১৪৬=পাপ যা'তে নষ্ট হয়।
২। অতিশায়ী—২০৬=শ্রেষ্ঠ।
৩। অধিগতি—১৬৯=প্রাপ্তি।
৪। অধিগময়ক—২১৪=অধিগত বা আয়ত্ত করিয়ে তোলে যা'।
৫। অধিবেদনী—১৩০=ধারণ-পোষণ ক'রে চলার ভিতর দিয়ে যে জ্ঞান হয়, তদ্-যুক্ত।
৬। অধিমাত্রিক আত্মিকতা—১২২=জাগতিক বস্তুকে অধিকার ক'রে বিরাজমান যে নিরন্তর গতিশীলতা।
৭। অধিস্থান—৩০০=ধারণ-পোষণ ক'রে থাকার ক্রিয়া।
৮। অধিস্থিতি—৮৭=অধিষ্ঠান, আশ্রয়।
৯। অধ্যয়ন-অনুচর্য্যা—২৯৬=অধিগত বা আয়ত্ত করার চলন।
১০। অধ্যয়নী তৎপরতা—৩৫=অনুশীলনপূর্ব্বক আয়ত্ত করার তৎপরতা।
১১। অনুক্রমণা—২২৪=অনুসরণপূর্ব্বক চলন।
১২। অনুক্রিয়—৪=অনুসরণপূর্ব্বক ক্রিয়াশীল।
১৩। অনুক্রিয়তা—৬৯=অনুশীলন-সমন্বিত কর্ম্মতৎপরতা।
১৪। অনুচারী—৯১=একসাথে চলে যা'রা।
১৫। অনুদীপনা—১৪=দীপ্তি।
১৬। অনুধায়নী—৯২=অনুধাবন অর্থাৎ পর্য্যালোচনা ক'রে চলে যা'।
১৭। অনুধায়িতা—২৬০=অনুধাবনপূর্ব্বক চলন।
১৮। অনুধায়িনী—১৬৪=পশ্চাদনুসরণ আছে যা'র মধ্যে।
১৯। অনুধ্যায়িনী—২৭=তদনুসারী চিন্তা-যুক্ত।
২০। অনুপ্রাণিত—২৭=প্রাণবন্ত।
২১। অনুবন্ধ—১৮৫=সংযুক্ত।
২২। অনুবন্ধ—১৭৩=সংযুক্তকরণী কেন্দ্র।
২৩। অনুবর্ত্তক—২৮৪=অনুসরণ ক'রে চলতে অনুপ্রেরিত করেন যিনি।
২৪। অনুবর্ত্তনা—৩১=অনুসরণপূর্ব্বক চলতে থাকা।
২৫। অনুবাদক }
২৬। অনুবাদ্যকর } —২১৩=কোন বিশেষ ভাবকে অধিকতর পরিস্ফুটিত করার জন্যই যাঁদের কথন।
২৭। অনুবীক্ষণা—১৬৮=সম্যক দর্শন।
২৮। অনুবেদনা—৪=জ্ঞান, বোধ।
২৯। অনুবেদ্য—১২২=শ্রেষ্ঠের অনুসরণে যে-জ্ঞান হয় তা' প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য।
৩০। অনুভাবিতা—১২৪=তদনুগ হওয়ার ভাব।
৩১। অনুরঞ্জনা—৫=কোন ভাব-অনুযায়ী রঞ্জিত হ'য়ে ওঠার ক্রিয়া।
৩২। অনুরাগ-উৎসৃজী—৩১৯=অনুরাগকে উপচে তোলে যা'।

বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ-সূচী

৩৩। অনুলেখা—৪০৬=ছাপ, impression.
৩৪। অনুশায়ী—১৪=তন্মুখী ঝোঁকসম্পন্ন।
৩৫। অনুশ্রদ্ধ—২৫৭=অনুগামী-শ্রদ্ধাবান।
৩৬। অনুশ্রয়ী—৮২=আশ্রয় ক'রে চলেছে যা'।
৩৭। অনুসৃতি—১৭৯=অনুচলন।
৩৮। অনুসেবনা—২০৫=সাথে থেকে সেবা, পরিপালন ও পরিপোষণ করা।
৩৯। অন্তরাসিতা—১০২=অন্তরাস, আগ্রহ।
৪০। অপচর্য্যা—৩১৬=অপকৃষ্ট চলন।
৪১। অপদীপ্ত—২৯২=অপকৃষ্ট বা বিকৃতির পথে জ্বলন্ত।
৪২। অবদানী—৩৭০=বিশুদ্ধ-কর্ম্মযুক্ত।
৪৩। অবশায়না—৩৯=অবস্থিতি।
৪৪। অভিদ্যোতনা—২১৩=কোন বিশেষ অভিমুখের দীপ্তি।
৪৫। অভিধায়িত—১৬৮=সম্যক বিধৃত।
৪৬। অভিধ্যায়িতা—২৬৫=তদভিমুখী চিন্তাপ্রবণতা।
৪৭। অভিপ্রীতি—১৯৯=অভি (ইষ্টাভিমুখী) প্রীতি।
৪৮। অভীঃ-উচ্ছল—৩৮০=নির্ভীকতায় উচ্ছল।
৪৯। অর্জ্জী—৩৪৭=অর্জ্জনকারী।
৫০। অর্থনা—৩৪=অর্থসমন্বিত চলন।
৫১। অর্থভাবনা—১৯=চলন-অনুপাতিক হ'য়ে ওঠা।
৫২। অশিব-যমনী—১৭১=অশিব (অমঙ্গল)-কে সংযত করে যা'।
৫৩। অস্তি-চেতনা—২৬০=থাকার চেতনা।
৫৪। অস্তিতা—২৬০=থাকার ভাব।
৫৫। আগ্রহ-উৎসারণী—৪=আগ্রহকে ফুটিয়ে তোলে যা'।
৫৬। আজীব—১৬৭=উপজীবিকা।
৫৭। আবৃতি—২৭=সর্ব্বতোভাবে বরণ ও গ্রহণ করা।
৫৮। আর্ত্ত-ঈক্ষণ—৩৬১=ভয়বিহ্বল কাতর দৃষ্টি।
৫৯। আহৃতি—৭০=আহরণ।
৬০। ইষ্টীতপা—২৬=ইষ্টের তপস্যা নিয়ে চলে যে বা যা'রা।
৬১। ঈশী-দীপনা—৫৯=ঈশ্বরীয় দীপ্তি।
৬২। ঈশনিঃসৃত—৩৩৮=ঈশ্বর থেকে নিঃসৃত।
৬৩। উচ্চলন—৩২২=উন্নতির পথে চলা।
৬৪। উজ্জৃম্ভী—৩১৪=ক্রমবিবর্ত্তনের পথে বিকাশশীল।
৬৫। উৎক্রমণ—৩৮৫=উন্নতিমুখী চলন।
৬৬। উৎসর্জ্জনা—১৭৯=উন্নতি-অভিমুখী চলন।
৬৭। উৎসারণা—৮৭=বৃদ্ধিমুখর চলন।
৬৮। উৎসুকী—১৭২=উৎসুক।
৬৯। উৎসৃজনী—২৬২=বিবর্ত্তনের পথে উথলে তোলে যা'।
৭০। উৎসৃজী—৩৯৭=উন্নতিকে সৃষ্টি করে যা'।

বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ-সূচী

৭১। উদয়নী—১৭৫=উদয়ের পথে নিয়ে যায় যা'।
৭২। উদ্গমী—২৭=উদ্গত ক'রে তোলে যা'।
৭৩। উন্মার্গী—৩৪০=কদাচারযুক্ত, কুপথগামী।
৭৪। উপচায়িতা—৫৩=উপচয়-করণ।
৭৫। উপসৃষ্টি—২৬০=হীন রকমের সৃষ্টি।
৭৬। উপসেবন—১৪=নিকটে থেকে সেবা করা।
৭৭। উপায়ন—৩৯৭=উপায়, পথ।
৭৮। উল্লম্ফী—১৮৪=প্রবলবেগে এগিয়ে চলে যা'।
৭৯। ঊর্জ্জী—৩৪৪=শক্তিশালী, প্রাণবান।
৮০। ঋতি-তপা—১৬৭=মঙ্গল ও বর্দ্ধনার তপস্যা করে যে।
৮১। একরূহবাহিতা—৩৭৯=একই রকম জন্মের প্রবাহ।
৮২। একায়ন-অনুবন্ধনী—৭১=এক হওয়ার জন্য বন্ধন-যুক্ত।
৮৩। একায়নী—৮৩=ঐক্যবিধায়ক।
৮৪। এষণা—৮২=পুনঃ-পুনঃ করণ-ইচ্ছা।
৮৫। ঐকতানিক—৩৩৮=একতানযুক্ত।
৮৬। কহুত—৪২=মৌখিক।
৮৭। কেন্দ্রদেহ-অন্বিত তারকা—৮২=কেন্দ্রদেহস্থিত তারকা। প্রতিটি জীবকোষের আদিম অবস্থায় থাকে একটি তারকাচিহ্ন। এই তারকাচিহ্নই সমস্ত জীবন ও শরীর-বিধানের কেন্দ্র।
৮৮। কেন্দ্রায়ণী—৭৪=কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যায় যা'।
৮৯। কেন্দ্রিকতা—৩৯৫=(জীবনের) কেন্দ্রকে আশ্রয় ক'রে চলা।
৯০। ক্রম-ক্রমণা—১৭৫=ক্রমচলন।
৯১। ক্ষামত্বে—১৭২=ক্ষীণত্বে।
৯২। ক্ষীরী অভিগমন—৪৫=শুভ্র ও পবিত্র চলন।
৯৩। ক্ষেমতপা—৭০=মঙ্গলের তপস্যা নিয়ে চলেন যিনি।
৯৪। খর-মদী—২২৯=তীক্ষ্ণ অথচ প্রমত্ত।
৯৫। গণহিতী—৩০৯=জনগণের হিত (কল্যাণ) যা'তে হয়।
৯৬। চরিষ্ণু—৮২=চরমানতাই যা'র স্বভাব, 'নেগেটিভ্'।
৯৭। চারণা—১৯০=চলাফেরা।
৯৮। চিদায়িত—২৪৪=বোধে প্রকাশিত।
৯৯। জৈবী-সংস্থিতি—১৪=জীবদেহের গঠন।
১০০। তড়িৎ-দীপনা—৩৬=দ্রুতগতি।
১০১। তৎ-তপী—৭০=সেই তপস্যাপরায়ণ।
১০২। তন্ত্রণ-পরিবেদনা—৮২=নিয়মিত বোধচাতুর্য্য।
১০৩। তপন-আকৃতি—৮২=তীব্র সম্বেগ।
১০৪। তরণ-দীপনা—১৩৬=(অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানে) উত্তীর্ণ হওয়ার উজ্জ্বল চলন।
১০৫। তর্পণা—৬৪=তৃপ্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া।
১০৬। তাপন-বিক্রম—১০৪=সন্তাপসৃষ্টিকারী শৌর্য্য বা পরাক্রম।

বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ-সূচী

১০৭। তালিমী—৮৬=তালিমপ্রাপ্ত, শিক্ষিত।
১০৮। তৃপণ-আতিশয্যে—১৫৬=অধিক তৃপ্তিতে।
১০৯। দম্ভী—৩৫=দম্ভযুক্ত, অহংকারী।
১১০। দর্শন-দিধিক্ষু—৩১৪=দর্শনার্থে নিজেকে নিয়োজিত করতে ইচ্ছুক।
১১১। দীপনদান্ত—২২১=দীপ্তিমান অথচ সংযত।
১১২। দীপনা—৫৯=দীপ্তি।
১১৩। দুধুক্ষা—৩০৩=পীড়নেচ্ছা।
১১৪। দোধুক্ষিত—৩২৩=ক্লেশপীড়িত।
১১৫। দ্যোতমুগ্ধ—৪০০=দ্যুতি অর্থাৎ আনন্দের বিকাশে মুগ্ধ।
১১৬। দ্বয়ী—৩৩৬=দুইভাগে বিভক্ত।
১১৭। দ্বিজীকরণ—২৫৯=(দীক্ষা-সংস্কারের ভিতর দিয়ে) দ্বিজত্বে উপনীত হ'য়ে ওঠা।
১১৮। ধর্ম্মযন্তা—১৮০=ধর্ম্মের নিয়ামক, ধর্ম্মপথের পরিচালক।
১১৯। ধায়ন-তৎপর—৭০=চলৎশীল, অনুধাবনরত।
১২০। ধারয়িতা—৪০=ধারক।
১২১। ধুক্ষাদীর্ণ—৫৯=ক্লেশপীড়িত।
১২১ (ক)। ধৃতি—১=ধারণপোষণের আকৃতি।
১২২। নর্ত্তন-ছন্দ—১০৬=ছন্দময় চলন।
১২৩। নিবন্ধনা—১৫১=নিবিড় বন্ধন।
১২৪। পয়মালী—২৫৩=পয়মালকারী, নষ্টকারী।
১২৫। পরাবৃত্তি—৮৬=শ্রেষ্ঠ বৃত্তি।
১২৬। পরিক্রমণা—১৩৫=চলনা।
১২৭। পরিচারণ—১৯৬=পরিচালনা।
১২৮। পরিদৃপ্ত—২৬০=বিশেষভাবে প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল।
১২৯। পরিধ্বংস—১৮৫=(জীবনীয় যা'-কিছুকে) সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে যা'।
১৩০। পরিধ্যেয়—১১৪=পরি (সর্ব্বতোভাবে)-ধ্যেয় (চিন্তনীয়)।
১৩১। পরিপ্রেক্ষা—২৭১=সম্যক চিন্তা ও দর্শন।
১৩২। পরিবর্দ্ধনা—২৬০=সর্ব্বতোমুখী বর্দ্ধনা।
১৩৩। পরিবীক্ষণা—২২৪=সম্পূর্ণ এবং সমীচীন দর্শন।
১৩৪। পরিবৃদ্ধ—২০৫=সর্ব্বতোভাবে বেড়ে উঠেছে যে।
১৩৫। পরিবেদনা—৩৭০=সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান।
১৩৬। পরিভৃতি—২৬০=ভরণ, পরিপোষণ।
১৩৭। পরিসৃজন—৩৬৫=বারংবার সৃষ্টি করা।
১৩৮। পরিসেবনা—৮৬=সর্ব্বতোভাবে সেবা করা।
১৩৯। পর্য্যায়ী—৯৭=পর-পর চ'লে আসছে যা'।
১৪০। পাবী—১২৪=পবিত্র ক'রে তোলে যা'।
১৪১। পুনর্নিবন্ধ—১৯০=Religion.
১৪২। পুরশ্চরণ—১৫০=এগিয়ে নিয়ে যায় যে চলন।
১৪৩। পুরোধ্যাসী—২৬০=প্রেসিডেন্ট-অর্থে।

বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ-সূচী

১৪৪। পূর্য্যমাণ—৩৯৬=পূরণ করছে এমন।
১৪৫। পৃষ্ঠমেরু—২৮১=পিঠের মেরুদণ্ড (spine), যার উপর সব দাঁড়িয়ে থাকে।
১৪৬। পৌরুষ-বিভব—১৮৪=পূরণ-বর্দ্ধনের শক্তি।
১৪৭। প্রবর্দ্ধনী—৩২১=যা' বিশেষভাবে বাড়িয়ে তোলে।
১৪৮। প্রবৃত্তি-অবষ্টব্ধ—১৭৫=প্রবৃত্তির মাঝে আট্‌কে-থাকা।
১৪৯। প্রমিত—১৮৪=ঠিকমত পরিমাপিত।
১৫০। প্রস্বস্ত—১৭৯=প্রস্বস্তি-যুক্ত।
১৫১। প্রাণন-তারকা—৮২=Astral body.
১৫২। প্রীতি-চৌম্বক-সূচি-সঙ্কেত—১৪০=ভালবাসারূপ কম্পাসের কাঁটা।
১৫৩। প্রীতি-প্রমুখ—২১৪=প্রীতিকে প্রকৃষ্টভাবে মুখ্য ক'রে চলেছে যা'।
১৫৪। বর্ত্তনা—১৬৯=স্থিতি।
১৫৫। বিক্রিয়—৭৪=(সত্তাবিরোধী) বিপরীত কর্ম্মে তৎপর।
১৫৬। বিক্ষোভী—৩৭৬=বিক্ষোভ-সৃষ্টিকারী।
১৫৭। বিধায়না—১৯=বিহিত ধারণপোষণের পথ।
১৫৮। বিধায়নী—২৯৭=বিধান (ব্যবস্থা) করে যে বা যা'।
১৫৯। বিধিবিস্রোতা—১৭২=বিধির বিশেষ স্রোত-বিশিষ্ট।
১৬০। বিনষ্টি-বিস্রোতা—১৮৫=বিনষ্টির (বিনাশের) বিশেষ স্রোতযুক্ত।
১৬১। বিনায়িত—৫=বিহিত পথে চালিত।
১৬২। বিবৃদ্ধি—২৬০=বিহিত বর্দ্ধন।
১৬৩। বিভব—৫১=বিশেষভাবে হওয়া।
১৬৪। বিভা-বিজৃম্ভী—২৫৬=বিভাকে বিকশিত ক'রে তোলে যা'।
১৬৫। বিভ্রমী—৩৬৪=বিভ্রম অর্থাৎ ভ্রান্তি-যুক্ত।
১৬৬। বিসর্জ্জন—১২১=বিশেষভাবে সৃষ্টি করা।
১৬৭। বীক্ষণ—৭২=দর্শন।
১৬৮। বৈজয়ন্তী—৩৭৯=বিজয়-অভিযান।
১৬৯। বোধায়নী—১৯৩=বোধের (জ্ঞানের) পথে নিয়ে চলে যা'।
১৭০। বোধিবিস্রবা—৯৬=বোধি ক্ষরিত হয় যেখান থেকে।
১৭১। ব্যাপৃতি—২০=কর্ম্মে ব্যাপৃত বা নিযুক্ত থাকা।
১৭২। ব্যাহৃতি—১৯০=বিচ্ছিন্নতা।
১৭৩। ব্রাহ্মণ্য-অনুবেদনা—১০৫=ব্যাপ্তির জ্ঞান।
১৭৪। ভাক্ত—২৫৫=কপট ধার্ম্মিক।
১৭৫। মরুদীপ্ত উৎসর্জ্জনা—৪০৩=মরুভূমির মত ফাঁকা অবসন্ন ভাবের বৃদ্ধি।
১৭৬। মূর্চ্ছনা—১৩৭=অভিব্যক্তি।
১৭৭। মূর্ত্তনা—৫২=মূর্ত্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া।
১৭৮। মূর্ত্তন-অভিদীপনা—৮২=বিকশিত করার ভিতর-দিয়ে যে-প্রকাশ।
১৭৯। যন্ত্রণ-তৎপরতা—৮২=নিয়মনের জন্য তৎপরতা।
১৮০। যমন—২৬৯=সংযম।

বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ-সূচী

১৮১। যান্ত্রিক—৮২=বিধি ও নিয়ম-সমন্বিত।
১৮২। যোগজৃম্ভী—১৫১=যুক্ত হওয়ার আবেগে বিকাশশীল।
১৮৩। যোগদীপনা—৮৩=যুক্ত করার সম্বেগ।
১৮৪। যোগন-অর্থনা—৭০=যুক্ত হওয়ার ক্রিয়া।
১৮৫। যোগন-দীপনা—৩৭=যুক্ত হওয়ার আকৃতি।
১৮৬। যোগাবেগ—৪৬=যুক্ত হওয়ার আবেগ।
১৮৭। যোগ্য-যুত—১৪১=উপযুক্ত বা সমর্থ হ'য়ে সম্মিলিত।
১৮৮। রঞ্জন-দীপনা—১৯৬=রঞ্জিত ও প্রীত করার কর্ম্ম।
১৮৯। লোকহিতী—৮৯=লোকের হিত (মঙ্গল) যা'তে হয়।
১৯০। শঙ্কানুকম্প—৩৬১=শঙ্কাহেতু অনুকম্পাপ্রার্থী যে।
১৯১। শরজাল—২০০=একসঙ্গে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য তীর (অর্থাৎ আঘাত)।
১৯২। শাতন—১৭১=শয়তান; বিশীর্ণ বা ছিন্ন ক'রে তোলে যা'।
১৯৩। শালীন্য-সঙ্গতিতে—৮২=শিষ্টসুন্দর সঙ্গতি নিয়ে।
১৯৪। শাস্তা—৩১০=শাস্তিদাতা।
১৯৫। শীলতা—২১৪=সাধু আচরণ ও অভ্যাস।
১৯৬। শীলন-বিন্যাস—৬৪=অনুশীলন ও অভ্যাসের মধ্য দিয়ে যে-বিন্যাস (adjustment)।
১৯৭। শীলন-সন্দীপী—১৩২=অভ্যাস ও অনুশীলনের জাগরণ ঘটায় যা'।
১৯৮। শ্রমসুখপ্রিয়—১৭৯=শ্রমের সুখ যা'র কাছে প্রিয়।
১৯৯। শ্রমী—২৭১=শ্রমশীল।
২০০। সংবুদ্ধ—২৬৪=সম্যক বোধ-সমন্বিত।
২০১। সংশ্রয়ী—৩৯=আশ্রয় ক'রে চলেছে যা'।
২০২। সংশ্লেষী—৩৮৩=সম্যকপ্রকারে যুক্ত।
২০৩। সংহিত—২৭=সমীচীনভাবে বিধৃত।
২০৪। সত্ত্বাহিতী—৩৬৩=সত্ত্বার পক্ষে মঙ্গলজনক।
২০৫। সন্ধিক্ষু—৩৭০=সম্যক-দীপনী।
২০৬। সমাহিতী—৮৪=সমাহিত হওয়ার ভাব।
২০৭। সম্বেদনা—৮৬=সম্যক জ্ঞান বা বোধ।
২০৮। সাকীস্থান—৩৯৭=বন্ধুত্বের আবাস-ভূমি।
২০৯। সাথীয়া—৬৩=সঙ্গী।
২১০। সু-অঙ্কুরণী—৩৪৯=শুভকে অঙ্কুরিত করে যা'।
২১১। সুতপা—১৮৫=সুচারু তপস্যা-পরায়ণ।
২১২। সুবুদ্ধ সংহিতি—২৭৬=শোভন-বোধযুক্ত সম্যক ধারণা।
২১৩। সুসংহিত—২০৮=সুষ্ঠু এবং সংহতভাবে স্থিত।
২১৪। সুস্থি—২৮৪=ভাল থাকা।
২১৫। সৌরত-সঙ্গতি—২৬০=সুরত (Libido)-এর সাথে সঙ্গতি।
২১৬। সৌরত-সন্দীপনা—২৬৬=সত্ত্বাগত সম্বেগের বিকাশ।

বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ-সূচী

২১৭। স্থাস্নু—৮২=স্থিতিশীলতাই যা'র স্বভাব; 'পজিটিভ্'।
২১৮। স্থৈর্য্য-সম্বেগী—১৮৪=অচঞ্চল।
২১৯। স্ফুরণী—২০৪=বিকশিত ক'রে তুলছে এমন।
২২০। স্বল্পচিতী—৩৪৯=স্বল্পবোধ-সমন্বিত।
২২১। হতাশজৃম্ভণে—২১০=হতাশায় হাহাকার ক'রে।
২২২। হিতী—৩১৫=হিত অর্থাৎ মঙ্গল-যুক্ত।
২২৩। হৃদ্-দীপালী—৪০১=হৃদয়স্থ দীপ্তভাব।
২২৪। হ্যাপা—৫৯=ঝক্কি, ঝঞ্ঝাট।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ধৃতি-বিধায়না প্রথম খণ্ডের প্রথম প্রকাশ-কালে ব্যস্ততাবশতঃ অনেক শব্দেরই অর্থ দেওয়া সম্ভব হয়নি। বর্ত্তমানে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় আরো বেশ কিছু শব্দার্থ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত ক'রে দেওয়া হ'ল। অবশ্য তা'তেও এই ভাগবত বাণীরাজির অর্থ সম্যক পরিস্ফুট হবে না। তার জন্য চাই, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের লোকপাবী আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও তাঁর প্রদত্ত বিধান সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়া, তথা সুকেন্দ্রিক ধ্যানী মনোবৃত্তি। তবেই এক-একটি বাণীর অর্থ সম্যক বোধ করা সম্ভব হবে।

নিবেদক—
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়